

**SRI SRI CHANDI
BANGLA**



Sri Sri
CHANDI
(Bangla)



**SRI RAMAKRISHNA
ASHRAM**

LIBRARY

**Shivalya, Karan Nagar,
SRINAGAR.**

Class No. _____

Book No. _____

Accession No. _____

শ্রীশ্রীচণ্ডী

30
~~62~~
Bang. ur

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

কর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত

B2/14/62

SRINAGAR KRISHNA ASHRAM

SRINAGAR, SRINAGAR.

Acquisition No. 1.7.7.1.

DATE 14.12.80



উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী হিরন্ময়ানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

মুদ্রাকর
শ্রীনির্মল মিত্র
দি ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯৩এ লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩
বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

চতুর্দশ সংস্করণ
আষাঢ় ১৩৮৭
June 1980

এই পুস্তকখানি ভারত সরকারের আনুকূল্যে স্থলভ
মূল্যে প্রাপ্ত কাগজে ছাপা হইল।

মূল্য আট টাকা পয়তাল্লিশ পয়সা

নিবেদন

জগদম্বার অশেষ রূপায় এই চণ্ডীখানি প্রকাশিত হইল। ইহাতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূল সংস্কৃত, অন্বয়মুখে প্রত্যেক শব্দের অর্থ, বঙ্গানুবাদ ও ছর্বোধ্য অংশের সংক্ষিপ্ত পাদটীকা প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে সাহুবাদ প্রাধানিক রহস্ত, বৈকৃতিক রহস্ত, মূর্তিরহস্ত, দেবীকবচ, অর্গলাস্তব ও কীলকস্তব এবং দেবীমুক্ত, স্বাস্ত্রমুক্ত ও ধ্যানাদি অম্ব্যর্থ ও অনুবাদ সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গীতার গ্রায় চণ্ডীও হিন্দুদিগের অতি প্রিয় নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। এই চণ্ডীখানিকে সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণের নিত্য-পাঠোপযোগী করিবার জন্ত এবং সংস্কৃতে অল্পজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণ যাহাতে অনায়াসে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূলার্থ অবগত হইতে পারেন তদুপযোগী করিবার জন্ত যথাসাধ্য প্রযত্ন করা হইয়াছে।

গীতার গ্রায় চণ্ডীরও বহু সংস্কৃত টীকা আছে। তন্মধ্যে গুপ্তবতী, শাস্তনবী, চতুর্ধরী, জগচ্ছন্দচন্দ্রিকা, নাগোজীভট্টী, দংশোদ্ধার, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্নকৃত দেবীভাষ্য ও শ্রীগোপাল চক্রবর্তিকৃত 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামক আটটি টীকা প্রকাশিত ও প্রচলিত হইয়াছে। নাগোজীভট্টের টীকা অপেক্ষাকৃত সরল ও সংক্ষিপ্ত বলিয়া এই চণ্ডীর অম্ব্যর্থ ও অনুবাদ তদনুযায়ী করা হইয়াছে। চণ্ডীর তত্ত্বটি পরিস্ফুট করিবার জন্ত অন্যান্য টীকার প্রয়োজনীয় সারাংশ ও বহু তন্ত্রের শ্লোক অনুবাদসহ সংক্ষেপে পাদটীকায় সংযোজিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সংস্করণ ও পাঠ তুলনা করিয়া সর্বাপেক্ষা

বিশুদ্ধ ও চীকামন্যত মূল পাঠই গৃহীত হইয়াছে। রুদ্রযামল ও বারাহীতন্ত্র অপেক্ষা কাত্যায়নীতন্ত্রসম্মত চণ্ডীর মন্ত্র-বিভাগই সমধিক প্রসিদ্ধ ও চীকাকারগণ কর্তৃক অনুমোদিত। সেইজন্য এই পুস্তকে কাত্যায়নীতন্ত্রানুযায়ী মন্ত্রবিভাগ করা হইয়াছে। এই প্রকার মন্ত্রবিভাগে মণ্ডলচণ্ডীর মন্ত্র-সংখ্যাও ঠিক মাত্র শত হইয়াছে, তবে কয়েকটি স্থানে শ্লোকবিভাগের কিঞ্চিৎ অন্তর্বিধা হইয়াছে। কিন্তু অন্তর্বিধি ও অনুবাদ থাকায় উক্ত অন্তর্বিধি দূরীভূত হইয়াছে।

চণ্ডী পাঠান্তরবহুল গ্রন্থ। পাঠক-পাঠিকার অর্থবোধের সুবিধার জন্য সাধারণ পাঠান্তরগুলির উল্লেখ না-করিয়া যে-সকল পাঠান্তর অর্থ-ভেদযুক্ত কেবল সেই অবশ্যজ্ঞাতব্য পাঠান্তরগুলিই সর্বনিম্নে দিয়াছি। উহা অংশগুলি অন্তর্বিধি-তৃতীয় বন্ধনীতে [] সংস্কৃতে বা বাংলায় এবং অনুবাদে প্রথম বন্ধনীতে () বাংলায় দেওয়া হইয়াছে। অর্থবোধ-নৌকর্যার্থে সংযুক্ত শব্দগুলিকে অন্তর্বিধি হাইফেন দ্বারা বিভক্ত করা হইয়াছে। অন্তর্বিধি যথাসম্ভব আক্ষরিক এবং অনুবাদ কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যামূলক করিয়াছি। সংস্কৃত মূলের অর্থাবধারণের পক্ষে অন্তর্বিধি বিশেষ সহায়ক হইবে; আর শুধু অনুবাদ পাঠ করিলেও সমগ্র চণ্ডীর ভাবার্থ অধিগত হইবে। কিন্তু চণ্ডীর প্রতিপাত্য তবে প্রবেশ করিতে হইলে পাদটীকা মনোযোগের সহিত পাঠ করা আবশ্যিক।

বাংলাদেশে শক্তিসাধনার প্রকৃষ্ট স্থান। এই পুণ্য বন্ধ-ভূমিতে বহু তন্ত্রের রচনা এবং রামপ্রসাদ-প্রমুখ বহু শক্তিসাধকের আবির্ভাব হইয়াছে। সেইজন্য কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, এই বাংলাদেশেই চণ্ডীর উৎপত্তি

হইয়াছিল। বর্তমান যুগ শক্তি-সাধনার প্রশস্ত সময়।
 শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে জগন্মাতার উপাসনা করিয়া
 দেখাইলেন যে, জগৎকারণকে জননীভাবে আরাধনা করাই
 যুগধর্ম। বাংলার প্রতিগৃহে চণ্ডীপাঠ ও মহামায়ার আরাধনা
 প্রবর্তিত হউক—ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

বেলুড়মঠের অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আমাকে
 পাণ্ডুলিপি-প্রণয়ন ও প্রুফ-সংশোধনাদি-কার্যে বিশেষভাবে
 সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে আমি গভীর
 কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি

মহালয়া, আশ্বিন, ১৩৪৭
 বেলুড় মঠ

জগদীশ্বরানন্দ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

এই সংস্করণে গ্রন্থখানি আত্মোপাস্ত উত্তমরূপে সংশোধন
 করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আটটি অধ্যায়ের প্রথমে আটটি
 ধ্যান অঙ্গ্যার্থ ও অহুবাদসহ সংযোজিত এবং কয়েকটি স্থানে
 পাদটীকা পরিবর্ধিত হইয়াছে। অনেকের অহুরোধে একটি
 ভূমিকায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রাচীনতা, উৎপত্তিস্থান, টীকাবলী
 প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে বাধ্য
 হইয়াছি। দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত পুস্তকে রেফযুক্ত
 অক্ষরে দ্বিত্ব-বাবহার সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃতভাবার
 এই প্রসিদ্ধ প্রথাহুয়ারী এই সংস্করণে ঋ, ঋ, ঋ, ঋ প্রভৃতি

স্থলে ষ, ষ, ব, ঙ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছি। অবশ্য ইহা ব্যাকরণানুসৃত। বাংলা ভাষায় প-বর্গীয় (পেটকাটা) ব ও (য র ল) ব একরূপেই লিখিত ও উচ্চারিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে এই প্রকার উচ্চারণ অশুদ্ধ। কারণ প-বর্গীয় ব-এর উচ্চারণ ব এবং অন্ত ব-এর উচ্চারণ ওয় হয়। বিশেষতঃ চণ্ডীপাঠে উচ্চারণ-শুদ্ধি সমাগরূপে রাখা করাই শাস্ত্র-বিধি। সেই হেতু বর্তমান সংস্করণের সংস্কৃতাংশে যতদূর সম্ভব উক্ত দুই প্রকারের ব পৃথগ্ভাবে লিখিত হইয়াছে। এখন এই সংস্করণটি পূর্ব সংস্করণের আয় পাঠকপাঠিকাগণ কর্তৃক সমাদৃত হইলেই যন্তাইব। এই পুস্তকপাঠে পাঠকপাঠিকাগণের চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তিনাত হউক—জগন্নাতার চরণে ইহাই একান্তিক প্রার্থনা। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কল্যাণী
অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৪৮

}

জগদীশ্বরানন্দ

দ্বাদশ সংস্করণের

নিবেদন

জগন্নাতার কৃপায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থটি পাঠকপাঠিকাগণের ভক্তিনাতের সহায়ক হউক, ইহাই প্রার্থনা।

চৈত্র, ১৩৮২

প্রকাশক

বিষয়-সূচী

ভূমিকা	(৭—৪২)
চণ্ডীপাঠের বিধি	১
শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ধ্যান	৮
অর্গলাস্তোত্র	১২
কীলকস্তব	২১
দেবীকবচ	২৬
রাত্রিস্তুত	৪১
দেবীবাহন সিংহের ধ্যান	৪৯
চণ্ডীর ষট্-সংবাদকথা	৫১
শ্রীশ্রীচণ্ডীর মাহাত্ম্য	৫২
শ্রীশ্রীচণ্ডী	৫৫
মহাকালীর ধ্যান	৫৬
মধুকৈটভবধ	৫৭
মহালক্ষ্মীর ধ্যান	১০০
মহিষাসুরমৈত্র-বধ	১০২
ধ্যান	১৩৩
মহিষাসুর-বধ	১৩৪
ধ্যান	১৫২
শক্রাদিকৃত দেবীস্ততি	১৫৩
শ্রীশ্রীচণ্ডী	১৭৮
মহাসরস্বতীর ধ্যান	১৭৯
দেবীদূত-সংবাদ	১৮১
ধ্যান	২১৮
ধূম্রলোচন-বধ	২১৯

শ্রীশ্রীচণ্ডী

ধ্যান	...	২২৮
চণ্ডমুণ্ড-বধ	...	২২৯
ধ্যান	...	২৪১
রক্তবীজ-বধ	...	২৪২
ধ্যান	...	২৬৮
নিম্বস্ত-বধ	...	২৬৯
ধ্যান	...	২৮৫
স্তম্ববধ	...	২৮৬
ধ্যান	...	২৯৮
নারায়ণীস্তুতি	...	২৯৯
ধ্যান	...	৩২৬
ভগবতীবাণী	...	৩২৭
ধ্যান	...	৩৪৩
দেবীর বরপ্রদান	...	৩৪৪
অপরাধক্ষমাপণস্তোত্র	...	৩৫৫
দেবীমুক্ত	...	৩৫৮
সপ্তশতীরহস্তত্রয়	...	৩৬৫
(১) প্রাধানিক-রহস্ত	...	৩৬৫
(২) বৈকৃতিক-রহস্ত	...	৩৭৫
(৩) মূর্তি-রহস্ত	...	৩৮৫
শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের ফল	...	৩৯১
পুটিত চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীপূজাচরণের বিধি	...	৩৯৫
কুঞ্জিকান্তোত্রম্	...	৪০০
শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক ও মন্ত্রসংখ্যা	...	৪০২
নির্ঘণ্ট	...	৪০৪

ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত। পাঁচসহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে পঞ্জাবের হারাপ্পা এবং সিন্ধু-দেশের মহেন্জোদারো নগরে দেবীপূজা হইত। উক্ত প্রাচীন নগরদ্বয়ের যে ধ্বংসাবশেষ সিন্ধুনদের তীরে ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে অসংখ্য মূর্ত্ত্যু দেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। দেবী ছিলেন উক্ত দুই নগরের অধিবাসিগণের প্রধান দেবতা।

বৈদিক যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্তিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্তিসূক্ত হইতে বেদে শক্তিবাদ স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে শক্তিবাদ বর্ধিত হইয়াছিল। অষ্টমস্তাঅক দেবীসূক্তের ঋষি ছিলেন মহর্ষি অম্বুধের কন্যা ব্রহ্মবিদ্বা বাক্। বাক্ ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমিই ব্রহ্মময়ী আত্মাদেবী ও বিশ্বেশ্বরী।” ঋগ্বেদীয় রাত্তিসূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন ঋষি কুশিক। ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্ত্র ঋগ্বেদে প্রদত্ত। এই দেবীর বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। ঋগ্বেদে বিশ্বহুর্গা, সিন্ধুহুর্গা ও অগ্নিহুর্গা এবং অন্যান্য দেবীর উল্লেখ আছে। ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ—এই শাক্তসিদ্ধান্তটি সামবেদীয় কেনোপনিষদের উপাখ্যান হইতে জানা যায় : দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই দেবতাদের বিজয় হইল। স্বশক্তিতে জয়লাভ হইয়াছে মনে করিয়া দেবগণ গৌরবান্বিত হইলেন। তাঁহাদের মিথ্যাভিমান অপনোদন করিবার জন্য স্বশক্তিপ্রভাবে ব্রহ্ম বিশ্বয়কর মূর্ত্তিতে দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ আবির্ভূত পূজ্যরূপকে

জানিতে না পারিয়া অগ্নিকে তৎসমীপে প্রেরণ করেন।
পূজ্যরূপী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম ও
শক্তি কি?” অগ্নি বলিলেন, “আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। এই
পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় আমি দহ্য করিতে
পারি।” ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া উহা
দহ্য করিতে বলিলেন। অগ্নি সর্বশক্তি-প্রয়োগেও তৃণখণ্ড দহ্য
করিতে অসমর্থ হইয়া অবনতমস্তকে দেবতাগণের সমীপে
ফিরিয়া আসিলেন। ব্রহ্মসমীপে বায়ু গমন করিলে ব্রহ্ম
পূর্ববৎ তাঁহার নাম ও শক্তি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ইনি
বায়ু এবং পৃথিবীর সব কিছুই উড়াইয়া লইতে সমর্থ। ব্রহ্ম
একখণ্ড তৃণ বায়ুর সম্মুখে রাখিলেন। কিন্তু বায়ু স্বশক্তির
প্রভাবে উহা উড়াইতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিতমুখে পলায়ন
করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র ছন্দবেনী ব্রহ্মের সমীপে উপস্থিত
হইলে ব্রহ্ম অস্তহিত হইলেন এবং তৎপরিবর্তে আকাশে
স্থশোভনা উমা হৈমবতী দেবীকে ইন্দ্র দর্শন করিলেন।
দেবী তাঁহাকে জানাইলেন যে, ব্রহ্মশক্তির দ্বারা দেবতাগণ
শক্তিশালী এবং অম্বর-সংগ্রামে বিজয়ী।

সাংখ্যায়ন গৃহসূত্রে ‘ভদ্রকালী’ নামটি আছে। হিরণ্য-
কেনী গৃহসূত্রে ভবানী দেবীকে যজ্ঞাহতি দিব্যর ব্যবস্থা
আছে। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকাদেবী
রুদ্রের ভগ্নীরূপে কথিত। আবীর কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয়
আরণ্যকের মতে অম্বিকা রুদ্রের স্ত্রী। উক্ত আরণ্যকের
নারায়ণ-উপনিষদে আছে—

তামগ্নিধর্মাং তপসা জলস্তীং বৈবোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্ ।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে স্মৃতরসি তব মে নমঃ ॥ ২

ভূমিকা

—আমি সেই বৈবোচিনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপে শত্রুদমনকারিণী, কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর শরণাগত হই। হে স্তুতারিণি, হে সংসার-ত্যাগকারিণি দেবি, তোমাকে প্রণাম করি।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিক উপনিষদে এই দুর্গা-গায়ত্রীটি আছে—‘কাত্যায়নায় বিদ্বাহে, কল্মাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ’ (১০।১।৭)। সায়নাচার্যের ভাষ্যমুযায়ী দুর্গি ও দুর্গা অভিন্ন।

১ শ্রীশ্রীচণ্ডী বেদমূলা। ইহার প্রথম চরিত্র ঋগ্বেদস্বরূপা, মধ্যম চরিত্র যজুর্বেদস্বরূপা ও উত্তর চরিত্র সামবেদস্বরূপা।

চরিত্রত্রয়ের ছন্দ যথাক্রমে গায়ত্রী, উষ্ণিক ও বেদ ও চণ্ডী অম্বষ্টপ্। ঋগ্বেদের মতে উক্ত ছন্দত্রয়-দ্বারা মন্ত্রপাঠে যথাক্রমে ব্রহ্মতেজ-লাভ, আয়ু-বৃদ্ধি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি হয়। চণ্ডীজপের প্রারম্ভেই গায়ত্রী ছন্দরূপে আবিভূতা। গায়ত্রী বেদমাতা ও শ্রেষ্ঠ বেদমন্ত্র। ত্রিশঙ্কা গায়ত্রীজপ বেদবিহিত। গায়ত্রী প্রাতে ঋগ্বেদধারিণী কুমারী, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদধারিণী যুবতী এবং সায়াহ্নে সামবেদধারিণী বৃদ্ধা। কুমারীর জায় মহাকালী ব্রহ্মরূপা ত্রাস্ত্রী, যুবতীর জায় মহালক্ষ্মী বিষ্ণুরূপা বৈষ্ণবী এবং বৃদ্ধার জায় মহানরস্বতী শিবরূপা মাহেশ্বরী। চণ্ডী ও গায়ত্রী উভয়েই প্রণবরূপা। শাস্ত্রে আছে, “ঋগ্ভিঃ স্তবন্তি, যজু্ভিঃ যজন্তি, সামভিঃ গায়ন্তি।” অর্থাৎ ঋগ্‌মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মার স্তব, যজুর্মন্ত্র দ্বারা তাঁহার পূজন এবং সামমন্ত্র দ্বারা তাঁহার ভজন হয়। চণ্ডী পরমাত্মময়ী। বেদমাতাই চণ্ডীরূপে প্রকটিতা। ২

হিন্দুতন্ত্রের জায় বৌদ্ধতন্ত্রেরও অসংখ্য গ্রন্থ আছে। মূল
কল্পতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র নামক দুইখানি প্রাচীনতম বৌদ্ধতন্ত্র
যথাক্রমে ১ম ও ৩য় শতাব্দীতে রচিত হয়।
বৌদ্ধধর্মে
শক্তিবাদ চীনদেশীয় ত্রিপিটকে (বৌদ্ধশাস্ত্রে) চীনা ও
তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থ
অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নালন্দা ও বিক্রমশীলা নামক বৌদ্ধ
বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। হিন্দুদের
নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ চণ্ডীখানি এক সময় বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের
প্রিয় হইয়াছিল। জৈনক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্তে লিখিত
একখানি চণ্ডী নেপালে পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় এক
সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত। বাংলাদেশেই বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়।
ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁহার 'Introduction to
Buddhist Esotericism' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে হিন্দুতন্ত্র
নানা বিষয়ে বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট ঋণী। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ
হিন্দুতন্ত্রে কালী, তারা, ঘোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা,
ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ মহাবিচার যে
বর্ণনা আছে তৎসমুদয় বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। ইহা বৌদ্ধ-
তন্ত্র 'সাধনমালা' পরিদৃষ্টে বুঝা যায়। উগ্রা, মহোগ্রা, বজ্রা,
কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী, ভদ্রকালী ও তারা—দেবীর এই
অষ্টরূপের মস্তাবলীও বৌদ্ধতন্ত্র হইতে প্রাপ্ত। বিনয়বাবুর মতে
সরস্বতী ও কালী বাংলার এই জনপ্রিয় দেবীদ্বয় বৌদ্ধতন্ত্রের
সৃষ্টি। হিন্দুতন্ত্রের অনেক মন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্রহইতে মন্ত্রের অপভ্রংশ।
বৌদ্ধধর্মের পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের এক একটি শক্তি আছে—
তাহাদের নাম লোচনা, যামকী, পাণ্ডারা, আর্ঘ্যতারা ও
বজ্রধাত্রীশ্বরী। হিন্দুতন্ত্রে যেমন বামাচার ও দক্ষিণাচার—এই

ভূমিকা

দুই বিভাগ আছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও তন্ত্রপন্থী ক্রিয়াতন্ত্র, চর্যাতন্ত্র, যোগতন্ত্র প্রভৃতি চারি বিভাগ আছে। বৌদ্ধতন্ত্র-মতে মহা-শূণ্য হইতে বীজমন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং এক একটি বীজমন্ত্র এক একটি দেবতার রূপ ধারণ করে। বৌদ্ধতন্ত্রে ৮৪ জন সিদ্ধ-পুরুষের নাম আছে। তাঁহারা ৭ম, ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া সাক্ষা ভাষায় তন্ত্র প্রচার করেন। এই বৌদ্ধতন্ত্র বা বজ্রযান ৩য় শতাব্দীতে মৈত্রেয়নাথ কর্তৃক স্থাপিত হয়। কামাখ্যা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল। হিন্দুতন্ত্রে যেমন আগম ও যামল নামক দুই বিভাগ আছে, তেমনি বৌদ্ধতন্ত্রেও বজ্রযান, মহাজয়ান ও কালচক্রযান নামক তিনটি প্রধান বিভাগ আছে। কালচক্র-যানের বিস্তৃত দর্শন ও ইতিহাস তিব্বতী ভাষায় সুপণ্ডিত রুশদেশীয় বৌদ্ধতত্ত্ববিৎ ডক্টর জর্জ রোরিক (George Roerich) কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বৌদ্ধ সরস্বতীর তিন মুখ ও ছয় হাত। বৌদ্ধভগতে বাগীশ্বর মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী। 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধতন্ত্রে মহাসরস্বতী, বজ্র-বীণা সরস্বতী, বজ্রমারদা ও আর্য সরস্বতীর ধ্যান আছে। 'সাধনমালা'র মহাসরস্বতীর বর্ণনা এইরূপ—“ভগবতী শরদিন্দুকরাকারা সিতকমলোপরিচন্দ্রমণ্ডলস্থা, স্মেরমুখী, অতিকরুণাময়ী, শ্বেতচন্দন-কুসুম-বসন-ধরা, মুক্তাহারোপ-শোভিতহৃদয়া, নানালঙ্কারবতী, দ্বাদশবর্ষাকৃতি, ক্ষুরদনন্ত-গভস্তি ও বাহাবভাসিতলোকত্রয়া।”

জাপানে এক বৌদ্ধ দেবী পূজিতা হন। তাঁহার নাম মণ্ডুকোটী বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টী দেবী বা কোটিশ্রী। জাপানী ভাষায় চনষ্টী শব্দ এবং সংস্কৃত চণ্ডী শব্দ একার্থক। বৌদ্ধ-

ত্ৰীশীচতী

ধৰ্মেৰ মাৰীচি দেবীও দশভূজা। মূৰ্তিভেদে তিনি দ্বিভূজা, চতুৰ্ভূজা ও ষাটশভূজা। তিব্বতী লামাগণ মাৰীচি দেবীকে উষা দেবীৰূপে আবাহন কৰেন। বৌদ্ধশাস্ত্ৰ ‘মহাবস্তু’তে আছে, বুদ্ধদেব যখন জননীৰ সঙ্গে কপিলবস্তুতে আসেন তখন শাকাবংশেৰ শাকাবৰ্ধনমন্দিৰে অভয়াদেবীৰ পাদবন্দনা কৰেন। কাহাৰো কাহাৰো মতে অভয়াদেবীই দুৰ্গাদেবী। বৌদ্ধতন্ত্ৰে অপৰাজিতা দেবী অষ্টভূজা ও পীতবৰ্ণা। চীনেৰ ক্যাণ্টন শহৰে অবস্থিত বৌদ্ধমন্দিৰে একটা শতভূজা দেবী-মূৰ্তি আছে।

জৈনধৰ্মেও শক্তিবাদ প্ৰবেশ কৰিগৈছিল। ৰাজপুতানাৰ আৰু পাহাড়ে যে বিখ্যাত শ্বেতপ্ৰস্তৰ নিৰ্মিত স্তূপহঁত জৈন মন্দিৰ বিৰাজিত, তাহাৰ চূড়াতে বোলটি জৈন দেবীৰ বিভিন্ন মূৰ্তি খোদিত আছে। কাথিয়া-বাড়ের গিৰনাৰ পৰ্বতে পাবাণনিৰ্মিত সৰস্বতীৰ মূৰ্তি ছিল। জৈনধৰ্মেৰ উভয় সম্প্ৰদায়ের মন্দিৰে সৰস্বতী ও অম্বাৰী দেবীৰ মূৰ্তি দেখা যায়। জৈনগণ সৰস্বতীকে শাসনদেবীৰূপে ভক্তি কৰেন। জৈনদের নিকট সৰস্বতী বিद्याদেবী, জ্ঞান ও কলাবিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী। ‘বড়নাগৰ’ নামক জৈন ধৰ্মগ্ৰন্থে সৰস্বতীৰ যে ধ্যান আছে, তাহাতে সৰস্বতীকে বিশ্বৰূপিণী বলা হইয়াছে। আৰু একটা জৈনগ্ৰন্থে সৰস্বতীৰ নিম্নোক্ত ধ্যান আছে—

কুন্দেন্দু-গোক্ষীৰ-তুষাৰবৰ্ণা

সৰোজহস্তা কমলে নিবধা।

বাগীশ্বৰী পুষ্পকবৰ্গহস্তা।

সুখায় সা নঃ সদা প্ৰশস্তা।

(১২)

ভূমিকা

খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে জৈনগণ সরস্বতীর বহু স্তোত্র, মন্ত্র, অষ্টক প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। জৈনগণ সরস্বতীকে ভারতী, সারদা, বাগীশ্বরী, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মবাদিনী, ব্রতচাবিণী ইত্যাদি ষোলটি নাম দিয়াছেন। শ্রীগুরুগোবিন্দ সিংহের 'দশম বাদশাহ কি গ্রন্থে'র ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অংশে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা আছে। উহার ৪র্থ অংশ প্রায় মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারেই লিখিত। ইহাতে মধুকৈটভ, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, শুভনিস্তান্তাদি দৈত্যবধের বিবরণ আছে। উক্ত গ্রন্থে পঞ্চম অংশে চণ্ডীচরিত্র এবং ষষ্ঠ অংশে চণ্ডীস্তব আছে।

মহাভারতে দেবী-উপাসনার বিষয় উল্লিখিত আছে। ভীষ্মপর্বের ২৩শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্গাদেবীকে মহাভারতে শক্তিবাদ প্রণাম ও প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভীষ্মপর্বোক্ত অর্জুনকৃত দুর্গাস্তোত্রে দুর্গাকে সরস্বতী বলা হইয়াছে। বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আর একটি দুর্গাস্তব আছে। বার বৎসর বনবাসান্তে একবৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য যখন পাণ্ডবগণ বিরাটনগরে যাইতেছেন তখন ঋষিদিগের পরামর্শে অজ্ঞাতবাসের সাফল্যার্থ দুর্গাদেবীর স্তব করেন। কুমারী, কালী, কপালী, মহাকালী, চণ্ডী, কান্তারবাসিনী প্রভৃতি দেবীর বহু নাম মহাভারতে পাওয়া যায়। প্রথমে দেবী বিদ্যাচলের অরণ্যবাসিগণ কর্তৃক কুমারী-রূপে পূজিতা। শীঘ্রই তিনি শিবসঙ্গিনীরূপে পরিগণিতা এবং উমা নামে পরিচিতা হন। বিরাটপর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কর্তৃক রচিত দেবীস্ততিতে দেবীকে মহিষাসুরনাশিনী, বিদ্যাবাসিনী মদমাংসবলিপ্রিয় বলা হইয়াছে। বিদ্যাচলে

শ্রীশ্রীচণ্ডী

অত্യാপি বর্তমান বিদ্যাবাসিনী দেবীর মন্দির ও দেবীপীঠ দ্বারা মহাভারতের কথা সমর্থিত হয়। দেবীর বিদ্যালেনিবাসিনী নামটি চণ্ডীতেও আছে। মহাভারতে দেবী শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণা ভগিনীরূপেও বর্ণিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও হরিবংশে শক্তিবাদের পরিপুষ্টি হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ তম হইতে ৯৩ তম—এই ১৩টি অধ্যায়কেই দেবী-মাহাত্মা বা ‘চণ্ডী’ বলে। হরিবংশের ৫২ তম এবং ১৬৬ তম অধ্যায়দ্বয়ে দেবীস্তুতিতে শক্তিবাদ সুস্পষ্ট। মহাভারতে দেবীর ভজকালী, চণ্ডী প্রভৃতি নামও আছে; কিন্তু দেবীর চামুণ্ডা-নামটি মহাভারতে পাওয়া যায় না। ভবভূতিয় ‘মালতীমাধবে’র ৫ম অঙ্কে উল্লিখিত আছে যে, চামুণ্ডা-দেবী নরবলিসহ পূজিতা হইতেন এবং তাঁহার মন্দির পদ্মাবতী নগরীর বাহিরে অশানপার্শ্বে বিদ্যমান। পদ্মাবতী বর্তমান উজ্জয়িনী এবং মধ্য মোক্ষধামের অন্ততম। ‘মালতীমাধব’ শ্রীশ্রীচণ্ডীর পরবর্তী। সুতরাং দেবীর চামুণ্ডা-নাম ও চণ্ডিকা-মূর্তি সর্বপ্রথম চণ্ডীতেই পাওয়া যায়।

কৃষ্ণবাসকৃত বাংলা রামায়ণ অনুসারে রাবণ ও
 রাম উভয়ে দেবীভক্ত ছিলেন। বাম্বীকিয়
 রামায়ণে উহা নাই। দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে,
 “রাবণস্ত বিনাশায় রামস্তাহুগ্রহায় চ অকালে
 বোধিতা দেবী।”

শারদীয়া পূজা কৃষ্ণবাসের কল্পিত নহে। বহুকাল হইতেই বাংলাদেশে এই প্রবাদ প্রচলিত। কাহারও মতে ভাগবত-পুরাণ হইতে এই আখ্যান কৃষ্ণবাস গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবাদ অনুসারে রামই শরৎকালে দেবীর অকাল

ভূমিকা

বোধন করেন রাবণবধের জন্ত। রাবণ ও মেঘনাদ উভয়েই দেবীর আরাধনা করিতেন। রামের আরাধনায় মস্ত্রীতা হইয়া দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করেন। এই মতে বাসন্তীপূজাই প্রকৃত দেবীপূজা। কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতে শরৎকালেই স্মরণ ও সমাধি দেবীপূজা করেন। দেবী-ভাগবতের মতে শরৎকালেই দুর্গাপূজার উৎপত্তি। সে যাহাই হউক, রামচন্দ্র ১০৮ পদ্য দ্বারা দেবীপূজার সংকল্প করেন। আবশ্যকীয়-সংখ্যক পদ্য সংগৃহীত হইল। দেবী ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্ত চলনা করিলেন। তিনি একটি পদ্য লুকাইয়া রাখিলেন। পূজার সময় একটি পদ্যের অভাব হওয়ায় রামচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। পূজা পূর্ণাঙ্গ না হইলে দেবী সন্তুষ্ট হইবেন না, সংকল্পও সিদ্ধ হইবে না। রাম পদ্যলোচন নামে অভিহিত। সেইজন্ত তিনি নিজের একটি চক্ষু উৎপাটিত করিয়া উহাকে পদ্যরূপে শ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিবেন—এইরূপ সংকল্প করিলেন। তিনি ধর্ম্মবর্ণ-হস্তে চক্ষু উৎপাটন করিবার উপক্রম করিতেই দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পুরাণসমূহেও শক্তিবাদ সম্যক সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, দেবীভাগবত, বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণাদিতে শক্তিবাদের সমধিক সমৃদ্ধি দেখা যায়। ভাগবতপুরাণের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলেন, ‘অতো ব্রহ্মণোহপি পুরাণে শক্তিবাদ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্রয়ঃ সন্তোষ পাবকস্ত দাহকস্তাদিশক্তিবৎ।’ অর্থাৎ অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রভৃতির

স্তায় ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তিসমূহ আছে। বিষ্ণুপুরাণে (১।২২।৫৬) আছে, 'বুদ্ধবিষ্ণুশিবাঃ বুদ্ধন্ প্রধানাঃ বুদ্ধশক্তয়ঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রধান শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। মার্কণ্ডেয় পুরাণের স্তায় অনেক পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যাদীর্ঘক অধ্যায় আছে। দেবীভাগবতে (৩।২৭) এবং বামনপুরাণের ১৮শ ও ১৯শ অধ্যায়ে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তিত। দেবগণের দেহজাত পুণ্ড্রীভূত শক্তিরূপিণী হইতে কাত্যায়নীর আবির্ভাব মার্কণ্ডেয় পুরাণের স্তায় বামনপুরাণে (১৮শ অধ্যায়ে) এবং দেবীভাগবতে (৫।৮) বিবৃত। মহিষাসুর প্রভৃতি অসুরবধের কাহিনীও উপরি-উক্ত পুরাণত্রয়ে একই প্রকার।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে (২।৬৬।৭-১০) আছে, মহাশক্তি মূলা প্রকৃতি হইতে বিশ্ব উৎপন্ন এবং তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূতা পরা সত্তা। বৃহন্নারদীয় পুরাণ দেবীকে সর্বশক্তিমতী বিশ্বপ্রসবিনীরূপে বর্ণনাস্তে বলেন,

উমেতি কেচিদাহস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীং তথাপরে ।

ভারতীতাপরে চৈনাং গিরিজৈতামৃবিকেতি চ ॥

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ ।

কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহীতি তথাপরে ॥

—সেই দেবীকে কেহ শক্তি, কেহ উমা, কেহ বা লক্ষ্মী বলেন। ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী প্রভৃতি নামেও তিনি অভিহিতা।

দেবীভাগবতের মতে সর্বভূতে শক্তি আত্মারূপে বিद्यমান এবং প্রাণী শক্তিহীন হইলে শববৎ নিষ্ক্রিয় হয়। উক্ত পুরাণ অনুসারে পরম পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগ

ভূমিকা

সচ্চিদানন্দ এবং দ্বিতীয় ভাগ পরাশক্তি, মায়াপ্রকৃতি । কিন্তু
দুই ভাগ মূলতঃ অভিন্ন । বহি ও তৎশক্তির স্রায় পরম
পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি অদ্বৈত । দেবীভাগবতে আছে—
সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী ।

রূপং বিতর্ভারূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে ॥

—সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হইয়াও
ভক্তগণকে রূপা করিবার জন্ত রূপ ধারণ করেন ।

কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বৃহন্নিকেশ্বর
পুরাণে দুর্গাপূজার বিস্তৃত পদ্ধতি লিপিবদ্ধ । শেষোক্ত
পুরাণটি অধুনা দুপ্রাপ্য হইলেও উহার দুর্গাপূজা-পদ্ধতি
বর্তমানে সবত্র অমুদ্রিত । প্রচলিত মৎস্যপুরাণে দুর্গাপূজার
পদ্ধতির প্রকরণটি পাওয়া যায় না । কালীবিলাসপুরাণে
শারদীয়া দুর্গাপূজার বিস্তৃত বিবরণ আছে । বহু মহাপুরাণ
ও উপপুরাণে দেবী-মাহাত্মা নানাতাবে ব্যাখ্যাত ।

দুর্গাপূজা যে এক সময়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে হইত
তাহার প্রমাণ ধনী হিন্দুর বাড়ীতে এক একটি চণ্ডীমণ্ডপ
ছিল । নবদ্বীপে মুকুন্দ সঙ্কর পুণ্যবস্তুর চণ্ডীমণ্ডপে
চৈতন্যদেব টোল খুলিয়াছিলেন । বৈষ্ণবাচার্য নিত্যানন্দ
খড়দহে স্বগৃহে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করিতেন । কবি চণ্ডীদাস
দেবী বাহুলির অমরবস্ত্র সেবক ছিলেন ।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৮০ খ্রীঃ মসুমংহিতার
ঢাকাকার কুল্লুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ প্রায় নয় লক্ষ
টাকা ব্যয়ে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করেন । রাজসাহী জেলার
অন্তর্গত তাহিরপুরের রাজপুত্রোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী
কুল্লুকভট্টের পিতা রাজা উদয়নারায়ণকে উক্ত দুর্গোৎসব

করিতে পরামর্শ দেন। রমেশ শাস্ত্রীও দুর্গাপূজাপদ্ধতি লিখিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাবিধ প্রতিমার দুর্গাপূজা বঙ্গদেশে বাড়িয়া চলিতেছে। ১৩৫৭ সালে কলিকাতা মহানগরী ও তদুপকণ্ঠে পূজার সময় দুই-সহস্রাধিক দুর্গাপ্রতিমা নির্মিত হয়। এই বৎসর আন্দামান, ঢাকা, বেঙ্গল, বোম্বাই, আজমীর প্রভৃতি স্থানে প্রতিমার দুর্গাপূজা হইয়াছে। বাংলার নানা স্থানে দ্বিভুজা হইতে অষ্টাদশভুজা পর্যন্ত দুর্গামূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

শাক্ত ভাবের স্রোত সমগ্র ভারত প্রাবিত করিলেও বাংলা দেশে ইহা বিশেষ পরিপুষ্ট হইয়াছে। বাংলার ধর্মগঙ্গার দেবীভক্তি অদ্বৈতম প্রধান ধারা। বাংলাভাষায় প্রাচীন কাল হইতে বিশাল শাক্ত সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। বাংলাদেশে চণ্ডীর বহু অনুবাদ ও সংস্করণ হইয়াছে। চণ্ডীর একটি পদ্ধতিবাদও দেখিয়াছি।

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধক-গণের শাক্ত মনোভাব বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাভাষায় বিশাল শাক্ত সাহিত্য রচিত হইয়াছে। এই পাঁচশত বৎসর চণ্ডী, দুর্গা, অম্বিকা, সরস্বতী, বটী, লক্ষ্মী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারোদ্দেশ্যে বহু কাব্যগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমুকুমার তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের কথা' নামক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে বলেন, "সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীমাহাত্ম্যচক্রে সকল কাব্যই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী বা

চণ্ডী-অবলম্বনে রচিত। তখন ঐ কাব্যের সমাদর খুব বেশী ছিল।” দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকামঙ্গল, অক্ষ কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র বহুর দেবীমঙ্গল, রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, বালদুর্লভের দুর্গাবিজয়, হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল এবং জগৎরাম বন্দ্য ও তৎপুত্র রামপ্রসাদ কর্তৃক রচিত দুর্গাপঞ্চরাত্রি চণ্ডী-অবলম্বনে রচিত। দীনদয়ালের দুর্গাভক্তিচিন্তামণি এবং দ্বিজ রামনিধির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী দেবীভাগবতপুরাণ-অবলম্বনে লিখিত। দ্বিজ কালিদাসের কালিকামঙ্গল, সুসঙ্গের রাজা রাজ-নিংহের ভারতীমঙ্গল, কৃষ্ণজীবন মোদকের অধিকামঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা, জয়নারায়ণ সেনের চণ্ডিকামঙ্গল, রামানন্দ গোস্বামীর চণ্ডীর গীত, কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গল, নারায়ণদেবের কালিকাপুরাণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর কাব্য। রামচন্দ্র তর্কালকারের দুর্গামঙ্গল ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। শাক্ত সাধক রামপ্রসাদের প্রচলিত শ্রামাসঙ্গীত ব্যতীত কালিকামঙ্গল নামে একখানি কাব্য আছে। কালিকামঙ্গল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পরবর্তী। কলিকাতার প্রাচীনতম কবি রাধাকান্ত মিশ্রের শ্রামাসঙ্গীত-কাব্যও উল্লেখযোগ্য। উহা ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

চণ্ডীমঙ্গল নামে বহু শাক্ত কাব্য এই সময়ে বাংলার রচিত হয়। মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে রচিত। সপ্তগ্রাম-নিবাসী মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৭২-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। চণ্ডীমঙ্গলরচয়িতৃগণের মধ্যে

শ্রীচরিত্র

কবিকল্প মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ।
 তিনি প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ
 চণ্ডীমঙ্গল কবি। মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের
 জমিদার বাবুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রাজা হইলে তাঁহার
 উৎসাহে ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে মুকুন্দরাম স্বপ্নে দেবী
 কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। মঙ্গলচণ্ডী
 দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা-প্রচারই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য।
 চণ্ডীমঙ্গলে ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী এবং বণিক ধনপতির
 উপাখ্যান—এই দুইটি স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা আছে। এই
 দেবীমাহাত্ম্য-কাহিনী কোন সংস্কৃত গ্রন্থে নাই, ইহা
 বাংলাদেশে বহু দিন হইতে প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ
 শতাব্দীতে রচিত বিজয় হরিরামের চণ্ডীমঙ্গল এবং বিজয়
 জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডী-পাঁচালিতে শুধু ধনপতির উপাখ্যান
 আছে, কালকেতুর কাহিনী নাই।

মনসামঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, বটীমঙ্গল, গন্ধা-
 মঙ্গলশীর্ষক অন্যান্য শাক্ত কাব্যও বাংলাভাষায় রচিত
 হইয়াছিল।

বাংলায় শাক্ত সাধনশ্রোত একদা প্রবলবেগে প্রবাহিত
 হইয়াছিল। বর্ধমান জেলার চান্দা গ্রামে চব্বিশ-প্রহর
 কালীকীর্তন হইত। উক্ত গ্রামের পুরাতন
 বাংলার শাক্ত
 সাধনা
 স্থানে বিশালাক্ষী দেবীমন্দিরের পাশ্বে
 কমলাকান্তের পঞ্চমুণ্ডী আসন ছিল। বাংলার
 শাক্ত সাধকগণের মধ্যে হালিশহরের রামপ্রসাদ, বর্ধমানের
 কমলাকান্ত, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, তারাপীঠের বামা-
 ক্ষেপা, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ, মেহারের সর্বানন্দ

ভূমিকা

ঠাকুর প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তাদির শাক্ত সঙ্গীত বাংলাভাষায় অমর সম্পদ। এমন সঙ্গীত কোন ভারতীয় ভাষায় নাই। দক্ষিণেশ্বর ও হালিশহরের পঞ্চবটীদ্বয় এবং তারাপীঠা সাধনস্থল বাংলাকে তীর্থে পরিণত করিয়াছে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বসাধন অভূতপূর্ব ও সুদূরপ্রসারী। বৈষ্ণবী ব্রাহ্মণীর উপদেশে তিনি বিষ্ণুকান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

অগ্ণ্যন্ত ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্মেই শক্তিবাদ সমধিক সমৃদ্ধ। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রেই শাক্ত দর্শন বিশদভাবে ব্যাখ্যাত এবং চণ্ডীতে ইহার পূর্ণ পরিণতি দৃষ্ট হয়। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র সুবিশাল। শত শত হিন্দু তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আছে। মহাসিদ্ধসারতন্ত্রমতে জগৎ প্রাচীন যুগে বিষ্ণুকান্তা, রথকান্তা ও অশ্বকান্তা—এই তিন ভাগে বিভক্ত। শক্তি-মঙ্গলতন্ত্রমতে বিদ্যাপর্বত হইতে পূর্বদিকে যবদ্বীপ পর্যন্ত সকল দেশ বিষ্ণুকান্তা এবং বিদ্যাপর্বত হইতে পশ্চিমে পারস্ত, মিশর ও রোডেনিয়া প্রভৃতি দেশ অশ্বকান্তা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সুদূর মিশর দেশেও মহিষাসুর-মর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। শক্তিমঙ্গলতন্ত্রা-নুসারে ভারতভূমিও তিন ভাগে বিভক্ত।

বিদ্যাচল হইতে চট্টলভূমি পর্যন্ত প্রদেশ বিষ্ণুকান্তা, বিদ্যাচল হইতে কলিকাতা পর্যন্ত প্রদেশ অশ্বকান্তা বা গজকান্তা এবং বিদ্যাচল হইতে নেপাল, মহাচীন প্রভৃতি দেশ রথকান্তা নামে বিখ্যাত ছিল। প্রত্যেক কান্তায় ৬৪ খানি করিয়া ১২২ খানি তন্ত্র সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল।

সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের সার চণ্ডীর মধ্যে নিহিত। সেইহেতু শাক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে চণ্ডী এত সারবতী ও সমাদৃত। গীতার ত্রায় ইহা হিন্দুর নিত্যপাঠ। চণ্ডীপাঠ দেবীপূজার প্রধান অঙ্গ। মহাভারতের একাশ্রমি দেবীপীঠস্থানে বা শক্তিসাধনার কেন্দ্রে চণ্ডী নিয়মিতভাবে পঠিত হয়। কুলার্ণবতন্ত্রমতে তান্ত্রিক সাধনাই প্রশস্ত। মনুসংহিতার তান্ত্রিক ভারত টীকাকার কুল্লুকভট্ট তন্ত্রশাস্ত্রকে শ্রুতি বা বেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, “বৈদেকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা কীর্তিতা শ্রুতিঃ।” অর্থাৎ শ্রুতি দুই প্রকার—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। একদা সমগ্র ভারত তান্ত্রিক সাধনায় প্রাবৃত হইয়াছিল। সকল তীর্থস্থানে দেবীপূজা হইয়া থাকে।

সার জন উডব্রফ সাহেবের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় বহু হিন্দুতন্ত্র ইংরেজী ভাষায় অনূদিত এবং তন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যোও ইদানীং শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমাদর দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিবলিওথিকা ইণ্ডিকাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে বিস্তৃত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে ডক্টর কে. এম. ব্যানার্জি কর্তৃক লিখিত একটি বিস্তৃত ভূমিকা আছে। তাহাতে চণ্ডীর তারিখ, উৎপত্তি-স্থান প্রভৃতি বিষয় সর্ব-প্রথম আলোচিত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব সংস্কৃতপ্রাধ্যাপক এফইডেন পার্জিটার সাহেব এবং কলিকাতার শ্রীমন্নথনাথ দত্ত সমগ্র মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও তদন্তর্গত চণ্ডী ইংরেজী ভাষায় অমুবাদ করিয়াছেন। পার্জিটারের ইংরেজী অমুবাদ কলিকাতার এমিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল

ভূমিকা

কর্তৃক ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। পার্জিটার তাঁহার অনুবাদে যে বিস্তৃত উপক্রমণিকা দিয়াছেন তাহাতেও চণ্ডীর উৎপত্তিকাল ও জন্মস্থানাদি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গীতা যেমন মহাত্ম্যের অংশ, চণ্ডী তদ্রূপ মার্কণ্ডেয়পুরাণের অংশ। মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৮১ হইতে ২৩ অধ্যায় পর্যন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নামই 'চণ্ডী'। দেবীমাহাত্ম্য ও দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডীর অপর দুইটি নাম। দুর্গাহোমে সপ্তশত আভূতিপ্রদানের নিমিত্ত ত্রিশীচণ্ডী সপ্তশত মন্ত্রে বিভক্ত হইয়াছে। এই কারণে ইহার একটি নাম সপ্তশতী। কিন্তু দেবীমাহাত্ম্যই ইহার মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্ত নাম। ইহাতে সাতশত মন্ত্র, অথবা ৫৭৮টি শ্লোক আছে। রুদ্রঘামলতন্ত্রের 'রুদ্রচণ্ডী' এবং বাণভট্টের 'চণ্ডীশতক' দেবীমাহাত্ম্য-অবলম্বনেই লিখিত। এই প্রসঙ্গে আনন্দবর্ধনের 'দেবীশতক'ও উল্লেখযোগ্য।

দেবীশতকের উপর মহাত্ম্যটীকাকার কৈয়টের টীকা আছে। আনন্দবর্ধন ধ্বনিপ্রস্থাপনাচার্য নামে অভিহিত এবং অলংকারশাস্ত্রের প্রধান স্তম্ভ। বাঙ্গালী পণ্ডিত শরণদেব ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণ-বিচারের জন্ত চণ্ডী হইতে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দশম শতাব্দীতে প্রাচীন নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত একখানি চণ্ডী পাইয়াছেন। ৮ম শতাব্দীতে জিনসেন তাঁহার আদিপুরাণে সকল হিন্দুপুরাণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ডক্টর ভাণ্ডারকর বলেন, "সপ্তম শতাব্দীর 'গথমঙ্গলইড' (Gothmongoloid) অক্ষরে চণ্ডীর প্রসিদ্ধ

(২৩)

শ্লোকে ‘সর্বমঙ্গলমঙ্গলো.....’ লিখিত হইয়াছিল। দণ্ডী, ভবভূতি ও বাণভট্ট ৭ম শতাব্দীতে তাঁহাদের গ্রন্থে চণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ৬৭৮ খ্রীঃ অব্দে রবিসেন তৎকৃত ‘জৈন পদ্মপুরাণে’ মার্কণ্ডেয়-পুরাণ-প্রমুখ হিন্দু পুরাণের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৮শ শতাব্দীতে নাগার্জুনী গুহায় এক শিলালিপিতে ‘দেবীকর্তৃক অবজ্ঞাস্তরে মহিষাসুরের মস্তকে চরণস্থাপন’ লিখিত হইয়াছিল। উপরিউক্ত পার্শ্বটীর সাহেবের মতে চণ্ডী খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত। অতএব প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্র ‘গুহ্যসমাজতন্ত্র’ ও ‘চণ্ডী’ একই শতাব্দীতে সৃষ্ট। বায়াহীতন্ত্র, স্বপ্নপুরাণ, দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, বামনপুরাণ ও বৃহদ্বন্দিকেশ্বর পুরাণাদিতে চণ্ডীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। চণ্ডীর ১১।৪২ মন্ত্রে আছে যে, দেবী নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভে আবির্ভূতা হইবেন। ইহা হইতে মনে হয়, ভাগবতের পূর্বে চণ্ডী রচিত। ‘শকরদিগ্বিজয়’ গ্রন্থে চণ্ডীর উল্লেখ আছে। সুতরাং চণ্ডী সম্ভবতঃ ৩য় শতাব্দীতে বা তৎপূর্বে রচিত হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের মতে শকগণ মধ্যদেশের (মধ্যভারতের) অধিবাসী। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, মথুরা অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় অব্দের পূর্বে ও পরে শক্তিশালী শকগণ বাস করিতেন। ৪র্থ শতাব্দীতে গুপ্ত রাজবংশের উদ্ভবের পূর্বেই উক্ত শকবংশ অস্তর্হিত হয়। সেইজন্য রাজপুতানা মিউজিয়ামের কিউরেটরের অভিমত এই যে, চণ্ডীর উৎপত্তিকালকে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ৩৫০ অব্দের মধ্যে নির্দেশ করা অযৌক্তিক নহে। চণ্ডীর ৮ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে মৌর্য শব্দের এবং ১ম অধ্যায়ের ৫ম ও

৬ষ্ঠ মন্ড্রে কোলাবিধ্বংসী শব্দের উল্লেখ আছে। কোন কোন চীকাকারের মতে যবনগণই কোলাবিধ্বংসী। মৌর্যগণের আবির্ভাব ও যবনগণের আগমন খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। এই যুক্তিতে চণ্ডীর উৎপত্তিকাল খ্রীষ্টপূর্ব বা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ধরিলে অমূলক হয় না। চণ্ডী মার্কণ্ডেয়পুরাণে প্রক্ষিপ্ত নহে, উক্ত পুরাণের প্রকৃত অংশ-অধ্যাপক ভাণ্ডারকর নানা যুক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন।

কাহারও কাহারও মতে চণ্ডী নর্যদা অঞ্চলে বা উজ্জয়িনীতে উৎপন্ন। কিন্তু অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা উক্ত মত খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ বাংলাদেশই চণ্ডীর জন্মস্থান।

ভারতবর্ষে প্রচলিত গোড়ীয়, কেবলীয়, কাশ্মীরী বাংলাই চণ্ডীর জন্মস্থান ও বিলাসী—এই চারি প্রকার তন্ত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে গোড়ীয় মতের প্রাচীনতা ও প্রাধান্য

সর্বাপেক্ষা অধিক। পাল রাজাদের সময় বাংলায় তন্ত্রের বিপুল প্রভাব ছিল। একটি তন্ত্রে আছে—‘গোড়ে প্রকাশিতা বিজ্ঞা’ অর্থাৎ গোড়ে (বঙ্গদেশে) তন্ত্রবিজ্ঞার উদ্ভব হয়। বরদাতন্ত্রের ১০ম পটলে বাংলা অক্ষরের বর্ণনা আছে। আবার অধিকসংখ্যক প্রাচীন পীঠস্থানগুলি বঙ্গভূমিতেই অবস্থিত। বাংলার অধিকাংশ ভূভাগ দীর্ঘকালের জন্য জঙ্গল-পূর্ণ ছিল। এই সকল জঙ্গলের আদিম অধিবাসিগণকে ‘কিরাত’ বা ‘শবর’ বলিত। ‘কাদম্বরী’, ‘হরিবংশ’, ‘দশ-কুমার-চরিত’, ‘ভবিষ্যোত্তরপুরাণ’, ‘কালিকাপুরাণ’ প্রভৃতি গ্রন্থের অতিমত এই যে, চণ্ডী-বর্ণিত দেবতা কিরাত ও

ত্রিঐচলী

শবরগণেরই উপাস্তা দেবী ছিলেন। স্বতরাং কিরাত-দেশেই অর্থাৎ বাংলাদেশেই চণ্ডীর আবির্ভাব বলিয়া মনে হয়। পুরাণের অংশ হইলেও চণ্ডী তন্ত্রশাস্ত্ররূপে গৃহীত। যখন প্রধান প্রধান সকল তন্ত্রই বাংলায় উৎপন্ন, তখন চণ্ডীও সম্ভবতঃ বাংলায়ই উদ্ভূত। বাংলার পূর্ব সীমান্তে চট্টগ্রাম শহর হইতে দশ বার মাইল দূরে করালডাঙ্গা পাহাড়ে অবস্থিত মেঘসাত্রম কি চণ্ডীতে উক্ত মেধা মূনির আশ্রম? উপরি-উক্ত মতের অস্বকূল আর একটি বলবতী যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। চণ্ডীর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দশম স্লোকে আছে—
 সুরধ ও সমাধি মহামায়ায় 'মহীময়ী' মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। যৎসম্পূর্ণাণে দুর্গামূর্তি-নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। মহীময়ী মূর্তি বাংলাদেশে প্রচলিত মুন্ময়ী প্রতিমা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বাংলাদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে মুন্ময়ী প্রতিমায় দুর্গাপূজার প্রচলন নাই। অন্যান্য প্রদেশে ধাতু, কাষ্ঠ বা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত মূর্তিপূজাই সমধিক প্রচলিত।

অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রীর মতে বাংলাদেশে প্রতিমায় দুর্গাপূজা অন্ততঃ এক সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন। জন-সাধারণের বিশ্বাস, প্রতিমায় দুর্গাপূজা নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারাই আরম্ভ হয়। কিন্তু এই প্রবাদ ভিত্তিহীন। আলীবর্দী খাঁ এবং তদুদ্যোগ সিরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। অথচ বাংলার উক্ত নবাবদ্বয়ের শাসনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট। ত্রিঐচল-
 বাংলাদেশে
 প্রতিমায়
 দুর্গাপূজা সহস্র
 বৎসরাধিক
 প্রাচীন

ভূমিকা

দেবের সমসাময়িক বিখ্যাত বাঙ্গালী স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হন। রঘুনন্দনের (১৫০০—১৫৭৫) 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' নামক একটি প্রকরণ আছে এবং তাঁহার 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামক মৌলিক গ্রন্থে দুর্গাপূজার সম্পূর্ণ বিধি প্রদত্ত। রঘুনন্দন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পূর্বতন পণ্ডিত ও প্রবাদসমূহ হইতে তাঁহার গ্রন্থদ্বয়ের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি কালিকা-পুরাণ, বৃহন্নদিকেশ্বরপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ হইতেও বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপরবর্তী নিবন্ধকার রামকৃষ্ণ-রচিত নিবন্ধের নাম 'দুর্গার্চনকৌমুদী'। মিথিলার প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫-১৪৮০) তাঁহার 'ক্রিয়া-চিন্তামণি' এবং 'বাসন্তী-পূজাপ্রকরণ' গ্রন্থদ্বয়ে দুর্গাদেবীর মূৰ্ত্তী প্রতীমায় পূজাপদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। বাচস্পতি রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি (১৩৭৫-১৪৫০) তাঁহার 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী' গ্রন্থে ১৪৭৯ শ্রীঃ মূৰ্ত্তী দেবীর পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। যদিও উক্ত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, তথাপি তৎপ্রদত্ত পূজাপদ্ধতি বর্তমানে বহু শাক্ত পরিবারে চলিয়া আসিতেছে। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথের 'দুর্গোৎসব-বিবেক' গ্রন্থে উক্ত পদ্ধতির আলোচনা পাওয়া যায়। শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) 'দুর্গোৎসব-বিবেক' ও 'বাসন্তীবিবেক' এবং 'দুর্গোৎসব-প্রয়োগ' নামক তিনখানি নিবন্ধ পাওয়া যায়। জীমূতবাহন তাঁহার 'দুর্গোৎসবনির্ণয়' গ্রন্থে মূৰ্ত্তী দেবীপূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতদ্বয় পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন এবং ষাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত

হন। শূলপাণি তাঁহার পূর্ববর্তী স্মৃতিনিবন্ধকারদ্বয় জীকন ও বালকের বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাংলার প্রাচীনতম স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট তাঁহার গ্রন্থে জীকন, বালক ও ত্রীকরের বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। জীকন ও বালক বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট ছিলেন একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের প্রধানমন্ত্রী। বিহারের রাজা মহারাষ্ট্রদেশীয় বর্গীসর্দার রঘুজী ভৌসলে বাংলায় চৌধ আদায় করিতে আসিয়া কাটোয়া শহরে বঙ্গীয় প্রথামতে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। উপযুক্ত প্রমাণসমূহ হইতে নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, প্রতিমায় দুর্গাপূজা বাংলাদেশে দশম বা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল।

গীতার ছায় চণ্ডীরও প্রায়ত্রিশটি টীকা আছে। আত্মা-
রাম ব্যাস, আনন্দপণ্ডিত, একনাদ ভট্ট, কামদেব, কালী-
নাথ, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, গোপীনাথ, গোবিন্দরাম, গোড়পাদ,
গৌরীধর চক্রবর্তী, জগদ্ধর, জয়নারায়ণ, জয়রাম, নারায়ণ,
ব্রহ্মচন্দ্র চক্রবর্তী, পীতাম্বর মিশ্র, ভগীরথ, ভাস্কর
রাম, ভীমসেন, রঘুনাথ মল্লরী, রবীন্দ্র, রামকৃষ্ণ
শাস্ত্রী, রামানন্দ তীর্থ, বাসোদয়, বিদ্যাবিনোদ,
বৃন্দাবন গুপ্ত, বিরূপাক্ষ, শঙ্কর শর্মা ও শিবাচার্য চণ্ডীর উপর
টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহাদের টীকাবলীর হস্তলিখিত গ্রন্থ
এখনও পাওয়া যায়। বাংলার বিখ্যাত শাস্ত্রোক্তবাদক পণ্ডিত
পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের 'দেবীভাগ' নামক টীকাখানি
অতি বিশদ। বাঙ্গালী পণ্ডিত গয়ষড়বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীগোপাল চক্রবর্তীর 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' টীকাও হৃদয়গ্রাহী।
উক্ত টীকাধর কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ভাস্কর রায়ের গুপ্তবতী টীকা, নাগোজী ভট্টের টীকা, জগদ্ধাত্রিকা টীকা, দংশোদ্ধার টীকা, শাস্ত্রনবী টীকা ও চতুর্ধরী টীকা—এই ছয়টি টীকা-সম্বলিত চণ্ডীর একটি উপাদেয় সংস্করণ বোম্বাই ত্রিবেঙ্কটেশ্বর প্রেস প্রকাশ করিয়াছেন। বরিশালের ৮মতাদেব ঠাকুরবিবচিত চণ্ডীর বাংলা ভাষ্য ‘সাধন-সমর’ অতি চমৎকার ও মৌলিক। চণ্ডীর উপর গোড়পাদের ‘চিদানন্দ-কেলিবিলাস’ নামক টীকা ছিল। ভাস্কর রায় তাঁহার ‘ললিতাসহস্রনাম-ভাষ্যে’ চিদানন্দ-কেলিবিলাসের উল্লেখ করিয়াছেন। গোড়পাদ-রচিত উক্ত টীকার সম্পূর্ণ গ্রন্থ তাহাঝে রক্ষিত ছিল। এখন কবচ, কীলক ও অর্গলার টীকা ব্যতীত উহার অপর অংশ অপহৃত হইয়া গিয়াছে।

নাগোজী ভট্ট ও ভাস্কর রায় সমসাময়িক ছিলেন। উভয়ের আবির্ভাব-কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। উভয়ে সম্ভবতঃ পরস্পর পরিচিত ছিলেন।

নাগোজী ভট্ট পানিনি-ব্যাকরণ-দর্শন-সম্প্রদায়ের অন্ততম প্রধান আচার্য। ভাস্কর রায় নাগোজী ভট্টের নাম অঙ্কাজে উল্লেখ করিয়াছেন। নাগোজীর ‘বৈয়াকরণ-সিদ্ধান্ত-মঞ্জুষা’ ও চণ্ডীর টীকার অংশবিশেষ ভাস্কর রায় কতৃক স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। নাগোজীর অন্ততম শিষ্য উমানন্দ নাথ ১৭৭৫ খ্রীঃ ‘পরশুরামকল্পস্থত্রে’র টীকা ‘নিত্যোৎসব’ রচনা করেন। ভাস্কর রায় স্বয়ং উক্ত টীকা সংশোধন করিয়া দেন। আবার উমানন্দ নাথ ‘ভাস্করবিলাস’ নামে ভাস্করের একটি জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। উহা সম্প্রতি বোম্বাই নির্ণয়-মাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত ভাস্কর রায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

ত্ৰিচীচণী

‘ললিতামহত্মনাম-ভাষ্যে’ৰ পৰিশিষ্টে অন্তৰ্ভুক্ত হইয়াছে। নাগোজী ডাট্ট একজন অদ্বিতীয় বৈয়াকৰণ। তাঁহাৰ পিতা ছিলেন শিব ভট্ট, মাতা সতী এবং গুরু হৰি দীক্ষিত। শৃঙ্গ-বেৰীৰাজ ৰায় ইহাৰ প্ৰতিপাদক ছিলেন। ইহাৰ পোত্ৰ মণিৰাম ১৮০৪ খ্ৰীঃ বিত্তমান ছিলেন। নাগোজী ভট্টেৰ ৰচিত প্ৰায় পঞ্চাশখানি সংস্কৃত গ্ৰন্থ আছে। কাত্যায়নীতন্ত্ৰ ইহাৰই ৰচনা। উক্ত তন্ত্ৰে চণ্ডীৰ বিস্তৃত মন্ত্ৰবিভাগকাৰিকা আছে। নাগোজী ভট্টেৰ চণ্ডীৰ টীকাও প্ৰসিদ্ধ। চণ্ডীৰ ১৩।২২ মন্ত্ৰেৰ টীকায় নাগোজী লিখিয়াছেন, ‘বক্ষ্যমাণ-কাত্যায়নীতন্ত্ৰাৎ’। উহা হইতে জানা যায় যে, কাত্যায়নী-তন্ত্ৰ চণ্ডী-টীকাৰ পৰে ৰচিত। কাত্যায়নীতন্ত্ৰে চণ্ডীৰ প্ৰত্যেক মন্ত্ৰটি স্পষ্টভাবে বিভাগ কৰা হইয়াছে। উক্ত তন্ত্ৰে চণ্ডীৰ প্ৰয়োগবিধিও প্ৰসিদ্ধ। বাৰাহীতন্ত্ৰে ও কল্পধামনে চণ্ডীৰ মন্ত্ৰবিভাগ সংক্ষিপ্ত। কাত্যায়নীতন্ত্ৰসম্মত মন্ত্ৰবিভাগই এই চণ্ডীতে গৃহীত এবং বিশেষৰূপে প্ৰচলিত। কাত্যায়নী-তন্ত্ৰে আছে—

তস্মাদেতৎ পঠিত্বৈব জপেৎ সপ্তশতীং পৰাম্ ।

অনুথা শাপমাপ্নোতি হানিং চৈব পদে পদে ॥

বাবণাষ্ঠাঃ স্তোত্ৰমেতদ্ অঙ্গহীনং নিষেবিৰে ।

হতা ৰামেণ তে যস্মাৎ নান্ধহীনং পঠেৎ ততঃ ॥

—চণ্ডীপাঠেৰ সঙ্গে চণ্ডীৰ ষড়ঙ্গ (কবচাদিত্ৰয় ও বহুশত্ৰুয়) পাঠ বিধেয়। ষড়ঙ্গহীন চণ্ডীপাঠকেৰ উপৰ দেবীৰ শাপ পতিত হয় এবং পদে পদে বিপদ আছে। বাবণাদি অঙ্গহীন চণ্ডীপাঠ কৰায় ৰামচন্দ্ৰ কৰ্ত্তক নিহত হন। স্তত্ৰাং সঙ্কল্পপূৰ্বক অঙ্গহীন চণ্ডীপাঠ অনুচিত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর বড়ঙ্গের উপর শৈব নীলকণ্ঠের বটক-বাখান আছে। ইহার দুইখানি পুঁথি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় আছে। নীলকণ্ঠ তাঁহার দেবী-ভাগবত-টীকায় মগ্ধশতঙ্গ-বটক-বাখানের উল্লেখ বহুবার করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ কাত্যায়নী-তন্ত্রেরও একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের ২০-২৩ পটলের একটি পুঁথি জম্মুর রঘুনাথ টেম্পল্‌ লাইব্রেরিতে আছে। মগ্ধশতঙ্গ-বটক-বাখানের প্রারম্ভে নীলকণ্ঠ শক্তি-উপাসনার রহস্য ম্হন্যরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে দেবী ব্রহ্মস্বরূপা ও সর্ববেদান্ততাত্ত্বিকভূমি। দেবী ব্রহ্মবিজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী। জীবদশার নাশই ব্রহ্মবিজ্ঞার লক্ষ্য। জীবদশানাশই দেবীর সম্মুখে পশুবলির উদ্দেশ্য। মাহুয়ের অন্তর্নিহিত পশুভাবকে দেবীর চরণে বলি দিয়া দেবতাব-প্রতিষ্ঠাই শাক্ত সাধনার চরম উদ্দেশ্য।

ভাস্কর রায় মথী আধুনিক যুগের একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য। তিনি বেদ, মীমাংসা, জ্যোতিষ, তন্ত্রশাস্ত্র, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, ছন্দ, স্তোত্রাদি বিষয়ে প্রায় ৪৫ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘ললিতা-মহাস্তনাম-ভাষ্যের’ রচনা ১৭৮৫ সংবতের আশ্বিন শুক্লা নবমীতে সমাপ্ত হয়। বামকেশ্বর তন্ত্রের টীকা ‘সেতুবন্ধ’ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। উক্ত টীকা ১৬৫৫ শকের শিবরাত্রি তিথিতে শেষ হয়। বিখ্যাত মীমাংসক চণ্ডদেব-কৃত ‘ভাট্টদীপিকা’ গ্রন্থের উপর ভাস্কর রায় ‘ভাট্টচন্দ্রোদয়’ নামক টীকা রচনা করেন। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক অন্নয় দীক্ষিতের নাম ভাস্কর রায় প্রকৃতভাবে গ্রহণ

শ্রীশ্রীচণ্ডী

করিয়াছেন। অশ্বয় দীক্ষিতের শিষ্য ভট্টোজী দীক্ষিত। ভট্টোজীর শিষ্য বরদরাজ-কৃত ‘মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী’র উপর ভাস্কর বায়ের ‘রসিকরঞ্জিনী’ নামক টীকা আছে। ভাস্করের জন্ম হয় ভাগা নগরীতে। তাঁহার পিতা গম্ভীর রায় এবং মাতা কোন মায়া। কানীধামে উপনয়ন হইবার পর তিনি পণ্ডিত নৃসিংহাধরী ও গঙ্গাধর বাজপেয়ীর নিকট নব্যভাষাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আনন্দ নারী বালিকার সহিত তাঁহার পরিণয় এবং পাণ্ডুরঙ্গ নামে তাঁহাদের একটি পুত্র লাভ হয়। নৃসিংহানন্দনাথের নিকট ভাস্কর শ্রীবিজ্ঞাপঞ্চদশাঙ্করী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি ভাস্করানন্দনাথ নামে পরিচিত হন। ইহার পর তিনি শিবদত্ত শুক্লের নিকট পূর্ণাভিষেক লাভ করেন। কানীধামে সোমযাগ সম্পাদন করিয়া স্থানীয় পণ্ডিতসমাজে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার এক সামন্ত শিষ্য চন্দ্রসেনের অহুরোধে তিনি কিছুকাল কৃষ্ণানদীর তীরে বাস করেন। পরে তিনি তাঁহার বৃদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গাধর বাজপেয়ীর সহিত চোলদেশে কাবেরীর দক্ষিণতীরবর্তী তিরুবালকটু গ্রামে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। তাম্বোরের মারহাট্টা-রাজ ভাস্করকে কাবেরীর উত্তরতীরবর্তী ভাস্কররাজপুরম্ নামে একখানি গ্রাম দান করেন। এই গ্রামেই তাঁহার শেষজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি পরিণত বয়সে মধ্যার্জুনক্ষেত্রে (বর্তমান তিরুবিঠৈমরুতুরে) দেহত্যাগ করেন। ভাস্করের চণ্ডীর টীকা ‘গুপ্তবতী’ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ‘গুপ্তবতী’ ১৭৪১ খ্রীঃ রচিত হয়। উক্ত টীকা সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ত্ববহুল। ‘গুপ্তবতী’র উপোদ্ঘাতে ভাস্কর অশ্বয় দীক্ষিতের অধুনানুগ

ভূমিকা

‘রত্নত্রয়পরীক্ষা’ নামক গ্রন্থ হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন। চণ্ডীর টীকাকারগণের মধ্যে একমাত্র ভাস্করই রহস্যত্রয়ের টীকা লিখিয়াছেন। উহাতে শাক্ত দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহের আভাস আছে। গৌড়পাদের জায় ভাস্করের দেবী-কবচের উপরও একটি টীকা আছে।

রুদ্রযামল তন্ত্রের পুষ্পিকাকল্পে তুর্য়থণ্ডে ‘রুদ্রচণ্ডী’ আছে। ইহা শ্রীশ্রীচণ্ডী-অবলম্বনে রচিত। উহাতে চণ্ডীর উল্লেখও দেখা যায়। রুদ্র দেবীকে বলিতেছেন, “পূর্বে তোমাকে যে দেবীমাহাত্ম্য বলিয়াছি, তাহা তুমি মনোযোগ-সহকারে শোন নাই। তাই তোমাকে পুনরায় উহা সংক্ষেপে বলিতেছি।” রুদ্রচণ্ডীর উপর ব্রহ্মা ও কৃষ্ণের অভিশাপ পতিত হয়। সেইজন্য চণ্ডীর দুইটি শাপ-বিমোচন মন্ত্র আছে। রুদ্রচণ্ডীর শাপোদ্ধার-মন্ত্র, গায়ত্রী ও কবচ শ্রীশ্রীচণ্ডীর কবচাদি হইতে পৃথক্। রুদ্রচণ্ডীর তিনটি অবচ্ছেদ আছে। প্রথম অবচ্ছেদ ৪৭-শ্লোকবিশিষ্ট। উহাতে চণ্ডীরহস্ত কথিত এবং সমাধি ও স্বরথের উপাখ্যান এবং মধুকৈটভাদি-বধ বর্ণিত। মধ্যম অবচ্ছেদ মাত্র ৩৭টি-শ্লোকযুক্ত। উহাতে সাধনরহস্ত কথিত। অন্তিম অবচ্ছেদে ১০৫টি শ্লোক আছে। উহাতে রুদ্রচণ্ডী-পাঠের ফল ও প্রলম্বাহ্বর-বধের উপাখ্যান উক্ত। প্রলম্বাহ্বরের উল্লেখ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। ‘দুর্গামপ্তশতীর’ বহুল প্রচারমানসে সম্ভবতঃ রুদ্রচণ্ডীর উৎপত্তি। উহাকে চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত ও সরল সংস্করণ বলিলে অত্যাঙ্গি হয় না। কোথাও কোথাও উহা এখনও প্রচলিত আছে। রুদ্রচণ্ডীর ধ্যানটি এইরূপ—

রক্তবর্ণাং মহাদেবীং লসচ্ছত্রভূষিতাম্ ।

পট্টবস্ত্রপরীধানাং সর্বাংলকারভূষিতাং ।

বরাভয়করাং দেবীং মুণ্ডমালাশুশোভিতাম্ ॥ ১

কোটিচন্দ্রমম্বাভাসাং বদনৈঃ শোভিতাং পরাং ।

করালবদনাং দেবীং কিকিজ্জিহ্বাগ্রলোহিতাম্ ॥ ২

স্বর্ণবর্ণমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাং ।

অক্ষমালাধরাং দেবীং অপকর্মসমাহিতাম্ ॥ ৩

—কন্দ্রচণ্ডী দেবী রক্তবর্ণা, ললাটে চন্দ্রভূষণা, পট্টবস্ত্র-পরিহিতা, অলকারশোভিতা, বরাভয়করা, গলে মুণ্ডমালা-ধারিণী, কোটিচন্দ্রবৎ জ্যোতির্ময়-বদনযুক্তা, করালবদনা, জিহ্বাগ্র কিকিৎ রক্তলিপ্তা, স্বর্ণ-কান্তি শিবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা, অক্ষমালা-ধরা ও অপে নিযুক্তা ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১১৫৫, ৪১১৭, ১১১১০, ১১১১২, ১১১২৪, ১১১২৯ এবং ১১১৩৯ শ্লোক-সম্প্রদায়কে সমুদ্রলোকী চণ্ডী বলে । এই সাতটি শ্লোকের অর্থ-ভাবনা করিলেই চণ্ডীতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় ।

চণ্ডীর অসঙ্গত টীকাকার পৌরাণিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেও পণ্ডিতপ্রবর ভাস্কর রায় দীক্ষিত তাঁহার ‘গুপ্তবতী’ টীকাতে ঋতি-প্রমাণের দ্বারাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । ইহাই গুপ্তবতী টীকার বৈশিষ্ট্য । উক্ত টীকাতে

‘চণ্ডী’ আখ্যায় নিম্নোক্ত অর্থ করা হইয়াছে ।
চণ্ডীর সপ্তশতী নামের সার্থকতা এই দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডীদেবীর স্বরূপবাচক

শরীররূপে নানা ভাঙ্গে প্রসিদ্ধ । এইজন্য ইহার নাম চণ্ডী । চণ্ড=চণ্ড + (দ্রীলিঙ্গে) ঈপ্ =পরব্রহ্মমহিমা বা ব্রহ্মশক্তি । চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন

পরব্রহ্ম। 'চণ্ডভানু', 'চণ্ডবাদ' ইত্যাদি পদে 'চণ্ড' শব্দটি ইয়ত্তা বা সীমা দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অসাধারণ গুণশালিত্ব-অর্থে সূচিত হইয়াছে। ধর্ম ধর্মী, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন হইলেও ভিন্নরূপে বাবহৃত হয়। ব্রহ্মশক্তিই চণ্ডী। স্বজনোন্মুখ ব্রহ্মের ঈক্ষণাদি সমস্ত ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডী, আত্মাশক্তি, মহামায়া প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ'—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মধর্ম ও ধর্মিব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক অভিন্নরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মের ধর্মস্বহেতু এই জ্ঞানাদি শক্তিত্রয়রূপে অভিহিত হয়। এই ধর্ম পূর্বমীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত চোদনা-লক্ষণ জডধর্ম নহে। পরন্তু উহা ব্রহ্মধর্ম বা চিৎশক্তি। জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া—এই শক্তিত্রয়ের সমষ্টিভূতা ব্রহ্মাভিন্না তুরীয়া দেবীই চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা। তন্ত্রাস্তরে চণ্ডীদেবীর অগ্ন্যাণু বহু নাম আছে। ব্যষ্টিভূতা জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহাকালী ও মহালক্ষ্মী নামে নির্দিষ্টা হইয়াছেন। সেই পরম সত্তা চণ্ডীই বিশ্ববাপিনী এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তিরূপিনী। এই দেবীর সত্তা পারমাণিকী ও ত্রিকালাব্যাপিতা।

মহামায়া-তত্ত্বই সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রশাস্ত্রের সারস্বরূপা চণ্ডীর প্রতিপাদ্য বিষয়ও মহামায়ার স্বরূপ। এই চণ্ডীর পাদটীকায় নানা স্থানে মহামায়ার

মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণিত এবং বিভিন্ন তন্ত্র চণ্ডীর প্রতি-
পাদ্য বিষয় হইতে বাক্যোদ্ধারপূর্বক নিঃসংশয়ে সমর্থিত।

মহামায়া-তত্ত্বটি নানা শাস্ত্রে কিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখো-
পাধ্যায় মহাশয় 'মহামায়া' নামক তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থে

বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের ‘ম’ নামক গ্রন্থখানিও চণ্ডীতন্ত্রের একটি স্থলনিত ব্যাখ্যা। মহামায়া-শব্দ চণ্ডীতে আট বার ব্যবহৃত হইয়াছে। চণ্ডীতে যোগমায়া-শব্দটির উল্লেখ নাই। কিন্তু মহামায়া-শব্দের পরিবর্তে যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া শব্দদ্বয়ের ব্যবহার কয়েক বার দেখা যায়। অথচ তন্ত্রশাস্ত্রে মহামায়া, যোগমায়া, যোগনিদ্রা ও বিষ্ণুমায়া এই শব্দচতুষ্টয় একার্থবোধক। গীতাতে যোগমায়া-শব্দটি মাত্র একবার আছে। গীতার ভগবান বলিতেছেন যে, অবতারপুরুষ যোগমায়া-সমাবৃত হইয়াই লীলাদি কার্য করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যোগমায়া ও বিষ্ণুমায়া শব্দের বহুবার উল্লেখ আছে। মহামায়া কাত্যায়নাত্ম্যে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া চণ্ডীতে তিনি ‘কাত্যায়নী’ নামেও অভিহিতা। এই কাত্যায়নীই ব্রহ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্রহ্মানন্দনাগণ মনোমত পতি-লাভের জন্য তাঁহার আরাধনা করিতেন। ব্রহ্মকুমারীগণ প্রার্থনা করিতেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনীধীশ্বরী।

নন্দগোপহৃৎ দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।

অর্থাৎ হে কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিনি অধীশ্বরী দেবি, নন্দগোপপুত্র কুরুকে আমার পতি কর। তোমাকে নমস্কার করি। ভাগবতে কাত্যায়নী দেবীকে চণ্ডিকা, ভদ্রকালী, নারায়ণী প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে মহামায়া ও যোগমায়া পৃথক্।

বেদান্তের মায়ী ও তন্ত্রের মহামায়া সমানার্থক নহে।

ভূমিকা

বেদান্তের মায়ার পারমার্থিক সত্তা নাই। ইহার কেবল ব্যবহারিক সত্তা আছে। কিন্তু তন্ময়ের মহামায়া ত্রিকালাব্যাপ্ত-সত্তারূপিণী ব্রহ্মময়ী। অবশ্য, বেদান্ত ও তন্ময়ে কোন বিরোধ নাই। কারণ প্রথমটি সিদ্ধান্তশাস্ত্র ও দ্বিতীয়টি সাধনশাস্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামপ্রসাদ একটি বাক্যেই মহামায়া-ভবটিকে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে—ব্রহ্মই কালী ও কালীই ব্রহ্ম। যাহাকে বৈদান্তিকগণ ব্রহ্ম বলেন, তান্ত্রিকগণ তাঁহাকেই জগজ্জননী মহামায়ারূপে আরাধনা করেন। ব্রহ্ম ও মহামায়া অভেদ।

ভাস্কর রায় তাঁহার গুপ্তবতী-টীকার উপোদঘাতে শাক্ত সিদ্ধান্তটি অতি সুন্দরভাবে নিয়োক্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শাক্ত সিদ্ধান্ত এক অদ্বিতীয় নিরতিশয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম অনাদিনিষ্ক মায়ার আবরণে ধর্ম এবং ধর্মিকরূপে প্রতিভাসিত হন। নানা উপনিষদে ব্রহ্মের ঈক্ষণ বহুভাবে বর্ণিত। এই ঈক্ষণই ব্রহ্মের নিত্য-জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া। ইহাকে সার জন উদ্ভব 'Creative imagination' বলিয়াছেন। এই জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়াই ব্রহ্মধর্ম। ধর্ম স্বরূপতঃ ধর্মী হইতে অভিন্ন। অগ্নি ও তাহার উত্তাপকে যেমন পৃথক্ করা যায় না, ধর্ম ও ধর্মীকেও তদ্রূপ স্বতন্ত্র করা সম্ভব নহে। এই ধর্মের অপর নাম শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন : যেমন জল ও তাহার তরলতা, হৃৎ ও তাহার ধবলত্ব, মণি ও তাহার জ্যোতিঃ, সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ অভিন্ন, ব্রহ্ম ও শক্তিও তেমনই অভেদ। যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম। রামপ্রসাদ বলেন, “কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাদর্ম সব ছেড়েছি।” গতিহীন ও গতিশীল সর্প যেমন একই, নিষ্ক্রিয়

ও সক্রিয় ব্রহ্মও তদ্রূপ এক। ব্রহ্মধর্ম উপাসকভেদে পুরুষরূপে ও নারীরূপে প্রতিভাত হন। পুরুষরূপে তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তিই ব্রহ্মা, স্থিতিশক্তিই বিষ্ণু এবং সংহার-শক্তিই শিবরূপে উপাসিত হন। ব্রহ্মধর্ম নারীরূপে আত্মাশক্তি ভবানী। স্বচ্ছ স্রষ্টিকে লাল জবাফুলের প্রতিবিম্ব পড়িলে যেমন উহা লাল দেখায়, তদ্রূপ ধর্মের কর্তৃত্বাদি গুণের প্রভায় নিষ্ক্রিয় ধর্মীও কর্তৃত্বাদি বিশিষ্ট-রূপে প্রতীত হন। ব্রহ্মরূপ ধর্মীর ধর্ম জড় নহে, জীবও নহে। পরন্তু উহা চিতি, চৈতন্য। চণ্ডীতে (২।৩৪) আছে—‘চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ’ অর্থাৎ চিতিরূপে আত্মাদেবী সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। শক্তিসূত্রেও বলা হইয়াছে—‘চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিখ্যোৎপত্তিহেতুঃ’ অর্থাৎ চিৎশক্তিই স্বতন্ত্ররূপে জগৎসৃষ্টির কারণ। শাক্ত সিদ্ধান্তের মতে চিৎশক্তিই জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদান্তমতে মায়াশক্তিশবলিত ব্রহ্মই জগৎ প্রসব করেন। এই বিষয়ে উভয় সিদ্ধান্তে মূলতঃ ভেদ নাই। উভয় মতের পার্থক্য এই যে, বেদান্তমতে ব্রহ্মধর্ম মায়িক। কিন্তু শাক্তমতে ধর্মী ও ধর্ম, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন, এক; ধর্ম চিহ্নপা, পারমার্থিক। শাক্ত সিদ্ধান্তের সারতত্ত্ব এই যে, মহাশক্তি ব্রহ্মধর্মরূপা। ধর্ম জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া চিহ্নপিনী সজ্জপিনী ও আনন্দময়ী এবং এই জগৎ ব্রহ্মশক্তির পরিণাম।

চণ্ডীর বাক্যাবলীদ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। দেবীকে চণ্ডীর ১।৫৪ মন্ত্রে ‘জগন্মূর্তি’, ১।৭৭ মন্ত্রে ‘জগন্ময়ী’, ১।১১৪ মন্ত্রে ‘মহীশ্বরূপা’ এবং ১।১৩৩ মন্ত্রে ‘বিশ্বরূপা’ বলা হইয়াছে।

ভূমিকা

ইহাই বিশ্বদেবীর বিরাট রূপ। টীকাকার নাগোজী ভট্টের মতে এই সকল বাক্যে দেবীর জগদতিবিক্ত ক্রীতচরিত্র মূখ্যশরীরাতাব ধ্বনিত এবং দেবী জগদাশ্রয়ভূতা মহাশক্তি। শাক্ত সিদ্ধান্ত বিবর্তবাদ অপেক্ষা পরিণামবাদের অধিকতর সমীপবর্তী। মৃগুক-উপনিষদে (২২।১১) আছে, 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্'—এই জগৎ শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই। পূজার আসনগুহির মধ্যে পৃথিবী দেবীরূপে সম্বোধিত। দেবী-স্বক্তের শেষে আছে যে, ব্রহ্মময়ী দেবী পৃথিবী ও আকাশের অতীত হইয়াও পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। মহামায়ী দেবী মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও মহাকালী—এই তিন রূপে প্রকাশিত। মহাকালী তামসী ও ক্লেদরূপা। মহালক্ষ্মী রাজসী ও যজুর্বেদরূপা এবং মহাসরস্বতী সাত্ত্বিকী ও সামবেদরূপা। সরস্বতী বাংলায় ময়াল-বাহনা, দাক্ষিণাত্যে ময়ূরবাহনা। সচ্চিদানন্দময়ী দেবীর গুণভেদে তিনটি ব্যষ্টিরূপ মূলতঃ এক ও অভেদ। শাস্ত্রে আছে :—

মহাসরস্বতী চিতে মহালক্ষ্মী সদাশ্রকে ।

মহাকাল্যানন্দরূপে তত্ত্বজ্ঞানস্বসিদ্ধয়ে ॥

অম্লসন্দগ্ধহে চণ্ডি বয়ং স্বাং হৃদয়াস্বজে ॥

অর্থাৎ মহাসরস্বতী চিত্রূপা, মহালক্ষ্মী সজ্রূপা এবং মহাকালী আনন্দরূপা। হে চণ্ডিকে, তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্ত তোমাকে হৃদয়পথে ধ্যান করি। দেবীভাগবতে আছে—

সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সর্বদৈব মমাস্তু চ ।

যোহসৌ মাহম্ অহং যাসৌ ভেদোহস্তি মতিবিভ্রমাং ॥

—অর্থাৎ আমি ও ব্রহ্ম এক। উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

যিনি ব্রহ্ম তিনিই আমি । আমি যাহা, তিনিও তাহাই ।
এই ভেদ ভ্রমকল্পিত, বাস্তব নহে ।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর নিম্নোক্ত নামাবলী আছে—চণ্ডিকা,
চামুণ্ডা, নারায়ণী, শাকম্ভরী, সরস্বতী, সনাতনী, মহামায়া,
শতাক্ষী, রক্তদন্তিকা, ভগবতী, জগদ্ধাত্রী,
দেবীর নামাবলী বিশ্বেশ্বরী, দেবজননী, বেদজননী, সার্বভৌমী,
মহাদেবী, মহাহরী, পরমেশ্বরী, তামসী, রাজসী, সাত্বিকী,
শিবা, সিংহবাহিনী, খড়্গিনী, কাশী, গদিনী, ভদ্রকালী,
শঙ্খিনী, শূলিনী, চক্রিণী চাপিনী, অম্বিকা, ঈশ্বরী, বরদা,
শ্রী, মহেশ্বরী, জয়ী, দুর্গা, গোবী, লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, অপরাধিতা,
পার্বতী, কল্যাণী, ভীমাক্ষী, ভৈরবনাদিনী, ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী,
কোমারী, বায়াহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী, কাত্যায়নী,
সর্বেশ্বরেখরী, ইত্যাদি ।

প্রস্তুতকৃত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'Eastern
Indian School of Medieval Sculpture' নামক
দেবীর মূর্তি গ্রন্থে (১১৪ পৃষ্ঠায়) বলেন, "উত্তর-ভারতে
যত পার্বতী ও দুর্গামূর্তি পূজিতা হন তন্মধ্যে
অষ্টভুজা, দশভুজা ও দ্বাদশভুজা প্রতিমাই বিশেষ উল্লেখ-
যোগ্য । মধ্যভারতে নাগোদরাজ্যে ও বোম্বাই-প্রদেশান্তর্গত
বিজাপুরের বাদামীতে মহিষমর্দিনী-মূর্তি দশভুজা । মহিষ-
মর্দিনীর দশভুজা, ষড়্ভুজা ও দ্বাদশভুজা মূর্তিও পাওয়া
গিয়াছে । কাশী হইতে আনীত এবং রাজসাহী বহেজ
বিসার্চ সোলাইটিতে রক্ষিত দুর্গামূর্তি ষড়্ভুজা । দিনাজপুর
জেলায় কেশবপুর গ্রামে প্রাপ্ত ধাতুনির্মিত দেবীমূর্তি দ্বাদশ-
ভুজা । তবে দশভুজা দেবীমূর্তির প্রচলনই ব্যাপক ।"

ভূমিকা

দেবীর মহিষমর্দিনী মূর্তিই বঙ্গদেশে পূজিত এবং সমগ্র ভারতে প্রচলিত। যবদ্বীপেও উক্ত মূর্তি পরিদৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের মহিষমর্দিনী-মূর্তি মধ্যভারতের উদয়গিরি গুহাতে আছে। উহা দ্বাদশভুজা ও সম্ভবতঃ

মহিষমর্দিনী
মূর্তি

প্রাচীনতম মহিষমর্দিনী-মূর্তি। মধ্যভারতের ভুমারস্থ শিবমন্দিরে খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতকের দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা মহিষমর্দিনী-মূর্তি আছে। মহাবলীপুরমের মহিষ-মর্দিনীমণ্ডপে খ্রীঃ ৭ম শতকের অষ্টভুজা মূর্তি অঙ্কিত আছে। ইলোরাতে অল্পরূপ মূর্তি দৃষ্ট হয়। ভুবনেশ্বরে বৈতাল দেউলে মহিষমর্দিনী দুর্গার একটি সুন্দর অষ্টভুজা মূর্তি আছে। কিন্তু বাংলায় দশভুজা মহিষমর্দিনী-মূর্তিই সবত্র প্রচলিত ও পূজিত।

মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা, মহাকালী দশভুজা ও মহাসরস্বতী অষ্টভুজা। বৈকৃতিক-রহস্যের মতে দেবী সহস্রভুজা হইলেও তিনি অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা ও ধোয়া। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। সুতরাং দেবী অনন্তভুজা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিনী। চণ্ডীর অস্ত্র একস্থলে দেবীকে সহস্রনয়না অর্থাৎ বিংশতশক্ষু বলা হইয়াছে। চণ্ডীর ৫ম অধ্যায়ে দেবতাগণ মহামায়াকে স্তব করিবার সময় বলিয়াছেন যে, চেতনা, বুদ্ধি, নিজ্জা, ক্রোধ, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্রান্তি, জাতি, লজ্জা, শাস্তি, শ্রদ্ধা, কাস্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, শ্রুতি, দয়া, মাতা, তুষ্টি ও ভ্রাস্তিরূপে দেবী সর্বভূতে বিরাজিতা। শুধু তাহাই নহে, মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গে এবং বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুতে দেবী প্রকাশিতা।

মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী হইলেও নারীমূর্তিতে তাঁহার সমধিক প্রকাশ—ইহা চণ্ডীর নারায়ণীস্তুতিতে উক্ত। দেবীর অংশে নারীমাত্রেরই জন্ম। অল্পবয়স্কা, সমবয়স্কা বা বয়োবৃদ্ধা

শ্রীশ্রীচণ্ডী

নারীমূর্তি জগদম্বারই জীবন্ত বিগ্রহ। প্রত্যেক নারীতে
মাতৃবুদ্ধি করা এবং প্রত্যেক নারীকে দেবীমূর্তিজ্ঞানে শ্রদ্ধা
করাই মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এই জন্যই দুর্গাপূজাতে
কুমারীপূজার বিধি। প্রতিমাতেই দেবীর আবর্তাব চিত্তা
করা যেমন আবশ্যক, নারীমূর্তিতে দেবীর প্রকাশ অধ্যয়ন
করাও তেমনি কর্তব্য। সেইজন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয়
সহধর্মিণী সারদাদেবীকে জগজ্জননীজ্ঞানে ফুল, চন্দন ও
মস্তাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়াছিলেন। হরি ওঁ।

আমী জগদাম্বারানন্দ

চণ্ডীপাঠের বিধি

সংযত ব্যক্তি প্রাতঃকালে স্নানান্তে মন্ডা ও আহ্নিকাদি নিত্যকর্ম সমাপনপূর্বক উত্তরমুখে বা পূর্বমুখে শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া ভক্তিভাবে ও একাগ্রচিত্তে বিস্তৃত উচ্চারণ ও অর্থবোধ সহিত চণ্ডীপাঠ করিবেন। প্রথমতঃ আচমন ও স্বস্তিবাচনাদি করিয়া গুরু স্মরণ বা গুরু-পূজাপূর্বক এইরূপে সংকল্প করিতে হয়, যথা—বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ অস্ত্র অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্মা সর্বাঙ্গচ্ছাস্তিপূর্বকঃ শ্রীচণ্ডিকাশ্রীতিকামঃ (যনোহ-ভীষ্টসিদ্ধিকামো বা) শ্রীকৃষ্ণদৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রোক্তজয়াখ্য-মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত “ও মার্কণ্ডেয় উবাচ—সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ঃ” ইত্যারভ্য “সাবর্ণির্ভবিতা মহুঃ” ইত্যন্তং দেবীমাহাত্ম্যং সঙ্কৃত্য (একাবৃন্তি) [বা ষিঃ বা ত্রিঃ=তুই বা তিনবার] পাঠকর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অনন্তর আসন-স্তম্ভি, ভূত-স্তম্ভি, পুষ্প-স্তম্ভি প্রভৃতি করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজান্তে হ্রীং যন্ত্রে তিনবার প্রাণায়ামপূর্বক জলে^১ চণ্ডীর পূজা করিবে। পূজার পূর্বে গ্রাসাদি এইরূপে করিতে হয়—যথা :

১ অথ পূজাধার-নিরূপণম্—

লিঙ্গস্থঃ পূজয়েদ্দেবীং পুষ্পকস্থং তথৈব চ ।

মণ্ডলস্থং মহামার্যং যন্ত্রস্থং অতিমাত্র চ ।

কলস্থং বা শিলাস্থং বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥

স্বাস্থ্যাদিস্থাসঃ—ও অস্ত্র শ্রীমন্তশতীস্তোত্রমস্ত্র নারদঋষি-
গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীদক্ষিণামূর্তির্দেবতা হ্রীং বীজং স্বাহা শক্তির্মমোষ্টে-
মিচ্ছার্থে বিনিয়োগঃ । মস্ত্রকে—ও নারদায় ঋষয়ে নমঃ ।
মুখে—ও গায়ত্রীছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে—ও শ্রীদক্ষিণামূর্তি-
দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে—ও হ্রীং বীজায় নমঃ । পাদদ্বয়ে—
ও স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে—ও চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।

করস্থাসঃ—হ্রাং অকুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হ্রীং তর্জনীভ্যাং
স্বাহা । হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বঘট্ । হ্রৈং অনামিকাভ্যাং ছং ।
হ্রোং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌঘট্ । হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ।

অঙ্গস্থাসঃ—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ । হ্রীং শিরসে স্বাহা । হ্রুং
শিখায়ৈ বঘট্ । হ্রৈং কবচায় ছং । হ্রোং নেত্রত্রয়ায়
বৌঘট্ । হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ।

পরে হ্রীং মন্ত্রে সাতবার ব্যাপকস্থাস করিবে । স্থাসান্তে
দেবীর ধ্যান করিবে । [৮-১১ পৃষ্ঠায় চণ্ডিকার ধ্যানচতুষ্টয়
সম্প্রদেয় ।]

অষ্টক—

যত্রাপরাজিতা পুষ্পাঃ স্রবাপুষ্পকং বিভ্রতে ।

করবীরে গুরুরক্তে দ্রোণকং বজ্রং তিষ্ঠতি ।

তত্র দেবী বসেন্নিত্যাং তদ্ বস্ত্রে চণ্ডিকার্চনম্ ॥

—ইতি পুষ্পবস্ত্রপ্রমাণম্

চণ্ডিকার পূজাধার-নিরূপণ— যথা :

পরমেশ্বরী মহামায়া দেবীকে বাগলিঙ্গে, চণ্ডীপুস্তকে, মণ্ডলে, যন্ত্রে,
প্রতিমাতে, বিকুশিলায় (শালগ্রামে) বা জলে পূজা করিবে ।

যথায় অপরাজিতা, স্রবী, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী ও দ্রোণপুষ্প
থাকে, তথায় চণ্ডিকাদেবী নিত্য বাস করেন । সুতরাং এই সকল
যন্ত্র-পুষ্পে দেবীর পূজা করিবে ।

পুস্তক না দেখিয়া কঠিন চণ্ডীর বিগ্ৰহভাবে বাচনই সর্বোত্তম। তাহাতে অক্ষয় হইলে আধারে পুস্তক স্থাপন-পূর্বক পূজাস্তে নাতি-উচ্চ, নাতিমুদ্রবরে, নাতিদ্রুত, নাতি-বিলম্বিত বেগে অৰ্ঘবোধ করিয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তিভাবে পঠনই প্রশস্ত। প্রত্যেক চরিত্রপাঠের পূর্বে সেই চরিত্রের ধ্যান পাঠ ও সেই মূর্তির ধ্যান করিতে হয়। চণ্ডীপাঠাস্তে দেবীমুক্ত ও চণ্ডীপাঠাপরাদ-কমাপন-স্তোত্রপাঠ ও দেবীর ধ্যান করিয়া এক গণ্ডুষ জল লইয়া 'ওঁ ওহাতিগুহগোপত্রী অং গৃহাণামংকৃতং জপং নিকিৰ্ত্তবতু মে দেবী অংপ্রসাদামহেশ্বরী।'—এই মন্ত্রে দেবীর বাম হস্তের উদ্দেশে জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে।

নবার্ণ-মন্ত্র:

যথা—ওঁ ঐ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ নমঃ।

অথবা—ঐ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডারৈ বিষ্ণে।—এই মন্ত্রবাক্য যথাশক্তি জপ করিবে। সমর্থ নাথক এই উত্তর মন্ত্রই জপ করিবে।

শক্তিমন্ত্রের মধ্যে নবার্ণ-মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। নবার্ণ=নব+অর্ণ, অর্ণ অর্থে বর্ণ। বর্ণ (হ্র+অর্ণ) শব্দেও অর্ণ বর্ণবাক্যক। নবার্ণ-মন্ত্রে নয়টি বর্ণ আছে বলিয়া উক্ত মন্ত্রের এই নাম হইয়াছে। ডায়রক্ত্রে নবার্ণ-মন্ত্রের নিম্নোক্ত অর্থ উল্লিখিত আছে :

নিধূতনিখিলধ্বাস্তে নিতামুক্তে পরাংপরে।

অখণ্ডব্রহ্মবিদ্যারৈ চিৎসদানন্দরূপিণি।

অনুসন্দয়হে নিত্যং বরং হ্যং হৃদয়াশুভ্রে।

ইথং বিশদয়েত্যেবা যা কল্যাণী নবাক্ষরী ॥

অস্তা মহিমলেশোহপি পদিতুং কেন শক্যতে।

বহুনাং জন্মনামস্তে প্রাপ্যতে ভাগাগৌরবাং। ইত্যাদি

[—অজ্ঞানান্ধকারনানিনী, নিতামুক্তা, পরাংপর, অখণ্ডব্রহ্ম-
বিভারূপিণি, চিদানন্দরূপিণি জননি। আমরা হৃৎপায়ে তোমাকে
সদা অমুখান করি। নবাকরী (নবাব) কল্যাণদায়িনী মন্ত্রের এই
প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মন্ত্রের কিঞ্চিৎ সাহায্যও বর্ণনা
করা সম্ভব নহে। বহু জন্মের সুখতির ফলে এই মন্ত্ররাজের মহিমা 'সমুভূত
হয়।]

ব্রহ্মশক্তি সং, চিং ও আনন্দভেদে ত্রিবিধরূপে কল্পিত। তন্মধ্যে
চিং বা জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক বলিয়া ঐ বীজের অর্থরূপে 'নিধূত-
নিখিলদ্ব্যস্তে' পদ দ্বারা চিত্রপা মহাসরস্বতীকে সম্বোধন করা হইয়াছে।
'নিতামুক্তা' পদ দ্বারা হ্রী বীজের অর্থভূতা সদ্ভূতপাঙ্গিকা মহালক্ষ্মী
লক্ষিত হইয়াছেন। মহালক্ষ্মী নিত্যা অর্থাৎ বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ
এই তিনকালে তাঁহার সত্তা বাধিত হয় না। আবার তিনি মুক্তা,
কারণ তিনি আকাশাদি ভূতের অতীত। যদিও মহালক্ষ্মীর বীজ শ্রী
তথাপি শ ও হ উদ্ভবহেতু সন্ন্যাসী এবং প্রতিতে একটি অপরটির
পাঠান্তররূপে ব্যবহৃত হওয়ায় বর্ণস্বরের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয়।
'পরংপর' পদ দ্বারা ক্রী বীজের অর্থভূতা আনন্দরূপা মহাকালীকে
সম্বোধন করা হইয়াছে। এখন চামুণ্ডা শব্দের অর্থ—চানাং বুদ্ধীনাং
বা সুখানাং মুণ্ডমিব স্থিত যা=বুদ্ধি বা সুখসমূহের মুণ্ডের স্থায় শ্রেষ্ঠ
স্থানে অবস্থিত। যিনি। বিং+চ+ঈ=বিচ্ছে। বিং জ্ঞানবাচক, চ-
পদ ক্রৌঞ্চি ও সত্যবাচক এবং ঈ আনন্দবাচক। বিচ্ছে শব্দের অর্থ
চিদানন্দরূপিণী ব্রহ্মমহিষী! নবাব-মন্ত্রের অর্থ=হে সচ্চিদানন্দরূপিণি
ব্রহ্মমহিষি, চণ্ডি, ব্রহ্মবিদ্যালাস্তার্থ আমরা তোমার ধ্যান করি।

নবাব-মন্ত্রের কবি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব; ছন্দ=গায়ত্রী, উষিক্ ও
অমৃষ্টপু; দেবী—কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, শক্তি—নন্দা, শাকম্বরী ও
ভীমা; বীজ—রক্তবস্ত্রিকা, দুর্গা ও জামরী; এবং তন্ত্র—অগ্নি,
বায়ু ও সূর্য।

উৎকীলন-মন্ত্র:

ও হ্রী ক্রী হ্রী চণ্ডীকে উৎকীলনং কুরু কুরু স্বাহা—
এই মন্ত্র সাত বার জপ করিবে।

অর্থাৎ চণ্ডীপাঠের পূর্বে (এবং দেবীকবচ-পাঠের পরে) রাজিশঙ্ক

এবং চণ্ডীপাঠের পরে দেবীমুক্ত পাঠ করিবে। সর্বশেষে রহস্যত্রয় পাঠ করিতে হয়। যথা কাতারনীর্তনে—

অঙ্গহীনো যথা দেহী সর্বকর্মহু ন ক্রমঃ ।

অঙ্গবটকবিহীনা তু তথা সগুণতীক্ষ্ণতিঃ ।

অর্থাৎ অঙ্গহীন হইলে যে রূপ মাহুব সকল কর্মে সমর্থ হয় না সেইরূপ সগুণতীক্ষ্ণ (বা দেবীমাহাত্ম্য)-পাঠ যড়ঙ্গ-রহিত হইলে অভীষ্ট ফল-প্রদানে অক্ষম হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর যড়ঙ্গ, যথা—দেবীকবচ, দেবী-কীলক ও অর্গলান্তোত্র এবং প্রাধানিকরহস্ত, বৈকুণ্ঠিকরহস্ত ও নৃতিরহস্ত ।

[কোন কোন ভাঙ্গে চণ্ডীর উপর ব্রহ্মশাপ ও শিবশাপের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৎসঙ্গে বিবিধ শাপোদ্ধার ও উৎকীলন-ক্রমের বিধান আছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ১৩শ অধ্যায় পাঠান্তে ১ম অধ্যায় এবং এই ক্রমে ১২শ ও ২য়, ১১শ ও ৩য়, ১০ম ও ৪র্থ, ৯ম ও ৫ম, ৮ম ও ৬ষ্ঠ এবং শেষে ৭ম দুই বার পাঠ—ইহাই কেবল ক্রম। প্রথমে মধ্যম চরিত্র পাঠ করিয়া পরে ১ম ও শেষে উত্তরচরিত-পাঠই উৎকীলন-ক্রম।]

শাপোদ্ধার-মন্ত্রঃ

ও হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ চণ্ডিকে দেবী শাপাহুগ্রহং
কুরু কুরু স্বাহা—এই মন্ত্র সাতবার জপ করিবে।

প্রত্যেক অধ্যায়ের আদিতে ও অন্তে ঘণ্টাবাদন করিতে হয়। মঙ্গলবার ও শনিবার এই দুই দেবীবারে চণ্ডীপাঠ প্রশস্ত। দেবীতিথি অর্থাৎ অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশীতে চণ্ডীপাঠ বিশেষ ফলপ্রদ। নিত্য সমগ্র চণ্ডীপাঠে অসমর্থ হইলে ১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ১১শ অধ্যায়োক্ত চারিটি দেবীস্তোত্র পাঠ করিবে।

যাবন্ন পূর্ণতেহধ্যায়স্তাবন্ন বিরমেৎ পঠন্ ।

ন মানসং পঠেৎ স্তোত্রং বাচিকং তু অশস্ততে ।—বারাহভট্ট

অর্থাৎ যতক্ষণ এক অধ্যায় শেষ না হয় ততক্ষণ পাঠ বন্ধ করা উচিত নহে। মনে মনে পাঠ করা অপেক্ষা উচ্চারণপূর্বক পাঠ করা প্রশস্ত। কীলকন্তুবান্ধুবাগী উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ কর্তব্য। উত্তম চণ্ডীপাঠকের লক্ষণ শাস্ত্রমতে এইরূপ—

জিতেন্দ্রিয়ান্ সমাচারান্ কুলীনান্ সত্যবাদিনঃ ।

ব্যুৎপন্নান্ চ চণ্ডীপাঠরতান্ লজ্জাদরাবতঃ ॥

—জিতেন্দ্রিয়, সমাচারসম্পন্ন, কুলীন, সত্যবাদী, শাস্ত্রজ্ঞ, লজ্জাশীল, দয়াবান্ ও চণ্ডীপাঠে অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ বা মাধককে চণ্ডীপাঠে বরণ করিবে।

অথম চণ্ডীপাঠকের লক্ষণ—

গীতী শীত্ৰী শিরঃ-কম্পী স্বয়ংলিখিতপাঠকঃ ।

অনর্থজ্ঞোহ্লকশ্চ খড়্গেতে পাঠকাধমাঃ ॥

—যিনি গান করিয়া চণ্ডীপাঠ করেন, যিনি দ্রুত পাঠ করেন, পাঠ করিতে করিতে বাঁহার মাথা কাপে, স্বহস্তলিখিত চণ্ডী যিনি পাঠ করেন, যিনি চণ্ডীর অর্থজ্ঞ নহেন এবং বাঁহার গলার স্বর অন্ন—এই ছয়জন চণ্ডীপাঠক অধম।

সাধারণতঃ রাত্রিকালে চণ্ডীপাঠ নিষিদ্ধ। সেইজন্য দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও ভগবাতীপূজার সময় দিনের বেলায় চণ্ডীপাঠ করা হয়। কিন্তু কাহারো কাহারো মতে রাত্রিহস্ত-পাঠের পরে রাত্রিতেও চণ্ডীপাঠ করা যায়।

শ্রীশ্রীচণ্ডিকার ধ্যান

(১)

ও বন্ধুক-কুসুমাতাঙ্গাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্
 সুরচন্দ্রকলা-রত্ন-মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্ ।
 ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীং
 পুষ্পকঙ্কাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ ॥
 দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরান্নায়মানিত্যম্ ।

বন্ধুক-কুসুম-আতাঙ্গাং (বন্ধুক নানক রক্তপুষ্পবর্ণী) পঞ্চ-মুণ্ড-
 অধিবাসিনীম্ (পঞ্চাননের [শিবের] উপরে অধিষ্ঠিতা) সুর-চন্দ্র-কলা-
 রত্ন-মুকুটাং (উদীয়মান চন্দ্রের কলা যাঁহার মুকুটে রত্নরূপে বিরাজিত)
 মুণ্ড-মালিনীম্ (নরশিরোমালাশোভিতা) ত্রি-নেত্রাং (ত্রিনয়না) রক্ত-
 বসনাং (রক্তবস্ত্রপরিহিতা) পীন-উন্নত-ঘটস্তনীং (উন্নত-ঘটসম-কুচযুক্তা)
 ক্রমাৎ (যথাক্রমে) পুষ্পকং চ (পুষ্পক) অক্ষ-মালাং (কঙ্কাক্ষমালা)
 বরং চ (বর-মুক্তা) অভয়কং (ও অভয়-মুক্তা) দধতীং (ধারিণী) উত্তর-
 আগায়-মানিত্যম্ (আগমশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য) [দেবীং = দেবীকে] নিত্যম্
 (সগা) সংস্মরেৎ (উত্তমরূপে স্মরণ—ধ্যান করিবে) ॥

যিনি বন্ধুকপুষ্পবর্ণী ও শিবোপরি সংস্থিতা, উদীয়মান
 চন্দ্রকলা যাঁহার মুকুটরত্নরূপে বিরাজিত, যিনি নব-মুণ্ড-মালা-
 শোভিতা ও উন্নত-ঘটবৎ-স্তনযুগলসংযুক্তা, যিনি ত্রিনয়না ও
 রক্তবসনা, যিনি চারি হস্তে যথাক্রমে পুষ্পক ও কঙ্কাক্ষমালা
 এবং বরমুক্তা ও অভয়মুক্তা ধারণ করেন সেই আগমশাস্ত্র-
 প্রতিপাদ্য মহাদেবীকে নিত্য উত্তমরূপে ধ্যান করিবে ।

(২)

কালীং রক্ত-নিবন্ধ-নূপুর-লসৎ-পাদাম্‌বুজামিষ্টদাং
কাঞ্চী-রক্তহৃকুল-হারললিতাং নীলাং ত্রিনয়নোজ্জ্বলাম্ ।
শূলাস্ত্রসহস্রমণ্ডিত-ভুজামুদ্বক্ত-পীনস্তনীং
আবদ্ধামৃতরশ্মিরক্তমুকুটং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্ ॥

রক্ত-নিবন্ধ-নূপুর-লসৎ-পাদ-অম্বুজাম্ (রক্তযুক্ত নূপুর বীহার পাদপদ্মে
শোভিত) ইষ্ট-দাং ([যিনি] ঈশ্বিত ভোগ ও মোক্ষ-দাতা) কাঞ্চী-
রক্তহৃকুল-হার-ললিতাং (মেখলা, রক্তখচিত বস্ত্র ও হার শোভিতা) নীলাং
(নীলবর্ণা) ত্রি-নয়ন উজ্জ্বলাম্ (ত্রিনয়নোজ্জ্বলিতা) শূল-আদি-অস্ত্র-সহস্র-
মণ্ডিত-ভুজাম্ (শূলাদি-সহস্র-অস্ত্র-শোভিত-ভুজ-সহস্র-যুক্ত) উৎ-বক্ত-পীন-
স্তনীং (উদ্ব-মুখ-স্তনযুগ্ম-সংযুক্ত) আবদ্ধ-অমৃত-রশ্মি-রক্ত-মুকুটং (অমৃত-
বর্ষিণী রশ্মিযুক্ত রক্তখচিত মুকুটধারিণী) মহেশ-প্রিয়াম্ (শিববল্লভা) কালীং
(কালীকে) বন্দে (বন্দনা করি) ॥

বীহার পাদপদ্মযুগল রক্তখচিত-নূপুর-শোভিত, যিনি
মনোভীষ্টদায়িনী, যিনি মেখলা, রক্তময় বস্ত্র ও মণি-হার-
পরিহিতা, যিনি নীলবর্ণা, ত্রিনয়নোজ্জ্বলা, সহস্রভুজে শূলাদি-
অস্ত্রধারিণী ও উদ্ব-মুখ-স্তনযুগলশোভিতা, এবং যিনি অমৃত-
বর্ষিণী রশ্মিযুক্তা রক্তখচিত মুকুটধারিণী, সেই শিবপ্রিয়া
কালীকে বন্দনা করি ।

(৩)

যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মলিনী
 যা ধুম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী ।
 শক্তিঃ শুভ্রনিশুভ্রদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
 সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ॥

যা (যে) চণ্ডী (চণ্ডিকা) মধু-কৈটভ-আদি-দৈত্য-দলনী (মধু ও
 কৈটভাদি অহর-নাশিনী), যা (যিনি) মাহিষ-উন্মলিনী (মাহিষাসুর-
 মর্দিনী), যা (যে [দেবী]) ধুম্রেক্ষণ-চণ্ড-মুণ্ড-মথনী (ধুম্রলোচন চণ্ড
 ও মুণ্ড সংহারিনী), যা (যিনি) রক্ত-বীজ-অশনী (রক্তবীজভক্ষয়িত্রী),
 যা (যে) শক্তিঃ (মহাশক্তি) শুভ্র-নিশুভ্র-দৈত্য-দলনী (শুভ্র ও নিশুভ্র
 অহর-নাশিনী) [এবং] পরা (উত্তমা) সিদ্ধি-দাত্রী (কলদাহিনী),
 সা (সেই) নব-কোটি-মূর্তি-সহিতা (নব কোটি সহচরী-পরিবৃত্তা) বিশ্ব-
 জয়ন্ত্রী (জগদীশ্বরী) দেবী (চণ্ডিকা) মাং (আমাকে) পাতু (পালন
 করুন) ।

যে চণ্ডিকা মধুকৈটভাদি-দৈত্যানাশিনী, যিনি মাহিষাসুর-
 মর্দিনী, যিনি ধুম্রলোচন-চণ্ড-মুণ্ডাসুর-সংহারিনী, যিনি
 রক্তবীজ-ভক্ষয়িত্রী, যে মহাশক্তি শুভ্রনিশুভ্রাসুর-বিনাশিনী
 ও শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদাত্রী এবং নবকোটি-সহচরী-পরিবৃত্তা, সেই
 জগদীশ্বরী দেবী আমাকে পালন করুন ।

(৪)

মধ্যে সুধাবৃদ্ধিমণিমণ্ডপ-রত্ন-বেদী-

সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্ ।

পীতাম্বর্যাং কনকভূষণমাল্যশোভাং *

দেবীং ভজামি ধৃতমুদগরবৈরিজিহ্বাম্ ॥

মধ্যে সুধা-বৃদ্ধি-মণিমণ্ডপ-রত্নবেদী-সিংহাসন-উপরিগতাং (অমৃত-নাগরের মধ্যে মণিমণ্ডপস্থ রত্নবেদীস্থিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা) পরিপীত-বর্ণাম্ (উত্তম পীতবর্ণ) পীত-অম্বর্যাং (পীতবস্ত্র-পরিহিতা) কনক-ভূষণ-মাল্য-শোভাং (স্বর্ণালঙ্কার ও মালা-শোভিতা) ধৃত-মুদগর-বৈরি-জিহ্বাম্ (হস্তে মুদগর ও শত্রুর জিহ্বাধারিণী) দেবীং (দেবীকে) ভজামি (ভজনা করি) ॥

সুধামুদ্রের মধ্যে মণিমণ্ডপস্থ রত্নবেদীস্থিত সিংহাসনে সমাসীনা, উত্তমপীতবর্ণা, পীতবস্ত্রপরিহিতা, স্বর্ণালঙ্কার ও মালা-শোভিতা এবং হস্তে মুদগর ও শত্রুজিহ্বাধারিণী দেবীর ধ্যান করি ।

* কনকমালাবিভূষিতাদীম্ ইতি বা ।

অর্গলা-স্তোত্র

ওঁ নমস্চতুকায়ে

ওঁ অস্ত্র শ্রীঅর্গলাস্তোত্রমন্ত্রস্ত বিষ্ণুর্বাণি: অমৃষ্টে প্, ছন্দ: শ্রীমহালক্ষ্মী-
দেবতা শ্রীজগদম্বা ঐত্যর্থ: সপ্তশতীপার্বাক্রমণে বিনিয়োগ: ।

এই অর্গলাস্তোত্রের* ঋষি—বিষ্ণু, ছন্দ:—অমৃষ্টে প্, ও
দেবতা মহালক্ষ্মী । জগদম্বার প্রীতির জন্য চতুর্থাংশের
অনুরূপে অর্গলাস্তোত্রপাঠের প্রয়োগ হয় ।

ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ জয় স্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি * ।

জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোহস্ত তে ॥ ১

ঋষি মার্কণ্ডেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নিরোক্ত অর্গলাস্তব
বলিলেন—

হে চামুণ্ডা দেবি, তোমার জয় হউক । হে
ভূতাপহারিণি, তোমার জয় হউক । হে সর্বব্যাপিনি দেবি,
তোমার জয় হউক । হে কালরাত্রি (প্রলয়ান্বকারূপিণি),
তোমাকে নমস্কার । ১

১ “অর্গলাং দুরিতং হস্তি ।”—বারাহীতন্ত্র । অর্থাৎ অর্গলাস্তোত্র পাণ
নাশ করে । সিদ্ধির অতিবক্ক পাণ অর্গলাসদৃশ । সেই পাণনাশক
স্তোত্রের লক্ষণা দ্বারা অর্গলা নাম হইয়াছে ।—দুর্গাপ্রদীপ

* ভূতাপহারিণি ইতি বা পাঠ: ।

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ।

দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্ত তে ॥ ২

মধুকৈটভবিধ্বংসি* বিধাতৃ-বরদে নমঃ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিবো জহি ॥ ৩

মহিষাসুরনির্গাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ । †

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিবো জহি ॥ ৪

হে দেবি, তুমি জয়ন্তী (জয়যুক্তা বা সর্বোৎকৃষ্টা),
মঙ্গলা^১ (জন্মানির্নাশিনী); কালী^২ (সর্বসংহারিণী),
ভদ্রকালী^৩ (মঙ্গলদায়িনী), কপালিনী (প্রলয়কালে ব্রহ্মাদি
কপাল হস্তে বিচরণকারিণী), দুর্গা (দুঃখপ্রাপ্য), শিবা
(চিৎস্বরূপা), ক্ষমা (করুণাময়ী), ধাত্রী (বিশ্বধারিণী),
স্বাহা (দেবপোষিণী) এবং স্বধা (পিতৃতোষিণী)-রূপা,
তোমাকে নমস্কার । ২

হে মধুকৈটভবিনাশিনি, হে ব্রহ্মাবরদায়িনি তোমাকে
নমস্কার । আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং
আমার (কাম-ক্রোধাদি) শত্রু নাশ কর । ৩

হে মহিষাসুরনাশিনি ও ভক্তগণের সুখদায়িনি, তোমাকে

* মধুকৈটভবিজ্রাঘি ইতি বা ।

† মহিষাসুরনির্গাশ-বিধাত্তি বরদে নমঃ ইতি বা পাঠঃ ।

১ মঙ্গলা=মঙ্গ (জয়মঙ্গলাদি বিকার) + লাতি (নাশ করেন) ।

২ কলরতি (ভক্তরতি) সর্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি কালী । অর্থাৎ
যিনি প্রলয়কালে এই জগৎপ্রপঞ্চ গ্রাস করেন ।

৩ ভদ্রং=সুখং ভক্তোক্তাঃ দাতুং কলরতি=অস্বীকরোতি; অর্থাৎ
সুখপ্রদা ।

ধূম্রনেত্রবধে দেবি ধর্মকামার্থদায়িনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৫

রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৬

নিশুস্তমুণ্ডনির্গাশি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৭

নমস্কার । আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং
আমার শত্রু বিনাশ কর । ৪

হে ধূম্রলোচনবিনাশিনি, হে ধর্ম অর্থ ও কাম-দায়িনি
দেবি, আমায় রূপ^১ দাও, জয়^২ দাও, যশ^৩ দাও এবং
আমার শত্রু নাশ কর । ৫

হে রক্তবীজবধকারিনি, হে চণ্ড ও মুণ্ড-বিনাশিনি দেবি,
আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু
নাশ কর । ৬

হে শুস্তমুণ্ডিনি ও নিশুস্তনাশিনি, ত্রৈলোক্যের শুস্ত-
দায়িনি দেবি, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং
আমার শত্রু বিনাশ কর । ৭

১ রূপাতে (জায়তে) ইতি রূপম্ = পরমাজ্জবন্ত

২ জয়তি অনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপম্ ইতি জয়ঃ ।—বেদমুখ্যতির্যাসি

৩ যশঃ—শ্রুতিপ্রসিদ্ধ-তত্ত্বজ্ঞান-লাভজনিত যশ ।—দুর্গাপ্রদীপ

বন্দিতাজ্জিযুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৮

অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্বশত্রুবিনাশিনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৯

নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে হুরিতাপহে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১০

স্ববন্তো ভক্তিপূর্বং হাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১১

ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক বন্দিত-পদ-যুগে দেবি, হে সর্ব-সৌভাগ্য-দায়িনি, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর । ৮

হে অচিন্ত্য-রূপ-চরিত্রে সর্বশত্রুবিনাশিনি দেবি, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর । ৯

হে অপর্ণে^১, আশ্রিত ভক্তের পাপনাশিনি হে দেবি, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর । ১০

হে চণ্ডিকে, ভক্তিপূর্বক যে তোমার স্তব করে, তুমি তাহার ব্যাধি নাশ কর । হে দেবি, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং শত্রু নাশ কর । ১১

১ অপর্ণা = ন + পর্ণ (পত্র) । পার্বতী কুমারীকালে শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য যখন কঠোর তপস্বী করিয়াছিলেন, তখন একটি মাত্র গলিত পত্রও ভক্ষণ করেন নাই । এইজন্য তাহার একটি নাম অপর্ণা ।

চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনি ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১২

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৩*

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলং শ্রিয়ম্ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৪

বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৫

হে চণ্ডিকে, সতত যুদ্ধে বিজয়িনি ও পাপনাশিনি দেবি, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর । ১২

হে দেবি, আমার সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও এবং পরম সুখ দাও । আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর । ১৩

হে দেবি, আমার কল্যাণ বিধান কর এবং আমাকে বিপুল শ্রী (ঐশ্বর্য) প্রদান কর । আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর । ১৪

হে দেবি, আমার শত্রুনাশের বিধান কর ও আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বল প্রদান কর । হে দেবি, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর । ১৫

* এই শ্লোকটি কোন কোন বাংলা সংস্করণে নাই, কিন্তু বোধাই সংস্করণে আছে ।

সুরাসুরশিরোরত্ন-নিঘৃষ্টচরণাম্বুজে * ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৬

বিদ্যাবস্তুং যশস্বস্তুং লক্ষ্মীবস্তুঞ্চ মাং কুরু ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৭

দেবি প্রচণ্ডদোদর্দণ-দৈত্যদর্পনিসুদ্বিনি ॥

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৮

প্রচণ্ডদৈত্যদর্পণে চণ্ডিকে প্রণতায় মে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৯

হে দেবি, স্বরগণ ও অস্বরগণের মস্তকস্থিত বস্তু (মুকুট-
যনি) তোমার পাদপদ্মে লুপ্তিত হয় । অতএব হে স্বরাস্বর-
বন্দিতে, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার
শত্রু নাশ কর । ১৬

হে দেবি, আমাকে ব্রহ্মবিজ্ঞান, যশস্বী এবং শ্রীমান্
কর । হে দেবি, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং
আমার শত্রু নাশ কর । ১৭

হে প্রবলপরাক্রম-দৈত্যদর্পনাশিনি দেবি, আমার রূপ
দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর । ১৮

হে প্রচণ্ড-দৈত্যদর্পহারিণি চণ্ডিকে, আমি তোমার
চরণে সদা প্রণত । হে দেবি, আমার রূপ দাও, জয় দাও,
যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর । ১৯

* চরণেঃম্বিকৈ ইতি বা ।

১ দেবীর স্বরূপ-দর্শন দ্বারা দেবাস্বরগণের নির্বৈরতারূপ অশেষ-
ভাবপ্রাপ্তি স্বনিত হইয়াছে ।—দুর্গাপ্রদীপ ।

চতুর্ভুজে চতুর্ভক্ত-সংস্তুতে পরমেশ্বর।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২০

কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বন্তজ্ঞা সদাম্বিকে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২১

হিমাচলশ্রুতানাত-সংস্তুতে পরমেশ্বর।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২২

ইন্দ্রাণী*-পতিসম্ভাব-পূজিতে পরমেশ্বর।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৩

হে চতুর্ভুজে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতে হে পরমেশ্বর, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ২০

কৃষ্ণ* (বিষ্ণু) কর্তৃক সর্বদা ভক্তিপূর্বক সংস্তুতে হে অম্বিকে, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ২১

হিমালয়ের কন্যা উমার পতি (মহাদেব) কর্তৃক সংস্তুতে হে পরমেশ্বর, আমার রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর। ২২

ইন্দ্রপত্নী কর্তৃক পতির (ইন্দ্রের) অবস্থান-জ্ঞানার্থ পূজিতে

* দুর্বারার অভিধানে ইন্দ্র লক্ষ্মী-ভ্রষ্ট হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে কোন সরোবরে পদ্মসৃণালের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করেন। ইন্দ্রের পত্নী পোলোমী চণ্ডীর আরাধনা দ্বারা পতির অবস্থান জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে গমন করেন। ইহা পৌরাণিকী কথা।—গুপ্তবতী

১ এই কথা দেবীভাগবতে এসিদ্ধ।

দেবি ভক্তজনোদ্যম-দন্তানন্দোদয়েহম্বিকে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৪

ভাৰ্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্ ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৫

তারিণি দুর্গসংসার-সাগরস্ত্রাচলোদ্ভবে ।

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২৬

হে পরমেশ্বর, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং
আমার শত্রু নাশ কর । ২৩

হে দেবি, ভক্তজনের হৃদয়ে অপার-আনন্দোদয়কারিণি
হে অম্বিকে, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং
আমার শত্রু নাশ কর । ২৪

হে দেবি, আমায় মনোবৃত্তির অনুসারিণী (অনুকূল
আচরণকারিণী) মনোরমা ভাৰ্য্যা (ভরণীয়া বা ভক্তি^১)
দাও। হে দেবি, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও
এবং আমার শত্রু নাশ কর । ২৫

দুস্তর-সংসার-সাগরতারিণি^২ হে গিরিসুতে, আমায় রূপ
দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর । ২৬

১ ভাৰ্য্যা শব্দের লাক্ষণিক অর্থ ভক্তি হইতে পারে ।

২ দেবীর কৃপায় মার্কণ্ডেয়পুরাণপ্রসিদ্ধা মদালসার দ্বারা তৎপুত্র
এবং যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ-প্রসিদ্ধা চূড়ালার দ্বারা তৎপতি তারিত
হইরাছিলেন ।—সুপ্তবতী টীকা ও দুর্গাপ্রদীপ টীকা ।

ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ ।

সপ্তশতীং সমাধায়া বরমাপ্নোতি দুর্লভম্ ॥ ২৭

ইতি অর্গলাস্তোত্রম্ সমাপ্তম্ ।*

এই স্তোত্র পাঠ করিয়া মহাস্তোত্র (সপ্তশতমন্ত্রাখিকা চণ্ডী) পাঠ করা উচিত । এইরূপে সপ্তশতীর আরাধনা করিলে দুর্লভ বর (ফল) লাভ হয় । ২৭

শুপ্তবতী ও দুর্গাপ্রদীপ^১ টীকাব্যয় অহুসারে অর্গলাস্তোত্রের
অহুবাদ সমাপ্ত ।

* বোম্বাই সংস্করণে অর্গলাস্তোত্রের মাত্র তেইশটি শ্লোক আছে ।
উক্ত সংস্করণে ১ম, ৫ম, ৭ম ও ২৬শ শ্লোক নাই ।

১ দুর্গাপ্রদীপ টীকা মহেশঠাকুর-কৃত । শৈব নীলকণ্ঠ তাঁহার দেবী-
ভাগবত-টীকায় 'দুর্গাপ্রদীপে'র উল্লেখ করিয়াছেন ।

কীলকম্বব

ওঁ নমস্চণ্ডিকায়ৈ

ওঁ অস্ত্র শ্রীকীলকম্ববমহন্ত শিব কবিঃ, অমৃষ্টপ্, হৃদয়ঃ, শ্রীমহাসম্বতী
দেবতা। শ্রীমহাসম্বতীত্যাং সপ্তমতীপাঠাঙ্গপে বিনিয়োগঃ ।

এই কীলকম্ববের কবি—মহাদেব, ছন্দঃ—অমৃষ্টপ্ ও
দেবতা—মহাসম্বতী । শ্রীমহাসম্বতীর শ্রীতির নিমিত্ত চণ্ডী-
পাঠের অঙ্গরূপে কীলকম্বব-পাঠের প্রয়োগ হয় ।

ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ বিশুদ্ধজ্ঞান-দেহায় ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুষে ।

শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে ॥ ১ ॥

কবি মার্কণ্ডেয় স্বীয় শিষ্যগণকে নিম্নোক্ত কীলকম্বব
বলিলেন—

নির্মল জ্ঞান^১ যাহার দেহ, বেদত্রয় যাহার তিনটি দিব্য
চক্ষু, যিনি যোকপ্রাপ্তির কারণ এবং যাহার কপালে অর্ধচন্দ্র
শোভিত, সেই মহাদেব শিবকে নমস্কার করি । ১

* ইহা সীমাংসাবার্তিকের প্রথম মন্ত্যলোচন-শ্লোক ।

১ বেদার্থের জ্ঞান বা চৈতন্য ।

সৰ্বমেতদ্ বিজ্ঞানীয়ান্নজ্ঞাণামপি কীলকম্* ।
 সোহপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জপ্য-তৎপরঃ ॥ ২
 সিধ্যাস্ত্যচ্চাটনাদীনি কৰ্মাণি † সকলান্শ্চপি ।
 এতেন স্তবতাং দেবীং স্তোত্রবন্দেন ভক্তিতঃ ॥ ৩
 ন মন্ত্ৰো নৌষধং তন্ত্ৰ ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ।
 বিনা জপেন সিধ্যোন্তু সৰ্বম্চ্চাটনাদিকম্ ॥ ৪
 সমগ্রাণ্যপি সেৎস্তুস্তি লোকশঙ্কামিমাং হরঃ ।
 কৃদ্বা নিমজ্জয়ামাস সৰ্বমেবমিদং শুভম্ ॥ ৫

এই কীলকস্তব সকল মন্ত্ৰসিদ্ধির বিঘ্ননাশক বলিয়া জানিবে । যিনি সতত এই কীলকস্তব পাঠ করেন তিনিও কল্যাণলাভ করেন । ২

এই চণ্ডী-স্তোত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক দেবীর স্তব করিলে উচ্চাটনাদি অভিচার-কর্মসমূহ সিদ্ধ হয় । ৩

সেই ব্যক্তির সিদ্ধিলাভে মন্ত্ৰ, ঔষধ বা অন্য কিছুও আবশ্যক নাই । মন্ত্ৰজপ ব্যতীত কেবল এই স্তোত্র-পাঠ তাঁহার সকল উচ্চাটনাদি সিদ্ধ হয় । ৪

অন্নান্নাসসাধ্য চণ্ডীপাঠেই সকল অভিলাষ সিদ্ধ হই কিনা—লোকপ্রসিদ্ধ এই সন্দেহ অবগত হইয়া মহাশয় সকলকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন যে, এই স্তোত্রই (মণ্ডশতীই) পরম কল্যাণপ্রদ । ৫

* অভিকীলকম্ ইতি বা

† বহুনি ইতি বা

স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়ান্ত তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ ।

সমাপ্নোতি সুপুণ্যেন* তাং যথাবল্লিমন্ত্রিণাম্† ॥ ৬

সোহপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সর্বমেব ন সংশয়ঃ ।

কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ ॥ ৭

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি‡ নান্নত্বেষা প্রসীদতি ।

ইখং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্ ॥ ৮

তাহার পর তিনি চণ্ডিকার এই স্তবটি গুপ্ত করিয়া রাখিলেন । যথাবিধি সাধনশীল ব্যক্তির জ্ঞায় পাঠক এই স্তোত্র (সপ্তশতী)-পাঠলক্ষ সুপুণ্যের দ্বারা দেবীকে প্রাপ্ত হন । ৬ । অতএব, তিনি সকল কল্যাণ লাভ করেন, ইহাতে সংশয় নাই । যিনি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দশীতে অনন্তচিত্ত হইয়া বিধিপূর্বক ইহা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহার প্রতি দেবী প্রসন্ন হন, অন্য প্রকারে নহে । এইরূপ কীলকের দ্বারাই মহাদেব চণ্ডীকে কীলিত (বেষ্টিত) করিয়াছেন । ৭-৮

* (ক) সমাপ্তির্ন চ পুণ্যন্ত, (খ) স প্রাপ্নোতি ইতি পাঠান্তরদ্বয়ং ।

† নিরস্ত্রণাম্ ইতি বা পাঠঃ ।

‡ 'দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি' এই অংশের অর্থ দুর্গাপ্রদীপ-টীকার মতে এইরূপ :—

অর্জিত বিত্তসম্পদাদি দেবীর চরণে সমর্পণপূর্বক সেইগুলিকে দেবীর মনে করা এবং সংসারযাত্রানির্বাহার্থ তাহা শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ব্যয় করিয়া দেব্যধীন জীবনধারণ করা ।

যো নিক্ষীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ ।

সঃ সিদ্ধঃ সঃ গণঃ সোহথ গন্ধর্বো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৯

ন চৈবাপার্টবং তস্য ভয়ং কাপি ন জায়তে ।

নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতে চ মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ১০

জাহ্না প্রারভ্য কুর্বাতি হুকুর্বাণো বিনশ্চতি ।

ততো জাহ্নেব সম্পূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥ ১১

সৌভাগ্যাদি চ যৎ কিঞ্চিৎ দৃশ্যতে ললনাজনে ।

তৎ সর্বং তৎপ্রসাদেন তেন জপ্যমিদং শুভম্ ॥ ১২

যে ব্যক্তি কীলকস্তব পাঠপূর্বক চণ্ডীকে কীলক-শ্রুত
করিয়া প্রত্যহ শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে চণ্ডীপাঠ করেন, তিনি
পরজন্মে নিশ্চয়ই দেবীর গণ, সিদ্ধ বা গন্ধর্ব হইয়া জন্মগ্রহণ
করেন । ৯

তাঁহার কোন কার্যে অপটুতা থাকে না, এবং তাঁহার
কোথাও ভয় জন্মে না । তিনি অপমৃত্যুর অধীন হন না
এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষলাভ করেন । ১০

অর্থবোধসহকারে এই কীলকস্তব-পাঠান্ত্রে চণ্ডীপাঠ
করিতে হয় । এইরূপ যিনি না করেন, তাঁহার চণ্ডীপাঠের
ফল নষ্ট হয় । ইহা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াই পণ্ডিতগণ কীলক-
স্তব-পাঠান্ত্রে অর্থবোধপূর্বক চণ্ডীপাঠ করেন । ১১

ললনাদিগের (নারীগণের) যে সৌভাগ্যাদি দৃষ্ট হয়
সেই সকলই এই চণ্ডীপাঠের ফলে লাভ হয় । সুতরাং এই
শুভ স্তোত্র (চণ্ডী) নিত্য পাঠ করা উচিত । ১২

শনৈস্ত জপ্যমানেহস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিকৃচ্চকৈঃ ।
 ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তং ॥১৩
 ঐশ্বর্যং তৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ ।
 শক্রহানিঃ পরো মোক্ষঃ সূর্যতে সা ন কিং জনৈঃ ॥১৪
 চণ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ স্মরেৎ সততং নরঃ ।
 হৃদ্রং কামমবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেৎ ॥১৫*
 অত্রতোহমুং মহাদেবকৃতং কীলকবারণম্ ।
 নিকীলকং তথা কৃত্বা পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥১৬*
 ইতি কীলকস্তবঃ সমাপ্তঃ ।

ধীরে ধীরে চণ্ডীপাঠ করিলে সামান্য ফল লাভ হয় এবং
 উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ করিলে বিপুল সিদ্ধি লাভ হয় । অতএব
 উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ কর্তব্য । ১৩

যদি চণ্ডীর প্রসাদে ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য,
 শক্রনাশ এবং পরম মোক্ষলাভ হয়, তবে লোকে কেন
 চণ্ডীপাঠ করেন না ? ১৪

যে ব্যক্তি হৃদয়ে সতত চণ্ডিকার স্মরণ করেন, তাঁহার
 হৃদয়ের সকল কামনা পূর্ণ হয় এবং তাঁহার হৃদয়ে দেবী সদা
 বিরাজ করেন । ১৫

প্রথমে মহাদেবকৃত সিদ্ধিবিঘ্ননাশক এই কীলকস্তব পাঠ,
 যারা চণ্ডী নিকীলক করিয়া পরে সমাহিত চিত্তে অর্থবোধ
 সহকারে চণ্ডীপাঠ করিতে হয় । ১৬

গুপ্তবতী ও দুর্গাপ্রদীপ টীকায় অমুসারে কীলকস্তবের
 অনুবাদ সমাপ্ত ।

* ১৫শ ও ১৬শ শ্লোকের মহারাষ্ট্রে প্রচলিত বোম্বাই সংস্করণে নাই ।

দেবীকবচ

ওঁ অস্ত্র শ্রীদেবীকবচস্ত ব্রহ্মা ঋষিঃ অমৃতঋগ্, ছন্দঃচামুণ্ডা দেবতা ।
শ্রীদেবীশ্রীতীর্থঃ সপ্তশতীপাঠাঙ্গরূপে বিনিয়োগঃ ।

এই দেবীকবচের ঋষি—ব্রহ্মা, ছন্দঃ—অমৃতঋগ্, ও দেবতা
চামুণ্ডা । শ্রীচণ্ডিকাদেবীর শ্রীতির জন্ত চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে
দেবীকবচ পাঠের প্রয়োগ হয় ।

ওঁ নমঃচণ্ডিকায়ৈ

ওঁ মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ যদ্ গুহ্যং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাম্ ।
যন্ন কস্তচিদাখ্যাতং তন্মে কুহি পিতামহ ॥১

ব্রহ্মোবাচ

অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্বভূতোপকারকম্ ।
দেব্যাস্ত্র কবচং পুণ্যং তৎ শৃণু মহামুনে ॥২

ঋষি মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মাকে বলিলেন—

হে পিতামহ, এই জগতে যাহা সকল লোকের মঙ্গলকর
অথচ পরম গোপনীয় এবং যাহা আর কাহারও নিকট
ব্যাখ্যাত হয় নাই, তাহা আমাকে বলুন ।১

ব্রহ্মা বলিলেন—হে বিপ্র, দেবীর পুণ্য কবচই (বর্ম)

প্রথমঃ শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ঃ ব্রহ্মচারিণী ।
 তৃতীয়ঃ চন্দ্রঘণ্টেতি কুন্দ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্ ॥৩
 পঞ্চমঃ স্বন্দমাত্রেতি ষষ্ঠঃ কাত্যায়নী তথা ।
 সপ্তমঃ কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্ ॥৪
 নবমঃ সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
 উক্তান্তেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা ॥৫

অতি গুহ্য এবং সকল জীবের উপকারক । হে মহামুনি,
 তাহা শ্রবণ কর ।২

প্রথম শৈলপুত্রী,^১ দ্বিতীয় ব্রহ্মচারিণী,^২ তৃতীয় চন্দ্র-
 ঘণ্টা,^৩ চতুর্থ কুন্দ্মাণ্ডা,^৪ পঞ্চম স্বন্দমাতা,^৫ ষষ্ঠ কাত্যায়নী,^৬
 সপ্তম কালরাত্রি,^৭ অষ্টম মহাগৌরী এবং নবম সিদ্ধিদাত্রী

১ কূর্মপুরাণমতে দেবী কার্ণাঘ্যবশে শৈল ভক্তের পুত্রীত্ব স্বীকার
 করিয়াছিলেন ।

২ তিনি ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদা, কারণ ভক্তকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করানোই তাঁহার
 স্বভাব ।

৩ চন্দ্রবৎ নির্মল ঘণ্টা বাঁহার বা যিনি চন্দ্রাপেক্ষা অতিশয়
 লাবণ্যবতী বা আহ্লাদকারিণী ।

৪ কু (কুৎসিত) উন্ন (সম্ভাপত্রয়) যে সংসারে, সেই সংসার
 যাহার অণ্ডে (উদরে) তিনি কুন্দ্মাণ্ড=ত্রিবিধতাপযুক্ত-সংসার-ভক্ষণ-
 ত্রী ।—গুণবতী-টীকা

৫ ভগবতী হইতে উৎপন্ন বলিয়া সনৎকুমারের অন্ত নাম স্বন্দ ;
 তাহার মাতা স্বন্দমাতা ।

৬ কাত্যায়নাশ্রমে সেবকার্যের ক্ষমতা আবির্ভূত হইয়া তিনি মুনির
 কষ্টাঙ্ক স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কাত্যায়নী ।

৭ তিনি সর্বমারক কালেরও নাশিকা, কারণ মহাপ্রলয়ে কালেরও
 বিনাশ হয় ।—দুর্গাশ্রদ্বীপ-টীকা

অগ্নিনা দহমানাস্ত শত্রুমধ্যগতা রণে ।
 বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তাঃ শরণং গতাঃ ॥৬
 ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে ।
 আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকদুঃখভয়ঙ্কবীম্* ॥৭
 যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নিতাং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 যে স্বাং স্মরন্তি দেবেশি রক্ষসি তান্ন সংশয়ঃ ॥৮
 প্রেতসংস্থা তু চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা ।
 ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা ॥ ৯

(মোক্ষদা)—ইহারা নবদুর্গা^১ বলিয়া প্রকীৰ্ত্তিতা। এই সকল নাম সর্বস্ত্র বেদ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ১৩-৫

অগ্নির দ্বারা দহমান, রণক্ষেত্রে শত্রুমধ্যে পতিত বা বিষম বিপদে সম্মুখ হইয়া যাহারা দেবীর শরণাগত হয়, তাহাদের রণসঙ্কটে কিছুমাত্র অশুভ ঘটে না এবং তাহাদের শোক ও দুঃখ-বিজড়িত বিপদ হয় না ১৬-৭

যাহারা তোমাকে নিতা ভক্তিভাবে স্মরণ করে, তাহাদের ঐশ্বর্য (শ্রী) বৃদ্ধি হয়। হে দেবেশি, যে তোমাকে স্মরণ করে তাহাকে যে তুমি রক্ষা কর তাহাতে কোনও সংশয় নাই ১৮

শবাসনা চামুণ্ডা, মহিষারূঢ়া বারাহী, গজাসনা ঐন্দ্রী

* নাপদং তস্ত পশ্যাসি শোকদুঃখভয়ং ন হি ইতি বা পাঠঃ ।

১ কালীধামে নবদুর্গার নয়টি পৃথক মন্দির আছে। নবরাত্রির সময় প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় দিবস যথাক্রমে নৈলগুড়ী হইতে সিদ্ধিদাত্রীমন্দিরে প্রত্যহ দুর্গার দর্শনার্থ নবনারীর ভিড় হয়। বোগীর কারদ্বাহবৎ এক এক দুর্গারই নবজন্ম বিবিধ উপাসকের দ্ব্যানের স্তম্ভ শাস্ত্রে কথিত।

নারসিংহী মহাবীৰ্যা শিবদূতী মহাবলা ।*

মাহেশ্বরী বৃষাকৃতা কোমারী শিখিবাহনা ॥১০

লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া ।*

শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা ॥১১*

ব্রাহ্মী হংসসমাকৃতা সর্বাভরণভূষিতা ।

ইত্যেতা মাতরঃ সর্বাঃ সর্বযোগসমধিতাঃ ॥১২*

নানাভরণশোভাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ ।

শ্রেষ্ঠৈশ্চ মোক্তিকৈঃ সর্বা দিব্যহারপ্রলম্বিভিঃ ॥১৩*

ইন্দ্রনীলৈর্নহানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ স্নুশোভনৈঃ ।*

দৃশ্যন্তে রথমাকৃতা দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ ॥১৪

গরুড়াসনা বৈষ্ণবী, মহাবীৰ্যা নারসিংহী, মহাবলা শিবদূতী,^১
বৃষাকৃতা মাহেশ্বরী, শিখিবাহনা কোমারী, বিষ্ণুর প্রিয়া
পদ্মাসনা এবং পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী, বৃষবাহনা শ্বেতবর্ণা
ঈশ্বরী দেবী এবং হংসাকৃতা সর্বাভরণ-শোভিতা ব্রাহ্মী—
এই একাদশ^২ মাতৃকা সর্ব-যোগৈশ্বর্যবতী, দিব্যহার-যুক্তা
এবং শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তা, বিবিধ রত্ন ও নানা অলঙ্কার দ্বারা
শোভিতা । ১২-১৩

ক্রোধাকুলা ও রথাকৃতা দেবীগণ ইন্দ্রনীল, মহানীল ও
পদ্মরাগাদি মণি দ্বারা শোভিতা দৃষ্ট হইতেছেন । তাহারা

১ চণ্ডীর ৮।১৮ ও ১১।২০ মন্ত্রে শিবদূতী শব্দের উল্লেখ আছে ।

২ ডামরতন্ত্রমতে অষ্ট মাতৃকা ; অশ্ব মতে সপ্ত মাতৃকা ।

শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলঞ্চ মুষলায়ুধম্ ।
 খেটকং তোমরঞ্চৈব পরশুং পাশমেব চ ॥১৫
 কুস্তায়ুধং ত্রিশূলঞ্চ শার্ঙ্গমায়ুধমুত্তমম্ ।
 দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানাং ভয়ায় চ ॥১৬
 ধারয়ন্ত্যায়ুধানীং দেবানাঞ্চ হিতায় বৈ ।
 নমস্তেহস্ত মহারৌদ্রে মহাঘোরপরাক্রমে ॥১৭*
 মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়বিনাশিনি ।
 ত্রাহি মাং দেবি হৃষ্টেষ্কে শক্রগাং ভয়বর্ধিনি ॥১৮
 প্রাচ্যং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয়্যামগ্নিদেবতা ।
 দক্ষিণেহবতু বারাহী নৈঋত্যং খড়্গধারিণী ॥১৯

শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, হল, মুষলাস্ত্র, খেটক, তোমর, পরশু
 (কুঠার), পাশ (জাল), কুস্তাস্ত্র, ত্রিশূল, শার্ঙ্গ এবং আর্যস্ত্র
 বহু দিবা অস্ত্র দৈত্যগণের দেহনাশের জন্য, ভক্তগণকে
 অভয়দানের জন্য এবং দেবতাগণের হিতের জন্য ধারণা
 করেন । হে মহাঘোর-পরাক্রম-শালিনি, হে মহাকল্পরূপিনি,
 তোমাকে নমস্কার । ১৫-১৭

হে মহাবলে, হে মহোৎসাহে, হে মহাভয়-বিনাশিনি,
 হে হর্নিরীক্যে (হৃদর্শনীয়), হে শক্রহিংসের ভয়বর্ধিনি
 দেবি, আমাকে পরিজ্ঞাপ (রক্ষা) কর । ১৮

পূর্বদিকে ঐন্দ্রী (ইন্দ্রশক্তি) ও অগ্নিকোণে অগ্নিদেবতা
 আমাকে রক্ষা করুন । দক্ষিণে বারাহী (যমশক্তি) ও
 নৈঋত কোণে খড়্গধারিণী (নৈঋতি-শক্তি) আমাকে
 রক্ষা করুন । ১৯

প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেৎ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী † ।
 উদীচ্যাং পাতু কোবেরী ঐশান্যাং শূলধারিণী ॥২০
 উর্ধ্বাং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেনধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা ।
 এবং দশ দিশো রক্ষেৎ চামুণ্ডা শববাহনা ॥২১
 জয়া মামগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ ।
 অজিতা বামপার্শ্বে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা ॥২২
 শিখাং মে জ্যোতিনী রক্ষেতুমা মূর্ধ্নি ব্যবস্থিতা ।
 মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবো রক্ষেৎ যশস্বিনী ॥২৩

পশ্চিমে বারুণী (বরুণ-শক্তি) ও বায়ুকোণে মৃগবাহিনী
 বায়ু-দেবতা আমাকে রক্ষা করুন । উত্তরে কোবেরী
 (কুবের-শক্তি) ও ঈশানকোণে শূলধারিণী (ঈশান-শক্তি)
 আমাকে রক্ষা করুন । ২০

উর্ধ্বে ব্রহ্মাণী ও অধোদেশে বৈষ্ণবী আমাকে রক্ষা করুন
 এবং শবাসনা চামুণ্ডা আমাকে দশ দিকে রক্ষা করুন । ২১

[চতুিকা দেবী দশদিকপালদেবতারূপে এখানে বর্ণিতা ।
 দশ দিকে তিনি দশ প্রকার মূর্তিতে অবস্থিতা ।]

জয়া আমার সম্মুখদিক এবং বিজয়া আমার পশ্চাৎ দিক,
 অজিতা বাম পার্শ্ব এবং অপরাজিতা দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা
 করুন । ২২

জ্যোতিনী আমার শিখা রক্ষা করুন । উমা আমার
 মস্তকে অবস্থান করুন এবং মালাধরী ললাট ও যশস্বিনী
 আমার ভ্রুস্থ রক্ষা করুন । ২৩

† বায়ুদেবতা ইতি বা

নেত্রয়োশ্চিত্রনেত্রা চ যমঘণ্টা তু পার্শ্বকে ।
 ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলে ন্রবোর্মধ্যে চ চণ্ডিকা ॥২৪॥
 শঙ্খিনী চক্ষুষোর্মধ্যে শ্রোত্রয়োদ্বারবাসিনী ।
 কপালং কালিকা রক্ষ্যেৎ কর্ণমূলে তু শঙ্করী ॥২৫॥
 নাসিকায়াম্ স্নগন্ধা চ উত্তরোষ্ঠে চ চটিকা ।
 অধরে চামৃত্য বাল্য জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ॥২৬॥
 দন্তান্ রক্ষতু কোমারী কণ্ঠদেশে তু চণ্ডিকা ।
 ঘটিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে ॥২৭॥
 কামাক্ষী চিবুকং রক্ষ্যেৎ বাচং মে সর্বমঙ্গলা ।
 গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্ধরী ॥২৮॥

চিত্রনেত্রা চক্ষুদ্বয়, যমঘণ্টা পার্শ্বদ্বয় এবং ত্রিনেত্রা চণ্ডিকা
 ভ্রমধাদেশ রক্ষা করুন ।২৪

শঙ্খিনী নেত্রদ্বয়-মধ্যস্থ ভারকাদুগল এবং দ্বারবাসিনী
 শ্রোত্রদ্বয়, কালিকা কপাল এবং শঙ্করী কর্ণমূল রক্ষা
 করুন ।২৫

স্নগন্ধা নাসিকায়, চটিকা উপরের ওষ্ঠে, অমৃত্য বাল্য
 অধরে এবং সরস্বতী জিহ্বাতে অবস্থান করুন ।২৬

কোমারী দন্তসকল, চণ্ডিকা কণ্ঠদেশ, চিত্রঘণ্টা ঘটিকা
 (আলজিভ) এবং মহামায়া তালু রক্ষা করুন ।২৭

কামাক্ষী চিবুক, সর্বমঙ্গলা বাচ্য, ভদ্রকালী গ্রীবা এবং
 ধনুর্ধরী মেরুদণ্ড রক্ষা করুন ।২৮

নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকুবরী ।
 স্বক্ৰয়োঃ খড়্গিনী রক্ষেদ্ বাহু মে বজ্রধারিণী ॥২৯
 হস্তয়োৰ্দ্ধণ্ডিনী রক্ষেদম্বিকা চান্ধুলীষু চ ।
 নখান্ শূলেশ্বরী রক্ষেৎ কুক্ষৌ রক্ষেৎ নরেশ্বরী ॥৩০
 স্তনৌ রক্ষেৎ মহাদেবী মনঃশোকবিনাশিনী ।
 হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে শূলধারিণী ॥৩১
 নাভৌ চ কামিনী রক্ষেৎ গুহ্যং গুহ্যেশ্বরী তথা ।
 মেট্রং রক্ষতু দুর্গন্ধা পায়ুং মে গুহ্যবাহিনী ॥৩২
 কট্যাং ভগবতী রক্ষেদুরু মে মেঘবাহনা ।
 জজ্বে মহাবলা রক্ষেৎ জ্ঞানু মাধবনায়িকা ॥৩৩

নীলগ্রীবা কণ্ঠে বহির্ভাগ, নলকুবরী কণ্ঠনালী, খড়্গিনী
 স্বক্ৰয় এবং বজ্রধারিণী বাহুদ্বয় রক্ষা করুন ।২৯

দণ্ডিনী হস্তদ্বয়, অম্বিকা অম্বুলিসকল, শূলেশ্বরী নখগুলি,
 নরেশ্বরী কুক্ষিদ্বয় (বাহুমূলদ্বয়) রক্ষা করুন ।৩০

মহাদেবী স্তনদ্বয়, শোকবিনাশিনী মন, ললিতা দেবী
 হৃদয় এবং শূলধারিণী উদর রক্ষা করুন ।৩১

কামিনী দেবী নাভি, গুহ্যেশ্বরী গুহ্যদেশ (মলম্বার),
 দুর্গন্ধা দেবী মেট্রদেশ (জননেদ্রিয়) এবং গুহ্যবাহিনী দেবী
 পায়ু রক্ষা করুন ৩২

ভগবতী আমার কটদেশ (কোমর), মেঘবাহনা উরুদ্বয়,
 মহাবলা জজ্জ্বাঘ্র, মাধবনায়িকা জ্ঞানুদ্বয় রক্ষা করুন ।৩৩

গুল্ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপৃষ্ঠে তু কৌশিকী ।
 পাদাঙ্গুলীঃ ত্রীধরী চ তলং পাতালবাসিনী ॥৩৪
 নখান্ দংষ্ট্রাকরালী চ কেশাংশৈচবোধ্বকেশিনী ।
 রোমকূপেষু কোমারী স্বচং যোগেশ্বরী তথা ॥৩৫
 রক্তমজ্জাবসামাংসাত্তস্থিমেদাংসি পার্বতী ।
 অস্ত্রাণি কালরাত্রী চ পিত্তঞ্চ মুকুটেশ্বরী ॥ ৩৬
 পদ্মাবতী পদ্মকোশে কফে চূড়ামণিস্তথা ।
 জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্বসন্ধিষু ॥৩৭
 শুক্রং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা ।
 অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্মধারিণী ॥৩৮

নারসিংহী পাদমূল দুইটি, কৌশিকী পাদপৃষ্ঠদ্বয়, ত্রীধরী
 পদাঙ্গুলিসকল এবং পাতালবাসিনী পদতলদ্বয় রক্ষা করুন । ৩৪
 দংষ্ট্রাকরালী নখগুলি, উর্ধ্বকেশিনী কেশরাশি, কোমারী
 লোমকূপসকল এবং যোগেশ্বরী স্বক রক্ষা করুন । ৩৫

পার্বতী দেবী রক্ত, মজ্জা, বসা (চর্বি), মাংস, অস্থি ও
 মেদ, কালরাত্রি অস্ত্রসকল এবং মুকুটেশ্বরী পিত্ত রক্ষা
 করুন । ৩৬

পার্বতী পদ্মকোশ (কুসুম), চূড়ামণি কফ, জ্বালামুখী
 নখস্থিত তেজ ও অভেদ্য দেবী সন্ধিস্থান (গ্রন্থি)-সমূহ রক্ষা
 করুন । ৩৭

ব্রহ্মাণী শুক্র, ছত্রেশ্বরী ছায়া এবং ধর্মধারিণী দেবী
 আমার অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি রক্ষা করুন । ৩৮

প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্ ।

বজ্রহস্তা চ মে রক্ষেৎ প্রাণান্ কল্যাণশোভনা ॥৩৯॥

রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী ।*

সদ্যং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা ॥৪০॥

আয়ু রক্ষতু বারাহী ধর্মং রক্ষতু পার্বতী ।*

যশঃ কীর্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী ॥৪১

গোত্রমিত্রাণী মে রক্ষেৎ পশূন্ রক্ষেচ্চ চণ্ডিকা ।

পুত্রান্ রক্ষেন্নহালক্ষ্মীভার্যাঃ † রক্ষতু ভৈরবী ॥৪২

ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কোমারী কন্যাকাং তথা ।*

পশ্চানং সুপথা রক্ষেন্নার্গং ক্ষেমঙ্করী তথা ॥৪৩

কল্যাণশোভনা বজ্রহস্তা আমার প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ প্রাণবায়ু রক্ষা করুন ।৩৯

যোগিনী আমার রস, রূপ গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং নারায়ণী আমার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ রক্ষা করুন ।৪০

বারাহী আয়ু রক্ষা করুন ও পার্বতী ধর্ম রক্ষা করুন । বৈষ্ণবী যশঃ, কীর্তি ও লক্ষ্মী (সম্পদ) সদা রক্ষা করুন ।৪১

ইন্দ্রাণী গোত্র (কুল), চণ্ডিকা পশুসকল, মহালক্ষ্মী পুত্রসকল ও ভৈরবী ভার্যা (ভরণযোগ্যা বা ভক্তি) রক্ষা করুন ।৪২

ধনেশ্বরী ধন ও কোমারী কন্যা^১ রক্ষা করুন । সুপথা

+ সাধুরক্ষচারিগণ 'ভার্যা' স্থলে ভক্তি পাঠ করিবেন ।

১ কন্যাস্থানীয়া শিষ্টা—এই অর্থ সাধুরক্ষচারিগণ গ্রহণ করিবেন ।

রাজদ্বারে মহালক্ষ্মীবিজয়া সর্বতঃ স্থিতা ।*
 রক্ষাহীনস্ত যৎ স্থানং বর্জিতং কবচেন তু ॥৪৪
 তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবি জয়ন্তি পাপনাশিনি ।
 সর্বরক্ষাকরং পুণ্যং কবচং সর্বদা জপেৎ ॥৪৫*
 ইদং রহস্ত্রং বিপ্রার্থে ভক্ত্যা তব ময়োদিতম্ ।*
 পাদমেকং ন গচ্ছেৎ তু যদীচ্ছেচ্ছুভমাশ্রয়ঃ ॥৪৬

জীবনের পথ এবং কেমকরী মার্গ (গন্তব্য পথ) রক্ষা
 করুন ।৪৩

মহালক্ষ্মী রাজদ্বারে এবং বিজয়া সর্বত্র অবস্থিতা থাকিয়া
 আমাকে রক্ষা করুন । যে-সকল স্থান রক্ষাহীন এবং কবচে
 বর্জিত হইয়াছে, .হে পাপনাশিনি জয়ন্তি দেবি, আপনি
 আমার সেইসকল স্থান রক্ষা করুন । এই সর্বরক্ষাকর
 পুণ্য কবচ নিত্য পাঠ করা উচিত ।৪৪-৪৫

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, এই রহস্ত্র ভক্তিপূর্বক আমার দ্বারা

১ দেবী দেহের অন্তরে ও বাহিরে সকল অঙ্গে বিরাজিতা—এইষ্ট
 প্রথমে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিতে হয় । পরে তিনি জগতের সর্ব স্থানে ও
 সর্ব বস্তুতে অধিষ্ঠিতা হইরা ভক্তকে রক্ষা করেন—এইরূপ ধারণা করিবে ।
 দেবীর সর্বব্যাপিত্বকে হৃদয়ঙ্গম করানোই এই কবচের উদ্দেশ্য । বারাহী
 তন্ত্রে আছে—‘কবচং রক্ষতে নিত্যম্’ অর্থাৎ দেবীকবচ পাঠকে সदा
 রক্ষা করে ।

কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রৈব গচ্ছতি ।

তত্র তত্রার্থলাভশ্চ বিজয়ঃ সার্বকালিকঃ ॥ ৪৭

যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।

পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্ন্যতে ভূতলে পুমান্ ॥ ৪৮

নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্যঃ সংগ্রামেহপরাজিতঃ ।

ত্রৈলোক্যে তু ভবেৎ পূজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্ ॥ ৪৯

তোমার নিকট কথিত হইল । যদি নিজের শুভ কামনা কর, তবে (দেবীকবচে রক্ষিত না হইয়া) এক পদও গমন করিবে না ।^১ ৪৬

নিত্য কবচাবৃত হইয়া যেখানে যেখানে যাইবে সেখানেই সর্বকালে অর্থ ও বিজয়-লাভ হইবে । কবচপাঠান্তে মাহুৰ যাহা যাহা কামনা করে তাহা তাহা নিশ্চিতই প্রাপ্ত হয় এবং ভূতলে অতুল পরমৈশ্বর্য লাভ করে । ৪৭-৪৮

কবচ-পাঠক জীবন-সংগ্রামে নির্ভয় ও অপরাজিত হয় । কবচাবৃত ব্যক্তি ত্রিজগতে পূজ্য হয় । ৪৯

১ মূর্ত্তমান্ত্রও দেবীস্মরণ ব্যতীত কাটানো উচিত নয়, ইহাই তাৎপর্য । পূরণে আছে—

স্বপ্নশিষ্টম্ ব্রহ্মণ্ মার্গে প্রলপন্ ভোজনে রতঃ ।

কীর্ত্তয়েৎ সততং দেবীং স বৈ মুচ্যতে বন্ধনাৎ ॥

অর্থাৎ যিনি নিদ্রায়, উপবেশন ও গমন-কালে আহার ও আলাপের সময় সতত দেবীর স্মরণ করেন তিনি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন ।

—দুর্গাপ্রদীপ

ইদন্ত দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি দুর্লভম্ ।
 যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধাং শ্রদ্ধয়াষিতঃ ॥ ৫০
 দৈবী কলা ভবেত্তস্মৈ ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ ।
 জীবৈদ্ বর্ষশতং সাগ্রমপমৃত্যুবিবর্জিতঃ ॥ ৫১
 নশ্বন্তি ব্যাধয়ঃ সর্বে লুতাবিক্ষেটকাদয়ঃ ।
 স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব কৃত্রিমঞ্চৈব যদ্ বিষম্ ॥ ৫২
 অভিচারানি সর্বাণি মনুষ্যস্তানি ভূতলে ।
 ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপদেশিকাঃ ॥ ৫৩
 সহজা কুলজা মালা ডাকিনী শাকিনী তথা ।
 অস্তরীক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহারবাঃ ॥ ৫৪

এই দেবীকবচ দেবতাগণেরও দুর্লভ । যে শ্রদ্ধা সহকারে
 নিত্য ত্রিসন্ধা (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াংকাল) ইহা পাঠ
 করে, সে দৈবী সম্পদ লাভ করে ও ত্রিভুবনে অপরাজিত হয়
 এবং অপমৃত্যুবর্জিত হইয়া সাগ্র (সম্পূর্ণ) একশত বর্ষ
 জীবিত থাকে । ৫০-৫১

লুতাবিক্ষেটকাদি (পৃষ্ঠত্রয়) ব্যাধি, সকল স্থাবর (খনিজ
 বা উদ্ভিজ্জ) ও জঙ্গম (সর্পাদি জন্তু) এবং কৃত্রিম বিষ দেবী-
 কবচ-পাঠকের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না । ৫২

এই ভূতলে অভিচারমূলক মন্ত্র ও যন্ত্রমকল, ভূচর খেচর,
 কুলজা (নদী বা সাগরকুলবাসিগণ) উপদেশিকা (ক্ষুদ্র
 দেবতা), সহজা (সহোদর), কুলজা (ছুট্ট দেবতা), মালা,
 ডাকিনী, শাকিনী, ঘোরা, অস্তরীক্ষচরা (উপদেবতা),
 মহারবা ডাকিনী, গ্রহ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস,

এহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ ।

বৃক্ষরাক্ষসবেতালাঃ কুশ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ ॥ ৫৫

নশস্তি দর্শনাং তস্মা কবচেনাবৃতো হি যঃ ।

মানোন্নতির্ভবেদ্রাজ্ঞস্তেজোবৃদ্ধিঃ পরা ভবেৎ ॥ ৫৬

যশোবৃদ্ধির্ভবেৎ পুংসাং কীর্তিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ।

তস্মাৎ জপেৎ সদা ভক্তঃ কবচং কামদং মুনৈ ॥ ৫৭*

জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃৎস্না তু কবচং পুরা ।

নির্বিন্ধেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডীজপসমুদ্ভবা ॥ ৫৮

যাবদ্ভূমণ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননম্ ।

তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্যাং সন্ততিঃ পুত্রপৌত্রিকী ॥ ৫৯

ব্রহ্মদৈত্য, বেতাল, কুশ্মাণ্ড ও ভৈরবাদি কবচাবৃত ব্যক্তির দর্শনে নষ্ট (অপমৃত) হয় । আর এইরূপ কবচাবৃত ব্যক্তির রাজসকাশে মানোন্নতি এবং অগ্নি পরম তেজোবৃদ্ধি হয় । ৫৩-৫৬

এইরূপ কবচাবৃত পুরুষের যশোবৃদ্ধি ও কীর্তিবৃদ্ধি হয় । হে মনি, এই সর্বকামদ কবচ সদা ভক্তিযুক্ত চিত্তে পাঠ করা উচিত । ৫৭

এই দেবীকবচ পাঠ করিবার পরে সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করিবে । তাহা হইলে নির্বিন্ধে চণ্ডীজপ-জনিত সিদ্ধিলাভ হইবে । ৫৮

যাবৎ শৈল, বন ও কাননযুক্ত ভূমণ্ডলকে অনন্তনাগ ধারণ করিবে তাবৎ চণ্ডী-পাঠকের পুত্র-পৌত্রাদি^১ সন্ততি পৃথিবীতে অবস্থান করিবে । ৫৯

১ সাধু-ব্রহ্মচারীর পক্ষে শিষ্য-প্রশিষ্যাদি ।

দেহান্তে পরমং স্থানং স্মরৈরপি সুদূৰ্ণভম্ ।
 প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়াপ্রসাদতঃ ॥ ৬০
 তত্র গচ্ছতি গত্বাসৌ পুনশ্চাগমনং ন হি ।
 লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেৎ ॥ ৬১*

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে^১ হরিহরব্রহ্মবিবচিতং
 দেবীকবচং সমাপ্তম্ ।

মহামায়ার প্রসাদে* চণ্ডীপাঠক দেবতাদিগের সুদূৰ্ণভ
 নিত্য পরমস্থান (মোক্শ) দেহান্তে প্রাপ্ত হন । ৬০

সেই ব্যক্তি সেই পরম শিবলোকে গমন করেন । তাঁহার
 আর পুনর্জন্ম হয় না । তিনি সেই স্থানে শিবের সহিত
 সমত্ব প্রাপ্ত হন । ৬১

শ্ৰীমার্কণ্ডেয়পুরাণে হরিহরব্রহ্মবিবচিত
 দেবীকবচের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

* মহারাষ্ট্রে প্রচলিত পাঠানুসারে ও দেবীকবচের প্রামাণিক টীকাভাষ্য
 ‘দুর্গাপ্রদীপ’ ও ‘কম্ববতী’ মতে দেবীকবচের মাত্র ৪০টি শ্লোক আছে ।
 মহারাষ্ট্রীয় পাঠে উপরে উক্ত ৬ চিহ্নিত শ্লোকার্ধগুলি নাই ।

১. কাহারও মতে দেবীকবচ মার্কণ্ডেয় পুরাণে, কাহারও মতে বরাহ-
 পুরাণে এবং কাহারও মতে কল্পযামলে আছে ।

২. প্রতিতে আছে—‘য এতাং মায়াশক্তিং বেদ, স মৃত্যুং জয়তি, স
 পাপহানং তরতি, সোহমৃতত্বং চ গচ্ছতি।’ = যিনি এই ব্রহ্মকরণ
 মহামায়াকে বিজ্ঞাত হন, তিনি মৃত্যু জয় করেন, তিনি পাপমুক্ত হন,
 তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন । স্তবসংহিতায় আছে—

পার্বতী পরমা বিদ্যা ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রদায়িনী ।

বিশেষণৈব ভক্তানাং নাত্র সন্দেহকারণম্ ॥

অর্থাৎ মহামায়া পার্বতী ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রদায়িনী । বিশেষতঃ তিনি ভক্তগণকে
 ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন । ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ।

রাত্রিসূক্ত

(১)

(ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৭ সূক্ত)

রাত্রীতি হুস্তস্ত কুশিক ঋষিঃ রাত্রির্দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ,
শ্রীজগদম্বা-প্রীত্যর্থৈ সপ্তশতী-পাঠাদৌ ভূশে বিনিয়োগঃ ।

রাত্রিসূক্তের ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা)—কুশিক, ছন্দঃ—গায়ত্রী
ও দেবতা—রাত্রি । শ্রীজগদম্বার প্রীতির জন্য চণ্ডীপাঠের
পূর্বে রাত্রিসূক্ত পাঠ করিতে হয় ।

ওঁ রাত্রী ব্যাখ্যাদায়তী পুরুষা দেব্যাক্ষতিঃ ।

বিশ্বা অধি শ্রিয়ৌহধিত ॥১

ব্যাখ্যাদায়তী—ব্যাখ্যৎ + আয়তী, দেব্যাক্ষতিঃ = দেবী + অক্ষতিঃ

ওঁ (ওঁকারময়ী) পুরুষা (বহুদেশে, সর্বদেশে) অক্ষতিঃ ([প্রকাশ-
মান] ইন্দ্রিরসমূহ দ্বারা, চক্ষুঃস্থানীয় মহাদাদি তত্ত্ব দ্বারা) দেবী (সর্ববস্তুর
ছোতনশীলা) আয়তী (আগমনকারিণী, সর্বত্র বিচরমানা) রাত্রী (ব্রহ্ম-
মারাত্মিকা রাত্রি দেবতা) ব্যাখ্যৎ ([জগৎপ্রপঞ্চ] বিশেষরূপে দেখিলেন) ।
[অধ=অনন্তর] বিশ্বাঃ (সকল) শ্রিয়ঃ (শ্রী, কল্যাণ) [না=তিনি]
অধি-অধিত (ধারণ [প্রদান] করিলেন) ॥১

ওঁকারময়ী সর্বব্যাপিনী ভুবনেশ্বরী রাত্রী^১ দেবী সর্বদেশে
তাহার চক্ষুঃস্থানীয় মহাদাদি তত্ত্ব দ্বারা সর্ববস্তুর ছোতনশীলা
(প্রকাশিকা) হইয়া (অর্থাৎ আপনাকে জগদাকারে
প্রকাশ করিয়া) হোৎপাদিত সদসৎকর্মপূর্ণ জগজ্জাল

১ রাত্রি (দদাতি = দান করেন) অতীষ্টম্ ইতি রাত্রিঃ । রাত্রি দ্বিবিধ
—জীবরাত্রি ও ঈশ্বররাত্রি । জীবরাত্রিরূপ সৃষ্টিতে প্রতিদিন জীবগণের

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেবুদ্বতঃ ।

জ্যোতিবা বাধতে তমঃ ॥২

ওর্বপ্রা=উর+অপ্রা, দেবুদ্বতঃ=দেবী+উদ্বতঃ

অমর্ত্যা (মৃত্যুরহিতা) [স্যা=সেই] দেবী (ছোতনশীল রাত্রি দেবতা) উর (বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ, নিখিল প্রপঞ্চ) অপ্রা: ([স্বীয় চৈতন্য-রূপে] পরিব্যাপ্ত করিলেন) [তথা=এবং] নিবতঃ (নীচ লতাশৃঙ্গাদি) উদ্বতঃ (ও উচ্চ বৃক্ষাদি) [চৈতন্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন]। [এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের] তমঃ (অন্ধকার, অজ্ঞান) জ্যোতিবা (স্বীয় ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ দ্বারা) বাধতে (নাশ করিলেন) ॥২

বিশেষরূপে দর্শন করিলেন। অনন্তর সকল জীবের স্ব স্ব কর্মফলরূপ ফল প্রদান করিলেন।

[সর্বকারণভূতা মহামায়া পূর্বকল্পীয় সকল প্রাণীস্ব সদস্য কর্মসমূহের ফলপ্রদানের সময় আগত না হওয়ায় তাঁহাদিগকে (জীব ও জগৎপ্রপঞ্চকে) ফলপ্রদানের সময় পর্যন্ত স্বীয় কারণশরীরে প্রলীন করিলেন। পরে ফল-প্রদানের কাল উপস্থিত হইলে মহাদাদি দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণের কর্মফলপ্রদানে প্রবৃত্তা হইলেন।]

অমরগণধর্মা নিত্য। রাত্রি দেবী (বা মহামায়া) বিশ্ব-

ব্যবহার লুপ্ত হয় ও ঈশ্বররাত্রিরূপ প্রলয়কালে ঈশ্বরব্যবহার লুপ্ত হয়।
দেবীপুরাণে আছে—

ব্রহ্মমায়াস্থিকা রাত্রিঃ পরমেশনমায়িক।।

তদধিষ্ঠাতৃদেবী তু ভুবনেশী প্রকীর্তিতা।

অর্থাৎ রাত্রিদেবী ঈশ্বরনয়রূপা ও ব্রহ্মমায়াস্থিকা। তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীই ভুবনেশ্বরী আচ্ছাদনশক্তিরূপে প্রসিদ্ধা।

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী ।

অপেদুহাসতে তমঃ ॥৩

স্বসারমস্কৃতোষসং = স্বসারম্ + অস্কৃত + উষসং । দেব্যায়তী = দেবী +
আয়তী ।

আয়তী (আগমনকারিণী) দেবী (স্তোতনশীলা রাত্রি দেবতা)
স্বসারম্ (স্বীয় ভগিণী) উষসং (উষাকে; প্রকাশরূপকে, অবিচার
আবরণী শক্তিকে) নিরু-অস্কৃত (= নিরস্কৃত, দক্ষ-বীজ-স্বরূপ [নিরাস]
করেন) । [তস্তাদ্ উষসি = উষার সেইরূপ অবস্থায়] তমঃ
(অজ্ঞানরূপ অন্ধকার) অপেদুহাসতে (অপগত হয়) ॥৩

প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চগত উচ্চ নীচ বৃক্ষলতাগুণাদি স্বীয় আত্ম-
চৈতন্তে পরিব্যাপ্ত করিলেন । ২.

[পঞ্চদশী নামক বেদান্তগ্রন্থমতে সৌর দীপ্তি যেমন
তৃণাদি নিখিল বিশ্বের প্রকাশক হইলেও সূর্য্যকাস্তমণিতে
প্রতিবিম্বিত হইয়া তৃণাদির দাহক হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্ত
উচ্চাচ নিখিল প্রপঞ্চের ভাসক হইয়াও শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির
হৃদয়স্থ ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহার
অজ্ঞানের নাশক হন ।]

ঐ রাত্রি দেবতা মহোদরা-স্থানীয়া প্রকাশয়ী উষার
(অবিচার) আবরণী শক্তি বিনাশ করেন । উষার
সেইরূপ অবস্থায় (প্রারম্ভ কর্মক্ষণে বিক্ষেপশক্তি নষ্ট হওয়ায়)
মূলাজ্ঞান অপমৃত হয় । ৩

সা নো অস্ত যন্তা বয়ং নিতে যামন্যাবিশ্বহি ।

বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ ॥৪

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নিপদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ ।

নি শ্চেনাসশ্চিৎদর্থিনঃ ॥৫

অস্ত (এখন, এই সময়) নঃ (আমাদের প্রতি) সা (সেই, রাত্রি দেবী, চিৎশক্তি ভুবনেশ্বরী) [প্রসাদতু=প্রসন্ন হউন] যন্তাঃ (বাহার) যামন (= যামনি, [প্রসাদ-] প্রাপ্তিতে) বয়ং (আমরা) নি+অবিশ্বহি ([স্থখে, স্ব-স্বরূপে] অবস্থান করি) [যথা=যেদ্বারা] বয়ঃ (পক্ষিগণ) বৃক্ষেণ (বৃক্ষে, নীড়াশ্রেণে) বসতিং (রাত্রিনিবাস) [কুর্বন্তি=করে] ॥৪

গ্রামাসঃ (গ্রামসমূহ, গ্রামবাসিগণ) নি+অবিক্ষত ([স্থখে] শয়ন করে) [তথা=এবং] পদ্বন্তঃ (পাদযুক্ত, গবাদি) নি (=নিবিশস্তে, নিবাস করে), পক্ষিণঃ (পক্ষযুক্ত, পক্ষিগণ) নি (=নিবিশস্তে, নিবাস করে), অর্থিনঃ (কামার্থিগণ, পথস্থিতগণ) শ্চেনাসঃ চিৎ (শ্চেন-সকলও) নি (=নিবিশস্তে, নিবাস করে) ॥৫

এই মন্ত্রে রাত্রিদেবতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে—
সেই দেবী ভুবনেশ্বরী আমাদের প্রতি এই (প্রার্থনার) সময় প্রসন্ন হউন। তাঁহার প্রসাদে পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষে নীড়াশ্রেণে স্থখে রাত্রিবাস করে, সেইরূপ আমরা আমাদের স্ব-স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারিব ॥৪

ঐ রূপাময়ী ভুবনেশ্বরী দেবীর করুণায় আপামর গ্রামবাসিগণ, গবাদি পশু, পক্ষিগণ, কামার্থিগণ এবং শ্চেনাদিও স্থখে শয়ন করে ॥৫

[মৃত বালকগণ যেমন জননীর অসীম করুণায় নিশ্চিন্ত হইয়া নির্বিঘ্নে শয়ন করে, সেইরূপ প্রাণিগণ করুণাময়ী রাত্রিদেবীকে না জানিয়াও তাঁহার অহৈতুকী রূপায় আশ্রয় হয়।]

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয়ন্তেনমূর্ম্যে ।

অথা নঃ স্মৃতরা ভব ॥৬

উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত ।

উষ ঋণেব যাতয় ॥৭

যবয়ন্তেনমূর্ম্যে = যবয় + স্তেনম্ + উর্ম্যে ।

উর্ম্যে (হে জননি, রাত্রিদেবি) বৃক্যং ([নানা বাসনারূপা] ব্যাঘ্রী)
বৃকং (ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রসদৃশ হিংসাকারী পাপকে) যাবয়া (= যাবয়,
আমাদের হইতে দূর করুন) [তথা = এবং] স্তেনম্ (তস্কর, চিত্তাপহারক
কামাদিকে) যবয় (= যাবয়, আমাদের হইতে দূর করুন) । অথ
(অনন্তর) নঃ (আমাদের) স্মৃতরা (অনায়াসে পারকর্ত্রী) ভব (হউন) ॥৬

পেপিশত্তমঃ = পেপিশৎ + তমঃ ; ব্যক্তমস্থিত = ব্যক্তম্ + অস্থিত

পেপিশৎ ([সর্ববস্তুর] অতিমাত্র সংশ্লিষ্ট) কৃষ্ণং ([তমঃ প্রাধান্যহেতু]
কৃষ্ণবর্ণ) ব্যক্তম্ (ব্যক্ত, প্রকাশিত) তমঃ (নৈশ অন্ধকার, অজ্ঞান) মা
(মাং, আমার নিকট) উপ-অস্থিত (আসিয়াছে) । উষঃ (হে উষাদেবি,
হে রাত্রিদেবতা) [ভবতী = আপনি] ঋণেব (= ঋণানীব, [স্তোভূগণের]
ঋণাপগমের স্থায়) [তৎ = তাহা, অজ্ঞান] যাতয় (দূর করুন) ॥৭

হে জননি রাত্রিদেবি, আপনি দয়াবতী । আপনি
করুণাপূর্বক আমাদের অমুষ্টিত পাপাচরণ উপেক্ষা করিয়া
নানা বাসনারূপ ব্যাঘ্রী ও ব্যাঘ্র-সদৃশ হিংসাকারী পাপসকল
হইতে আমাদের রক্ষা করুন এবং আমাদের চিত্তাপহারক
কামাদি তস্করসমূহ দূর করিয়া অনায়াসে আমাদের
সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করুন অর্থাৎ আমাদের
মোক্ষদাত্রী হউন ॥৬

হে রাত্রিদেবতা, সকল বস্তুতে অতিশয় সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ
গাঢ় নৈশ তমোভূলা অজ্ঞান আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে ।

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ হুহিতর্দিবঃ ।

রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥৮

ইতি ঋগ্বেদোক্তং রাত্রিসূক্তং* সমাপ্তম্ ।

রাত্রি (হে রাত্রিদেবি) তে (আপনাকে) গা ইব (দুগ্ধবতী ধেনুর
স্থায়) উপ [=উপেতা] আকরং ([স্তুতিজপাদি দ্বারা] প্রসন্ন
করিতেছি) । [হে] দিবঃ (পরমাকেশের, পরমাত্মার) হুহিতঃ (হুহিতা-
কন্তা) [তৎপ্রসাদাৎ কামাদীন্ শক্রন্ = আপনার কুপার কামাদি শক্র]
জিগ্যুষে (জয় করিব), নঃ (আমাদের) স্তোমং (স্তোত্র) [হবিষিণি =
হবিষ] বৃণীষ (গ্রহণ করুন) । ৮

হে উষাদেবতা, আপনার স্তোত্রগণকে ধনপ্রদানের
দ্বারা আপনি যেমন তাহাদের ঋণাপগম করেন, সেইরূপ
আমার অজ্ঞান অপসারণ করুন । ৭

হে রাত্রিদেবি, দুগ্ধবতী ধেনুর স্থায় আমি আপনাকে
স্তুতিজপাদি দ্বারা প্রসন্ন করিতেছি । আপনি পরমাকেশরূপ
সর্বব্যাপী পরমাত্মার কন্তা । আপনার প্রসাদে আমি কামাদি
শক্র জয় করিব । আমার এই স্তোত্র ও প্রদত্ত হবিষ
কৃপাপূর্বক গ্রহণ করুন । ৮

ঋগ্বেদোক্ত রাত্রিসূক্তের সাধারণভাষ্যানুযায়ী অন্বয়ার্থ
ও অনুবাদ সমাপ্ত ।

* ইহাই বৈদিক রাত্রিসূক্ত । ত্রিশীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের ৭০ ইহাতে
৮৭ মন্ত্র তাত্ত্বিক রাত্রিসূক্ত । কাহারও কাহারও মতে চণ্ডী তন্ত্রগ্রন্থ বলিয়া
বৈদিক রাত্রিসূক্তের স্থলে তাত্ত্বিক রাত্রিসূক্ত-পাঠই কর্তব্য ।

(সামবিধান ব্রাহ্মণ, ৩য় মঃ, ৮ম অঙ্ক, ২য় সূত্র)

ও রাত্রিঃ প্রপত্তে পুনর্ভূং ময়োভূং কস্তাং
শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীমাদিত্যঃ
ত্রীচক্ষুষে বাস্তুঃ প্রাণায় সোমো গন্ধায় আপঃ স্নেহায়
মনঃ অনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরম্ ॥

ইতি সামবিধানব্রাহ্মণোক্তং রাত্রিসংক্রম্ ।

ও (ব্রহ্মরূপা) * পুনঃ-ভূং ([অহরবধার্থ] পুনঃপুনঃ যিনি অবতীর্ণ
হন), ময়ঃ-ভূং ([প্রাণিগণের] সৃষ্টদাত্রী), কস্তাং (আরাধ্যা, কুমারী)
শিখণ্ডিনীং (বৈষ্ণবী, ময়ূরপুচ্ছভূষণা) পাশ-হস্তাং ([অহরবধন্যার্থ]
হস্তে পাশধারিণী) যুবতাং (নিত্যা, বাল্য ও বার্ধক্য-অবস্থারহিতা)
কুমারিণীং (কুমারী প্রভৃতি শক্তিসমূহের সমষ্টীভূতা) রাত্রিঃ (ব্রহ্মরূপী
দেবীর) প্রপত্তে . (শরণাপন্ন হই) । [এবভূতায় রাত্র্যভিমানিষ্ঠা
দেবতাস্তাঃ প্রস্তাবাৎ = উক্তপ্রকার রাত্রি-অভিমানিনী দেবতার প্রভাবে]
আদিত্যঃ (সূর্য) ত্রীচক্ষুষে [ভবতু] (চক্ষুর্দ্বয় ত্রীযুক্ত করুন), বাস্তুঃ
(বায়ু দেবতা) প্রাণায় [ভবতু] (পঞ্চ প্রাণ রক্ষা করুন), সোমঃ
(সোমদেব) গন্ধায় [ভবতু] (ভ্রাণেলিক রক্ষা করুন) আপঃ
(জলোদিষ্টাত্রী দেবতা বঙ্গ) স্নেহায় [ভবতু] (সকল তরলপদার্থ রক্ষা
করুন), মনঃ (তদদিষ্টাত্রী দেবতা চন্দ্র) অনুজ্ঞায় [ভবতু] (সঙ্কল্প =
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন) পৃথিব্যৈ (= পৃথিবী, তদদিষ্টাত্রী দেবতা) শরীরম্
(= শরীরায়, শরীরকে), [ভবতু = রক্ষা করুন] ১০

* ওকার ব্রহ্মবাচক । কঠোপনিষদে আছে, এতদ্বোবাহ্মরং ব্রহ্ম =
ও এই অক্ষরই ব্রহ্ম ।

† যুবতী = যু + কনিম্ । যা যৌতি = যিনি সর্বকাম্য দান করেন ।

যে ব্ৰহ্মৰূপা মহামায়া পুনঃপুনঃ অসুৰবধাৰ্থ আবিৰ্ভূতা হন, যিনি প্ৰাণিগণেৰে সৃষ্টদাত্ৰী ও কণ্ঠাৰূপিণী, যিনি ময়ূৰ-পুচ্ছভূষণা (শিখণ্ডিনী)^১ ও অসুৰবধাৰ্থ পাশহস্তা এবং যিনি নিত্য বান্ধা-ও বান্ধক্যাবস্থা-ৰহিতা ও কুমারী প্ৰভৃতি শক্তিসমূহেৰে সমষ্টীভূতা, সেই ৰাত্ৰিকৰূপা^২ দেবীৰ শৰণাপন্ন হই। তাঁহাৰ প্ৰভাবে সূৰ্য চক্ৰদ্বয়কে শ্ৰীযুক্ত কৰিয়া ৰক্ষা কৰুন ; বায়ুদেবতা পঞ্চ-প্ৰাণ ৰক্ষা কৰুন ; সোমদেব ব্ৰাহ্মেন্দ্ৰিয় ৰক্ষা কৰুন ; বৰুণদেব সকল তৰল পদাৰ্থ ৰক্ষা কৰুন ; চন্দ্ৰদেব আমাৰ মন ৰক্ষা কৰুন এবং পৃথিবীৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা আমাৰ শৰীৰ ৰক্ষা কৰুন।

[সামবিধি ব্ৰাহ্মণমতে ৰাত্ৰিতে এই দেবীমন্ত্ৰজপমাত্ৰেই সিদ্ধিলাভ হয়। এই স্তোত্ৰপাঠেৰে অবাস্তৱ কল মৰণকাল-জ্ঞান ও পৰম কল মোক্ষ-প্ৰাপ্তি। নাগোজীভট্টকৃত টীকা অনুযায়ী অনুবাদ প্ৰদত্ত হইল।]

সামবিধি ব্ৰাহ্মণোক্ত ৰাত্ৰিস্তোত্ৰেৰে অনুবাদ সমাপ্ত।

১ শিখণ্ডী = বিষ্ণু, শিখণ্ডিনী = বৈষ্ণবী, বিষ্ণুবাণিনী শক্তি।

যথা—ভূধনৈশ্চ ময়ূৰাণামঙ্গদাভৈশ্চ ভূধনৈঃ।

ধ্বজেন শিখিবহানা মুচ্ছিতেন সনাত্বতা।

—হৰিবংশ

—দেবীৰ অঙ্গ ময়ূৰপুচ্ছময় (অঙ্গদাদি) অলঙ্কাৰ দ্বাৰা উজ্জল এবং তাঁহাৰ মস্তক উচ্ছ্ৰিত শিখিপুচ্ছালঙ্কৃত মুহূৰ্ত্ত দ্বাৰা সুশোভিত। অস্ত্ৰ মতে দেবী একাই স্ত্ৰী ও পুৰুষ উভয়েই হন বলিয়া শিখণ্ডিনী। যেতাখতৰ উপনিষদে আছে—ঔং স্ত্ৰী ইং পুমান্ অসি = তুমি স্ত্ৰী এবং তুমিই পুৰুষ।

২ যথা—হৰিবংশে “অস্ত্ৰান্তমন্ত্ৰমোচ্চাৰা নিশাদিবসনাগিনী” = ৰাত্ৰিকৰূপা দেবী স্বীয় ভগ্নোন্নয় তন্ত্ৰ দ্বাৰা নিশা ও দিবা নাশ কৰেন।

দেবীবাহন সিংহের ধ্যান

গ্রীবায়াং মধুসূদনোহস্ত শিরসি ত্রীনীলকণ্ঠ স্থিতঃ
 ত্রীদেবী গিরিজা ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে শারদা ।
 ষড়্ভক্তে। মণিবন্ধসন্ধিষু তথা নাগাস্ত্র পার্শ্বস্থিতাঃ
 কর্ণে । যস্ত তু চাশ্বিনো স ভগবান্ সিংহো মমাস্তিষ্ঠদঃ ॥১
 যন্নেত্রে শশিভাস্করো বসুকুলং দন্তেষু যস্ত স্থিতং
 জিহ্বায়াং বরুণস্ত্র হৃৎকতিরিয়ং ত্রীচটিকা চণ্ডিকা ।
 গণ্ডো যক্ষযমো তথোষ্ঠযুগলং সক্ষাদ্বয়ং পৃষ্ঠকে
 বজ্রী যস্ত বিরাজতে স ভগবান্ সিংহো মমাস্তিষ্ঠদঃ ॥২

যাহার গ্রীবাতে মধুসূদন (বিষ্ণু), শিরে (মস্তকে)
 নীলকণ্ঠ (শিব), ললাটে পার্বতী দেবী, বক্ষঃস্থলে দুর্গা,
 করগ্রস্থি (হাতের কজ্জি) সমূহে ষড়্ভক্ত (কার্তিকেশ্বর),
 পার্শ্বে নাগসকল এবং কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিরাজিত,
 সেই দেবীবাহন ভগবান্ সিংহ আমার অভীষ্ট পূর্ণ
 করুন ।১

যাহার নয়নযুগলে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তসমূহে অষ্ট বসু,
 জিহ্বাতে বরুণ, হৃৎকাবে ত্রীদুর্গা চণ্ডিকা, গণ্ডদ্বয়ে যক্ষ ও যম,

গ্রীবাসন্ধিসু সপ্তবিংশতিমিতান্যক্ষাণি সাধ্যা হৃদি
প্রোঢ়া নিঘূর্ণতা তমোহস্ত তু মহাক্রৌর্ধে:

সমা: পুতনা: ।

প্রাণে যস্ত তু মাতরঃ পিতৃকুলং যস্তাস্ত্যাপানাত্মকং
রূপে শ্রীকমলা কচেষু বিমলা তে স্যু রবে: রশ্ময়: ॥ ৩

ইতি দেবীপুরাণে দেবীবাহন-সিংহধ্যানং সমাপ্তম্ ।

ওষ্ঠযুগলে সক্ষ্যাদেবীদ্বয় এবং পৃষ্ঠে বজ্রী (ইন্দ্র) অবস্থিত, সেই
দেবীবাহন ভগবান্ সিংহ আমার মনোবাঞ্ছা সকল করুন । ২

সেই সর্বদেবময় সিংহের গ্রীবাসন্ধিসমূহে সপ্তবিংশতি-
সংখ্যক ঋক্ষ (নক্ষত্র) ও হৃদয়ে সাধাগণ অবস্থিত । তাঁহার
তমঃ (অজ্ঞান) বিবৃদ্ধ নির্দয়তা এবং মহাক্রুরতা পুতনাতুল্য ;
তাঁহার প্রাণবায়ুতে মাতৃকুল, অপানবায়ুতে পিতৃকুল, রূপে
লক্ষ্মী, এবং রবি-রশ্মিতুল্য কচ-(কেশ-) দামে বিমলা
সংস্থিতা আছেন । ৩

শ্রীদেবীপুরাণে দেবীবাহন সিংহের ধ্যানানুবাদ সমাপ্ত ।

চণ্ডীর ষট্-সংবাদ-কথা

মেধাস্ত কথয়ামাস সুরথায় সমাধয়ে ।

সাঁ কথা কথিতা পশ্চাৎ মার্কণ্ডেয়েন ভাণ্ডরৌ ॥১

তামেব কথয়ামাসুঃ পক্ষিণো জৈমিনিং প্রতি ।

অনেনৈব বিধানেন কথাঃ ষড়্-বিধিকা মতাঃ ॥২

(এষা ষট্-সংবাদ-কথা সপ্তশত্যাঃ পুরাতনীতি বা ।)

মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে যে চণ্ডী-কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মার্কণ্ডেয় মুনি পরে স্বশিষ্য ভাণ্ডরি মুনিকে বলেন । ভাণ্ডরি-কথিত বিবরণ দ্রোণ মুনির চারি পুত্র (অভিশাপে পক্ষিয়োনিপ্রাপ্ত পিঙ্গাখা, বিরাধ, সুপুত্র ও সুমুখ) ব্যাসশিষ্য মহর্ষি জৈমিনিকে বলেন । এইরূপে চণ্ডীর ষট্-সংবাদ-কথা পরস্পরাক্রমে প্রচলিত হইয়াছে । ১-২

[পুরাকালে জৈমিনি স্বীয় গুরু ব্যাসদেবের নিকট অখিল ধর্মতত্ত্ব-শ্রবণাস্তে ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া মার্কণ্ডেয় মুনিকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন । (অনুমতে মহাভারত-পাঠাস্তে কয়েকটি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া স্বীয় গুরুর নিকটে যান । কিন্তু ব্যাসদেবের অবসর না থাকায় তিনি স্বশিষ্যকে মার্কণ্ডেয়ের নিকট যাইতে বলেন ।) সময়ভাবে মার্কণ্ডেয় জৈমিনিকে বলিলেন, “আমার অবসর নাই । তুমি বিজ্ঞাচলে পক্ষিরূপধারী মুনিপুত্রগণের নিকট গমন কর ।” পক্ষি-চতুষ্টয় জৈমিনির প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মময়ী দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন করেন ।]

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মাহাত্ম্য

যথাস্থমেধঃ ক্রতুষু দেবানাং চ যথা হরিঃ ।

স্তবানাংপি সর্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ ॥

—বাবাহীতন্ত্র

যেমন অশ্বমেধ সকল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেমন হস্তি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্তবসমূহের মধ্যে সপ্তশতী স্তব (চণ্ডী) শ্রেষ্ঠ ।

মাহাত্ম্যং ভগবত্যাস্ত পুরাণাদিষু কীর্তিতম্ ।

পঠেদ্বা শৃণুয়াদ্বাপি সর্বকামসমৃদ্ধয়ে ॥

—সংবৎসর-প্রদীপ

মানবগণ সর্বকামনাসিদ্ধির নিমিত্ত পুরাণাদিতে কীর্তিত দেবী-মাহাত্ম্য (চণ্ডী) পাঠ বা শ্রবণ করিবে ।

মকারাদিনুকারণো মনুঃ পরমহর্লভঃ ।

—কাত্যায়নীতন্ত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম মন্ত্রের ১ম শব্দ ‘মার্কণ্ডেয়’ এবং অষ্ট মন্ত্রের অষ্ট শব্দ ‘মহু’—য হইতে হু পর্যন্ত মন্ত্র (সপ্তশতী চণ্ডী) পরমহর্লভ ।

সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ॥

পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ।

বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্ ॥

অন্তেষ্ট বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ য়া ।

শ্রীতির্মে ক্রিয়তে সান্মিন্ সচ্চ সূচরিতে ক্রতে ॥

—দেবীর উক্তি (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১২।২০-২১)

আমার এই সমগ্র মাহাত্ম্যপাঠই আমার সান্নিধ্য-
কারক । এক বৎসরকাল যথাবিধি উত্তম পশুবলি, পুষ্প,
অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ, দীপ, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, পঞ্চামৃতাদি
অভিষেকদ্রব্য ও অগ্ন্যাহু নানাবিধ ভোগোপচারে আমার
যে শ্রীতি হয়, 'আমার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য একবারমাত্র
শ্রবণ (বা পাঠ) করিলে আমার তাদৃশী শ্রীতি জন্মে ।

বাচকঃ পূজিতো যেন প্রসন্না তস্য দেবতা ।

জ্ঞাত্বা সর্বসমাপ্তিকং পূজয়েদ্বাচকং বুধঃ ।

আত্মানমপি বিক্রীয় য ইচ্ছেৎ সফলং ক্রতুম্ ॥

—বারাহীতন্ত্র

[দেবীমাহাত্ম্য-শ্রবণের এত মহিমা যে—] যিনি
বাচককে (চণ্ডীপাঠককে) পূজা করেন, তাঁহার ইষ্টদেবী
তাঁহার প্রতি প্রসন্না হন । যে বিবেকী স্বীয় ক্রতু (যজ্ঞ)
সফল করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি চণ্ডীপাঠ-সমাপ্তির পরে
নিজেকে বিক্রয় করিয়াও চণ্ডীপাঠককে পূজা করিবেন ।



শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রথম চরিত্রের ঋষি ও দেবতাদি

ও নমস্চণ্ডিকায়ৈ

ও অস্ত্র শ্রীপ্রথমচরিত্রস্ত ব্রহ্মা ঋষিঃ, মহাকালী দেবতা, গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, নন্দা শক্তিঃ, রক্তদন্তিকা বীজম্, অগ্নিস্তবম্, ঋষেদঃ স্বরূপম্ । শ্রীমহাকালী-ঐত্যর্থঃ (ধর্মার্থে) প্রথমচরিত্ররূপে বিনিয়োগঃ ।

[ভামবতন্ত্রমতে] শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রের ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা)—ব্রহ্মা, দেবতা—মহাকালী, ছন্দঃ—গায়ত্রী, শক্তি—নন্দা, বীজ—রক্তদন্তিকা, তত্ত্ব—অগ্নি এবং স্বরূপ—ঋষেদ । শ্রীমহাকালীর প্রীতির জন্তু (ধর্মলাভের^১ নিমিত্ত) প্রথম চরিত্র-পাঠের বিনিয়োগ^২ (প্রয়োগ) হয় ।

১ শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্র (১ম অধ্যায়), মধ্যম চরিত্র (২য় হইতে ৪র্থ অধ্যায়) এবং উত্তর চরিত্র (৫ম হইতে ১৩শ অধ্যায়) সন্ধ্যাসমভাবে পাঠ করিলে যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ ও কাম অর্থাৎ অভ্যুদয় (ঐহিক উন্নতি) লাভ হয় । আর নিক্রমভাবে পাঠ করিলে এতোক চরিত্র হইতে মোক্ষলাভ হয় । সুতরাং চণ্ডীপাঠে মানবজীবনের চতুর্বর্গলাভ হয় । এই হেতু সেবীর আরাধনা করিয়া রাজা হরথ এবং বৈশ্য সমাধি যথাক্রমে অগ্ৰহত রাজ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ।

২ মীমাংসানাম্নোক্তে বিবিধ বিধির মধ্যে বিনিয়োগ অন্ততম বিধি ।

মহাকালীর ধ্যান

ওঁ খড়্গং চক্রং গদা-ইষু-চাপ-পরিধান্ শূলং ভূশুণ্ডীং শিরঃ
 শঙ্খং* সন্দধতীং করৈঃ স্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্† ।
 নীলাশ্মভ্রাতৃতিমাস্ত্রপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
 যামস্তোচ্ছয়িতে‡ হরৌ কমলজো হস্তং মধুং কৈটভম্ ॥

ওঁ খড়্গং (খড়া) চক্রং-গদা-ইষু-চাপ-পরিধান্ (চক্র, গদা, তীর, ধনু ও লগুড়) শূলং (শূল) ভূশুণ্ডীং (অগ্রবিশেষ) শিরঃ (নরমুণ্ড) শঙ্খং (এবং শঙ্খ) করৈঃ (দশ করে) সন্দধতীং (ধারণকারিণী) স্ত্রি-নয়নাং (চকুত্রয়যুক্তা) সর্ব-অঙ্গ-ভূষা-আবৃতাম্ (সর্বপ্রকার অলঙ্কারে সুশোভিতা বা সর্বাঙ্গ অলঙ্কার দ্বারা আবৃত) নীল-অশ্ম-ভ্রাতৃতিম্ (নীলকান্তমণিন্দুশ প্রভাময়ী) আস্ত্র-পাদ-দশকাং (দশ মুখ ও দশ পদযুক্তা) মহাকালিকাং (মহাকালী) যাম্ (যাঁহাকে) হরৌ (হরি, বিষ্ণু) শয়িতে (যোগনিদ্রা-যুক্ত হইলে) কমল-জঃ (ব্রহ্মা) মধুং (মধুকে) কৈটভং (ও কৈটভকে) হস্তং (বহু করিবার জন্ত) অস্তৌঃ (স্তব কবিত্যাচ্ছিনেন) [ভাং=ভাঁহাকে] [অহ্ন=আমি] সেবে (সেবা [ধ্যান] করি) ॥

যিনি দশ হস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনু, লগুড়, শঙ্খ, শূল, ভূশুণ্ডী ও নরমুণ্ড ধারণ করেন; যিনি স্ত্রিনয়না, সর্ব প্রকার অলঙ্কারে সুশোভিতা (বা যাঁহার সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে আবৃত) এবং নীলকান্তমণিতুল্য প্রভাবিশিষ্টা; যাঁহার দশটি মুখ ও দশটি পদ; বিষ্ণু যোগনিদ্রাগত হইলে মধু ও কৈটভ নামক অশ্বরক্ষয়-বিনাশের জন্ত ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাকালীর ধ্যান করি।

* পাশান্ ইতি বা। † ভূতাম্ ইতি কচিৎ। ‡ অপিতে ইতি বা।

১ মহাকালীর দশটি মুখ ও দশটি পদ—এই বিষয়ে বৈকুণ্ঠিক রহস্যের ২-৩ লোক দ্রষ্টব্য।

প্রথম অধ্যায়—মধুকৈটভবধ

ওঁ নমস্চত্বিকার্মে

(ওঁ ক্লীং) মার্কণ্ডেয় উবাচ । ১

সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ ।

নিশাময় তত্ৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতো মম ॥ ২

মার্কণ্ডেয় (মুকণ্ডু ঋষির তনয়, মার্কণ্ডেয় মুনি) [স্বশিষ্য ক্রৌষ্ট্কি ভাণ্ডরিকে] উবাচ (বলিলেন)—সূর্য-তনয়ঃ (সূর্যের পুত্র) সাবর্ণিঃ (সাবর্ণি) ষঃ (ষিনি) অষ্টমঃ (অষ্টম) মনুঃ (মনু) [বলিয়া] কথ্যতে

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়^১ স্বীয় শিষ্য ক্রৌষ্ট্কি ভাণ্ডরিকে বলিলেন—সূর্যতনয় সাবর্ণি^২, যিনি অষ্টম মনু^৩ বলিয়া কথিত, তাঁহার

১ ক্রীমদ্ভাগবতমতে মুকণ্ডু নামক ঋষির প্রাণ হইতে বেদশিরা নামে যে মুনি আবির্ভূত হন, তিনিই মার্কণ্ডেয়।

২ সূর্যপত্নী সমবর্ণার পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম সাবর্ণি। বিষ্ণুপুরাণমতে সূর্যপত্নী সংজ্ঞার সৃষ্ট ছান্দার (সংজ্ঞার সমবর্ণ ছিলেন বলিয়া ছান্দার অঙ্ক নাম সমবর্ণ) গর্ভে সূর্যের গুণসে যে দ্বিতীয় পুত্র জন্মিয়াছিলেন তিনি জ্যোষ্ঠ রাজা শনৈশ্চরের সমান বর্ণ হইয়াছিলেন (বা সমবর্ণার পুত্র ছিলেন) বলিয়া সাবর্ণি নামে খ্যাত হন। অষ্টম মনু সাবর্ণি দ্বিতীয় (স্বারোচিষ) মন্বন্তরে রাজা স্বরূপ হইয়াছিলেন।

৩ মনুর সংখ্যা চৌদ্দ, যথা—স্বায়ম্ভুব (ব্রহ্মার মানস পুত্র), স্বারোচিষ (স্বায়ম্ভুবপুত্র প্রিয়ব্রতের পুত্র), উত্তম (প্রিয়ব্রতপুত্র উত্তমের পুত্র), তামস (প্রিয়ব্রতের পুত্র), রৈবত (প্রিয়ব্রতের পুত্র), চাক্ষুষ (অক্ষরাভের

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ ।

স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ ॥ ৩

(কথিত, খ্যাত) তৎ-উৎপত্তিঃ (তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত) বিস্তরাৎ (বিস্তৃত-ভাবে) পদতঃ (বর্ণনাকারী) মম (আমার নিকট) নিশাময় (শ্রবণ কর) ॥ ১-২

সঃ (সেই) মহাভাগঃ (মহা-ঐশ্বর্যযুক্ত) রবেঃ (রবির, সূর্যের) তনয়ঃ (পুত্র) সাবর্ণিঃ (সর্বার্য পুত্র) মহামায়া-অনুভাবেন (মহামায়ার অনুগ্রহে, পরমেশ্বরীর কৃপায়) যথা (যেরূপে) মন্বন্তর-অধিপঃ ([অষ্টম] মন্বন্তরের অধিপতি) বভূব (হইলেন) [তৎ শৃণু=তাহা শ্রবণ কর] ॥ ৩

উৎপত্তি বিস্তারপূর্বক বর্ণিতেন। আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর । ১-২

সেই মহাভাগ^১ সূর্যতনয় সাবর্ণি মহামায়ার^২ (পরমেশ্বরীর) কৃপায় যেরূপে অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইলেন, তাহা শ্রবণ কর । ৩

পুত্র), বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি (রোচা) এবং ইন্দ্রসাবর্ণি (ভ্রোতা) । এক এক মনুর অধিকৃত কালের নাম মন্বন্তর । এক মন্বন্তর কিঞ্চিদধিক ৭১ দিবা যুগ । ব্রহ্মার এক একটি দিন ও রাত্রিকে এক একটি কল্প বলে । দিনরূপ কল্পে সৃষ্টি ও রাত্রিরূপ কল্পে প্রলয় হয় । প্রত্যেক সৃষ্টিকল্পে ১৪টি মন্বন্তর হয় অর্থাৎ ১৪ জন মনু যথাক্রমে জগতের অধীশ্বর হন । অধুনা বৈবস্বত মনুর অধিকার । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে এক দৈব যুগ হয় । এইরূপ এক সহস্র দৈব যুগই এক সৃষ্টিকল্পের পরিমাণকাল ।

১ ভাগ=ভগ=ঐশ্বর্য

২ মহামায়া=পরমেশ্বরী-শক্তি, বিসদৃশ-প্রতীতি-সাধিকা ঐশ্বর্যশালিনী (নাগোজীভট্টী টীকা) । ইহাই অগটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাঙ্গিকা শক্তি

(ভব-প্রকাশিকা টীকা)। এই মহাশক্তির দ্বারা ঈশ্বর সৃষ্টি-সংহারাদি ও জন্মলীলাদি কার্য করেন। জীবের বন্ধন ও মুক্তি মহামায়াই সম্পন্ন করেন। ইনিই উপাসকগণের কার্যের জন্ত অজ্যোতিষ রূপ ধারণ করিয়া দুর্গা, কালী, লগ্নাকান্তী প্রভৃতি নামে অভিহিতা হন। দেবীভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে বাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার অরূপ এইরূপে বলিয়াছেন—

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ ।

একরূপো স্বভাবোহপি লোকরঞ্জনহেতবে ॥ ৫৮

তথৈবা দেবকার্ধ্যমরূপাপি স্বলীলয়া ।

করোতি বহুরূপাণি নিগুণা সগুণানি চ ॥ ৫৯

অর্থাৎ, নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোক-রঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নিগুণা দেবী নিরাকারা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য-সম্পাদনের জন্ত স্বীয় লীলায় সজাদিগুণসমবিত্ত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়েও ব্রহ্মা নারদকে মহামায়ার তত্ত্ব বলিয়াছেন। দেবীভাগবতে মহামায়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবতী নামে অভিহিতা। রত্নসামলে মহামায়াকে পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। যথা, ‘ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।’—রত্নসামল, ৪৭ পটল। গুণবতীমতে ৮তী পরব্রহ্মের পাটমহিবী দেবতা।

‘কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মার্থম সব ছেড়েছি।’ —শ্রীরামপ্রসাদ

‘বিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী।’—শ্রীরামকৃষ্ণ

দেবীপুরাণে নাম-নির্বাচনাদ্বায়ে ও কালিকাপুরাণে মহামায়ার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণে, যথা—

গর্তাস্তজ্ঞানসম্পন্নঃ শ্রেয়িতঃ সৃতিমারুতৈঃ ।

উৎপন্নঃ জ্ঞানরহিতঃ কুরুতে বা নিরস্তরম্ ॥ ১

পূর্বাতিপূর্বসংস্কারসজ্জাতেন নিয়োজ্য চ ।

অহরাসৌ ততো মোহ-মমত্ব-জ্ঞানসংশয়ম্ ॥ ২

ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্তাঃ ক্ষিপ্তাঃ পুনঃ পুনঃ ।

শাস্তাং কামেন সংযোজ্য চিন্তায়ুক্তমহনিশম্ ॥ ৩

স্বারোচিষেহন্তরে পূর্ব চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ ।

স্বরথো নাম রাজাহভুৎ সমস্তে ক্ষিত্তিমণ্ডলে ॥ ৪

তস্ম পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্ ।

বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিক্ষবঃসিনস্তদা ॥ ৫

পূর্ব (পূর্বকালে) স্বারোচিষে ([দ্বিতীয় মনু] স্বারোচিষের) অন্তরে (মনুস্তরে, অধিকারকালে) সমস্তে (সমগ্র) ক্ষিত্তি-মণ্ডলে (ভূমণ্ডলে) চৈত্র-বংশ-সমুদ্ভবঃ ([স্বারোচিষ মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র] চৈত্রের বংশে উৎপন্ন) স্বরথঃ নাম (স্বরথ নামে) রাজা (নরপতি) অভুৎ (হইয়াছিলেন) ॥ ৪

ঔরসান্ (ঔরসজাত) পুত্রান্ ইব (পুত্রগণের স্থায়) প্রজাঃ (প্রজা-

পূর্বে দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের অধিকার-সময়ে (স্বারোচিষের জ্যেষ্ঠ পুত্র) চৈত্রের বংশে উৎপন্ন স্বরথ নামক এক রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন । ৪

রাজা স্বরথ প্রজাদিগকে ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় যথানীতি

আমোদযুক্তং বাসনাসক্তং কুস্তং করোতি বা ।

মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী ॥ ৪

অর্থাৎ মাতৃগর্ভমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন শিশু প্রযত্নবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূমি ও হইবামাত্র যিনি তাহাকে নিরন্তর জ্ঞানবহিত করেন, যিনি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারসমূহ দ্বারা জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞাননাশক মোহ ও মমত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, যিনি জীবনে ক্রোধ, উপদ্রোধ ও লোভে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপপূর্বক পশ্চাৎ কামানসক্ত করিয়া অহর্নিশ চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও বাসনাসক্ত করেন, সেই জগদীশ্বরীই এই কারণে মহামায়া নামে অভিহিতা ।

১ কলি নামক গন্ধর্বের ঔরসে বরুণিনী মাত্রী অপ্সরার গর্ভে স্বরোচিষের জন্ম হয় । এই স্বরোচিষের পুত্র স্বারোচিষ ।

তস্ত তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ ।

ন্যনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিক্ষংসিভিজ্জিতঃ ॥ ৬

ততঃ স্বপূরমায়াতো নিজদেশাধিপোহভবৎ ।

আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈ স্তদা প্রবলারিভিঃ ॥ ৭

বর্গকে) সমাক্ (উত্তমরূপে, নীতিশাস্ত্রানুসারে) পালয়তঃ (পালনকারী)
তস্ত (তাঁহার, রাজা স্বরথের) তদা (সেই সময়) কোলা-বিক্ষংসিনঃ
(কোলাধ্বংসকারী) ভূ-পাঃ (রাজগণ) শত্রবঃ (শত্রু) বভূবুঃ
(হইয়াছিলেন) ॥ ৫

তৈঃ (তাহানিগের সহিত) অতি-প্রবল-দণ্ডিনঃ (অতি প্রবল
শত্রুদিগের দণ্ডাতা) তস্ত (তাঁহার, স্বরথের) যুদ্ধম্ (যুদ্ধ) অভবৎ
(হইয়াছিল) । ন্যনৈঃ অপি (অল্পসংখ্যক) তৈঃ (সেই সকল) কোলা-
বিক্ষংসিভিঃ (কোলাবিক্ষংসি [যবন]-গণ কর্তৃক) যুদ্ধে (সংগ্রামে)
সঃ (তিনি, স্বরথ) জিতঃ (পরাজিত হন) ॥ ৬

ততঃ (অনন্তর) সঃ (সেই) মহাভাগঃ (মহৈশ্বর্যযুক্ত [স্বরথ]) তৈঃ
(সেই সকল) প্রবল-অরিভিঃ (প্রবল [যবন] শত্রুগণ কর্তৃক)
আক্রান্তঃ (আক্রান্তঃ, পরাজিত হইয়া) স্ব-পূরম্ (নিজ রাজধানীতে)
পালন করিতেন । সেই সময় কোলাবিক্ষংসী^১ যবন নর-
পতিগণ তাঁহার শত্রু হইলেন । ৫

সেই কোলাবিক্ষংসী যবনগণের সহিত অতি প্রবল
শত্রুদিগের দণ্ডাতা রাজা স্বরথের যুদ্ধ হইয়াছিল । তাহার
সংখ্যায় অল্প হইলেও তাহাদের দ্বারা স্বরথ যুদ্ধে পরাজিত
হন । ৬

অনন্তর মহাভাগ স্বরথ প্রবল শত্রুগণ কর্তৃক পরাজিত

১ কাম্বীর প্রান্তদেশস্থ যবনরাজগণ ।—দেবীভাষ্য

কোলা=স্বরথের রাজধানীর নাম ।—গোপাল চক্রবর্তী টীকা

অমাত্যৈর্বলিভির্দুঃশৈর্দুঃর্বলশ্চ দুরাশ্রয়িভিঃ ।

কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপূরে ততঃ* ॥ ৮

ততো মৃগয়াব্যাঞ্চে ন হতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ ।

একাকী হয়মাকুহু জগাম গহনং বনম্ ॥ ৯

আরাতঃ (আগত হইয়া) তদা (তখন) নিজ-দেশ-অধিপঃ (স্বদেশের
অধিপতি) অস্তবং (হইলেন) ॥ ৭

ততঃ (অনন্তর) তত্র (তথায়) স্ব-পূরে অপি (নিজ রাজধানীতেও)
দুঃশৈঃ (দুঃ) দুরাশ্রয়িভিঃ (দুরাশ্রা, দুরাশয়) বলিভিঃ (বলবান) অমাত্যৈঃ
(অমাত্যগণ দ্বারা) মত্তিগণ কর্তৃক) দুঃর্বলশ্চ (দুঃর্বলের, দুঃর্বলের) কোষঃ
(ধনাগার) বলং চ (ও সৈন্যাদি) অপহৃতং (অপহৃত, অধিকৃত হইল) ॥ ৮

ততঃ (অনন্তর) সঃ (সেই) ভূপতিঃ (রাজা, স্বরথ) হত-স্বাম্যঃ
(রাজত্ব হারাইয়া) মৃগয়া-ব্যাঞ্চে (শিকার-হলে) একাকী (একক)

হইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক স্বদেশের অধিপতি
রহিলেন । ৭

অনন্তর স্বীয় রাজধানীতেও দুঃ, দুঃশয় ও বলবান
অমাত্যগণ অধুনা বলহীন রাজার ধন-ভাণ্ডার ও সৈন্যাদি
অধিকার করিল । ৮

অনন্তর সেই রাজা রাজত্ব হারাইয়া মৃগ শিকার করিবার
হলে একাকী অসারোহণে গভীর অরণ্যে গমন করিলেন । ৯

* ততঃ ইতি বা পাঠঃ । ততঃ নিবসতঃ সাধোবা ।

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ দ্বিজবর্ষস্ত্র মেধসঃ ।

প্রশান্তস্থাপদাকীর্ণঃ মুনিশিষ্টোপশোভিতম্ ॥ ১০

তন্ত্রৌ কক্ষিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সংকৃতঃ ।

ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ॥ ১১

হয়ম্ (হয়ে, আছে) আকৃত (আরোহণ করিয়া) গহনঃ (গভীর, দুর্গম)
বনম্ (বনে, অরণ্যে) জগাম (গমন করিলেন) ॥ ৯

সঃ (তিনি, স্বরথ) তত্র (তথায়, সেই বনে) প্রশান্ত-স্থাপদ-আকীর্ণঃ
(শান্তভাবেপন্ন হিংস্র-জন্তু-পরিপূর্ণ) মুনি-শিষ্ট-উপশোভিতম্ (মুনির
শিষ্টগণ কর্তৃক পরিশোভিত) দ্বিজ-বর্ষস্ত্র (বিপ্রবর) মেধসঃ (মেধাধারি)
আশ্রমদ্ (আশ্রম) অদ্রাক্ষীৎ (দেখিলেন) ॥ ১০

সঃ চ (তিনি, স্বরথ) তেন (সেই) মুনিনা (মুনি কর্তৃক) সংকৃতঃ
(সংকারপ্রাপ্ত, সমাদৃত হইয়া) তস্মিন্ (সেই) মুনিবর-আশ্রমে মুনিবরের
আশ্রমে) ইতঃ চ ইতঃ চ (ইতস্ততঃ) বিচরন্ করিয়া) কক্ষিৎ
(কিছু) কালঃ (সময়) তন্ত্রৌ (রহিলেন) ॥ ১১

স্বরথ সেই বনে শান্তভাবেপন্ন হিংস্রপশু-পরিপূর্ণ ও মুনি-
শিষ্ট-শোভিত দ্বিজবর মেধা^১ মুনির আশ্রম দেখিতে
পাইলেন ॥ ১০

সেই মুনি কর্তৃক সমাদৃত হইয়া স্বরথ মুনিবরের আশ্রমে
ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্বক কিছু সময় কাটাইলেন ॥ ১১

১ লম্বীতন্ত্রমতে বশিষ্ঠ ঋষি ও মেধা মুনি এক ব্যক্তি ।

সোহচিস্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ* ॥

মৎপূর্বৈঃ পালিতং পূর্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ । ১২

মদ্ভূতৌস্তৈরসদৃশৈর্ধর্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥

ন জানে স প্রধানো† মে শূরহস্তী সদামদঃ । ১৩

মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্যতে ॥

যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ । ১৪

- সঃ (তিনি) তদা (তখন) তত্র (তথায় [মেধা বহির আশ্রমে])
মমত্ব-আকৃষ্ট-চেতনঃ (মমতাভিভূত চিত্তে) অচিস্তয়ৎ (চিন্তা করিতে
লাগিলেন)—পূর্বং (পূর্বে) মৎ-পূর্বৈঃ (আমার পূর্বপুরুষ [চৈত্রাদি]
কর্তৃক) পালিতং (পালিত, রক্ষিত) [অধুনা] ময়া হি (আমা কর্তৃক
অবশ্যই) হীনং (ভাঙ্গ) তৎ (সেই) পুরং (নগর) অসদৃ-ভূতঃ (অসচ্চরিত্র)
মৎ-ভূতৌঃ (আমার ভৃত্যগণ [অমাত্যাদি] কর্তৃক) ধর্মতঃ (ধর্মামুসারে)
পাল্যতে (পালিত হইতেছে) ন বা (কি-না) ॥ ১২-১৩

মে (আমার) সঃ (সেই) প্রধানঃ (শ্রেষ্ঠ) সদা-মদঃ (সন্তত মদ-
শ্রাবী) শূর-হস্তী (মহাবল হস্তী) মম (আমার) বৈরি-বশং (শত্রুর

সেই স্থানে তিনি তখন মমতাভিভূতচিত্তে চিন্তা করিতে
লাগিলেন—অতীতকালে আমার পূর্বপুরুষগণ চৈত্রাদি
কর্তৃক স্বরক্ষিত ও সম্প্রতি আমার দ্বারা পরিত্যক্ত সেই
রাজধানী আমার অসচ্চরিত্র অমাত্যগণ ধর্মামুসারে রক্ষা
করিতেছে কিনা । ১২-১৩

জানি না, সর্বদা মদশ্রাবী মহাবল (আমার) প্রধান হস্তী
শত্রুর অধীন হইয়া কিরূপ আহাৰ্যাদি পাইতেছে । ১৩-১৪

* মমত্বাকৃষ্টমানসঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† সপ্রধানো ইতি বা ।

অনুবৃষ্টিং ধ্রুবং তেহা কুর্বন্ত্যন্থমহীভূতাম্ ॥

অসম্যগব্যয়শীলৈস্তেঃ কুর্বন্তিঃ সততং ব্যয়ম্ । ১৫

সঞ্চিতঃ সোহতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিস্ব্যতি ॥

এতচ্চান্ধা সততং চিন্তয়ামাস পার্শ্বিবঃ । ১৬

বনবর্তী) যাতঃ (হইয়া) কান্ (কি কি, কিরূপ) ভোগান্ (ভোগ, আহাৰ) উপলক্ষ্যতে (পাইতেছে) [ইতি=ইহা] ন জানে ([আমি] জানি না) । ১৩-১৪

যে (যাহারা) প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ (পারিতোষিক, বেতন, ভোজ্য-দ্রব্যাদি-লাভে) নিত্যং (সর্বদা) মম (আমার) অমুগতাঃ (অমুগত ছিল), তে (তাহারা) অন্ড (আজ, বর্তমানে) ধ্রুবম্ (নিশ্চয়ই) অন্ড-মহীভূতাম্ (অন্ড ভূপালগণের) অনুবৃষ্টিং (দাসত্ব, অমুগতা) কুর্বন্তি (করিতেছে) ॥ ১৪-১৫

অসম্যক্-ব্যয়শীলৈঃ (অবস্থা ব্যয়কারী) সততং (সদা) ব্যয়ম্ ([অমিত] ব্যয়) কুর্বন্তিঃ (কারী) তৈঃ (সেই সকল [অমাত্যাদি] দ্বারা) অতিদুঃখেন (অতি কষ্টে) [ময়া=আমার দ্বারা] সঞ্চিতঃ (সংগৃহীত) সঃ (সেই) কোষঃ (ধনরাশি) ক্ষয়ং (ক্ষয়, নিঃশেষ) গমিস্ব্যতি (হইবে) ॥ ১৫-১৬

যাহারা পারিতোষিক, বেতন ও ভোজ্যদ্রব্যাদি পাইয়া সর্বদা আমার অমুগত ছিল, এখন তাহারা নিশ্চয়ই অন্ড নরপতিগণের দাসত্ব করিতেছে । ১৪-১৫

যে ধনরাশি আমি অতি দুঃখে সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা আমার সেই সদা অমিতব্যয়ী অমাত্যগণের অমিত ব্যয়ে শীঘ্র ক্ষয় পাইবে । ১৫-১৬

তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্বমেকং দদর্শ সঃ ॥*

স পৃষ্টস্তেন কঙ্কন্তো হেতুশ্চাগমনেহত্র কঃ । ১৭

সশোক ইব কস্মাৎ দুর্মনা ইব লক্ষ্যাসে ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্ত ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্ । ১৮

সঃ (সেই) পাখিঃ (রাজা) এতৎ (ইহা, এই বিষয়) অন্তঃ (ও অন্তঃ [বিষয়]) সততঃ (সদা, বহুক্ষণ) চিন্তয়ামাস (চিন্তা করিলেন) চ (এবং) বিপ্র (হে বিপ্র, হে ভাগুর) তত্র (তথায়) আশ্রম-অভ্যাসে (আশ্রমের সমীপে) একং (একজন) বৈশ্বম্ (বৈশ্বকে) দদর্শ (দেখিতে পাইলেন) ॥ ১৬-১৭

তেন (ভাহার [রাজার] দ্বারা) সঃ (তিনি, বৈশ্ব) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত হইলেন)—ভোঃ (হে ভদ্র), ক্ব (তুমি, আপনি), কঃ (কে)? অত্র (এখানে) আগমনে (আগমনের) হেতুঃ চ (কারণ) কঃ (কি)? ক্ব (তুমি, আপনি) কস্মাৎ (কি হেতু) স-শোকঃ ইব (যেন শোকাকুল) দুর্মনাঃ ইব (যেন বিষয়) লক্ষ্যাসে (লক্ষিত হইতেছেন) ॥ ১৭-১৮

হে বিপ্র (ভাগুর), সেই রাজা উক্ত ও অন্তঃ বিষয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তথায় আশ্রমের সমীপে একজন বৈশ্বকে দেখিতে পাইলেন । ১৬-১৭

রাজা বৈশ্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভদ্র, আপনি কে, আপনার এখানে আগমনের কারণই বা কি এবং কেন আপনাকে যেন শোকাকুল^১ ও দুর্মনা^২ দেখাইতেছে? ১৭-১৮

* দদর্শ হ ইতি বা ।

১ প্রিয়বস্ত বা ব্যক্তির বিরোধে দুঃখ = শোক

২ দুঃখনিমিত্ত চিন্তের অবসাদ = দৌর্মনস্ত

প্রত্যাচ স তং বৈশ্যঃ প্রত্যায়াবনতো নৃপম্ ॥ ১৯

বৈশ্য উবাচ । ২০

সমাধিনাম বৈশ্যোহহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে । ২১

পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসামুভিঃ ॥

বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্ । ২২

বনমভ্যাগতো ছুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥

সঃ (সেই) বৈশ্যঃ (বৈশ্য, সমাধি) তন্ত (সেই) ভূ-পতেঃ (ভূপতির, স্বরধের) প্রণয়-উদিতম্ (প্রীতির সহিত কথিত) ইতি (এইরূপ) বচঃ (বাক্য) আকর্ষ্য (গুনিয়া) প্রত্যায়াবনতঃ (বিনয়নত হইয়া) তৎ (সেই) নৃপম্ (নৃপকে, রাজাকে) প্রত্যাচ (প্রত্যুত্তর করিলেন) ॥ ১৮-১৯

বৈশ্যঃ (বৈশ্য, সমাধি) উবাচ (বলিলেন)—অহম্ (আমি) সমাধিঃ নাম (সমাধি নামক) বৈশ্যঃ (বৈশ্য) চ (এবং) ধনিনাং (ধনিগণের) কুলে (বংশে) উৎপন্নঃ (জাত) । ধন-লোভাৎ (ধনলোভে) অসামুভিঃ (অসামু, অসৎ, অধার্মিক) পুত্র-দারৈঃ (স্ত্রী-পুত্রগণ কর্তৃক) নিরস্তঃ (পরিত্যক্ত) ॥ ২০-২১

দারৈঃ (স্ত্রী) পুত্রৈঃ চ (ও পুত্রগণ) মে (আমার) ধনম্ (ধন) আদায় (আশ্রসাৎ করিয়া) ধনৈঃ (ধন) বিহীনঃ (রহিত) আপ্ত-বন্ধুভিঃ চ (এবং আশ্রয় বন্ধুগণ কর্তৃক) নিরস্তঃ (পরিত্যক্ত হইয়া)

সেই বৈশ্য রাজার প্রীতিপূর্ণ বাক্যশ্রবণে বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—। ১৮-১৯

বৈশ্য বলিলেন—আমি সমাধি নামক বৈশ্য এবং ধনবানের বংশে জাত । আমার অসামু স্ত্রী-পুত্রগণ ধনলোভে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে । ২০-২২

সোহং ন বেদ্বি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাস্থিকাম্ । ২৩
 প্রবৃত্তিঃ স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্ৰ সংস্থিতঃ ॥

কিন্মু তেবাং গৃহে ক্লেমমক্লেমং কিন্মু সাম্প্রতম্ । ২৪
 কথন্তে কিন্মু সদবৃত্তা দুবৃত্তাঃ কিন্মু মে সূতাঃ ॥ ২৫

দুঃখী (দুঃখিত) [অহম্=আমি] বনম্ (বনে) অভাগতঃ
 (আসিয়াছি) ॥ ২২-২৩

সঃ (সেই) অহম্ (আমি) অত্র (এখানে, বনে) সংস্থিত (অবস্থিত
 হইয়া) পুত্রাণাং (পুত্রগণের) স্ব-জনানাং চ (ও আত্মীয়গণের) দারাণা-
 চ (ও পত্নীগণের) কুশল-অকুশল-আস্থিকাম্ (শুভাশুভহৃৎক) প্রবৃত্তি-
 (বার্তা, বৃত্তান্ত) ন বেদ্বি (জানি না) ॥ ২৩-২৪

সাম্প্রতম্ (সম্প্রতি, এখন) তেবাং (তাহাদের) গৃহে (ঘরে) কিন্মু
 (কি) ক্লেমম্ (কুশল, কল্যাণ) কিন্মু (কিংবা) অক্লেমম্ (অকুশল,
 অকল্যাণ) । মে (আমার) তে (সেই) সূতাঃ (পুত্রগণ) কথঃ (কিরূপ)
 কিন্মু (কি) সৎ-বৃত্তাঃ (সদ্যবহারশীল) কিন্মু (কিংবা) দুঃ-বৃত্তাঃ
 (অসদ্যবহারশীল) [অহম্ ন জানে=আমি জানি না] ॥ ২৪-২৫

স্ত্রী ও পুত্রগণ আমার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করার আমি
 ধনহীন হইয়াছি এবং আত্মীয়বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত
 হইয়া দুঃখিত মনে বনে আসিয়াছি । ২২-২৩

আমি বনবাসী হইয়া স্ত্রী, পুত্রগণ ও স্বজনগণের
 শুভাশুভ কোন সংবাদ পাইতেছি না । ২৩-২৪

সম্প্রতি তাহাদের গৃহে কুশল কি অকুশল, আমার সেই
 পুত্রগণ কিরূপ আছে এবং অধুনা তাহারা সৎ পথে কি
 অসৎ পথে চলিতেছে জানি না । ২৪-২৫

রাজোবাচ । ২৬

যৈর্নিরস্তো ভবান্নুবৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ । ২৭

তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥ ২৮

বৈশ্য উবাচ । ২৯

এবমেতন্ যথা প্রাহ ভবানস্বদগতং বচঃ । ৩০

কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥

রাজা (রাজা, স্বরথ) উবাচ [কহিলেন]—ধনৈঃ (ধন দ্বারা) লুব্ধৈঃ (লুব্ধ) বৈঃ (যে) পুত্র-দার-আদিভিঃ (স্ত্রীপুত্রাদিগণ কর্তৃক) ভবান্ (আপনি) নিরস্তঃ (দুর্গত) তেষু (তাহাদের প্রতি) কিং (কেন) ভবতঃ (আপনার) মানসং (মন) স্নেহং (স্নেহে) অনুবধ্নাতি (আবদ্ধ হইতেছে) । ২৬-২৮

বৈশ্যঃ (বৈশ্য, সমাধি) উবাচ (কহিলেন)—ভবান্ (আপনি) স্বদগতং (আমার সম্বন্ধে) বচঃ (বাক্য) যথা (যেদ্বারা) প্রাহ (বলিলেন) এতৎ (তাহা) এবম্ (এইরূপই, সত্যই) । [কিন্তু] কিং (কি) করোমি (করি) মম (আমার) মনঃ (চিত্ত) নিষ্ঠুরতাং (নিষ্ঠুরতা, কঠোর ভাব) ন বধ্নাতি (ধারণ করিতেছে না) ॥ ২৯-৩১

রাজা স্বরথ বলিলেন—যে ধনলোভী আত্মীয় ও স্ত্রী-পুত্রগণ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আপনার চিত্ত তাহাদের প্রতি কেন স্নেহাসক্ত হইতেছে ? ২৬-২৮

বৈশ্য (সমাধি) বলিলেন—আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা সত্যই । কিন্তু আমি কি করি, আমার চিত্ত নিষ্ঠুর হইতেছে না । ২৯-৩১

যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্ধর্মিরাকৃতঃ । ৩১

পতিস্বজনহর্দঞ্চ হার্দি তেষেব মে মনঃ ॥

কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে । ৩২

যৎ প্রেমপ্রবণং চিন্তং বিগুণেষুপি বন্ধুষু ॥

তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসো* দৌর্মনস্তঞ্চ জায়তে । ৩৩

যৈঃ (যে) ধন-লুব্ধৈঃ (ধনলোভিগণ কড়ক) পিতৃস্নেহং (পিতা-স্নেহ) পতি-স্বজন-হার্দং চ (এবং পতি-প্রেম ও স্বজন-স্নেহ) সন্ত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া [অহম্=আমি]) নিরাকৃতঃ (বহিষ্কৃত হইয়াছি) তেষু এব (তাহাদিগের প্রতিই) মে (আমার) মনঃ (চিন্তা) হার্দি (=হার্দী, অম্বরক্ত, আসক্ত) ॥ ৩১-৩২

মহামতে (হে মহাশয়), বি-গুণেষু (গুণহীন) বন্ধুষু ([স্বপুত্রাদি] বন্ধু [আত্মীয়-] গণের প্রতি) চিন্তং (চিন্তা) যৎ (যে) প্রেম-প্রবণং (স্নেহাসক্ত) এতৎ (ইহা) জানন্ অপি (জানিয়াও) কিং (কেন) ন অভিজানামি (বুঝিতে পারিতেছি না) ॥ ৩২-৩৩

তেষাং (তাহাদের প্রতি) কৃতে (নিমিত্ত) মে (আমার) নিঃশ্বাসঃ (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) দৌর্মনস্তং চ (ও দুশ্চিন্তা, মনঃপীড়া) জায়তে (জাত হইতেছে)। অঐতিষু (ঐতিরহিত) তেষু (তাহাদের প্রতি) মনঃ

যে ধনলোভিগণ পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম ও স্বজনপ্ৰীতি পরিত্যাগপূর্বক আমাকে বহিষ্কৃত করিয়াছে তাহাদের প্রতিই আমার চিন্তা অম্বরক্ত হইতেছে । ৩১-৩২

হে মহাশয়, স্নেহহীন স্বপুত্রাদির প্রতি আমার চিন্তা প্রেমপ্রবণ (মমতাবৃত্ত) হইয়াছে, ইহা আমি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না । ৩২-৩৩

* নিশ্বাসঃ ইতি বা পাঠঃ ।

করোমি কিং যন্ন মনন্তেষ্মপ্রীতিষু* নিষ্ঠুরম্ ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ৩৫

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মূনিং সমুপস্থিতৌ । ৩৬

সমাধিনাম বৈশ্ণোহসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥

(চিহ্ন) যৎ (যে) নিষ্ঠুরঃ (নির্দয়) ন ([হর] না) কিং (কি) করোমি (করি) ॥ ৩৩-৩৪

মার্কণ্ডেয়ঃ ([মহর্ষি] মার্কণ্ডেয়) উবাচ (বলিলেন)—বিপ্র (হে বিপ্র), ততঃ (অনন্তর) সমাধিঃ নাম (সমাধি নামক) অসৌ (সেই) বৈশ্ণঃ (বৈষ্ণ) সঃ চ (এবং সেই) পার্থিব-সত্তমঃ (নৃপতিশ্রেষ্ঠ) তৌ (উভয়ে) সহিতৌ (মিলিত হইয়া) তং (সেই) মূনিঃ ([মেধা নামক] মুনির নিকট) সমুপস্থিতৌ (উপস্থিত হইলেন) ॥ ৩৫-৩৬

তাহাদের জন্ম আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতেছে এবং দুঃখিত হইতেছে। আমি কি করি, আমার প্রতি প্রীতিহীন পুত্রাদিতে আমার মন নির্দয় হইতেছে না। ৩৩-৩৪

[ইহাই মহামায়ার অঘটন-ঘটন-পটীরসী শক্তি। এই শক্তির প্রভাবে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে মাহুঘের ভ্রান্ত ধারণা হয় এবং নিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি না হইয়া অনিত্য বস্তুর প্রতি অসক্তি জন্মে।]

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় স্বশিষ্য ক্রৌঞ্চকি ভাণ্ডরিকে বলিলেন—
হে বিপ্র, বৈষ্ণ সমাধি ও রাজা শুরথ উভয়ে মিলিত হইয়া
মেধা মুনির সমীপে উপস্থিত হইলেন। ৩৫-৩৬

* অপ্রীতি-নিষ্ঠুরম্ ইতি বা পাঠঃ ।

কৃতা তু তো যথান্নায়ং যথাইং তেন সংবিদম্ । ৩৭
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ ॥ ৩৮

রাজোবাচ । ৩৯

ভগবৎস্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ । ৪০

দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিন্তায়ত্ততাং বিনা ॥

বৈশ্য-পার্থিবৌ (বৈশ্য ও রাজা, সমাধি ও সুরথ) তো তু (উভয়েই)
যথা-ন্নায়াং (যথাবিধি) যথা-অইং (যথায়োগ্য) তেন (তাঁহার সহিত,
মূনির সহিত) সংবিদম্ (সম্ভাষণ) কৃতা (করিয়া) উপবিষ্টৌ (উপবিষ্ট
হইয়া) কাঃ চিং (কয়েকটি) কথাঃ (কথা, প্রশ্ন) চক্রতুঃ (জিজ্ঞাসা
করিলেন) ॥ ৩৭-৩৮

রাজা (সুরথ) উবাচ (বলিলেন)—ভগবন্ (হে প্রভু), স্বাম্
(আপনাকে) অহম্ (আমি) একং (একটি) প্রষ্টুম্ (প্রশ্ন করিতে)
ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) তৎ (তাহা) বদস্ব (বলুন) । ৩৯-৪০

স্ব-চিন্তা-আবৃত্ততাং বিনা (স্বীয় চিন্তের বশীভূততা অভাবে) গত-রাজ্যাস্ত
(হৃত রাজ্যের) অথিলেবু (সমুদয়) রাজ্য-অগ্নেবু অপি (রাজ্যাস্তের প্রতি)
মনহং (মমতা, আসক্তি) মে (আমার) মনসঃ (মনে) দুঃখায় (দুঃখের

সমাধি ও সুরথ উভয়েই মূনিকে যথাবিধি ও যথায়োগ্য
সম্ভাষণপূর্বক উপবেশন করিয়া তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৭-৩৮

রাজা সুরথ মেধা মূনিকে বলিলেন—হে ভগবন্,
আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।
অনুগ্রহপূর্বক তাহার উত্তর আমাকে উপদেশ করুন । ৩৯-৪০

মমত্বঃ* গতরাজ্যস্ত রাজ্যাদেষ্মখিলেষ্মপি ।৪১

জানতোহপি যথাজ্ঞস্ত কিমেতন্মুনিসত্তম ॥

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ† পুত্রৈর্দারৈর্ভূতৈস্তথোজ্জ্বলিতঃ ।৪২

স্বজনেন‡ চ সন্ত্যক্তস্তেবু হাদৌ তথাপ্যতি ॥

নিমিত্ত) [হইয়াছে] [ইতি=ইহা] জানতঃ অপি (জানা সত্ত্বও)
যথা (বেরূপ) অজ্ঞস্ত (অজ্ঞের) [তথা=সেইরূপ] [মম=আমার]
বৎ (যে) [মমত্বঃ=মমতা] মুনিসত্তম (হে মুনিস্রেষ্ট), এতৎ (ইহা)
কিম্ (কেন)? ৪১-৪২

অয়ং চ (এবং ইনিও; বৈশ্বও) পুত্রৈঃ (পুত্রগণ) দারৈঃ (ও স্ত্রী-
পুত্রাদি কর্তৃক) নিকৃতঃ (বঞ্চিত) তথা (এবং) ভূতৈঃ (অমাত্যগণ কর্তৃক)
উজ্জ্বলিতঃ (বর্জিত) স্বজনেন চ (ও আত্মীয়গণ কর্তৃক) সন্ত্যক্তঃ (পরিত্যক্ত
হইয়াছেন)। তথা অপি (তাহা সত্ত্বও) তেবু (তাহাদের প্রতি) অতি
(অতিশয়) হাদৌ (আসক্ত, স্নেহবান) ৪২-৪৩

হে মুনিবর, আমার চিত্ত আমার বশীভূত নয় বলিয়া হৃত
রাজ্যাদিতে আমার মমতা এখনও আছে। এই মমতাই
আমার দুঃখের কারণ—ইহা আমি জানি। কিন্তু ইহা জানা
সত্ত্বও হৃত রাজ্যের রাজ্যসমূহে^১ অজ্ঞের স্তায় আমার যে
মমতা রহিয়াছে, ইহার কারণ কি? ৪১-৪২

এই বৈশ্বও স্ত্রীপুত্রগণ কর্তৃক বঞ্চিত, অমাত্যাদি কর্তৃক
বর্জিত এবং আত্মীয়সকল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন।
তথাপি তাহাদের প্রতি ইনি অতিশয় আসক্ত। ৪২-৪৩

* মম রাজ্যস্ত ইতি বা। । নিকৃতঃ ইতি নিঃকৃতঃ ইতি চ পাঠো।

† স্বজনৈরপি ইতি বা পাঠঃ।

১ স্বামী, অমাত্য, স্বজন, কোব, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল—এই সমস্ত
রাজ্যাদি।

এবমেব তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ ৷৪৩

দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥

তৎ কেনৈতন্মহাভাগ* যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি ৷৪৪

মমান্ত চ ভবত্যেষা বিবেকাক্ষণ মূঢ়তা ৷৪৫

এবম্ (এই প্রকারে) এবঃ (ইনি, বৈশ্ব) তথা চ (এবং) অহম্ (ও আমি, স্বরথ) দ্বৌ অপি (উভয়েই) অত্যন্ত-দুঃখিতৌ (অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি)। [কারণ] বিষয়ে ([স্ত্রীপুত্রাদি ও রাজ্যাদি] বিষয়ে) দৃষ্ট-দোষে অপি (দোষ দেখিয়াও) মমত্ব-আকৃষ্ট-মানসৌ ([আমাদের] চিত্ত মমতায়ুক্ত হইয়াছে) ॥৪৩-৪৪

মহাভাগ (হে মহামতি), মম (আমার) অস্ত চ (ও ইহার) জ্ঞানিনোঃ অপি ([বিষয়দোষযুক্ত] এই জ্ঞানবানেরও) এতৎ (এই) মোহঃ (মোহ, অজ্ঞান) তৎ (তাহা) কেন (কি হেতু) যৎ (যেহেতু) বিবেক-অক্ষণ (বিবেকহীনের) এষা (এইরূপ) মূঢ়তা (অজ্ঞান) ভবতি (হয়) ॥ ৪৪-৪৫

এই প্রকারে ইনি ও আমি উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কারণ স্ত্রী-পুত্র-রাজ্যাদি বিষয়ে দোষ দেখিয়াও তাহাদের প্রতি আমাদের চিত্ত মমতায়ুক্ত হইয়াছে। ৪৩-৪৪

হে মহামতি, রূপরসাদি বিষয় দোষযুক্ত—ইহা ইনি ও আমি জানি। তথাপি আমাদের এই মোহ কি হেতু হইতেছে? এইরূপ মূঢ়তা বিবেকহীন^১ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে ৷৪৪-৪৫

* তৎ কিমেতন্মহাভাগ ইতি অশ্রুঃ পাঠঃ।

১ বস্তুতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞানই বিবেক। নিত্য বস্তুর নিত্য-জ্ঞান এবং অনিত্য বস্তুর অনিত্য-জ্ঞানই বিবেক। —চতুর্থী টীকা

ঋষিরূবাচ ১৪৬

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোर्वিষয়গোচরে ১৪৭

বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥

দিবাক্ষাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ভাত্রাবক্ষ্যাস্থথাপরে ১৪৮

কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥

কবিঃ (মেধা ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—মহাভাগ (হে মহামতি), সমস্ত (সকল) জন্তোঃ (জন্তুর, প্রাণীর) বিষয়-গোচরে ([রূপরসাদি-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য] বিষয়ে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অস্তি (আছে) বিষয়ঃ চ (এবং বিষয়ও) এবং চ (এইরূপে) পৃথক্ পৃথক্ (পৃথক্ভাবে) যাতি ([জ্ঞানের বিষয়] হয়) ॥ ৪৬-৪৭

কেচিং (কোন কোন) প্রাণিনঃ (প্রাণী) দিবা-অক্ষাঃ (দিবসে অন্ধ) তথা (সেইরূপ) অপরে (অন্যান্য [প্রাণী]) রাত্রৌ (রাত্রিতে) অক্ষাঃ (দৃষ্টিশক্তিহীন) । কেচিং (কেহ কেহ) দিবা রাত্রৌ (দিবা ও রাত্রিতে) তথা (সেইরূপ, অন্ধ) : [আবার] প্রাণিনঃ (কোন কোন প্রাণী) তুলা-দৃষ্টয়ঃ (সমানদৃষ্টিসম্পন্ন) ॥ ৪৮-৪৯

মেধা ঋষি বলিলেন—হে মহামতে, সমস্ত প্রাণীরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়ে জ্ঞান আছে এবং বিষয়সমূহ এইরূপে পৃথক্ভাবে তাহাদের জ্ঞানগোচর হয় । ৪৬-৪৮

পেচকাদি কোন কোন প্রাণী দিবসে দৃষ্টিশক্তিহীন ; কাক প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণী আবার রাত্রিতে অন্ধ । কিশলুকাদি (কঁচো) কোন কোন প্রাণী দিবা ও রাত্রিতে দৃষ্টিশক্তিহীন এবং বিড়াল ও বাক্সাদি কোন কোন প্রাণী দিবা ও রাত্রিতে সমানদৃষ্টিসম্পন্ন । ৪৮ ৪৯

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্ । ৪২

যতো হি জ্ঞানিনঃ সৰ্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥

জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যন্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্ । ৫০

মনুষ্যাণাঞ্চ যন্তেষাং তুল্যমন্তং তথোভয়োঃ ॥

মনু-জাঃ (মনুর অপত্যগণ, মানুষগণ) জ্ঞানিনঃ ([বিষয়ের] জ্ঞানযুক্ত)
সত্যম্ (বস্তু) । কিন্তু (পরন্তু) কেবলং (কেবল) তে (তাহারা,
মানবগণ) ন হি ([জ্ঞানবান্] নহে) । যতঃ (যেহেতু) হি (নিশ্চিতই)
সৰ্বে (সকল) পশু-পক্ষি-মৃগ-আদয়ঃ (পশু, পক্ষী, মৃগাদি [প্রাণী])
জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানী, বিষয়জ্ঞানযুক্ত) ॥ ৪২-৫০

তেষাং (সেই সকল) মৃগ-পক্ষিণাম্ (পশুপক্ষিগণের) যৎ (যে) জ্ঞানং
([বিষয়ের] জ্ঞান) মনুষ্যাণাং চ (মনুষ্যগণেরও) তৎ (তাহাই, তদ্রূপ)

সত্যই মানবগণের বিষয়জ্ঞান আছে । কিন্তু কেবল
তাহারাই বিষয়জ্ঞানবান্ নহে । কারণ পশু, পক্ষী, মৃগ ও
মৎস্তাদি সকল প্রাণীরই বিষয়জ্ঞান আছে । ৪২-৫০

পশুপক্ষিগণের যেমন বিষয়জ্ঞান, মনুষ্যগণেরও তদ্রূপ
বিষয়জ্ঞান । আবার মনুষ্যগণেরও যেরূপ বিষয়জ্ঞান, পশু-
পক্ষিগণেরও তদ্রূপ । আহার-নিদ্রাদি অত্যাগ্ৰ বিষয়ের জ্ঞান
পশু ও মানুষ উভয়েরই সমান । ৫০-৫১

১ আহার-নিদ্রা-স্তম্ভ-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্ ।

ধর্মো হি তেবামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥

অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, স্তম্ভ ও মৈথুনাতির জ্ঞান পশু ও মানুষ উভয়েরই
সমান । কেবল মানুষের ধর্মবুদ্ধি আছে, কিন্তু পশুদের নাই । ধর্মহীন
মানুষ পশুর সমান ।

জ্ঞানেহপি সতি পশ্চৈতান্ পতগাঙ্খাবচক্ষুষু ।৫১

কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড়্যমানানপি ক্ৰুধা ॥

মানুষ্য মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সূতান্ প্রতি ।৫২

লোভাৎ প্রত্যাপকারায় নম্বতে* কিং ন পশ্যসি ।

মনুষ্যাণাং চ (এবং মনুজগণেরও) ষৎ (যাহা, বিবরজ্ঞান) তেষাং (তাহাদের, পশুপক্ষীদের) [তৎ=তাহাই] তথা (সেইরূপ) অন্তঃ ([আহারনিগ্রাদি] অন্তান্ত বিবরও) উভয়োঃ (উভয়ের, পশু ও মানুষের) তুল্যঃ (সমান) ॥৫০-৫১

জ্ঞানে (জ্ঞান) সতি অপি (বাক্য সত্ত্বেও) ক্ৰুধা (ক্ৰুধা দ্বারা) পীড়্যমানান্ অপি (পীড়িত হইয়াও) মোহাৎ (মোহবশতঃ) শাবচক্ষুষু (শাবকদের চক্ষুপুটে) কণ-মোক্ষ-আদৃতান্ (শস্ত্রকণাদানে অম্বরক্ত) এতান্ (এই) পতগান্ (পক্ষিগণকে) পশু (দেখুন) ॥ ৫১-৫২

মনু-জ-ব্যাঘ্র (হে মানবশ্রেষ্ঠ, হে নরবর) নহু (আহা) এতে (এই) মানুষাঃ (মনুজগণ) প্রত্যাপকারায় (উপকারলাভের আশায়) লোভাৎ (লোভহেতু) সূতান্ প্রতি (পুত্রগণের প্রতি) স-অভিলাষাঃ (অভিলাষী, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত) কিং (কেন) ন পশ্যসি (দেখিতেছেন না) ? ৫২-৫৩

দেখুন, শাবকের ভোজনে নিজেদের ক্ৰুধা-নিবৃত্তি হয় না—ইহা জানিয়াও পক্ষিগণ নিজেরা ক্ৰুধায় কাতর হইয়াও মোহবশতঃ শাবকগণের চক্ষুপুটে শস্ত্রকণাদানে কত অম্বরক্ত ।৫১-৫২

হে নরশ্রেষ্ঠ, আহা! এই মানবগণ প্রত্যাপকারের লোভে পুত্রাদির প্রতি অম্বরক্ত হয়। ইহা কি দেখিতেছেন না? ৫২-৫৩

* নম্বতান্ ইতি বা পাঠঃ ।

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ ৷৫৩

মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণাঃ ॥

তন্মাত্র বিদ্বয়ঃ কার্ষো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ ৷৫৪

মহামায়া হরৈশ্চৈতন্তয়া সংমোহাতে জগৎ ॥

তথা অপি (তাহা সত্ত্বেও) [দীরগণ] সংসার-স্থিতি-কারিণা (সংসারে স্থিতিকারী) মহামায়াপ্রভাবেণ (মহামায়ার প্রভাবে) মমতা-আবর্তে ([‘আমার’ এই] অজ্ঞানরূপ আবর্তে) [প্রাণিনঃ=প্রাণিগণ] মোহ-গর্তে (মোহরূপ গর্তে) নিপাতিতাঃ [ভবস্থি] (নিষ্কিন্তু হয়) ৷৫৩-৫৪

মহামায়া (মায়া-শক্তি) জগৎ-পতেঃ (জগৎপতি) হরেঃ চ (হরিরও, বিকুরও) যোগ-নিদ্রা (তমঃপ্রধানা শক্তি) । তয়া (তাহার দ্বারা) এতৎ (এই) জগৎ (বিশ্ব) সংমোহাতে (সংমোহিত স্বহিচ্চছে) । তৎ (অতএব) অত্র (এই বিষয়ে) বিদ্বয়ঃ (বিদ্বয়) ন কার্ষঃ (কর্তব্য নহে) ৷৫৪-৫৫

তথাপি সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিষ্কিন্তু হয় । ৫৩-৫৪

এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা* (তমঃপ্রধানা শক্তি) । এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া

* সংসারস্থিতিকারিণঃ (=সংসারস্থিতিকারী, বিকুর) ইতি বা পাঠঃ ।

১ ভাগবতে (১০।১।২৫) আছে—বিকৃতমায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতঃ জগৎ । অর্থাৎ ভগবান বিকুর মায়াশক্তি ভগবতী, তাহার দ্বারা জগৎ সংমোহিত ।

কালিকাপুরাণে (৬।৫২) ব্রহ্মা মদনকে যোগনিদ্রার এইরূপ বর্ণন দিতেছেন—

যা নিদ্রাস্তঃস্থলাধঃস্থা জগদণ্ডকপালভঃ ।

বিভজ্য পুরুষং বাতি যোগনিদ্রেতি সোচতে ॥

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নির্যন্তর ও অধোদেশে অধিষ্ঠিত থাকি

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা । ৫৫

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

তয়া বিশ্বজ্যাতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ * । ৫৬

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥

সা (সেই) দেবী (জ্যোতনশীলা) ভগবতী (সর্বৈশ্বর্যশালিনী) মহামায়া (অষ্টদশটনপটীয়ারসী শক্তি) জ্ঞানিনাম্ অপি (জ্ঞানিগণেরও, বিবেকি-গণেরও) চেতাংসি (চিত্তসকল) বলাৎ (বলপূর্বক) আকৃষ্য (আকর্ষণ করিয়া) মোহায় (মোহে) হি (নিশ্চিতই) প্রযচ্ছতি (প্রদান [নিষ্কেপ] করেন) ॥ ৫৫-৫৬

এতৎ (এই) বিশ্বং (সমগ্র) চর-অচরম্ (চেতন ও অচেতন, স্থাবর ও জঙ্গম) জগৎ (জগৎপ্রপঞ্চ) তয়া (তাহার দ্বারা) বিশ্বজ্যাতে (সৃষ্টি হয়) সা (সেই) এষা (ইনি) প্রসন্না (সন্তুষ্ট হইলে) নৃণাং (নরগণের) মুক্তয়ে (মুক্তির নিমিত্ত) বর-দা ([অভীষ্ট] বর-দাত্রী) ভবতি (হন) ॥ ৫৬-৫৭

রাখিয়াছেন। অতএব, এই বিষয়ে বিনিমিত হওয়া কর্তব্য নহে। ৫৪-৫৫

বিবেকিগণেরও কি কথা? দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকিগণেরও চিত্তসমূহ বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন।^১ ৫৫-৫৬

সেই মহামায়া এই সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রসন্না হইলে যাহুবকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন। ৫৬-৫৭

পু রূপকে তাহা হইতে পৃথক্ করিবার পর স্বয়ং অন্তর্হিত হন, তাহারই নাম যোগনিদ্রা।

* ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ইতি বা পাঠঃ ।

১ ভবাদৃশ সংসারিগণের কি কথা? মহামায়া অপেক্ষাকৃত যোগি-গণেরও মোহিকা।

সা বিদ্যা পরমা মুক্ত্যেহেতুভূতা সনাতনী । ৫৭

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ৫৮

রাজোবাচ । ৫৯

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ । ৬০

ব্রুবীতি কথমুৎপন্না সা কৰ্মাস্ত্রাশ্চ কিং দ্বিজ ॥

সা (তিনি) মুক্ত্যে (মুক্তির) হেতু-ভূতা (কারণ-স্বরূপা) পরমা (শ্রেষ্ঠা, মোক্ষসাধিকা) বিদ্যা (ব্রহ্ম-বিদ্যা) [চ=এবং] সনাতনী (নিত্য, অনাদি ও অনন্ত) । সা এব (তিনিই) সংসার-বন্ধ-হেতুঃ (সংসারবন্ধনের কারণ [অবিদ্যা]) সর্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বরী চ (এবং [ব্রহ্মা-বিষ্ণু আদি] সকল নিয়ন্তার নিয়ন্ত্রী) ॥ ৫৭-৫৮

রাজা (স্বরথ) উবাচ (বলিলেন)—ভগবন্ (প্রভো), সা হি (সেই) দেবী (ঈশ্বরী) কা (কে) যাং (যাঁহাকে) ভবান্ (আপনি) মহামায়া

তিনি সংসার-মুক্তির হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিনী ও সনাতনী । তিনিই সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী । ৫৭-৫৮

[কারণ, তিনি সদসদাশ্রিকা বা চিৎ-জড়াস্রিকা ব্রহ্ম-শক্তি ।]

রাজা স্বরথ জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্, যাঁহাকে আপনি মহামায়া^১ বলিতেছেন, সেই দেবী কে ? মুনিবর, তিনি কিরূপে উৎপন্না হন এবং তাঁহার কারণই বা কি ? ৫৯-৬১

১ 'মহামায়া' শব্দটি চণ্ডীতে আট বার উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—
১।৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬০, ৭৭, ৯৪, এবং ১১।২২ । মহামায়া-তত্ত্বের বিবরণে
১।৩ শ্লোকের বিস্তৃত পাণ্ডটীকা দ্রষ্টব্য ।

যৎস্বভাবা* চ সা দেবী যৎস্বরূপা যতুন্তবা । ৬১

তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ততো ব্রহ্মবিদাং বর ॥ ৬২

ঋষিরুবাচ । ৬৩

নিতৈব সা জগন্মূতিস্তয়া সর্বমিদং ততম্ । ৬৪

তথাপি তৎ সমুৎপত্তিৰ্বহুধা জায়তাং মম ।

ইতি (মহামায়া এইরূপ) বুঝিতি (বলিতেছেন) । স্বি-জ্ঞ (হে বিশ্ব), সা (তিনি) কথম্ (কিভাবে) উৎপন্ন (আবির্ভূত হন) অন্তাঃ চ (এবং ইহার) কিং (কি) কৰ্ম (কাৰ্য, মহিমা) । ৫২-৬১

[হে] ব্রহ্ম-বিদাং (বেদজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞগণের) বর (শ্রেষ্ঠ, শিরোমণি) সা (সেই) দেবী (মহামায়া) যৎ-স্বভাবা (যেৰূপ প্রকৃতিযুক্ত) যৎ-স্বরূপা চ (ও যেৰূপ আকৃতিবিশিষ্ট) যৎ-উন্তবা (যে নিমিত্ত আবির্ভূত) । ততঃ (আপনার নিকট) তৎ (সেই) সর্বং (সকল) শ্রোতুং (শুনিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ৬১-৬২

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—সা (তিনি, মহামায়া) নিত্যা এব (সনাতনী, জন্মমৃত্যুরহিতা) জগৎ-মুণি (শিগরুপা) । তয়া

হে ব্রহ্মবিদগণ, সেই মহামায়ার যেৰূপ স্বভাব, যাদৃশ স্বরূপ এবং যে জন্ম আবির্ভাব হয়, সেই সমুদয় আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি । ৬১-৬২

(‘ব্রহ্মবিদগণ’ এই সম্বোধনের দ্বারা তত্ত্বশাস্ত্রের বেদাঙ্গগামিত্ব সূচিত ।)

মেধা ঋষি বলিলেন—সেই মহামায়া নিত্যা (জন্মমৃত্যুরহিতা); আবার এই জগৎপ্রপঞ্চটি তাহার নিৰ্বাট

* যৎস্বভাবা ইতি অস্ত্যঃ পাঠঃ ।

দেবানাং কার্যসিদ্ধার্থমাবির্ভবতি সা যদা । ৬৫
 উৎপন্নোতি তদা লোকে সা নিত্যাপাতিধীয়তে ॥
 যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্নবীকৃতে । ৬৬
 আন্তরীষ্য শেষমভজং কল্পাস্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥

(তাঁহার দ্বারা) ইদং (এই) সর্বম্ (সমগ্র বিশ্ব, জগৎপ্রপঞ্চ) ততম্ (যাপ্ত) ।
 তথা অপি (সেইরূপ হইলেও) বহু-ধা (বহু প্রকারে) তৎ-সমুৎপত্তিঃ
 (তাঁহার আবির্ভাব) মম (আমার নিকট) প্রয়তং (শ্রবণ করুন) ৬৩-৬৫

সা (তিনি) যদা (যখন) দেবানাং (দেবগণের) কার্য-সিদ্ধি-অর্থম্
 (কার্যসিদ্ধির জন্ত) আবির্ভবতি (আবির্ভূত হন) তদা (তখন) সা (তিনি)
 নিত্যাপি (অন্তর্যাহিতা হইয়াও) লোকে (জগতে) উৎপত্তা
 (আবির্ভূত) ইতি (এইরূপে) অভিধীয়তে (অভিহিতা হন) ৬৫-৬৬

কল্প-অস্তে (ব্রহ্মার দ্বিবা-অবসানে, প্রলয়কালে) ভগতি (জগৎ) এক-

মূর্তি ।^১ তিনি সর্বব্যাপী এবং নিত্য হইলেও তাঁহার
 বহুপ্রকার আবির্ভাবের^২ বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ
 করুন । ৬৩-৬৫

যখন তিনি দেবগণের কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত আবির্ভূত
 হন, স্বরূপতঃ নিত্য হইলেও তিনি তখন পৃথিবীতে উৎপত্তা,
 এইরূপ অভিহিতা হন । ৬৫-৬৬

প্রলয়কালে (ব্রহ্মার^৩ দিবাবসানে) পৃথিবী এক বিরাট

১ এখানে দেবীর জগদতিরিক্ত মুখাশরীরাভাব দ্রষ্টব্য । তিনি
 জগদাশ্রয়তা শক্তি । চণ্ডী—১১।৪, ১।৭৭ স্তঃ

২ চণ্ডী—১২।৩ স্তঃ

৩ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—নামূরের এই চারি যুগে দেবতার
 এক যুগ হয় । এইরূপ কিঞ্চিদধিক একান্তর (৭১) দিবা যুগে এক মন্বন্তর
 হয় । এইরূপ চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিবস । ব্রহ্মার দিবসানুযায়ী
 নাম ও বৎসর গণনার দ্বারা যে একশত বর্ষ হয় তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু ।

তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ । ৬৭

বিষ্ণুকৰ্ণমলোভুতৌ হস্তঃ ব্রহ্মাণমুত্ততৌ ॥

স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতৌ ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ । ৬৮

দৃষ্টৌ তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দনম্ ॥

অৰ্ণবীকৃতে (এক বিরাট [কারণ] সমুদ্রে পরিণত হইলে) যদা (যখন) ভগবান্ (বৈদৈবর্ষশালী) প্রভুঃ (অপ্রতিহত-ইচ্ছাসম্পন্ন) বিষ্ণুঃ (ঈশ্বর) শেবম্ (অনন্ত নাগকে) আস্তৌর্ধ (বিস্তৃত করিয়া) যোগ-নিদ্রাম্ (ভ্রামসী শক্তির) অভ্রাজং (ভজনা করিলেন) ॥ ৬৬-৬৭

তদা (তখন) বিখ্যাতৌ (বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ) ঘৌ (দুইটি) ঘোরৌ (গোর, ভয়ঙ্কর) অসুরৌ (অসুর) মধুকৈটভৌ (মধু ও কৈটভ) বিষ্ণু-কর্ণমল-উভুতৌ (বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া) ব্রহ্মাণং (ব্রহ্মাকে) হস্তম্ (বধ করিতে) উত্ততৌ (উত্তত হইল) ॥ ৬৭-৬৮

সঃ (সেই) প্রজাপতিঃ (জগজ্জনক, বিশ্ব-নিরন্তর) প্রভুঃ (ঈশ্বর) ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) নাভি-কমলে (নাভিপদ্মে) স্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) তৌ (সেই) উগ্রৌ (উগ্র, ভয়ঙ্কর) অসুরৌ (অসুরদ্বয়কে) দৃষ্টৌ (দেখিয়া) জন-অর্দনম্ চ (জনাস্থরনাশক [বিষ্ণু]-কে) প্রসুপ্তং

কাষণ-সমুদ্রে পরিণত হইলে যখন ভগবান্ প্রভু বিষ্ণু অনন্তনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করিয়া যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন—। ৬৬-৬৭

তখন মধু ও কৈটভ নামে প্রসিদ্ধ ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উত্তত হইল । ৬৭-৬৮

১ বিষ্ণু পালনকর্তা। পৃথিবী প্রাণী হওয়ার তাহার কার্য বন্ধ হইল; তিনি নিষ্ক্রিয় হইলেন। দেবীর সম্বন্ধে বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত। প্রলয়কালে সাস্বিকী পালনী শক্তি নিষ্ক্রিয় হইল।

মধুকৈটভের উপাখ্যানটি দেবীভাগবতের ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে কিকিৎ পরিবর্ধিত আকারে পাওয়া যায়। শৌনক প্রমুখ ঋষির প্রাণোত্তরে ৭২ জন ব্রাহ্মণকে উপাখ্যানটি এইভাবে বলিয়াছিলেন : মহাকায় মহাবীর ক্রুরপ্রকৃতি দানবদময় একাধ্বনিসলিলে শেখণযাযারী বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রলয়প্রাপ্তি সাগরমধ্যে পরিণত হইল। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ কারণসলিলে ভ্রমণ করিতে করিতে উভয়ে মনে মনে ভাবিল, 'এই অসীম জনরাশি কে সৃষ্টি করিল? আমরাই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হইলাম?' তাহারা এই প্রকার বিচার করিয়া বুঝিল, অনির্বচনীয় মহাশক্তিই এই সকলের মূলভূত কারণ। যখন বিচারশীল অশ্রুবদয় এই দুঃপ্রাণ্য বোধলাভে সমর্থ হইল তখন তাহারা একটি মনোহর বাগ্‌দীজময় আকাশে স্তবিল। অশ্রুত মন্ত্রটি উপদেশরূপে গ্রহণপূর্বক তাহারা উহা জপ করিতে লাগিল। দৃঢ়ভাসের ফলে জপ মন্ত্রটি সৌন্দর্যমীকরূপে আকাশে সন্নিবিষ্ট হইল। সেই সময় তাহারা গগনে নানা-পুস্তক-পাশাঙ্ক-ধাবিণী সরস্বতীর সন্তান ধ্যানমূর্তি দেখিতে পাইল। তাহারা নিরাহার, জিতান্ধা, ভ্রমণশূন্য ও সনাতিত হইয়া দেবীর মন্ত্ররূপে মূর্তিধামে বসী হইল। এইরূপে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্তায় কাটাইবার পর পরমা চিৎশক্তিকপিলী দেবী তাহাদের প্রতি এসম্মত হইয়া আকাশভাসে অদৃশ্য থাকিয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহার্থ অনুরোধী বাকী উচ্চারণ করিলেন, '৐ দৈত্যদময়, তোমাদের তপস্তায় মন্ত্রটি হইয়াছি। ইচ্ছিত ১২ প্রার্থনা করা। তপঃপ্রতি দানবদময় আকাশবাসী শ্রবণান্তে স্বেচ্ছানুসারে প্রার্থনা করিল। দেবী কহিলেন, 'মন্ত্রমানে তোমাদের উচ্চানন্দ ভ্রমণ হইবে। তোমরা উভয়ে সুনাসুরের অজ্ঞেয় হইবে।' দেবীর মিত্র বর প্রাপ্ত হইয়া দুর্দাস্ত মধুকৈটভ মদগবিতভাবে প্রলয়সাগরমধ্যে জনজন্তুগণের সহিত স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইভাবে ভ্রমণকালে যোগনিদ্রাভিত্ত বিষ্ণুর নান্তিপরে অবস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাহাকে স্বায় শুভাসন পরিত্যাগপূর্বক অশ্রুত যাইতে বলিল। ব্রহ্মা তীত হইয়া বিষ্ণুকে জাগ্রত করিবার জন্ত তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্তবে যখন বিষ্ণু জাগ্রত হইলেন না তখন তিনি বিষ্ণুর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিরাজিতা ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবীভাগবতে ব্রহ্মার যে স্তব আছে তাহা চণ্ডীতে আরও ব্রহ্মার স্তব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথচ সুন্দর ও মারগত।

তুষ্টাব যোগনিজ্ঞাং তামেকাগ্রহদয়স্থিতঃ । ৬৯

বিবোধনার্থায় হরেহরিনেত্রকৃতালয়াম্ ॥

(ওঁ ঐ) বিম্বেশ্বরীং * জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্ ॥ ৭০

নিজ্ঞাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ । ৭১

(অহুশ, নিজিত) [দেখিয়া] হরেঃ (হরির, বিষ্ণুর) বিবোধন-অর্থায়
(জাগরণের নিমিত্ত) এক-অগ্র-হরদয়-স্থিতঃ (একাগ্রচিত্তে অবস্থিত হইয়া)
হরি-নেত্র-কৃত-আলয়াং (বিষ্ণুর নয়নান্বিতা) তেজসঃ (তেজঃস্বরূপ)
বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) অতুলাং (নিরূপমা) নিজ্ঞাং ([বহিরিন্দ্রিয় নিমীলন-
কারিণী] তামসী শক্তি) বিম্ব-ঈশ্বরীং (জগদীশ্বরী) জগৎ-ধাত্রীং (জগজ্জননী)
স্থিতি-সংহার-কারিণীম্ (পালন ও নাশকারিণী) ভগবতীং (সর্বশক্তি মর্তী)
তাম্ (সেই) যোগ-নিজ্ঞাং (মহামায়াকে) তুষ্টাব (স্তব করিতে
লাগিলেন) । ৬৮-৭১

বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে অবস্থিত সেই প্রজাপতি প্রভু ব্রহ্মা
বিষ্ণুকে যোগনিজ্ঞামগ্র এবং উগ্র অস্বরূপকে সমীপে দেখিয়া
বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত তেজঃস্বরূপ বিষ্ণুর নয়নান্বিতা
অতুলা তামসী-শক্তি বিম্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহার-
কারিণী, ভগবতী সেই যোগনিজ্ঞার স্তব করিতে
লাগিলেন । ৬৮-৭১

* বিবেচনাদি সূক্ত ব্রহ্মা কৰ্ত্তৃক দৃষ্ট । উহাতে কালরাত্রি মোহরাত্রি-
আদি শব্দের ব্যবহার থাকায় উহাকে তাত্ত্বিক রাত্রিসূক্ত বলে । তাত্ত্বিক
রাত্রিসূক্ত এই শ্লোক হইতেই আরম্ভ । লক্ষ্যীতন্ত্রে আছে —

বিবেচনাদিকং সূক্তং দৃষ্টং তদ্ব্রহ্মণা তদা ।

স্তবয়ে যোগনিজ্ঞায়াঃ সমঃ দেব্যাঃ পুরুষধরঃ ॥

ব্রহ্মোবাচ ৭২

ব্রং স্বাহা ব্রং স্বধা ব্রং হি ববট্কারঃ স্ববান্ধিকা ৭৩
সুধা স্বমক্ষরে নিতো ত্রিধা মাত্ৰান্ধিকা স্থিতা ॥

[প্রথম চরিত্রের দেবতা তনোম্ভন-প্রধানা মহাকালীই যোগনিদ্রা।
তিনিই মহামায়া। গুপ্তবতীজাকামতে চণ্ডাব তিনটি মাহাঘ্যো দেবীর
তিনটি বিভিন্ন স্বরূপ বর্ণিত হইলেনও ইহারা এক মহামায়ারই পৃথক
প্রকাশমাত্র। উক্ত বিষয়ে দেবীভাগবতে এইরূপ আছে—

নিগুণা বা সদা নিত্য্য ব্যাপিকাংবিকৃতা শিবা।

যোগম্যাহখিলাধারা তুরীয়া বা চ সংস্থিতা ॥

তস্তান্ত সাধিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।

মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ শ্রুতঃ ॥—দেবীভাগবত, ১২।১৯-২০
অর্থাৎ যিনি সদা নিগুণা, নিত্য্য, ব্যাপিকা, অপরিণামিনী ও শিবা
(মঙ্গলকপিনী) এবং যিনি ধ্যানগম্যা, নিখাধারা ও তুরীয়াৰূপে সংস্থিতা,
তাহার সাধিকী, রাজসী ও তামসী শক্তিই যথাক্রমে মহাসরস্বতী,
মহালক্ষ্মী ও মহাকালী।]

ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা) উবাচ (বলিলেন)—নিতো (মনাতনি, অল্প-
নাশাদিরহিতে) অক্ষরে (হ্রাসবৃদ্ধি-আদি পরিণামহান্য, সত্ত্বামাত্ররূপা) ব্রং
(আপনি) স্বাহা ([দেবগণকে আহুতিদানের] মন্ত্ররূপা) ব্রং (আপনি)
স্বধা (পিতৃগণকে পিণ্ডাদিনানের মন্ত্ররূপা) ব্রং হি (আপনিই) ববট্কারঃ

ব্রহ্মা বলিলেন—নিতো, অক্ষরে, আপনিই দেবোদ্দেশে
হবির্দানের স্বাহামন্ত্ররূপা। আপনিই পিতৃলোকের উদ্দেশে
জব্যাদানের স্বধামন্ত্ররূপা। আপনিই দেবাহ্বানের ববট্ মন্ত্র-

অস্তাঃ দেব্যাঃ সন্স্পৃশ্তিকরিতং স্তোত্রমিত্যপি ॥

হিতায় সর্বভূতানাং দ্বাষতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।

‘বিবেচনী’ ইত্যাদি সূক্তে তখন ব্রহ্মা কর্তৃক দৃষ্ট হয়। ইন্দের গ্রাম ব্রহ্মাও
দেবী-যোগনিদ্রার স্তব করিয়াছিলেন। সকল প্রাণীর কল্যাণের নিমিত্ত
ব্রহ্মবাদিগণ এই দেবীর আবির্ভাব, চরিত্র ও স্তোত্র বিধান করেন।

অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চাৰ্য্য বিশেষতঃ । ৭৪

ত্বমেব সা ত্বং* সাবিত্রী ত্বং দেবজননী† পরা ॥

ত্বয়েব‡ ধার্ষতে সৰ্বং§ ত্বয়েতৎ সৃজ্যতে জগৎ । ৭৫

ত্বয়েতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্রস্তে চ সৰ্বদা ॥

—(যজুসম্বন্ধরূপা) স্বর-আস্থিক্য (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত বা অকারাদি) স্বররূপা) ত্বম্ (আপনি) ত্বধা ([দেবভোগ্য] অমৃতরূপা) ত্রি-ধা (তিন-প্রকারে) মাত্রা-আস্থিক্য ([ত্ব-দীর্ঘ-প্লুত বা অকার-উকার-মকারলক্ষণা] মাত্রাত্মকরূপা) স্থিতা (অবস্থিতা) ॥৭২-৭৪

যা (যাহা) বিশেষতঃ (বিশেষরূপে) ন-উচ্চাৰ্য্য (উচ্চাৰ্য্য নয়, ব্যাকীৰ্ত্তা) অর্ধ-মাত্রা (নিগুণ বা তুরীয়ারূপে) স্থিতা (অবস্থিতা) সা (তাহা) ত্বম্ এব (আপনি) । ত্বং (আপনি) সাবিত্রী (ব্যাকৃতি-রহিত, গায়ত্রীমন্ত্ররূপা) । ত্বং (আপনি) পরা (শ্রেষ্ঠা, সর্বোত্তমা) নিত্যা (পরিণামহীনা) দেবজননী (দেবগণের আদিমাতা) ॥৭৪-৭৫

দেবি (জননী) ত্বয়া এব (আপনার দ্বারাই) সৰ্বং (সমস্ত) ধার্ষতে

স্বরূপা ও উদাত্তাদিস্বরূপা । আপনিই অমৃতরূপা এবং অ-উ-ম ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা প্রণবরূপা । ৭২-৭৪

বিশেষরূপে যাহা অনুচ্চাৰ্য্য নিগুণা বা তুরীয়া, তাহাও আপনি । হে দেবি, আপনি গায়ত্রীমন্ত্ররূপা এবং আপনি পরিণামহীনা শ্রেষ্ঠা শক্তি ও দেবগণের আদি মাতা । ৭৪-৭৫

হে দেবি, আপনিই এই জগৎ-ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ।

* সন্ধ্যা সাবিত্রী ইতি বা ।

† দেবজননী ইতি বা পাঠঃ । দেবজননী = সব্যাকৃতিকা গায়ত্রী ।

‡ ত্বয়েতৎ ইতি বা পাঠঃ । § বিধং ইতি বা পাঠঃ ।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিকৃপা ঙ্গ স্থিতিকৃপা চ পালনে । ৭৬

তথা সংহৃতিকৃপান্তে জগতোহস্ম জগন্ময়ে* ॥

মহাবিচা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ । ৭৭

মহামোহা চ ভবতী † মহাদেবী মহাস্মরী ‡ ॥

(ধৃত আছে) । ইমা (আপনার দ্বারা) এতৎ (এই) জগৎ (বিষ) সৃজ্যতে (সৃষ্ট হয়) । ইমা (আপনার দ্বারা) এতৎ (এই জগৎ) পাল্যতে (পালিত হয়) চ ত্বম্ (এবং আপনি) সৰ্বদা (সর্বকালে) অস্তে (প্রলয়সময়ে) অংসি (গ্রাস করেন) ॥ ৭৫-৭৬

জগৎ-ময়ে (হে জগৎস্বরূপা) ত্বম্ (আপনি) অস্ম (এই, দৃশ্যমান) জগতঃ (জগতের) বিসৃষ্টৌ (সৃষ্টিকালে) সৃষ্টিকৃপা (সৃষ্টিশক্তিকৃপা) পালনে চ (ও পালনকালে) স্থিতি-কৃপা (স্থিতিশক্তিকৃপা) তথা (এবং) অবে (প্রলয়কালে) সংহৃতি-কৃপা (সংহারশক্তিকৃপা) ॥ ৭৬-৭৭

ভবতী (আপনি) মহাবিচা (মহাবাক্যলক্ষণা, ব্রহ্মবিচারূপা) মহা-নায়া (মহা অবিচারূপা) মহা-মেধা (মহতী ধারণারূপা) মহা-স্মৃতিঃ (মহতী স্মৃতিরূপা) মহা-মোহা (মহৎ অজ্ঞানরূপা) মহা-দেবী (সর্বদেবশক্তিরূপা) চ মহা-স্মরী (এবং মহতী অস্মরশক্তিরূপা) ॥ ৭৭-৭৮

আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন, আপনিই ইহা পালন করেন এবং সৰ্বদা প্রলয়কালে আপনি ইহা সংহার করেন । ৭৫-৭৬

হে জগৎস্বরূপা, আপনি এই জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টি-শক্তিকৃপা, পালনকালে স্থিতিশক্তিকৃপা এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিকৃপা । ৭৬-৭৭

আপনি মহাবাক্যলক্ষণা ব্রহ্মবিচা ও সংস্মৃতিকর্তা

* জগন্ময়ি ইতি বা পাঠঃ ।

† মহামোহা ভগবতী ইতি বা

‡ মহেশ্বরীতি বা ।

প্রকৃতিস্বং হি সর্বশ্চ গুণত্রয়বিভাবিনী । ৭৮

কালরাত্রির্মহারাতির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥

স্বং হি (তুমিই, আপনিই) গুণ-ত্রয়-বিভাবিনী (ত্রিগুণের ভারতম্য-বিধায়িনী) [চ=ও। সর্বশ্চ (সর্বভূতের) প্রকৃতিঃ (স্বভাবরূপা)। কালরাত্রিঃ (প্রলয়রাত্রি [যাহাতে ব্রহ্মারও লয় হয়]) মহারাতিঃ (ব্রহ্মার রাত্রি [যাহাতে জগতের লয় হয়]) চ দারুণা (এবং ভয়ঙ্করী, দুঃস্বপ্নবিহারী) মোহ-রাত্রিঃ (মোহনিশা বা মানুষ্যরাত্রি) ॥ ৭৮-৭৯

মহামায়া । আপনি মহতী মেধা (ধারণা), মহতী স্মৃতি ও মহামোহ । আপনি মহতী দেবশক্তি এবং মহতী অমরশক্তি । ৭৭-৭৮

আপনিই সর্বভূতের প্রকৃতি ও ত্রিগুণের পরিণাম-বিধায়িনী । আপনি কালরাত্রি (যাহাতে ব্রহ্মার লয় হয়) ও মহারাতি (যাহাতে জগতের লয় হয়) । আপনি দুঃস্বপ্নবিহারী, মহামোহনিশা বা মানুষ্য রাত্রি (যাহাতে জীবের নিত্য লয় হয়)² । ৭৮-৭৯ (৪১-৪৮ পৃষ্ঠার রাত্রি-শব্দের অমুবাদ দ্রষ্টব্য ।)

১ কারণ, এই মোহরাত্রির অবসান একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সম্ভব ; অন্য উপায়ে নহে ।

২ কালও যে স্থানে প্রকাশিত হয় না তাহাই কালরাত্রি । মন-গুণের লয়স্থানকে কালরাত্রি কহে । এইরূপ রজোগুণের লয়স্থানকে মহারাতি ও তমোগুণের লয়স্থানকে মোহরাত্রি বলে । —সাধনসমর (প্রাধানিক রহস্তের ১১শ স্কন্ধের পাদটীকা দ্রষ্টব্য ।)

ব্রহ্মমায়াস্থিতিক রাত্রিঃ পরমেশ্বরমায়াস্থিতিক । —সেবীপুরাণ
অর্থাৎ, যেখানে পরমেশ্বর বিলীন হন, সেই ব্রহ্মমায়াই চণ্ডীর স্বরূপ ।

ত্বং শ্রীশ্রীমীশ্বরী ত্বং হ্রীশ্রীঃ* বুদ্ধিবোধলক্ষণা । ৭৯

লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিঃ শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥

খড়্গধারিনী শূলিনী ঘোরা গদাধারিনী চক্রধারিনী তথা । ৮০

শঙ্খধারিনী চাপিনী বাণভূসত্তীপরিষায়ুধা ॥

ত্বং (আপনি) ত্রীঃ (লক্ষ্মী), ত্বন্ (আপনি) ঈশ্বরী (সর্বনিয়ন্ত্রী, ঐশ্বর্যশক্তিরূপা), ত্বং (আপনি) হ্রীঃ (স্বতঃ স্বধর্মনিমুখতা), ত্বং (আপনি) বোধ-লক্ষণা (নিশ্চয়াত্মিকা, অধ্যবসায়রূপা) বুদ্ধিঃ (ধীশক্তি) লজ্জা (লোকনিন্দার ভয়) পুষ্টিঃ (উপচয় বা বৃদ্ধি) তথা (এবং) তুষ্টিঃ (সন্তোষ) । ত্বম্‌ এব (আপনিই) শান্তিঃ (ইন্দ্রিয়সংযম, বিষয়-বিরক্তি) ক্ষান্তিঃ চ (এবং ক্ষমা, পরের অপরাধসহিষ্ণুতা) ॥ ৭৯-৮০

[ত্বম্‌=আপনি] খড়্গধারিনী (খড়্গযুক্তা) শূলিনী (শূলযুক্তা) ঘোরা (ভয়ঙ্করী) গদাধারিনী (গদাযুক্তা) চক্রধারিনী (চক্রযুক্তা) শঙ্খধারিনী (শঙ্খযুক্তা) চাপিনী (ধনুধারিনী) তথা (এবং) বাণ-ভূসত্তী-পরিষ-আয়ুধা (বাণ, ভূসত্তী ও পরিষায়ুধযুক্তা) ॥ ৮০-৮১

আপনি লক্ষ্মী, আপনি ঐশ্বর্যশক্তি, আপনি হ্রী, আপনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি । আপনি লজ্জা, পুষ্টি এবং তুষ্টি । আপনিই শান্তি ও ক্ষান্তি । ৭৯-৮০

আপনি খড়্গধারিনী, ত্রিশূলধারিনী, (এক হস্ত নবশিখ-ধারণে) ভয়ঙ্করী, গদাধারিনী, চক্রধারিনী, শঙ্খধারিনী, ধনুধারিনী এবং বাণ, ভূসত্তী ও পরিষায়ুধধারিনী । ৮০-৮১ । (মহাকালী দশভুজা এবং দশ হস্তে দশপ্রহরণধারিনী, —বৈকুণ্ঠিকরহস্ত দ্রষ্টব্য ।)

* হ্রীমিতি বা পাঠঃ । হ্রীংকারো বৈ প্রাণঃ ইতি শ্রুতিঃ ।

সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যোভ্যস্তিসুন্দরী । ৮১

পরা পরাণাং পরমা হমেব পরমেশ্বরী ॥

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচ্চিদ্বস্ত্ব সদসদ্ বাখিলাঙ্ঘিকে । ৮২

তস্মা সর্বস্মা যা শক্তিঃ সা হং কিং সূয়সে ময়া* ॥

হুং এব (আপনিই) সৌম্যা ([দেবগণের প্রতি] প্রশাস্তা) অসৌম্যতরা ([দৈত্যগণের প্রতি] ততোধিক রুদ্রা) অশেষ-সৌম্যোভ্যঃ তু (সকল স্তম্ভর বস্তু হইতেও) অতিসুন্দরী (অধিকতর সুদর্শনা) পরাণাং ([ব্রহ্মাদি] শ্রেষ্ঠগণের) পরা (শ্রেষ্ঠা) পরমা (সর্ব-প্রধানা) পরম-ঈশ্বরী (পরমেশ্বরের শক্তি) ॥ ৮১-৮২

অখিল-আঙ্ঘিকে (হে বিশ্বরূপিণী) যৎ চ (এবং যাহা) কিম্ চিৎ (কিছু) ক-চিৎ (কোনও স্থানে) অসৎ (জড়, অতীত ও অনাগত) বা (অথবা) সৎ (চেতন, বর্তমানে বিद्यমান) বস্ত্ব (পদার্থ, নামগ্রাহ্য)

আপনি দেবগণের প্রতি সৌম্যা এবং দৈত্যগণের প্রতি ততোধিক রুদ্রা। আপনি সকল স্তম্ভর বস্তু অপেক্ষাও সুন্দরী। আপনি ব্রহ্মাদিরও শ্রেষ্ঠ। আপনি সর্বপ্রধানা দেবী এবং পরমেশ্বরের মহাশক্তি। ৮১-৮২

হে বিশ্বরূপিণী, যে-কোনও স্থানে যাহা কিছু চেতন বা জড় বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে সেই সকলের যে শক্তি, তাহা আপনিই। স্মৃতরাং কিরূপে আপনার স্তব করিব? (বিশ্বপ্রপঞ্চে আপনি ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন আপনার স্তব কিরূপে সম্ভব?) ৮২-৮৩

* সূয়সে তদা ইতি বা।

যয়া জয়া জগৎশ্রষ্টা জগৎপাতান্তি* যো জগৎ । ৮৩

সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্থাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ । ৮৪

কারিতাস্তে যতোহতস্থাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ।

তস্ত (সেই) সর্বস্ত (সকলের) যা (যে) শক্তিঃ (শক্তি) সা (তাহা) জা (আগনি) মরা (আমার দ্বারা) কিং (কিভাবে) স্তূয়সে (আপনার) স্তব হইবে) ? ৮২-৮৩

যয়া (যে) জয়া (আপনার দ্বারা) যঃ (যিনি) জগৎ-শ্রষ্টা (জগৎজনক) জগৎ-পাতা (জগৎপালক) জগৎ (বিশ্ব) অস্তি (ভরূপ করেন) । সঃ অপি (তিনিও) নিদ্রা-বশং (নিদ্রাবশে) নীতঃ (আনীত হইয়াছেন) । তাং (আপনাকে) স্তোতুং (স্তব করিতে) ইহ (এই জগতে) কঃ (কে) ইশ্বরঃ (সমর্থ) ? ৮৩-৮৪

যতঃ (যেহেতু) বিষ্ণুঃ (নারায়ণ) অহম্ (আমি, ব্রহ্মা) ইশানঃ এব চ (এবং মহাদেবও) তে (=জয়া, আপনার দ্বারা) শরীর-গ্রহণম্ (দেহধারণ) কারিতাঃ (করিয়াছি) । অতঃ (অতএব) জা (আপনাকে) স্তোতুং (স্তব করিতে) কঃ (কে) শক্তিমান্ (সমর্থ) ভবেৎ (হইবে) ? ৮৪-৮৫

যিনি ব্রহ্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন এবং শিবরূপে জগৎ সংহার করেন, সেই পরমেশ্বরকেই আপনি নিদ্রাবিষ্ট করিয়াছেন । সুতরাং এই সংসারে কে আপনার স্তব করিতে সমর্থ ? ৮৩-৮৪

আপনি আমাকে, বিষ্ণুকে ও ব্রহ্মকে শরীর গ্রহণ করাইয়াছেন । অতএব কে আপনার স্তব করিতে পারে ? ৮৪-৮৫

* জগৎ পাতান্তি যো জগৎ ইতি বা ।

সা হমিখং প্রভাবৈঃ সৈবদারৈর্দেবি সংস্কৃতা । ৮৫

মোহয়েতো ছুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥

প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু । ৮৬

বোধশ্চ * ক্রিয়তামস্ত্র হস্তমেতো মহাসুরৌ ॥ ৮৭

দেবি (হে জগজ্জননি), সা (সেই) স্বম্ (আপনি) ইখং (এবংবিধ)
বৈঃ (স্বীয়) উদারৈঃ (উদার, অলৌকিক) প্রভাবৈঃ (মহিমান্বহ স্বারা)
সংস্কৃতা (সমাক্রমে স্কৃতা হইয়া) এতৌ (এই দুইটি) ছুরাধর্ষৌ (দুর্জয়)
অসুরৌ (অসুর) মধু-কৈটভৌ (মধু ও কৈটভকে) মোহয়
(মোহিত করুন) ॥ ৮৫-৮৬

জগৎ-স্বামী (বিশ্বপতি) অচ্যুতঃ (বিকুর) লঘু (শীঘ্র) প্রবোধঃ চ
(জাগরণ) নীয়তাং (আনয়ন করুন) চ এতৌ (একং এই) মহা-অসুরৌ
(মহাসুরদ্বয়কে) হস্তম্ (বধ করিতে) অস্ত্র (ইঁহার, বিকুর) বোধঃ
(প্রবৃদ্ধি) ক্রিয়তাম্ (দান করুন) ॥ ৮৬-৮৭

হে দেবি, আপনি এবংবিধ অলৌকিক স্বীয় মহিমায়
সংস্কৃতা হইয়া মধু ও কৈটভ নামক এই দুর্জয় অসুরদ্বয়কে
মোহিত করুন । ৮৫-৮৬

শীঘ্র আপনি জগৎস্বামী বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা হইতে
জাগরিত করিয়া এই মহাসুরদ্বয়কে বধ করিবার জন্ত তাঁহার
প্রবৃদ্ধি উৎপাদন করুন । ৮৬-৮৭

ঋষিরূবাচ । ৮৮

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা । ৮৯

বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তঃ মধুকৈটভো ॥

নেত্রাস্ত্রনাসিকা বাহু হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ । ৯০

নির্গম্য দর্শনে তন্ত্ৰৌ ব্রহ্মণোহব্যাক্তজন্মনঃ ॥

ঋষি ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—তামসী (তমঃপ্রধানা, যোগনিদ্রারূপা) দেবী (দেব-শক্তি) তদা (তখন) তত্র (তথায়) এবং (এইরূপ) বেধসা (বেধা দ্বারা, ব্রহ্মা-কর্তৃক) স্তুতা (সংস্তুতা হইয়া) মধুকৈটভো (মধুকে ও কৈটভকে) নিহন্তঃ (নিহত করিবার ক্ষম) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) প্রবোধন-অর্থায় (যোগনিদ্রা-ভঙ্গের জন্য) [বিষ্ণুর] নেত্র-আস্ত্র-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্যঃ (চক্ষু, মূখ, নাক, বাহু ও হৃদয় হইতে) তথা (এবং) উরসঃ (বক্ষঃস্থল হইতে) নির্গম্য (নির্গত হইয়া) অব্যাক্ত-জন্মনঃ (স্বয়ম্ভূ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) দর্শনে (দৃষ্টিতে) তন্ত্ৰৌ (উপস্থিত হইলেন) ॥ ৮৮-৯১

মেধা ঋষি বলিলেন—তখন তথায় তামসী দেবী ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপে সংস্তুতা হইয়া মধু ও কৈটভের বিনাশার্থ এবং বিষ্ণুর যোগনিদ্রাভঙ্গের জন্য বিষ্ণুর নেত্র, মূখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টি-গোচর হইলেন । ৮৮-৯১ (জ্ঞানের আবরক বলিয়া এই শক্তি তামসী । চণ্ডিকার চরিত্র-ত্রয়ের দেবতা মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী যথাক্রমে তমোরূপা, রজোরূপা ও সত্ত্বরূপা) ।

উত্তম্হৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দনঃ । ৯১

একার্ণবেহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥

মধুকৈটভৌ ছুরাঙ্গানাবতিবীৰ্যপরাক্রমৌ । ৯২

ক্রোধরক্তক্ষণাবন্তুঃ* ব্রহ্মাণং জনিতোত্তমৌ ॥

সমুখায় ততস্তাত্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ । ৯৩

পঞ্চবৰ্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভূঃ ॥

তয়া (তাহা হইতে, যোগনিদ্রা হইতে) মুক্তঃ (মুক্ত) জন-অর্দনঃ (জন-নাশক-অমরনাশক, বিষ্ণু) জগৎ-নাথঃ (জগৎপ্রভু) এক-অর্ণবে (একীভূত কারণমাগরে) অহি-শয়নাৎ (শেষনাগের শয্যা হইতে) উত্তম্হৌ (উৎকৃষ্ট হইলেন) । ততঃ (অনন্তর) সঃ (তিনি) ছুরাঙ্গানৌ (ছুরাঙ্গা, দুইখন্ডাব) অতি-বীৰ্যপরাক্রমৌ (অতিশয় বীৰ্যবান্ ও বিক্রমশালী) ক্রোধ-রক্ত-ঈক্ষণৌ (ক্রোধে আরক্তচক্ষু) তৌ (সেই) মধুকৈটভৌ (মধু ও কৈটভ) ব্রহ্মাণম্ (ব্রহ্মাকে) অন্তুঃ (ভক্ষণ করিতে) জনিত-উত্তমৌ (কৃতোত্তম) দদৃশে (দেখিলেন) ॥ ৯১-৯৩

ততঃ (অনন্তর) সমুখায় (সমাক্রমে উৎকৃষ্ট হইয়া) ভগবান্ (বীৰ্যবান্) বিভূঃ (প্রভু) হরিঃ (বিষ্ণু) বাহু-প্রহরণঃ (বাহুরূপ

যোগনিদ্রামুক্ত জগন্নাথ জনার্দন একীভূত কারণমাগরে অবস্থিত শেষশয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক দেখিতে পাইলেন ছুরাঙ্গা, মহাবীৰ্য ও মহাবিক্রমশালী, ক্রোধে আরক্তলোচন সেই মধু ও কৈটভ ব্রহ্মাকে বধ করিতে উত্তত । ৯১-৯৩

অনন্তর সমাগ্ররূপে গাত্রোত্থানপূর্বক জগৎপ্রভু ভগবান্ বিষ্ণু পাঁচ হাজার বৎসর তাহাদের সহিত বাহযুদ্ধ করিলেন । ৯৩-৯৪

* ইন্তু ইতি বা

তাবপ্যতিবলোন্নন্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ । ২৪

উক্তবন্তৌ বরোহস্মন্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্ । ২৫

শ্রীভগবানুবাচ । ২৬

ভবেতামহ মে তুষ্ঠৌ মম বধ্যাবুভাবপি । ২৭

কিমন্তেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃত্তং মম ॥ ২৮-

অত্র দ্বারা) তাভ্যাং (তাহাদের সহিত) পঞ্চ-বর্ষ-সহস্রাবি (পাঁচ হাজার বৎসর) যুগ্মে (যুক্ত করিলেন) ॥ ২৩-২৪

অতি-বল-উন্নন্তৌ (অত্যন্ত বলগর্বিত) তৌ অপি (তাহারা উভয়েই মহামায়া-বিমোহিতৌ) (মহামায়ার দ্বারা সমাব্ নোহিত হইয়া) অশ্রুতঃ (আমাদের নিকট হইতে) বরঃ (বর) ব্রিয়তাম্ (প্রার্থনা করন) ইতি (এইরূপ) কেশবম্ (কেশবকে, বিষ্ণুকে) উক্তবন্তৌ (বলিল) ॥ ২৪-২৫

শ্রীভগবান্ (শ্রীবিষ্ণু) উবাচ (বলিলেন)—[যদি] মে (আমার প্রতি) উভৌ অপি (উভয়েই) তুষ্ঠৌ (সন্তুষ্ট হইয়া থাক) [তহি=তবে] অহ (এখন) মম (আমার) বধ্যৌ (বধ্য) ভবেতাম্ (হও) । অত্র (এখানে,

অনন্তর সেই অতিবলগর্বিত অশ্রুতদ্বয় মহামায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিল, “আমাদের নিকট বর প্রার্থনা করন ।” ২৪-২৫

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—যদি তোমরা আমার যুদ্ধে তুষ্ঠ হইয়া থাক, তবে তোমরা উভয়ে এইক্ষণে আমার বধ্য হও, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায় । এখন অত্র বরের প্রয়োজন কি ? ২৬-২৮

ঋষিরূবাচ । ৯৯

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগৎ ॥ ১০০

বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ॥

[শ্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্তন্মৃত্যুরাবয়োঃ ।*]

আবাং জহি ন যত্রোৰ্বী সনিলেন পরিপ্লুতা ॥ ১০১

এখন) অশ্বেন (অশ্ব) বরেণ (বরে) কিম্ (কি প্রয়োজন)? এতাবৎ
হি (ইহাই) মম (আমার) বৃতং (ব্রিহিত) ॥ ৯৬-৯৮

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—ইতি (এই প্রকারে)
বঞ্চিতাভ্যাং ([মহামায়া কর্তৃক] বঞ্চিত, বিমোহিত) তাভ্যাং (সেই উভয়
কর্তৃক) তদা (তখন) সর্বম্ (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) আপোময়ং (জলময়,
কারণজলে মগ্ন) বিলোক্য (দেখিয়া) ভগবান্ (বড়ৈশ্বর্যশালী) কমল-ইক্ষণঃ
(পদ্মলোচনকে, বিষ্ণুকে) গদিতঃ (উক্ত হইল) ॥ ৯৯-১০১

তব (আপনার) যুদ্ধেন (যুদ্ধে) [আবাম্=আমরা] শ্রীতৌ স্বঃ (শ্রীত
হইয়াছি) । আবরোঃ (আমাদিগের) মৃত্যুঃ (মরণ) তৎ (আপনা হইতে)
শ্লাঘাঃ (শ্লাঘার [গৌরবের] বিষয়, বাঞ্ছনীয়) । যত্র (যেখানে) উৰ্বী

মেধা ঋষি বলিলেন—মহামায়া কর্তৃক এইরূপে বিমোহিত
অস্ত্ররক্ষয় মধু ও কৈটভ তখন সমগ্র বিশ্ব কারণজলে মগ্ন
দেখিয়া কমললোচন বিষ্ণুকে বলিল— । ৯৯-১০১

আপনার যুদ্ধে আমরা উভয়ে শ্রীত হইয়াছি । আপনার

* এই শ্লোকটি অনেক টীকাকার গ্রহণ করেন নাই ।

শ্লাঘ্যন্তঃ মৃত্যুরাবয়োঃ ইতি বা ।

স্বঃ=স্বস্তঃ ইত্যর্থঃ

ঋষিকবাচ । ১০২

তথেষ্ট্যাক্তা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভূতা ।

কুহা চক্রেণ বৈ চ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥ ১০৩

(পৃথিবী) বলিলেন (জনদ্বারা) ন পরিপূর্ণতা (প্রাবিত হয় নাই) [তত্র =
তথায়] আবাং (আমাদের উভয়কে) জহি (বিনাশ করুন) ॥ ১০১

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—ভগবতা (ভগবান্) শঙ্খ-
চক্র-গদা-ভূতা (শঙ্খ, চক্র, গদাধারী, বিষ্ণু) তথা (= তথাস্ত, তাহাই
হউক) ইতি (ইহা) উক্তা (বলিয়া) তয়োঃ (তাহাদের উভয়ের) শিরসী
(মস্তকদ্বয়) জঘনে (জজ্বাদেশে) কুহা (করিয়া, রাখিয়া) চক্রেণ বৈ
(চক্র দ্বারা) চ্ছিন্নে (ছেদন করিলেন) ॥ ১০২-১০৩

হস্তে আমাদের মৃত্যু প্রাধা । পৃথিবীর যে স্থান জনপ্রাবিত
হয় নাই তথায় আমাদের উভয়কে বিনাশ করুন । ১০১

মেধা ঋষি বলিলেন—শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্
বিষ্ণু ‘তাহাই হউক’ বলিয়া অশ্বরদ্বয়ের মস্তক জজ্বাদেশে
রাখিয়া সূদর্শনচক্র দ্বারা ই ছেদন’ করিলেন । ১০২-১০৩

১ দেবীভাগবতমতে অশ্বরদ্বয় গভাস্ত্র হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই
প্রলয়প্রাবিত কারণসমূহ তাহাদের মেনদ্বারা পরিপূর্ণ হইল। সেইজন্য
পৃথিবীর এক নাম মেদিনী। মধুবধের জন্ত বিষ্ণুর নাম মধুধরন। দেবী
রজঃশক্তি ব্রহ্মরূপে ক্রিয়াশীল। সৃষ্টিই রজোগুণের কার্য। প্রলয়মাত্র
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হইয়া সৃষ্টিকার্য আবৃত্ত করিবার সংকল্প করিতে
ছিলেন, তাহার সংকল্প শিথিল হইল। বিধি সৃষ্টি হওয়াতে পালকো
অয়োজন হইল। সেইজন্য বিষ্ণু যোগনিদ্রামুক্ত হইয়া জাগ্রত হইলেন
প্রথম চরিত্রে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দেবীর অধীনত্ব কীৰ্তিত।

এবমেবা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্কৃতা স্বয়ম্ ।

প্রভাবমশ্রা দেব্যাস্ত ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥ ১০৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মহাস্তরে দেবীমাহাত্ম্যো
মধুকৈটভবধো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

এবা (ইনি, মহামায়া) এবম্ (এইরূপে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মা কর্তৃক) সংস্কৃতা
(সমাক্রমে স্কৃতা হইয়া) স্বয়ম্ (সাক্ষাৎ) সমুৎপন্না (আবির্ভূতা হইলেন) ।
অতঃ (এই) দেব্যাঃ (দেবীর) প্রভাবম্ (আবির্ভাব) ভূয়ঃ (পুনরায়) শৃণু
(শুন) । তে (আপনাকে) তু (নিশ্চিতই) বদামি (বলিব) ॥ ১০৪

এই মহামায়া উক্তরূপে ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্কৃতা হইয়া স্বয়ং
আবির্ভূতা^১ হইলেন । এই দেবীর^২ আবির্ভাব পুনরায়
আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন । ১০৪

(কালিকাপুরাণের ৫ম অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্তৃক মহামায়ার
আর একটি স্তব আছে ।)

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মহুর অধিকারকালে

দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে মধুকৈটভবধ নামক

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

১ ইহার দ্বারা দেবীদেহের শুদ্ধমায়িকত্ব ও অপাকর্ষোত্তিকত্ব সিদ্ধ
হইল ।

২ ইনি মহাকালী । লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

যোগনিজ্ঞা হরৈরজ্ঞা বা সা দেবী দুয়তায়াম্ ।

মহাকাল্যাস্তমুং বিজি তাং মাং দেবীং সনাতনীম্ ॥

মধুকৈটভনাশার্থং মোহিতৌ চ তদা তয়া ।

জঘ্নাতে বরলোভেন দেবদেবেন বিযুনা ।

এবা সা বৈষ্ণবী মায়ামহাকালী দুয়তায়াম্ ।

স্কৃতা বশীকৃতা কুর্ধাং দিশঃ স্তোতুশ্চরাচরম্ ॥

যিনি হরির যোগনিজ্ঞা, তিনিই দুয়ধিগম্যা দেবী । তাঁহাকে মহাকালী-
রূপা এবং আমাকে সনাতনী দেবী বলিয়া জানিবে । দেবী কর্তৃক

মধ্যম চরিত্র

মধ্যম চরিত্রের ঋষি ও দেবতাদি

ওঁ নমঃচতুর্ভুজায়ৈ

ওঁ অস্ত্র শ্রীমধ্যমচরিত্রস্ত বিষ্ণুর্ঋষিঃ, মহালক্ষ্মীঃ দেবতা, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, শাকস্তরী শক্তিঃ, ভূর্গা বীজং, বায়ুস্তবঃ, যজুর্বেদঃ স্বরূপং, মহালক্ষ্মী-প্ৰীত্যৈ (অর্থার্থে) মধ্যমচরিত্ররূপে বিনিয়োগঃ ।

[ভামরতন্ত্রমতে] শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের (মাহাত্ম্যের) ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা)—বিষ্ণু, দেবতা—মহালক্ষ্মী, ছন্দ—উষ্ণিক্, শক্তি—শাকস্তরী, বীজ—ভূর্গা, তব—বায়ু, এবং স্বরূপ—যজুর্বেদ । শ্রীমহালক্ষ্মীর প্ৰীতির নিমিত্ত (ধনপ্রাপ্তির জন্য) মধ্যম চরিত্রপাঠের বিনিয়োগ (প্রয়োগ) হয় ।

মহালক্ষ্মীর ধ্যান

ওঁ অক্ষত্ৰক্-পরশুঃ* গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্ ।
শূলং পাশমুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং †
সেবে সৈরিভ-মর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্ ।

ওঁ অক্ষত্ৰক্-পরশুঃ (রক্তাক্ষ, মালা ও কুঠার) গদা-ইবু-কুলিশঃ (গদা-শর ও বজ্র) পদ্মং (পদ্ম) ধনুঃ (ধনুক) কুণ্ডিকাং (কমণ্ডলু) দণ্ডং (দণ্ড)

ওঁ যিনি অষ্টাদশ হস্তে রক্তাক্ষের অপমালা, কুঠার, গদা, শর, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, শঙ্খ, ঘণ্টা

মোহিত হইয়া মধু ও কৈটভ বিষ্ণুকে বরণ দেন । সেই বরলাভ করিয়া দেবদেব বিষ্ণু অসুরদ্বয়কে নাশ করেন । ইনিই বৈষ্ণবী মায়াশক্তি ইনিই চরতিভ্রমণীচা মহাকালী । ত্রফার স্তবের দ্বারা ইনি সহজে পরিচু হন । উক্ত স্তোত্রপাঠে চরাচর ও দশ দিক বনীভূত হয় ।

* অক্ষত্ৰক্-পরশুঃ ইতি বা । † প্রসন্নানাম্ ইতি অস্তঃ পাঠঃ

শক্তি (শক্তি) অসিঃ চ (ও অসি) চর্ম (চর্মনির্মিত ঢাল) জল-জঃ (শব্দ) ঘটাঃ (ঘটা) সুরাপাত্র (সুরাপাত্র) শূলঃ (শূল) পাশ-
হৃদর্শন চ (এবং পাশ ও হৃদর্শনচক্র) হস্তৈঃ ([অষ্টাদশ] হস্তে) মধ্যতীঃ
(ধারণকারিণী) প্রবাল-প্রভাঃ ([অস্ত্রে] প্রবালের আভাযুক্তা) সৈরিভ-
মর্দিনী (মহিষাসুর-নাশিনী) সরোজ-হিতাম্ (পর্যাসীনী) মহালক্ষ্মীম্
(মহালক্ষ্মীকে) ইহ (এখানে) সেবে (সেবা [ধ্যান] করি) ॥

সুরাপাত্র, শূল, পাশ এবং হৃদর্শনচক্র ধারণ করিয়া আছেন,
এখন আমি সেই প্রবালপ্রভা মহিষাসুরমর্দিনী কমলাসীনী
মহালক্ষ্মীর ধ্যান করি।

[বৈকৃতিকরহস্ততত্ত্বমতে দক্ষিণাধঃকরণমে অক্ষমালা, কমল, বাণ,
অসি, কুলিশ, গদা, চক্র, শূল, পরশু, শঙ্খ, ঘটা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম, চাপ,
সুরাপাত্র ও কমণ্ডলু—এই ১৮টি আয়ুধ সর্বদেবময়ী মহালক্ষ্মীর অষ্টাদশ
হস্তে শোভিত।

লক্ষ্মীতন্ত্রে লক্ষ্মীদেবী বলিলেন—

মহালক্ষ্মীরহঃ শত্রু পুনঃ স্বায়ত্ত্ববেহস্তরে ।
হিতায় সর্বদেবানাং জাতা মহিষমর্দিনী ॥
মদীয়া শক্তিলেশা যে তত্র দেবশরীরগাঃ ।
ধৃতং ময়া তৈঃ সন্তৃতৈঃ রূপং পরমশোভনম্ ॥
আয়ুধানি চ দেবানাং যানি যানি হুরেশ্বর ।
মচ্ছক্তয়ন্তদাকারণায়ুধানি সমাভবন্ ॥

হে ইন্দ্র, আমি মহালক্ষ্মী। আমি স্বায়ত্ত্ব মন্বন্তরে সকল দেবতার
মঙ্গলের জন্য মহিষমর্দিনীরূপে পুনরায় আবির্ভূতা হইয়াছিলাম।
দেবশরীরহিত আমারই শক্তিকণাসমূহ হইতে সন্তৃত পরমশোভন রূপ
আমি ধারণ করিয়াছিলাম। হে হুরেশ্বর, দেবগণের যে-সকল আয়ুধ
আছে সেগুলি আমারই শক্তির অংশ। আমার আয়ুধসমূহও দেবায়ুধের
আকারসদৃশ হইয়াছিল।

মধ্যম-চরিত্র মহিষাসুরসৈন্যবধ ও নমস্চতিকাঠে

(ওঁ হ্রীং) ঋষিরূবাচ । ১

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা ।

মহিষেহসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ ২

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) .উবাচ (বলিলেন)—পুরা (পূর্বকালে, প্রথম
মহাস্তরে) [যখন] মহিষে (মহিষাসুর) অসুরাণাম্ (অসুরগণের)
(এবং) পুরন্দরে^১ (ইন্দ্র) দেবানাং (দেবগণের) অধিপে (অধিপতি
[ছিলেন তখন] পূর্ণম্ (পূর্ণ, অনূন) অব্দ-শতং (এক শত বৎসর
দেব-অসুরম্ (দেবতা ও অসুরের মধ্যে) যুদ্ধম্ (যুদ্ধ) অহ
(হইয়াছিল) ॥ ১-২

মেধা ঋষি বলিলেন—পূর্বকালে (প্রথম মহা বায়ুজ্বরে
অধিকারসময়ে) যখন মহিষাসুর অসুরগণের রাজা এবং
ইন্দ্র দেবগণের অধীশ্বর ছিলেন, তখন পূর্ণ একশত বৎসর
দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল । ১-২

১ পুরাণি [অরীণাং] দারয়তি (দলন করেন) ইতি পুরাণ
(শত্রুর পুরীনাশকারী) ।

তত্রাস্ত্রৈর্মহাবীরৈর্দেবসৈন্ত্যং পরাজিতম্ ।

জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোহভূম্মহিষাস্থরঃ ॥ ৩

তত্র (সেই যুদ্ধে) মহা-বীরৈঃ (মহাবীর) অস্থরৈঃ (অস্থরগণ কর্তৃক) দেব-সৈন্ত্যং (দেব-সৈন্য) পরাজিতম্ (পরাজিত হইয়াছিল) চ মহিষাস্থরঃ (এবং মহিষাস্থর) সকলান্ (সকল) দেবান্ (দেবতাকে) জিত্বা (পরাজিত করিয়া) ইন্দ্রঃ (স্বররাজ, স্বর্গাধিপতি) অভূং (হইয়াছিল) ॥ ৩

সেই যুদ্ধে মহাবীর অস্থরগণ দেবসৈন্যসমূহকে পরাজিত করিল এবং মহিষাস্থর^১ দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গের অধিপতি হইল । ৩

১ বরাহপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও দেবীভাগবতে মহিষাস্থরের জন্ম-বৃত্তান্ত এইরূপ আছে : বরাহপুরাণমতে দৈত্য বিপ্রচিস্তির মাহিষ্মতী নামী পুত্রী সিদ্ধদ্বীপ নামক তপস্ত্যারত ঋষিকে মহিষীবেশে ভয় দেখাইয়াছিল। তখন ঋষি তাহাকে 'মহিষীই হও' এই অভিশাপ প্রদান করেন। সেই মাহিষ্মতীর গর্ভে মহিষাস্থরের জন্ম হয়। [চণ্ডীর ১১,৪৩-৪৪ মন্ত্রের বিপ্রচিস্তি শব্দের উল্লেখ আছে।] কালিকাপুরাণমতে মহিষাস্থর রক্তাস্থরের তনয় এবং শিবাংশে জাত। রক্তাস্থরের তপস্ত্যার এসর হইয়া মহাদেব তাহাকে অমর পুত্রলাভের বর প্রদান করেন। মহিষাস্থর তপস্ত্যার দ্বারা দেবীর নিকট দেবীর মাঘজ্ঞা প্রার্থনা করিয়াছিল। দেবীভাগবতমতে মমুর দুই পুত্র রক্ত ও করক্ত অমরত্বলাভের জন্ত কঠোর তপস্তা করে। করক্তাস্থর নদীজলে দাঁড়াইয়া তপস্ত্যার রত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র চিস্তিত হইলেন। তিনি কুন্তীররূপে করক্তকে আক্রমণ ও নিহত করিলেন। জাতার যুতাসংবাদে রক্তাস্থর ব্যথিত হইয়া কঠোরতম তপস্ত্যার মগ্ন হইল। তাহার তপস্ত্যার এসর হইয়া ব্রহ্মা তাহাকে অমরত্ব-বর দান করেন। অমরত্বলাভে উৎফুল্ল হইয়া রক্ত পৃথিবীমুখে গমনকালে এক স্তম্ভর মহিষীকে বিবাহ করে। কিম্বদন্তী অগ্রসর হইয়া নবদম্পতী অস্ত্র এক অস্থর কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্ ।

পূরঙ্কত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ ॥ ৪

যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্ ।

ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরম্ ॥ ৫

সূর্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্ত বরুণস্ত চ ।

অশ্বেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৬

ততঃ (অনন্তর) পরাজিতাঃ (পরাজিত) দেবাঃ (দেবগণ) প্রজাপতিম্ (প্রজাপতি, সৃষ্টিকর্তা) পদ্ম-যোনিং ([বিষ্ণুর নাভি-পদ্মজাত ব্রহ্মাকে) পূরঙ্কত্য (পুরোবর্তী করিয়া) যত্র (যেখানে) দ্বেশ-গরুড়ধ্বজৌ (শিব ও বিষ্ণু) [ছিলেন] তত্র (তথায়) গতাঃ (গমন করিলেন) ॥ ৪

ত্রি-দশাঃ (দেবগণ) তয়োঃ (তাহাদের উভয়ের নিকট) মহিষাসুর-চেষ্টিতম্ (মহিষাসুর কর্তৃক সংগঠিত) দেব-অভিভব-বিস্তরম্ (দেবগণের পরাজয়বিবরণ) যথাবৃত্তং (যে রূপ ঘটয়াছিল) তৎ-বৎ (সেইরূপ) কথয়ামাসুঃ (বলিলেন) ॥ ৫

সূর্য-ইন্দ্র-অগ্নি-অনিল-ইন্দূনাং (সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও চন্দ্রের) যমঃ (যমের) বরুণস্ত চ (ও বরুণের) অশ্বেষাঃ চ (অশ্বাস্ত্র-দেবতা ও ব্রহ্মবি

অনন্তর পরাবৃত্ত দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়া শিব ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করিলেন । ৪

দেবগণ তাহাদের পরাভব-কাহিনী মহিষাসুরের দোরাণ্ডো যে রূপ ঘটয়াছিল সেইরূপ বিষ্ণু ও শিবের নিকট বর্ণনা করিলেন । ৫

সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অশ্বাস্ত্র দেবতা

পত্নীর প্রাণরক্ষার জন্য রক্ত নিহত হইল । রক্তপত্নী মহিষীর গর্ভে মহিষাসুর জন্ম হয় । মহিষাসুর তপস্বী দ্বারা ব্রহ্মার নিকট অমরত্ব লাভ করে ।

স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সৰ্বে তেন দেবগণা ভুবি ।

বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ দুৰাস্মনা ॥৭

এতদ্ বঃ কথিতং সৰ্বমমরারিবিচেষ্টিতম্ ।

শরণঞ্চ প্রপন্নাঃ স্মো* বধস্তস্ত বিচিন্ত্যতাম্ ॥৮

গণের) অধিকারান্ (অধিকারসমূহে) সঃ (সে, মহিষাসুর) স্বৰ্গম্ এবং (নিজেই) অধিষ্ঠিত্তি (চালাইতেছে) ॥ ৬

তেন (সেই) দুৰাস্মনা (দুৰাস্মা, দুষ্টস্বভাব) মহিষেণ (মহিষাসুর কর্তৃক) সৰ্বে (সকল) দেবগণাঃ (দেবতা) স্বর্গাৎ (স্বর্গ হইতে) নিরাকৃতাঃ (দূরীকৃত হইয়া, বিতাড়িত হইয়া) যথা (যেমন) মর্ত্যাঃ (মরণার্থীগণ, মনুষ্যগণ) [তেন] ভুবি (পৃথিবীতে) বিচরন্তি (বিচরণ করিতেছেন) ॥ ৭

এতৎ (এই) সৰ্বম্ (সমস্ত) অমর-অরি-বিচেষ্টিতম্ (সেব-শত্রুর [অস্ত্রের] দৌরাত্ম্য) বঃ (আপনাদিগকে) কথিতং (কথিত হইল) চ (এবং) [আমরা, আপনাদের] শরণং (শরণ) প্রপন্নাঃ (প্রাপ্ত) স্মঃ (হইলাম) তস্ত (তাহার, মহিষাসুরের) বধঃ (বিনাশের উপায়) বিচিন্ত্যতাম্ (বিশেষভাবে চিন্তা করন) ॥ ৮

ও ব্রহ্মর্ষিগণের অধিকারসমূহে মহিষাসুর নিজেই অধিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬

সেই দুৰাত্ম্য মহিষাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া দেবগণ মনুষ্যগণের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৭

দেবশত্রু অস্ত্রগণের এই সমস্ত দৌরাত্ম্য আপনাদের নিকট বলিলাম এবং আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম ।

* শরণং বঃ প্রপন্নাঃ স্মঃ ইতি বা

১ গৌরবার্ধে দ্বিচরন্থলে বহুবচন বা সম্ভাসিক হরিহরঃ অতি প্রেত্যর্থে চতুর্থী ।

ইথাং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ ।

চকার কোপং শম্বুশ্চ ক্রকুটীকুটিলাননৌ ॥৯

ততোহতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাং ততঃ ।

নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো বৃক্ষণঃ শঙ্করস্য চ ॥১০

দেবানাং (দেবগণের) ইথাং (এই প্রকার) বচাংসি (বাক্যসকল) ।
নিশম্য (শুনিয়া) মধু-সূদনঃ (মধুনাশক দৈতানাশক বিষ্ণু) শম্বুঃ চ (ও
মহাদেব) ক্রকুটী-কুটিল-আননৌ (ক্র-কৃষ্ণনে ভীষণবদন হইয়া) কোপং
(কোপ, ক্রোধ) চকার (করিলেন) ॥৯

ততঃ (অনন্তর) অতি-কোপ-পূর্ণস্য (অতিক্রুদ্ধ) চক্রিণঃ ([হৃদর্শন]
চক্রধারী, বিষ্ণুর) ততঃ (তাহার পর) বৃক্ষণঃ (ব্রক্ষার) শঙ্করস্য চ (ও
শঙ্করের) বদনাং (বদন হইতে) মহৎ (মহা) তেজঃ (তেজ, গৌতিঃ)
নিশ্চক্রাম (নির্গত হইল) ॥১০

এখন আপনারা উভয়ে মহিষাসুরের বধোপায় বিশেষরূপে
চিন্তা করুন ।৮

ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া
মধুসূদন ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্র-কৃষ্ণনে
তাঁহাদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করিল ।৯

অনন্তর অতি ক্রোধান্বিত বিষ্ণুর এবং পরে ব্রহ্মা ও
শিবের বদন হইতে মহাতেজঃ^১ নিঃসৃত হইল ।১০

১ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের তেজঃ বথাক্রমে সর্বপ্রধান, রজঃপ্রধান ও
তমঃপ্রধান । এই ত্রয় দেবী ত্রিগুণা । কিন্তু তাঁহাতে রজঃ ও তমঃের
আধিক্য বর্তমান । কারণ দেবতাগণের মধ্যে রজঃ ও তমঃের প্রাচুর্য
বিদ্যমান ।

অশ্বেষাঈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ ।

নির্গতং স্মমহৎ তেজস্তুচ্চৈক্যং সমগচ্ছত * ॥১১

অতীব তেজসঃ কূটং জলন্তমিব পর্বতম্ ।

দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাগুদিগন্তরম্ ॥১২

অশ্বেষাঃ (অশ্বাস্ত) শক্রাদীনাং (ইন্দ্রাদি) দেবানাং চ এব (দেবগণেরও) শরীরতঃ (শরীর হইতে) স্ম-মহৎ (স্মবিপুল) তেজঃ (দীপ্তি) নির্গতং (নিঃসৃত হইল) তৎ চ (ও তাহা) ঐক্যং (একত্ব) সমগচ্ছত (প্রাপ্ত হইল) ॥১১

তত্র (তথায়, পুরাণাস্তরপ্রসিদ্ধ কাত্যায়নাশ্রমে) তে (সেই) সুরাঃ (দেবগণ) জ্বালা-ব্যাগু-দিগ্-অন্তরম্ ([দশ] দিকের মধ্যস্থল [অন্তরাল] ব্যাগু শিখায়ুক্ত) অতীব (অতিশয়) জলন্তম্ (প্রজ্বলিত) পর্বতম্ ইব (পর্বতের স্তায়) তেজসঃ (তেজের) কূটং (পুঞ্জ, রাশি) দদৃশুঃ (দেখিলেন) ॥১২

ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণেরও শরীর হইতে স্মবিপুল তেজ নির্গত হইয়া একত্র মিলিত হইল ॥১১

পুরাণাস্তরপ্রসিদ্ধ কাত্যায়নাশ্রমে* দেবগণ সেই সূদীপ্ত তেজঃপুঞ্জকে দিগন্তব্যাপী জলন্ত পর্বতের স্তায় অবস্থিত দেখিলেন ॥১২

* সরগভূত ইতি বা

১ চতুর্থ ১১১২, ২৫ এবং ৮২২ মন্ত্রত্রয়ে কাত্যায়নী শব্দের উল্লেখ আছে। কঠোর তপস্তারত মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রম ছিল সু-উচ্চ হিমালয়ে। তাঁহার আশ্রমে দুর্গাদেবী আধ্বিন মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে আবির্ভূতা হন। গুরুা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে মহর্ষি কাত্যায়ন দেবীকে পূজা করেন। সেইজন্ত দেবীর নাম কাত্যায়নী। দশমীতে দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন।

অতুলং তত্র তেজঃ সর্বদেবশরীরজন্ম ।

একস্থং তদভূনারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্রিবা ॥১৩

যদভূচ্ছাস্তবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্ ।

যামোন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা ॥১৪

সৌম্যোন স্তনয়োযুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ ।

বারুণেন চ জজ্ঞেয়ারু* নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ ॥১৫

তৎ (অনন্তর) তত্র (তথায়) ত্রিবা (দীপ্তি দ্বারা) ব্যাপ্ত-লোকত্রয়ং (ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত) সর্ব-দেব-শরীর-জন্ম (সকল দেবতার দেহ-নিঃসৃত) তৎ (সেই) অতুলং (অনুপম) তেজঃ (জ্যোতিঃ) এক-স্থং (একত্র হইয়া) নারী (নারী-মূর্তি) অভূৎ (হইল) ॥১৩

শাস্তবং (শস্ত্রজাত) যৎ (যে) তেজঃ (তেজ) অভূৎ (হইল) তেন (তাহার দ্বারা) তৎ-মুখম্ (তাহার মুখ) অজায়ত (জাত হইল) যামোন চ (এবং যমের তেজে) কেশাঃ (কেশরাশি) বিষ্ণু-তেজসা (ও বিষ্ণুর তেজে) বাহবঃ (বাহুসকল) অভবন্ (হইল) ॥১৪

সৌম্যোন (সোমের তেজে, চন্দ্রতেজে) স্তনয়োঃ (স্তন) যুগ্মং (যুগল) ঐন্দ্রেণ চ (এবং ইন্দ্রতেজে) মধ্যং ([শরীরের] মধ্যভাগ) বারুণেন চ

অনন্তর সকল দেবতার শরীর হইতে সজ্জাত ত্রিলোক-ব্যাপী অনুপম তেজোরাশি একত্র হইয়া এক নারীমূর্তি-ধারণ করিল ॥১৩

শস্ত্রর তেজে সেই দেবীমূর্তির মুখ, যমের তেজে তাহার কেশপাশ এবং বিষ্ণুর তেজে তাহার বাহুসমূহ উৎপন্ন হইল ॥১৪

চন্দ্রতেজে তাহার স্তনযুগল, ইন্দ্রতেজে তাহার শরীরের

* জজ্ঞেয়ারু ইতি স্থগমঃ পাঠঃ ।

১ ইনি মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভূজা ।

ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোহর্কতেজসা ।

বহুনাঞ্চ করঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥ ১৬

(ও বরুণতেজে) জজ্বা-উরু (জজ্বা ও উরুদ্বয়) চ ভুবঃ (ও পৃথিবীর) তেজসা (তেজ দ্বারা) নিতম্বঃ (কটিদেশের পশ্চাত্তাগ) অভবৎ (হইল) ॥ ১৫

ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) তেজসা (তেজ দ্বারা) পাদৌ (পদযুগল), অর্ক-তেজসা (সূর্যতেজ দ্বারা) তৎ-অঙ্গুল্যঃ (তাঁহার পদাঙ্গুলিসমূহ) বহুনাং চ (এবং অষ্ট বহুর তেজে) কর-অঙ্গুল্যঃ (হাতের অঙ্গুলিগুলি) কৌবেরেণ চ (এবং কুবেরের তেজে) নাসিকা, (নাক) [উৎপন্ন হইল] ॥ ১৬

মধ্যভাগ, বরুণতেজে তাঁহার জজ্বা ও উরুদ্বয় এবং পৃথিবীর তেজে তাঁহার নিতম্ব উদ্ভূত হইল । ১৫

ব্রহ্মার তেজে তাঁহার পদযুগল, সূর্যের তেজে তাঁহার পদাঙ্গুলিসমূহ, অষ্টবহুর^১ তেজে তাঁহার করঙ্গুলিসকল এবং কুবেরের তেজে তাঁহার নাসিকা উৎপন্ন হইল । ১৬

[বৈষ্ণবিকরহস্তের মতে যে দেবতার যে বর্ণ তাঁহার সেই বর্ণ বলিয়া বিবিধ তেজের বর্ণানুসারে দেবীর অঙ্গসকলও বিভিন্নবর্ণ হইয়াছিল ।]

১ ধরো ব্রহ্মণঃ সোমশ্চ অহশ্চানিলোহনলঃ ।

প্রভাবশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহষ্টাবিতি স্মৃতাঃ ॥

অর্থাৎ ধর, ব্রহ্ম, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রভাব ও প্রভাস—ইহারা অষ্ট বহু নামে প্রসিদ্ধ ।

তস্ত্যাস্ত দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা ।

নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা ॥১৭

ক্রবৌ চ সন্ধ্যায়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্ত চ ।

অন্তেষাঈধেব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥১৮

প্রাজাপত্যেন ([দক্ষাদি] প্রজাপতিগণের) তেজসা তু (তেজের দ্বারা) তন্তাঃ (তাঁহার) দন্তাঃ (দন্তসকল) সম্ভূতাঃ (জাত হইল) তথা (এবং) পাবক-তেজসা (অগ্নির তেজদ্বারা) নয়ন-ত্রিতয়ং (চক্ষুঃত্রয়) জজ্ঞে (উৎপন্ন হইল) ॥ ১৭

সন্ধ্যায়াঃ ([ত্রৈবর্দিকবন্দনীয়] প্রাতঃসন্ধ্যা ও সারংসন্ধ্যা দেবীদ্বয়ের) তেজঃ (তেজে) ক্রবৌ (ক্র-যুগল) চ [জজ্ঞাতে = সৃষ্ট হইল] অনিলস্ত চ [তেজঃ] (ও বায়ুর তেজে) শ্রবণৌ (কর্ণদ্বয়) অন্তেষাং চ এব (ও [বিশ্বকর্মাди] অন্ত্যান্ত) দেবানাং (দেবগণের) তেজসাং (তেজঃসমষ্টি হইতে) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) [অভবৎ = হইলেন] শিবা (দুর্গা দেবী) ॥ ১৮

দক্ষাদি প্রজাপতিগণের^১ তেজে তাঁহার দন্তসকল এবং বহির্ তেজে তাঁহার তিনটি^২ চক্ষু উৎপন্ন হইল ॥১৭

সন্ধ্যাদেবীদ্বয়ের তেজে তাঁহার ক্রযুগল ও বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয় এবং বিশ্বকর্মাди অন্ত্যান্ত দেবতাগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে দুর্গাদেবীর আবির্ভাব হইল ॥১৮

১ বামনপুরাণমতে

২ দুর্গা ত্রিনয়না—চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি এই তিনটি তাঁহার চক্ষু ।

ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্ ।

তাং বিলোকা মুদং প্রাপুরমরা মহিষাদিতাঃ ॥ ১৯

শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃত্য দদৌ তস্মৈ পিনাকধ্বক্ ।

চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাত্য* স্বচক্রতঃ ॥ ২০

ততঃ (অনন্তর) সমস্ত-দেবানাং (সকল দেবতার) তেজঃ-রাশি-
সমুদ্ভবাম্ (তেজঃপুঞ্জসম্ভাত) তাং (ঐহাকে, মহাদেবীকে) বিলোকা
(দেখিয়া) মহিষ-অদিতাঃ (মহিষাসুরপীড়িত) অমরাঃ (অমরগণ,
দেবতাগণ) মুদং (আনন্দ) প্রাপুঃ (পাইলেন) ॥১৯

পিনাক-ধ্বক্ (ত্রিশূলধারী মহাদেব) শূলাৎ (শূল হইতে) শূলং
(শূল) বিনিষ্কৃত্য (নিষ্কাশিত করিয়া) তস্মৈ (ঐহাকে) দদৌ (দিলেন)
কৃষ্ণঃ চ (এবং বিষ্ণু) স্ব-চক্রতঃ (স্বীয় [সুদর্শন] চক্র হইতে) চক্রং (চক্র)
সমুৎপাত্য (উৎপাদন করিয়া) দত্তবান্ (দিলেন) ॥২০

অনন্তর সমস্ত দেবতার তেজোরাশিসমুদ্ভূতা মহাদেবীকে
দেখিয়া মহিষাসুরপীড়িত অমরগণ* আনন্দিত হইলেন । ১৯

ত্রিশূলধারী মহাদেব স্বীয় শূল হইতে শূলান্তর এবং বিষ্ণু
স্বীয় সুদর্শন চক্র হইতে চক্রান্তর উৎপাদন করিয়া
মহাদেবীকে দিলেন । ২০

* সমুৎপাটি ইতি বা ।

১ দেবগণ প্রলয়কাল পর্যন্ত অমর । ঐহাদের অমরত্ব আপেক্ষিক ।

শঙ্খধ্বং বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্মৈ হুতাশনঃ ।

মারুতো দত্তবাঃ*চাপং বাণপূর্ণে* তথেষুধী ॥ ২১

বজ্রমিল্লঃ সমুৎপাত্ত কুলিশাদমরাধিপঃ ।

দদৌ তস্মৈ সহস্রাঙ্ক্ষা ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাং ॥ ২২

তস্মৈ (তাঁহাকে) বরুণঃ চ (এবং বরুণদেব) শঙ্খঃ (শঙ্খ) হুত-
অশনঃ (অগ্নিদেব) শক্তিং (শক্তি) দদৌ (দিলেন) [চ] মারুতঃ
(ও পবনদেব) চাপং (ধনু) তথা (এবং) বাণ-পূর্ণে (বাণপূর্ণ) ইষুধী
(তুণীরঘর) দত্তবান্ (দিলেন) ॥ ২১

অমর-অধিপঃ (দেবরাজ) সহস্র-অঙ্ক্ষা (সহস্রলোচন) ইন্দ্রঃ (শচী-
পতি) কুলিশাৎ (বজ্র হইতে) বজ্রম্ (বজ্রাস্তর) ঐরাবতাৎ (ঐরাবত
নামক) গজাং (স্বর্গগজের ঘণ্টা হইতে) ঘণ্টাম্ (ঘণ্টাস্তর) সমুৎপাত্ত
(উৎপাদন করিয়া) তস্মৈ (তাঁহাকে) দদৌ (দিলেন) ॥ ২২

এইরূপে বরুণদেব শঙ্খ, অগ্নিদেব শক্তি এবং পবনদেব
একটি ধনু ও দুইটি বাণপূর্ণ তুণীর তাঁহাকে দান করিলেন । ২১

দেবরাজ সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বীয় বজ্র হইতে বজ্রাস্তর এবং
ঐরাবত নামক স্বর্গগজের গলদেশস্থ ঘণ্টা হইতে ঘণ্টাস্তর
উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন । ২২

[দেবায়ুধ দেবশক্তিসম্পন্ন বা দেবশক্তির অংশভূত । যে
আয়ুধ যে দেবায়ুধ হইতে উৎপন্ন হইল তাহাও দেবায়ুধভূত
শক্তিমান্ ।]

* বাণপূর্ণো ইতি বা ।

১ হত (নিবেদিত, অর্পিত) কাণ্ডত্যানি দ্রব্য অশন (আহার) বাহন
তিনি হুতাশন ।

কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ ।

প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুং ॥ ২৩

সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ ।

কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্তাশ্চর্ম* চ নির্মলম্ ॥ ২৪

যমঃ (অস্তক, মৃত্যুরাজ) কাল-দণ্ডাৎ (কাল-দণ্ড হইতে) দণ্ডম্ (দণ্ড)
অম্বু-পতিঃ চ (ও জলদেবতা, বরুণ) [পাশাৎ=পাশ হইতে] পাশং
(পাশ) [উৎপাত্ত=উৎপাদন করিয়া] দদৌ (দিলেন) । প্রজাপতিঃ
ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা) অক্ষ-মালাং (রুদ্রাক্ষমালা, জপমালা) কমণ্ডলুং
চ (এবং কমণ্ডলু) দদৌ (দিলেন) ॥ ২৩

তস্তাঃ (তাঁহার, দেবীর) সমস্ত-রোম-কূপেষু (সকল লোমকূপে)
দিবা-করঃ (সূর্য) নিজ-রশ্মীন্ (স্বীয় কিরণসমূহ) কালঃ চ (ও নিমিষাদি
কালান্তিমিনিরী দেবতা) নির্মলম্ (স্বচ্ছ, প্রদীপ্ত) খড়্গং (খড়্গ) চর্ম চ
(চর্মস্বরূপ ঢাল) দত্তবান্ (দিলেন) ॥ ২৪

মৃত্যুরাজ যম স্বীয় কালদণ্ড হইতে একটি দণ্ড, জলদেবতা
বরুণ স্বীয় পাশ হইতে একটি পাশ এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা
রুদ্রাক্ষ-মালা হইতে একটি মালা ও কমণ্ডলু হইতে একটি
কমণ্ডলু উৎপাদন করিয়া দেবীকে দান করিলেন । ২৩

দুর্গাদেবীর সমস্ত লোমকূপে দিবাকর নিজ কিরণরাশি,
এবং নিমিষাদিকালান্তিমিনিরী দেবতা একটি প্রদীপ্ত খড়্গ ও
একটি উজ্জ্বল ঢাল তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন । ২৪

* তন্ত্ৰে ইতি স্মরণঃ পাঠঃ ।

১ বামনপুরাণমতে । কোন কোন টীকাকার প্রজাপতি=ব্রহ্ম
ধরিয়াছেন এবং প্রজাপতিকে ব্রহ্মার মতো 'দদৌ' ক্রিয়ার পৃথক্ কর্তা
করিয়াছেন ।

ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে ।

চুড়ামণিঃ তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ ॥ ২৫

অৰ্ধচন্দ্রঃ তথা শুভ্রঃ* কেয়ুরান্ সৰ্ববাহুযু ।

নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্ গ্ৰৈবেয়কমমুত্তমম্ । ২৬

অঙ্গুরীয়করত্নানি† সমস্তাস্থঙ্গুলীষু চ ॥

ক্ষীর-উদঃ চ (ক্ষীরসমুদ্র) অ-মলঃ (উজ্জল) হারম্ (হার) তথা চ (এবং) অজরে (চির নূতন, অরারহিত) অম্বরে (বস্ত্রধর) তথা (এবং) দিব্যং (দীপ্তিশালী) চুড়া-মণিঃ (শিরোরত্ন) কুণ্ডলে (কর্ণালঙ্কারে) কটকানি চ (ও বলয়সমূহ) শুভ্রঃ (শ্বেত) অৰ্ধচন্দ্রঃ (ললাট-ভূষণ) তথা (এবং) সৰ্ব-বাহুযু (সকল বাহুতে) কেয়ুরান্ (অঙ্গদসমূহ) বিমলৌ (নির্মল) নূপুরৌ (নূপুরদ্বয়) তদ্বৎ (সেইরূপ) অমুত্তমম্ (অত্যাশু) গ্ৰৈবেয়কম্ (গ্রীবাঙ্কর, কণ্ঠভূষণ) সমস্তাস্থ চ (ও সকল) অঙ্গুলীষু (অঙ্গুলিতে) অঙ্গুরীয়ক-রত্নানি (শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরীয়সমূহ) দত্তবান্ (দিলেন) ॥ ২৫-২৭

ক্ষীরসমুদ্র তাঁহাকে উজ্জল মুক্তাহার, চিরনূতন বস্ত্রযুক্ত, দিব্য চুড়ামণি, দুইটি কুণ্ডল এবং হস্তসমূহের বলয়গুলি, শুভ্র ললাটভূষণ, সকল বাহুতে অঙ্গদ (বাহু), নির্মল নূপুর, অত্যাশু কণ্ঠভূষণ এবং সমস্ত অঙ্গুলিতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গুরী প্রদান করিলেন । ২৫-২৭

* দিব্যঃ ইতি অঙ্কঃ পাঠঃ † অঙ্গুরীয়করত্নানি ইতি বা ।

বিশ্বকর্মা দদৌ তস্মৈ পরশুষ্কাতিনির্মলম্ । ২৭

অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাহভেদ্যঞ্চ দংশনম্ ॥

অগ্নানপঙ্কজাং মালাং শিরস্মারসি চাপরাম্ । ২৮

অদদজ্জলধিস্তস্মৈ* পঙ্কজকাতিশোভনম্ ॥

হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ । ২৯

দদাবশূষ্ঠং সুরয়া পানপাত্রং ধনাদিধঃ ॥

বিশ্ব-কর্মা চ (ও দেবশিল্পী) তস্মৈ (তাঁহাকে, দুর্গা দেবীকে) অতি-নির্মলম্ (অতি উজ্জ্বল, সুতীক্ষ্ণ) পরশুং (কুঠার) চ (ও) অনেকরূপাণি (বহু প্রকার) অস্ত্রাণি (অস্ত্র) তথা (এবং) অভেদ্যং (অভেদ্য) দংশনম্ (কবচ, বর্ম) দদৌ (দিলেন) ॥ ২৭-২৮

জল ধিঃ (সমুদ্র) তস্মৈ (তাঁহাকে) অগ্নান-পঙ্কজাং (প্রস্তুত পদ্মের) মালাং (একটি মালা) শিরসি (শিরে, মস্তকে) অপরাম্ চ (অপর একটি (মালা)) উরসি (বক্ষে) অতিশোভনম্ চ (ও পরম সুন্দর) পঙ্ক-জাঃ* (পঙ্কজাত পুষ্প, পদ্ম) অদদৎ (দিলেন) ॥ ২৮-২৯

হিমবান্ (হিমগিরি) সিংহং (সিংহ) বাহনং (বাহন) চ (ও) বিবিধানি (বিবিধ) রত্নানি (রত্নরাজি) ধন-াদিধঃ (কুবের) সুরয়া (সুরা দ্বারা) অশূষ্ঠং (সদা পরিপূর্ণ) পান-পাত্রং (পানপাত্র) দদৌ (দিলেন) ॥ ২৯-৩০

দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তাঁহাকে অত্যুজ্জ্বল কুঠার, নানা-প্রকার অস্ত্র এবং অভেদ্য কবচ প্রদান করিলেন । ২৭-২৮

সমুদ্র তাঁহার শিরে অগ্নান পদ্মের একটি মালা, তাঁহার বক্ষে তাদৃশ অপর একটি মালা এবং তাঁহার হস্তে একটি পরম সুন্দর পদ্ম দান করিলেন । ২৮-২৯

গিরিরাজ হিমালয় বাহনস্বরূপ সিংহ ও বিবিধ রত্ন এবং কুবের সদা সুরাপূর্ণ একটি পানপাত্র তাঁহাকে দিলেন । ২৯-৩০

* অদদৎ ইতি শৃগমঃ পাঠঃ

শেষশ্চ সর্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্ । ৩০

নাগহারং দদৌ তস্মৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥

অন্তোরপি স্তরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা । ৩১

সম্মানিতা ননাদৌচৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ ॥

তস্তা নাদেন ঘোরেন কৃৎস্নমাপুরিতং নভঃ । ৩২

অমায়ত্যাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভুঃ ॥

যঃ চ (এবং যিনি) ইমাম্ (এই) পৃথিবীম্ (পৃথিবীকে) ধত্তে (ধারণ করেন) [সেই] সর্ব-নাগ-ঈশঃ (সর্পরাজ) শেষঃ (অনন্ত, বাস্তুকি) মহামণি-বিভূষিতম্ (অমূল্যবস্ত্রশোভিত) নাগ-হারং (নাগলোকে নির্মিত হার বা নাগরূপ হার) তস্মৈ (তাহাকে) দদৌ (দিলেন) ॥ ৩০-৩১

দেবী (দুর্গাদেবী) স্তরৈঃ (অস্ত্রাস্ত্র) স্তরৈঃ অপি (দেবগণ কর্তৃক) ভূষণৈঃ (আভরণ) তথা (এবং) আয়ুধৈঃ (অস্ত্রাদি) সম্মানিতা (সম্পূজিতা হইয়া) স-অট্টহাসং (মহাহাস্তসহিত) মুহুঃ-মুহুঃ (পুনঃপুনঃ) উচৈঃ (উচৈঃবরে) ননাদ (গর্জন করিলেন) ॥ ৩১-৩২

তস্তাঃ (তাহার) অমায়তা (অপরিমিত) অতিমহতা (অতি মহৎ) ঘোরেন (ঘোর, ভয়ঙ্কর) নাদেন (গর্জন দ্বারা) কৃৎস্নম্ (সমগ্র) নভঃ

যে নাগরাজ বাস্তুকি এই পৃথিবী ধারণ করেন, তিনি দুর্গাদেবীকে মহামণিশোভিত একটি নাগহার প্রদান করিলেন । ৩০-৩১

অস্ত্রাস্ত্র দেবগণ কর্তৃকও অলঙ্কার এবং অস্ত্রাদি দ্বারা সম্পূজিতা হইয়া জগন্মাতা দুর্গা বারংবার অট্টহাস্ত ও হকার করিতে লাগিলেন । ৩১-৩২

তাহার অপরিমিত অতি মহান্ ঘোর গর্জনে সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ হইল এবং ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠিল । ৩২-৩৩

চুস্তুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে । ৩৩

চাল বস্তুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥

জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামুচুঃ সিংহবাহিনীম্ ॥ ৩৪

তুষ্টবুর্মুনয়শ্চেনাং ভক্তিনত্ৰাস্তমূর্তয়ঃ ॥

(আকাশ, ভুবলোক) আপূরিতঃ (পরিপূর্ণ) [চ=এবং] মহান (মহা)
প্রতিধারঃ (প্রতিধ্বনি) অভুৎ (হইল) ॥ ৩২-৩৩

সকলাঃ (সকল, চতুর্দশ) লোকাঃ (ভুবন) চুস্তুভুঃ (সংস্কৃত, আকুলিত
হইল) সমুদ্রাঃ চ (এবং [সপ্ত] সমুদ্র) চকম্পিরে (কম্পিত হইল) ।

যথা (পৃথিবী) চাল (বিচলিত হইল) সকলাঃ চ (এবং সকল)
মহীধরাঃ (পর্বত) চেলুঃ (চকল হইল) ॥ ৩৩-৩৪

দেবাঃ চ (এবং দেবগণ) মুদা (আনন্দে) তাম্ (সেই) সিংহবাহিনীম্
(সিংহরাজা দেবীকে) জয়-ইতি (জয়ধ্বনি) [বা জয়া ইতি—জয়া এই
নাম] উচুঃ (বলিলেন, করিলেন) চ (এবং) ভক্তি-নত্ৰ-আস্ত-মূর্তয়ঃ
(ভক্তির নতদেহে) মুনয়ঃ (মুনিগণ) এনাং (ইহাকে, দেবীকে) তুষ্টবুঃ
(স্তব করিলেন) ॥ ৩৪-৩৫

সেই সিংহনাদে চতুর্দশ ভুবন^১ সংস্কৃত, সপ্ত সমুদ্র^২
কম্পিত এবং পৃথিবী ও পর্বতসকল বিচলিত হইল । ৩৩-৩৪

দেবগণ আনন্দে সিংহবাহিনীর জয়ধ্বনি করিলেন
(অথবা তাঁহাকে ‘জয়া’^৩ এই নাম প্রদান করিলেন) এবং
মুনিগণ ভক্তিভরে নতদেহ হইয়া দেবীকে স্তব করিতে
লাগিলেন । ৩৪-৩৫

১ উল্লেখ সপ্ত লোক যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও
নতলালোক (বা ব্রহ্মলোক) এবং নিম্নে সপ্ত লোক, যথা—অতল, বিতল,
মুতল, রসাতল, উলাতল, মহাতল ও পাতাল ।

২ যথা—লবণ, ইক্ষু, স্বরা, সপিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল ।

৩ জয়তি অস্তুরান্ ইতি জয়া অর্থাৎ অস্তুরগণকে যুদ্ধে জয় করেন
বলিয়া তাঁহার নাম জয়া ।

দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ । ৩৫

সম্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তপ্তরুদায়ুধাঃ ॥

আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ । ৩৬

অভ্যাধাবত তং শব্দমশৌবৈরশুরৈবৃতঃ ॥

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্রিষা । ৩৭

পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্बरাম্ ॥

তে (সেই) অমর-অরয়ঃ (দেবশক্রগণ, অসুরগণ) সমস্তং (সমগ্র) ত্রৈলোক্যং (ত্রিভুবনকে) সংক্ষুব্ধং (ব্যাকুলিত, সমস্ত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) সম্নদ্ধা-অখিল-সৈন্যঃ (সমস্ত সৈন্য সুসজ্জিত) উদায়ুধাঃ (ও অস্ত্রোচ্চত করিয়া) সমুত্তপ্তঃ (সমুখিত হইল) ॥ ৩৫-৩৬

মহিষ-অসুরঃ (মহিষনামক অসুর) ক্রোধাৎ (ক্রোধভরে) আঃ (আঃ) এতৎ (ইহা) কিম্ (কি) ইতি (এইরূপ) আভাষ্য (বলিয়া) অ-শৌবৈঃ (অসংখ্য) অশুরৈঃ (অসুরগণ কর্তৃক) বৃতঃ (বেষ্টিত হইয়া) তং (সেই) শব্দম্ (শব্দাতিমুখে) অভ্যাধাবত (ধাবিত হইল) ॥ ৩৬-৩৭

ততঃ (অনন্তর) সঃ (সে, মহিষাসুর) ত্রিষা ([অঙ্গ] জ্যোতিতে) ব্যাপ্ত-লোক-ত্রয়াং ([ভূরাদি] ত্রিভুবনব্যাপিনী) পাদ-আক্রান্ত্যা (পদভরে)

সেই অসুরগণ সমস্ত ত্রিলোকবাসীকে সমস্ত দেখিয়া সৈন্যসমূহকে সুসজ্জিত এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি উচ্চত করিয়া সমুখিত হইল । ৩৫-৩৬

মহিষাসুর ক্রোধে 'আঃ একি!' এই কথা বলিয়া অসংখ্য অসুরের সহিত সেই শব্দাতিমুখে ধাবিত হইল । ৩৬-৩৭

অনন্তর যাহার অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, যাহার পদভরে পৃথিবী অবনত, যাহার ধনুকের টানায়

কোভিতাশেষপাতালাং ধমুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্ । ৩৮

দিশো ভুজসহস্রৈঃ সমস্তাদব্যাপ্য সংস্থিতাম্ ॥

ততঃ প্রববুতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্ । ৩৯

শক্ত্যৈঃ* বহুধা মূর্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥

নত-স্বঃ (পৃথিবীনতকারিণী) কিরীট-উল্লিখিত-সম্ভবরাম্ (গগনলক্ষ্মী, কিরীটধারিণী) ধমুঃ-জ্যা-নিঃস্বনেন (ধমুকের টঙ্কারে) কোভিত-অশেষ-পাতালাং (পাতাল পর্যন্ত [সপ্ত নিম্নলোক] স্কন্ধকারিণী) ভুজ-সহস্রৈঃ (সহস্র হস্ত) সমস্তাং (সর্বদেশ) দিশঃ (দিক্) ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত করিয়া) সংস্থিতাম্ (সংস্থিতা) তাম্ (সেই) দেব্যা (দুর্গাদেবীকে) দর্শন (দেখিল) । ৩৭-৩৯

ততঃ (অনন্তর) তয়া (সেই) দেব্যা (দেবীর সহিত) সুর-দ্বিষাম্ (দেবদেবিগণের, অসুরগণের) বহু-ধা (বহুপ্রকারে) মূর্তৈঃ (নিকিণ্ড) শক্ত-বৈঃ (শক্তি ও অশক্তি দ্বারা) আদীপিত-দিক্-অন্তরম্ (সকল দিকের সমস্ত বা অন্তরাল উদ্ভাসিত করিয়া) যুদ্ধং (যুদ্ধ) প্রববুতে (আরম্ভ হইল) । ৩৯-৪০

পাতাল পর্যন্ত সপ্ত নিম্নলোক আকুলিত, যিনি সহস্র^১ হস্তে দশ দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতা এবং যিনি গগনলক্ষ্মী মুকুট-পরিহিতা, সেই দুর্গাদেবীকে মহিষাসুর দর্শন করিল । ৩৭-৩৯

অনন্তর দেবদেবী অসুরগণ বহু প্রকারে নিকিণ্ড অশ্ত-

* শক্ত্যৈরিত্যি বা পাঠঃ । আয়ুধশাস্ত্রে কথিত অস্ত্রকে শক্ত্যস্ত্র বলে ।

১ বৈকুণ্ঠিকরহস্তে আছে—‘অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা মতী ।’ অর্থাৎ সেই দুর্গাদেবী সহস্রভুজা হইলেও অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা । মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা হইলেও তিনি সহস্রভুজা অর্থাৎ অনন্তভুজা । এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী । চতুর্থ ১১।১২ মন্ত্রে দেবীকে সহস্রনয়না বলা হইয়াছে ।

মহিষাসুরসেনানীশ্চিকুরাখ্যো মহাসুরঃ । ৪০

যুযুধে চামরশ্চাত্তৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ ॥

রথানামযুতৈঃ বড়ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ । ৪১

অযুধ্যাতায়ুতানাঞ্চ সহশ্ৰেণ মহাহনুঃ ॥

মহিষাসুর-সেনানীঃ (মহিষাসুরের সেনানায়ক) চিকুর-আখ্য (চিকুর নামক) মহাসুরঃ (মহা-অসুর) চামরঃ চ (এবং চামর) [নামক অস্ত্র এক সেনাপতিও] চতুঃ-অঙ্গ-বল-অন্বিতঃ ([রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য—এই] চারিপ্রকার সৈন্যযুক্ত হইয়া) অস্ত্রৈঃ (অস্ত্র [মহাসুর-] গণের সহিত) যুযুধে (যুদ্ধ করিল) । ৪০-৪১

উদগ্র-আখ্যঃ (উদগ্রনামক) মহাসুরঃ (মহাসুর) রথানাম্ (রথসমূহের) বড়ভিঃ (ছয়) অযুতৈঃ (অযুতের সহিত) মহাহনুঃ (মহাহনু নামক মহাসুর) অযুতানাঃ (অযুতসকলের) সহশ্ৰেণ (এক সহস্র রথ সহ) অযুধ্যাত (যুদ্ধ করিল) । ৪১-৪২

শস্ত্রের^১ দীপ্তিতে দশ দিক উদ্ভাসিত করিয়া সেই দুর্গাদেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ৩৯-৪০

মহিষাসুরের সেনাপতি চিকুর ও চামর নামক মহাসুর (রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতিক এই) চতুরঙ্গ সৈন্য এবং অস্ত্রাস্ত্র মহাসুরের সহযোগে দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ৪০-৪১

উদগ্র নামক মহাসুর ছয় অযুত (বাট হাজার) এক মহাহনুনামক মহাসুর এক সহস্র অযুত (এক কোটি) রথ লইয়া যুদ্ধ করিল । ৪১-৪২

১ শস্ত্র=যাহা নিক্ষেপ করা যায় না, যেমন বড়লাদি। অস্ত্র=যাহা নিক্ষেপ করা যায়, যেমন শরাদি।

পঞ্চাশত্তিষ্ঠ নিযুতৈ৩রসিলোমা মহাস্থরঃ ১৪২

অযুতানাং শতৈঃ ষড়্ভির্বাঙ্কলো যুদ্ধে রণে ॥

গজবাজিসহস্রোঐঘরনৈকৈঃ পরিবারিতঃ ১৪৩

বৃত্তো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্ যুধ্যত ॥

অসিলোমা চ (ও অসিলোমানামক) মহাস্থরঃ (মহাস্থর) পঞ্চাশত্তিঃ
পঞ্চাশ) নিযুতৈঃ (নিযুত [রথের] সহিত) বাঙ্কলঃ (বাঙ্কলাস্থর)
অযুতানাং (অযুতসকলের) ষড়্ভিঃ (ছয়) শতৈঃ (শত [রথের] সহিত)
রণে (সংগ্রামে) যুদ্ধে (যুদ্ধ করিল)। পরিবারিতঃ (ও পরিবারিতনামা
বহু) অনৈকৈঃ (বহু) গজ-বাজি-সহস্র-ঐঘৈঃ* (সহস্র সহস্র হস্তী
ও ঘন সহিত) রথানাং চ (এবং রথসমূহের) কোট্যা (এক কোটি
বা) বৃত্তঃ (পরিবৃত্ত হইয়া) তস্মিন্ (সেই) যুদ্ধে (রণে) অযুধ্যত
(যুদ্ধ করিল) ॥ ৪২-৪৪

এবং অসিলোমা-নামক মহাস্থর পঞ্চাশ নিযুত (পাঁচ
কোটি) ও বাঙ্কলাস্থর ছয় শত অযুত (ষাট লক্ষ) বহু
ঐঘৈর্বিবাহারে রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিল। পরিবারিত-নামক
মহাস্থর বহু সহস্র অশ্ব ও হস্তী এবং এক কোটি রথে
পরিবেষ্টিত হইয়া সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ১৪২-৪৪

* ঐঘ=সমূহ।

বিড়ালান্ধোহযুতানাঞ্চ পঞ্চাশস্তিরথায়ুতৈঃ ১৪৪

যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ ॥

অন্তো চ *তথায়ুতশো রথনাগহরৈবৃত্তাঃ ১৪৫

যুযুধঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ ॥

কোটিকোটিসহশ্ৰৈশ্চ রথানাং দন্তিনাং তথা ১৪৬

হয়ানাঞ্চ বৃত্তো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ ॥

অথ চ (অনন্তর) বিড়ালান্ধঃ (বিড়ালান্ধ-নামক মহাসুর) রথানাং (রথসমূহের) অযুতানাং (অযুতসকলের) পঞ্চাশস্তিঃ (পঞ্চাশ) অযুতৈঃ (অযুত দ্বারা) পরিবারিতঃ (পরিবেষ্টিত হইয়া) তত্র (সেই) সংযুগে (সংগ্রামে) যুযুধে (যুদ্ধ করিল) ১৪৪-৪৫

তথা (সেইরূপে) তত্র (সেই) সংযুগে (রণে) অন্তো চ (ও অন্ত্যান্ত) মহাসুরাঃ (মহাসুরগণও) অযুত-শঃ (অযুত অযুত) রথ-নাগ-হরৈঃ (রথ, হস্তী ও অশ্ব দ্বারা) বৃত্তাঃ (বেষ্টিত হইয়া) দেব্যা সহ (দেবীর সহিত) যুযুধঃ (যুদ্ধ করিল) ১৪৫-৪৬

তত্র (সেই) যুদ্ধে (সংগ্রামে) মহিষাসুরঃ (মহিষাসুর) রথানাং (রথসমূহের) তথা (এবং) দন্তিনাং (দন্তিসকলের, হস্তিসকলের) হয়ানাং

অনন্তর বিড়ালান্ধ নামক মহাসুর পঞ্চাশ অব্যুত বধে পরিবৃত্ত হইয়া সেই সংগ্রামে যুদ্ধ করিল ১৪৪-৪৫

সেইরূপ অন্ত্যান্ত মহাসুরগণও সেই যুদ্ধে বহু অযুত রথ, অশ্ব ও হস্তিবেষ্টিত হইয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিল ১৪৫-৪৬

মহিষাসুর সেই যুদ্ধে কোটি কোটি সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্বে পরিবেষ্টিত হইয়াছিল ১৪৬-৪৭

তোমরৈভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভিমুসলৈস্তথা ।৪৭

যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ ॥

কেচিচ্চ চিহ্নিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে ।৪৮

দেবীং খড়্গাপ্রহারৈস্ত তে তাং হস্তং প্রচক্রমুঃ ॥

চ (ও) অগ্নসমূহের, অগ্নসমূহের (কোটি-কোটি-সহস্রৈঃ তু (কোটি কোটি সহস্র দ্বারা) বৃত্তঃ (বেষ্টিত) অভূৎ (হইয়াছিল) ॥৪৬-৪৭

তোমরৈঃ (শাবলসমূহ দ্বারা) ভিন্দিপালৈঃ চ (এবং) হস্তক্ষেপা মুগারসকল দ্বারা) শক্তিভিঃ (শলাসকল দ্বারা) তথা (এবং) মুসলৈঃ (ময়লওসমূহ দ্বারা) পরৈঃ (খড়্গসমূহ দ্বারা) [চ] পরশুপট্টিশৈঃ (এবং) কুঠার ও পট্টিশসমূহ দ্বারা) দেব্যা (দেবীর সহিত) সংযুগে (যুদ্ধে) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিল) ॥৪৭-৪৮

কে-চিৎ চ (আবার কেহ কেহ) শক্তীঃ (শক্তিসমূহ) তথা (এবং) অপরে (অপর) কে-চিৎ (কেহ কেহ) পাশান্ (পাশসকল) চিহ্নিপুঃ (নিক্ষেপ করিল) । তে (তাহারা, অশ্বরগণ) খড়্গা-প্রহারৈঃ তু (খড়্গাঘাতে) তাং (সেই) দেবীং (দেবীকে) হস্তম্ (বধ করিতে) প্রচক্রমুঃ (প্রচেষ্টা করিল) ॥৪৮-৪৯

অন্যান্য অশ্বরগণ শাবল, ভিন্দিপাল, শক্তি, মুসল, খড়্গা, কুঠার ও পট্টিশ^১ প্রভৃতির দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিল ৪৭-৪৮

আবার কেহ কেহ শক্তি এবং অপর কেহ কেহ পাশ, নিক্ষেপ করিল এবং অন্য সকলে খড়্গাঘাতে দেবীকে বধ করিবার উপক্রম করিল ৪৮-৪৯

১ কুরুর মতো তীক্ষ্ণধার বর্শাবিশেষ ।

সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা ।৪৯

লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী ॥

অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরষিভিঃ ।৫০

মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা* ॥

সোহপি ক্রুদ্ধো ধৃতসটো দেব্যা বাহনকেশরী ।৫১

চচারাসুরসৈন্তেষু বনেষিব হুতাশনঃ ॥

ততঃ (অনন্তর) নিজ-শস্ত্র-অস্ত্র-বর্ষিণী (স্বীয় অস্ত্র ও শস্ত্রসকল বর্ষণকারিণী) সা (সেই) চণ্ডিকা দেবী অপি (চণ্ডিকাদেবীও) তানি (সেইসকল) [অসুরনিক্ষিপ্ত] শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) অস্ত্রাণি (অস্ত্রসকল) লীলয়া (অবলীলাক্রমে) প্রচিচ্ছেদ (বিচ্ছিন্ন করিলেন) ॥৪৯-৫০

সুর-ষিভিঃ (দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক) স্তূয়মানা (সংস্তুত) অনায়স্ত-আননা† (আয়াসরহিতবদনা, অবিকৃতমুখী) চণ্ডিকা দেবী (ভগবতী দেবী) অসুর-দেহেষু (দৈতাগণের দেহে) শস্ত্রাণি (শস্ত্রসকল) অস্ত্রাণি চ (ও অস্ত্রসকল) মুমোচ (নিষ্ক্ষেপ করিলেন) ॥৫০-৫১

দেব্যাঃ (দেবীর) সঃ (সেই) বাহনকেশরী অপি (বাহন সিংহও) ক্রুদ্ধঃ (ক্রোধান্বিত) ধৃত-সটঃ (ও কম্পিতকেশর হইয়া) বনেষু (বনসমূহে)

অনন্তর সেই চণ্ডিকাদেবীও অসুরনিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রসমূহ অনায়াসেই স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র-বর্ষণ দ্বারা ছিন্ন করিলেন ।৪৯-৫০

দেবগণ ও ঋষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান আয়াসরহিতবদনা চণ্ডিকাদেবী অসুরগণের শরীরে অস্ত্রশস্ত্রসকল নিষ্ক্ষেপ করিলেন ।৫০-৫১

দেবীবাহন সিংহও ক্রোধে কম্পিতকেশর হইয়া বনে

* চাঞ্চিকা ইতি চেযরী ইতি চ পাঠ্যে ।

† ন+আয়াস্ত (আয়াসবৃদ্ধ) = অনায়স্ত ।

নিঃখাসানুমুচে যাংশচ যুধ্যমানা রণেহম্বিকা । ৫২

ত এব সত্ত্বঃ সন্তুতা গণাঃ শতসহস্রশঃ ॥

যুযুস্ত পরশুভিভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ । ৫৩

নাশয়ন্তোহস্বরগগান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥

হ্যাসনঃ ইব (অগ্নির জ্বায়া) অস্বর-সৈন্তেষু (অস্বরসৈন্তের মধ্যে) চচার
(বিচরণ করিতে লাগিল) ॥৫১-৫২

অম্বিকাচ (এবং অম্বিকা) রণে (যুদ্ধে, রণক্ষেত্রে) যুধ্যমানা (যুদ্ধ
করিতে) যান্ (যে-সকল) নিঃখাসান্ (নিঃখাস) যুমে (তাগ
করিলেন) তে এব (সেই সকলই) সত্ত্বঃ (তৎক্ষণাৎ) শত-সহস্র-শঃ
(হলক্ষ) গণাঃ (দেবীসৈন্তগণ) সন্তুতাঃ (উৎপন্ন হইল) ॥৫২-৫৩

তে (তাহারা, দেবীসৈন্তগণ) দেবী-শক্তি-উপবৃংহিতাঃ (দেবীর
শক্তিতে শক্তিমান হইয়া) পরশুভিঃ (কুঠার) ভিন্দিপাল-অসি-পট্টিশৈঃ
(ভিন্দিপাল, অসি [খড়্গ] ও পট্টিশ দ্বারা) অস্বরগগান্ (অস্বরসৈন্ত-
গণক) নাশয়ন্তঃ (নাশ করিতে করিতে) যুযুস্তঃ (যুদ্ধ করিলেন) ॥৫৩-৫৪

দাবাগ্নির জ্বায়া অস্বরসৈন্তের মধ্যে বিচরণ করিতে
লাগিল ৫১-৫২

রণক্ষেত্রে অম্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যে-সকল নিঃখাস
তাগ করিলেন, সেইগুলিই তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ দেবীসৈন্ত-
রূপে পরিণত হইল ৫২-৫৩

দেবীসৈন্তগণ দেবীর শক্তিতে অধিকতর শক্তিমান
হইয়া কুঠার, ভিন্দিপাল, অসি (খড়্গ) ও পট্টিশ দ্বারা
অস্বরসমূহ নাশ করিতে করিতে যুদ্ধ করিলেন ৫৩-৫৪

১ মহাভারতে আছে, নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নারায়ণী সেনা সৃষ্ট
হইয়াছিল

অবাদয়ন্ত* পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে ৷৫৪

মৃদঙ্গাং† তথৈবান্বে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে ॥

ততো দেবী ত্রিশূলেণ গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ ‡ ৷৫৫

খড়্গাদিভিঃ§ শতশো নিজঘান মহাসুরান্ ॥

পাতয়ামাস চৈবান্ ঘণ্টাশ্বনবিমোহিতান্ ৷৫৬

অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধা চান্ধানকর্ষয়ৎ ¶ ॥

তস্মিন (সেই) যুদ্ধ-মহোৎসবে (যুদ্ধরূপ মহা উৎসবে) গণাঃ (দেবী-সৈন্যগণের কেহ কেহ) পটহান্ (ঢাকসমূহ) তথা (এবং) অপরে (অপর কেহ কেহ) শঙ্খান্ (শঙ্খসমূহ) তথা চ (এবং) অন্বে এবং (অস্ত্রাস্ত্র সকলে) মৃদঙ্গান্ (মৃদঙ্গসমূহ) অবাদয়ন্ত (বাজাইতে লাগিলেন) ৷৫৪-৫৫

ততঃ (অনন্তর) দেবী (ভূর্গা) ত্রিশূলেণ (ত্রিশূল দ্বারা) গদয়া (গদা দ্বারা) শক্তি-বৃষ্টিভিঃ (শক্তি [অস্ত্র]-বর্ষণ দ্বারা) খড়্গাদিভিঃ চ (ও খড়্গাদি দ্বারা) শত-শঃ (শত শত) মহাসুরান্ (মহাসুরগণকে) নিজঘান (বধ করিলেন) ৷৫৫-৫৬

[দেবী] পাতয়ামাস চ (অপর কতকগুলি [অসুর-] কে) ঘণ্টা-শ্বন-বিমোহিতান্ (ঘণ্টাধ্বনিতে বিমোহিত করিয়া) ভুবি (ভূতলে) পাশেনা-

সেই যুদ্ধোৎসবে দেবীসৈন্যগণের কেহ কেহ ঢাক, অপর কেহ কেহ শঙ্খ এবং অস্ত্র কেহ কেহ বা মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল ৷৫৪-৫৫

অনন্তর ভূর্গাদেবী ত্রিশূল, গদা ও খড়্গের আঘাতে এবং শক্তি-অস্ত্র-বর্ষণ দ্বারা শত শত মহাসুর বিনাশ করিলেন ৷৫৫-৫৬

দেবী অপর কতকগুলি অসুরকে ঘণ্টাধ্বনিতেই বিমোহিত

* অবাদয়ন্তঃ ইতি বা

† শক্তিবৃষ্টিভিঃ ইতি বা পাঠঃ

‡ অর্কষত ইতি বা ।

কেচিদ্ধিধাকৃতান্তীক্লেঃ খড়্গপাটৈস্তথাপরে ।৫৭

বিপোখিতা* নিপাতেন গদয়া ভূবি শেরতে ॥

বেমুশ্চ কেচিদ্ধিধিরং মুষলেন ভূশং হতাঃ ।৫৮

কেচিনিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি ॥

মাস (নিপাতিত করিলেন), অস্থান্ চ (এবং অস্থান্য) অন্তরান্ (অন্তরগণকে) পাশেন (পাশ দ্বারা) বন্ধা (আবদ্ধ করিয়া) অকবয়ং (আকর্ষণ করিলেন) । ৫৬-৫৭

কে-চিৎ (কেহ কেহ) তীক্ষ্ণঃ (তীক্ষ্ণ) খড়্গ-পাটৈঃ (খড়্গ-প্রহারে) দ্বিধা কৃতঃ (দ্বিধাশ্রিত হইল) তথা (এবং) অপরে (অপর কেহ কেহ) গদয়া (গদা দ্বারা) বিপোখিতাঃ (বিমর্দিত হইয়া) ভূবি (ভূতলে) নিপাতেন (নিপাতিত হইয়া) শেরতে (শয়ন করিল) ৫৭-৫৮

কে-চিৎ (কেহ কেহ) মুষলেন (মুসল দ্বারা) ভূশং (ভীষণভাবে) হতাঃ (আহত হইয়া) রুধিরং (রক্ত) বেমুঃ (বমন করিল) । কে-চিৎ চ (আর কেহ কেহ) শূলেন (শূল দ্বারা) বক্ষসি (বক্ষঃস্থলে) ভিন্নাঃ (বিদীর্ণ হইয়া) ভূমৌ (ভূতলে) নিপাতিতাঃ (নিপাতিত হইল) ৫৮-৫৯

করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন এবং অন্যান্য কতকগুলিকে পাশবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিলেন । ৫৬-৫৭

কেহ কেহ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিধাশ্রিত হইল এবং অপর কেহ কেহ গদাপ্রহারে বিমর্দিত হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইল ও প্রাণত্যাগ করিল । ৫৭-৫৮

কেহ কেহ মুষলে ভীষণভাবে আহত হইয়া রক্তবমন করিতে লাগিল, আর কেহ কেহ শূলাঘাতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় ভূপতিত হইল ৫৮-৫৯

* বিপুষ্টিতা ইতি বা ।

নিরন্তরাঃ* শরৌঘেন কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে ।৫৯

সেনানুকারিণঃ† প্রাণান্ মুমুচুঃশ্রিদশাৰ্দনাঃ ॥

কেষাঞ্চিদ্ বাহবশ্চিন্নাশ্চিন্নগ্রীবাস্তথাপরে ।৬০

শিরাংসি পেতুরন্তেষামন্তে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥

সেনা-অনুকারিণঃ (সৈন্যগণের অগ্রগামী) কে-চিৎ (কোন কোন)
ত্রি-দশ-অৰ্দনাঃ (দেবশক্রগণ, অশুরগণ) রণ-অজিরে (রণাঙ্গনে) শর-
ওঘেন (শরসমূহ দ্বারা) নিরন্তরাঃ (অতিলোমকূপে, সর্বাস্থে বিদ্ধ) কৃতাঃ
(হইয়া) প্রাণান্ (প্রাণসমূহ) মুমুচুঃ (ত্যাগ করিল) ৫৯-৬০

কেষাম্-চিৎ (কাহাদের বা) বাহবঃ (বাহুসকল) ছিন্নাঃ (ছিন্ন হইল)
তথা (এবং) অপরে (অপর অনেকে) ছিন্ন-গ্রীবাঃ (ছিন্নগ্রীব হইল) ।
অন্তেষাম্ (অন্য কতকগুলির) শিরাংসি (শিরসকল) পেতুঃ (পতিত
[ছিন্ন] হইল) অন্তে (অন্ত্যন্ত অনেকের) মধ্যে ([দেহের] মধ্যদেশ)
বিদারিতাঃ (বিদীর্ণ হইল) ৬০-৬১

সৈন্যদলের অগ্রগামী কোন কোন অশুর সর্বাস্থে বাণবিদ্ধ
ও ভ্রজবিত (সজারুসদৃশ) হইয়া প্রাণত্যাগ করিল ।৫৯-৬০

কাহাদেরও বা বাহুসকল ছিন্ন হইল, অপর অনেকের
গ্রীবাদেশ [খাড়] ভগ্ন হইল, অন্য কতকগুলির মস্তক
বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে লুপ্তিত হইল এবং কাহাদেরও বা
দেহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ হইল ।৬০-৬১

* নিরাকৃতাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† সেনানু পশ্চাৎ কুৰ্বন্তি যে তে সেনানুকারিণঃ । সেনাপ্রমা-
সেনাপ্রগামিনঃ । শলানুকারিণঃ, শেনানুকারিণঃ ইত্যাদয়ঃ পাঠান্তরাঃ ।

বিচ্ছিন্নজজ্বাস্তপরে পেতুরূৰ্ব্যাং মহাস্থরাঃ । ৬১

একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদেব্যা দ্বিধাকৃতাঃ ॥

ছিন্নেহপি চাত্তে শিরসি পতিতাঃ পুনরুখিতাঃ ॥ ৬২

কবন্ধা যুযুধেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ ।

ননৃতশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূৰ্যলয়াশ্রিতাঃ * ॥ ৬৩

অপরে তু (অপর কোন কোন) মহাস্থরাঃ (মহাস্থর) বিচ্ছিন্ন-জজ্বাঃ (ছিন্নজজ্বা হইয়া) কে-চিৎ (কেহ কেহ) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) দ্বি-ধা (দ্বিখণ্ডিত) কৃতাঃ (হইয়া) এক-বাহু-ক্ষি-চরণাঃ (একবাহু, একচক্ষু বা একপদ হইয়া) উৰ্ব্যাং (পৃথিবীতে) পেতুঃ (পতিত হইল) । অস্তে চ (অপর কেহ কেহ) শিরসি (শিরে) ছিন্নে অপি (ছিন্ন হইলেও) পতিতাঃ (পতিত হইয়া) পুনঃ উখিতাঃ (পুনরায় উখিত হইল) ॥ ৬১-৬২

কবন্ধাঃ (কোন কোন ছিন্নশির অস্থর) গৃহীত-পরম-আয়ুধাঃ (শ্রেষ্ঠ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া) দেব্যা (দেবীর সঙ্গে) যুযুধুঃ (যুদ্ধ করিল) । অপরে

অপর কতকগুলি মহাস্থর দেবীকর্তৃক ছিন্ন-জজ্ব হইয়া এবং অন্য কেহ কেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া একবাহু, একচক্ষু বা একপদে ভূপতিত হইল । অপর কোন কোন অস্থরের মস্তক ছিন্ন হইলেও তাহারা পতিত হইয়া পুনরায় উখিত হইল । ৬১-৬২

কতকগুলি অস্থরের শির ছিন্ন হইলেও তাহারা উক্তম অস্ত্র গ্রহণপূর্বক দুর্গাদেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । অন্য কতকগুলি ছিন্নমস্তক অস্থর সেই যুদ্ধস্থলে বাজের তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল । ৬৩

* তূৰ্যলয়াশ্রিতাঃ ইতি বা পাঠঃ।

কবন্ধাশ্চিন্নশিরসঃ খড়্গশক্ত্যষ্টিপাণয়ঃ ।

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্তো মহাসুরাঃ ॥ ৬৪

পাতিতৈ রথনাগাশ্চৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা ।

অগম্যা সাহভবন্তত্র যত্রাভূং স মহারণঃ ॥ ৬৫

চ (এবং) অপর ছিন্নমস্তক অশ্বরগণ (তুর্গ-লগ্ন-আগ্নিতাঃ (বাচনরাসুমাংসে)
তত্র (সেই) যুদ্ধে (সংগ্রামে) ননুভূঃ (নৃত্য করিতে লাগিল) ॥ ৬৩

ছিন্ন-শিরসঃ (ছিন্নশির) কবন্ধাঃ (কবন্ধগণ) খড়্গ-শক্তি ষষ্টি-পাণয়ঃ
(খড়্গ, শক্তি ও ষষ্টি হস্তে) [চ=এবং] অন্তো (অন্তান্ত) মহাসুরাঃ
(মহাসুরগণ) দেবীম্ (দেবীকে) তিষ্ঠ তিষ্ঠ (দাঁড়াও, দাঁড়াও) ইতি
(এইরূপ) ভাষন্তঃ (বলিতে বলিতে) [যুযুধুঃ=যুদ্ধ করিল] ॥ ৬৪

যত্র (যথায়) সঃ (সেই) মহারণঃ (মহাযুদ্ধ) অভূং (হইয়াছিল)
তত্র (তথায়) সা (সেই) বসুন্ধরা (পৃথিবী) পাতিতৈঃ (‘[যুদ্ধে]
নিপতিত) রথ-নাগ-অশ্বৈঃ (রথ, হস্তী ও অশ্ব) অসুরৈঃ চ (ও অশ্বর-
গণের [রূপের] দ্বারা) অগম্যা (অগম্য) অভবং (হইল) ॥ ৬৫

ছিন্নশির কবন্ধগণ খড়্গ, শক্তি, ষষ্টি হস্তে এবং অন্তান্ত
মহাসুর তুর্গাদেবীকে ‘দাঁড়াও দাঁড়াও’ বলিতে বলিতে
যুদ্ধে অগ্রসর হইল । ৬৪

যেখানে সেই মহাযুদ্ধ হইতেছিল পৃথিবীর সেইস্থান
পতিত রথ, হস্তী, অশ্ব ও অশ্বরগণের রূপে অগম্য
হইল । ৬৫

শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সত্ত্বস্তত্র বিস্ক্রবুঃ ।

মধ্যে চাস্তবসৈন্ত্যস্ত বারণাস্তরবাজিনাম্ ॥ ৬৬

ক্ষণেন তন্মহাসৈন্ত্যমসুরাণাং তথাম্বিকা ।

নিষ্ঠে ক্ষয়ং যথা বহিস্তৃণদারুমহাচয়ম্ ॥ ৬৭

স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধৃতকেশরঃ ।

শরীরেভ্যোহমরারীণামস্ট্রনিব বিচিঘতি ॥ ৬৮

তত্র চ (এবং তদা) অস্ত্র-সৈন্ত্যস্ত মধ্যে (অস্ত্র-সৈন্ত্যসমূহের মধ্যে)
বারণ-অস্ত্র-বাজিনাম্ (হস্তী, অস্ত্র ও অশ্বসমূহের) শোণিত-ঔঘাঃ
(রক্ত-প্রস্রোত) সমূহ) সত্ত্বঃ (তৎক্ষণাৎ) মহানদ্যঃ (মহানদী-সকলের
তায়) বিস্ক্রবুঃ (প্রবাহিত হইল) ॥ ৬৬

যথা (যেরূপ) বহিঃ (অগ্নি) তৃণ-দারু-মহাচয়ম্ (তৃণ ও কাষ্ঠের বৃহৎ
স্থলকে) [ক্ষয়ং নশতি = ক্ষয় করে] তথা (সেইরূপ) অম্বিকা (দেবী)
অসুরাণাং (অসুরগণের) তৎ (সেই) মহাসৈন্ত্যম্ (বিশাল সৈন্ত্যকে) ক্ষণেন
(মুহূর্ত্তমধ্যে) ক্ষয়ং (নিনাশ) নিষ্ঠে (করিলেন) ॥ ৬৭

সঃ চ (এবং সেই) সিংহঃ ([দেবীবাহন] সিংহ) ধৃত-কেশরঃ (কেশর
কম্পিত করিয়া) মহানাদম্ (মহা গর্জন) উৎসৃজন্ (ত্যাগ করিয়া) অমর-
ারীণাম্ (দেবশত্রুগণের, অসুরগণের) শরীরেভ্যঃ (শরীরসমূহ হইতে)

যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রসৈন্ত্যগণের মধ্যে হস্তী, অশ্ব ও অস্ত্র-
সমূহের রক্তধারাসকল বৃহৎ নদীসমূহের তায় প্রবাহিত
হইল । ৬৬

অগ্নি যেরূপ তৃণস্থপ ও কাষ্ঠবাণিকে ভস্মীভূত করে,
সেইরূপ দুর্গাদেবী বিশাল অস্ত্রসৈন্ত্য ক্ষণকালমধ্যে ক্ষয়
করিলেন । ৬৭

এবং সিংহও কম্পিতকেশরে ভীষণ গর্জন করিয়া যেন

দেব্যা গণৈশ্চ সৈন্ত্যত্র কৃতং যুদ্ধং তথাস্থরৈঃ ।*

বথৈষাং তুত্বযুর্দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে

দেবীমাহাত্ম্যে মহিষাসুরসৈন্যবধে

নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অহন্ (প্রাণসমূহ) বিচ্যতি ইব (= বিচিনোতি ইব, যেন চয়ন করিতে লাগিল) ॥ ৬৮

তত্র (তথ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে) দেবাঃ (দেবীরা) সৈঃ (সেই সকল) গণৈঃ (সৈন্ত্যগণ কতৃকও) অস্থরৈঃ (অস্থরগণের সহিত) তথা (এইরূপ) যুদ্ধং (যুদ্ধ) কৃতং (কৃত হইল) যথা (যাহাতে) এবাং (ইহাদের [দেবী-সৈন্ত্যগণের] উপর) দিবি (স্বর্গে) পুষ্প-বৃষ্টি-মুচো (পুষ্প-বৃষ্টিকারী) দেবাঃ (দেবগণ) তুত্বযুঃ (সন্তুষ্ট হইলেন) ॥ ৬৯

অস্থরগণের দেহ হইতে প্রাণসমূহ টানিয়া বাহির করিতে লাগিল । ৬৮

যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীরা সেই সৈন্ত্যগণ ও অস্থরগণের সহিত এইরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল যে স্বর্গের দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া তাহাদের উপর সন্তোষ প্রকাশ করিলেন । ৬৯

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মন্বন্তর অধিকার-
কালে দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে মহিষাসুরসৈন্যবধ
'নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

*. মহাশ্বরৈঃ ইতি বা ।

মধ্যম-চরিত্র তৃতীয় অধ্যায়

ধ্যান

উদভানুসহস্রকান্তিমরুণকৌমাং শিরোমালিকাং
 রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিজ্ঞামভীতিং বরাম্ ।
 হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্বজ্রারবিন্দশ্রিয়ং
 দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সুমন্দস্মিতাম্ ॥

উদভং-ভানু-সহস্র-কান্তি- (নহস্র উদীয়মান রবিতুলা রক্তবর্ণা) অরুণ-
 কৌমাং (রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র-পরিহিতা) শিরঃ-মালিকাং (গলে নরমুণ্ডের
 মালাধারিণী) রক্ত-অ্যালিপ্ত-পয়োধরাং (ঐহার স্তনযুগল রক্ত রঞ্জিত)
 জপবটীং (জপমালা) বিজ্ঞাম্ (বিজ্ঞা) অভীতিং (অভয়মুদ্রা) বরাম্
 (ও বরমুদ্রা) হস্ত-অব্জৈঃ (চারি হস্ত-কমলে) দধতীং (ধারিণী) ত্রি-
 নেত্র-বিলসৎ-বজ্র-অরবিন্দ-শ্রিয়ং (ঐহার মুখমণ্ডল ত্রিনেত্রশোভিত ও
 পদ্মতুলা স্বন্দর) বদ্ধ-হিমাংশু-রত্নমুকুটাং (ঐহার মুকুটে চন্দ্র রত্নরূপে
 আবদ্ধ) সুমন্দস্মিতাম্ (নৃদুহাস্তমুখী) দেবীং (দেবীকে) [অহং=আমি]
 বন্দে (বন্দনা করি) ॥

যিনি সহস্র উদীয়মান রবিতুলা রক্তবর্ণা, রক্তবর্ণ-কৌষেয়-
 বস্ত্রপরিহিতা, নৃমুণ্ডমালিনী এবং চারি হস্ত-পদে অক্ষমালা,
 বিজ্ঞা, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রাধারিণী, ঐহার স্তনযুগল রক্ত-
 রঞ্জিত, ঐহারে মুখমণ্ডল ত্রিনেত্র শোভিত এবং কমলবৎ
 স্বন্দর, ঐহার মুকুটে চন্দ্র রত্নরূপে নিবদ্ধ সেই ঈশ্বরহাস্তমুখী
 দেবীকে আমি বন্দনা করি ।

তৃতীয় অধ্যায়—মহিষাসুরবধ

ঋষিরূবাচ । ১

নিহন্ত্যমানং তং সৈন্যমবলোক্য মহাসুরবঃ ।

সেনানীশ্চিহ্নরঃ কোপাদ্ যযৌ যোদ্ধু মথাম্বিকাম্ ॥

স দেবীং শরবর্ষণে বর্ষ সমরেহসুরঃ ।

যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষণে তোয়দঃ ॥ ৩

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—অথ (অনন্তর) সেনানীঃ (সেনাপতি) মহাসুরঃ (মহাদৈত্য) চিহ্নবঃ (চিহ্নর) তং (সেই) সৈন্যম্ (সৈন্যসমূহ) নিহন্ত্যমানম্ ([দেবী কতৃক] নিহত হইতেছে) অবলোক্য (দেখিয়া) কোপাৎ (কোপে, ক্রোধে) অম্বিকাম্ (অম্বিকার সহিত যোদ্ধুং (যুদ্ধ করিতে) যযৌ (গমন করিল) ॥ ১-২

যথা (যেৰূপ) তোয়-দঃ (জলদ, মেঘ) তোয়-বর্ষণে (বারিবার্ষিক দ্বারা) মেরু-গিরেঃ (সুমেরু পর্বতের) শৃঙ্গং (শিখরদেশ) [আচ্ছাদ্যতি= আচ্ছন্ন করে] [তথা=সেইরূপ] সঃ (সেই) অসুরঃ (অসুর, চিহ্নর) সমরে (যুদ্ধে) দেবীং (দেবীকে) শর-বর্ষণে (বাণবৃষ্টি দ্বারা) বর্ষ (আচ্ছন্ন করিল) ॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—অনন্তর দৈত্য-সেনাপতি চিহ্নর নামক মহাসুর অসুরসৈন্যসমূহকে দেবী কতৃক নিহত হইতে দেখিয়া ক্রোধে অম্বিকার সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল । ১-২

জলদ যেমন জলবর্ষণ দ্বারা সুমেরু পর্বতের শিখরদেশ

তস্ত ছিত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্ ।

জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারকৈব বাজিনাম্ ॥ ৪

চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সন্তো ধ্বজকাতিসমুচ্ছিতম্ ।

বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধ্বানমাশুগৈঃ ॥ ৫

ততঃ (অনন্তর) দেবী (দেবী, অধিকা) তস্ত (তাহার, চিহ্নের) শর-উৎকরান্ (বাণসমূহ) লীলয়া এব (অনায়াসেই) ছিত্বা (ছেদন করিয়া) তুরগান্ (তুরগসমূহকে, অশ্বসকলকে) চ (এবং) বাজিনাম্ (অশ্বসকলের) যন্তারান্ এব (চালকগণকে) বাণৈঃ (বাণসমূহ দ্বারা) জঘান (বধ করিলেন) ॥ ৪

চ (এবং) [দেবী] সন্তোঃ (তৎক্ষণাৎ) ধনুঃ ([চিহ্নের] ধনু) চ (এবং) অতি-সমুচ্ছিতম্ (অত্যন্ত) ধ্বজং (ধ্বজা, পতাকা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) চ (এবং) ছিন্ন-ধ্বানম্ (ছিন্নধনু [চিহ্ন]-কে) গাত্রেষু এব (দেহের নান্যস্থানে) আশু-গৈঃ (ক্ষিপ্ৰগামী [বাণ-] সকল দ্বারা) বিব্যাধ (বিদ্ধ করিলেন) ॥ ৫

আচ্ছন্ন করে' তদ্রূপ সেই চিহ্নরাস্বর যুদ্ধে দেবীকে শরবৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন করিল । ৩

অনন্তর দেবী চিহ্নের বাণসমূহ স্বীয় বাণের দ্বারা ছিন্ন করিয়া অশ্বগুলি ও তাহাদের চালকগণকেও বাণাঘাতে বধ করিলেন । ৪

এবং তৎক্ষণাৎ তাহার ধনু ও অত্যুচ্চ রথ-ধ্বজা ছেদন-পূর্বক ছিন্নধনু চিহ্নের সর্বত্র বাণবিদ্ধ করিলেন । ৫

১ মেঘমণ্ডল স্তম্ভের পর্বতের অধোদেশে বিদ্যমান থাকিলেও পর্বতের পাদদেশ হইতে অমূল্য শিখর বর্ষাবৃত বলিয়া প্রতীত হয় ।

স চিহ্নধ্বা বিরথো হতান্বো হতসারথিঃ ।

অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গাচর্মধরোহস্বরঃ ॥ ৬

সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্ধনি ।

আজঘান ভুজে সব্যো দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥ ৭

তস্তাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন ।

ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদক্ৰণলোচনঃ ॥ ৮

সঃ (সেই) অস্বরঃ (অস্বর, চিহ্নর) চিহ্ন-ধ্বা (ছিহ্নধম্ব) বিরথঃ (বথশূন্য) হত-অন্বঃ (অন্বহীন) হত-সারথিঃ (সারথিবিহীন হইয়া) খড়্গা-চর্ম-ধরঃ (খড়্গা ও ঢাল ধারণপূর্বক) তাং (সেই) দেবীং (দেবীর দিকে) অভ্যধাবত (ধাবিত হইল) ॥ ৬

অতি বেগবান্ (কিপ্রগতি, অস্বর) তীক্ষ্ণ-ধারেণ (শাণ্ডিত) খড়্গেন (খড়্গা দ্বারা) সিংহম্ (সিংহকে) মূর্ধনি (মস্তকে) আহত্য (আহত করিয়া) দেবীম্ অপি (দেবীকেও) সব্যো (বাম) ভুজে (হস্তে) আজঘান (আঘাত করিল) ॥ ৭

নৃপ-নন্দন (হে রাজা, হে স্বরথ), খড়্গাঃ (খড়্গা) তস্তাঃ (ঐহার, দেবীর) ভুজঃ (হস্তে) প্রাপ্য (লাগিয়া) পফাল (ভগ্ন হইল)। ততঃ (অনন্তর) সঃ (সে, অস্বর) কোপাৎ (কোপে, ক্রোধে) অক্ৰণ-লোচনঃ (রক্তচক্ষু হইয়া) শূলং (শূল) জগ্রাহ (গ্রহণ করিল) ॥ ৮

সেই অস্বর চিহ্নধম্ব, বথশূন্য, অন্বহীন ও সারথি-বিহীন হইয়া খড়্গা ও ঢাল ধারণপূর্বক দেবীর দিকে ধাবিত হইল ॥ ৬

অতি বেগবান অস্বর তীক্ষ্ণধার খড়্গা দ্বারা সিংহকে মস্তকে আহত করিয়া দেবীরও বাম হস্তে আঘাত করিল ॥ ৭

হে স্বরথ, খড়্গা দেবীর হস্তে লাগিয়া ভগ্ন হইল। তখন সেই অস্বর ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া শূল গ্রহণ করিল ॥ ৮

চিক্ষেপ চ ততস্তত্ত্ব ভদ্রকাল্যাং মহাস্বরঃ ।

জাজ্জল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরঃ ॥৯

দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত ।

তচ্ছূলং শতধা তেন নীতং স চ মহাস্বরঃ ॥১০

হতে তস্মিন্ মহাবীর্যে মহিবস্ত্র চম্পতো ।

আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দনঃ ॥ ১১

ভূতঃ (অনন্তর) মহাস্বরঃ (মহাস্বর চিকুর) সম্বরঃ (অথর হইতে, আকাশ হইতে, আকাশস্থ) রবি-বিম্বম্-ইব (সূর্যবিষয়ের স্তায়) তেজোভিঃ (দীপ্তিপ্রাপ্তি দ্বারা) জাজ্জল্যমানং (দেদীপমান) তৎ তু (তাহাকেও, শূলকেও) ভদ্রকাল্যাং (ভদ্রকালীর প্রতি) চিক্ষেপ চ (নিক্ষেপ করিল) ॥ ৯

দেবী (দেবী, অধিকা) তৎ (সেই) শূলং (শূলকে) আপতৎ (পতিত হইতে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) শূলম্ (শূল) অমুঞ্চত (নিক্ষেপ করিলেন) । তেন (তাহার দ্বারা, দেবীর শূলের দ্বারা) তৎ (সেই) শূলং (শূল) শতধা (শতধাও) নীতং (আশু হইল) সঃ চ (ও সেই) মহাস্বরঃ (মহাস্বর, চিকুরও [শতধা নীতঃ = শতভাগে বিভক্ত হইল]) ॥ ১০

তস্মিন্ (সেই) মহাবীর্যে (মহাবীর) মহিবস্ত্র (মহিষাসুরের) চম্পতো (সেনাপতি, চিকুর) হতে (নিহত হইলে) ত্রিদশ-অর্দনঃ (অমর-পীড়ক) চামরঃ (চামরাস্বর) গজ-আরূঢ়ঃ (গজ-আরোহণে) আজগাম (আসিল) ॥ ১১

অনন্তর মহাস্বর চিকুর আকাশস্থ সূর্যবিষয়ের স্তায় উজ্জল সেই শূলটি ভদ্রকালীর প্রতি নিক্ষেপ করিল ১০

দেবী সেই শূল আসিতে দেখিয়া স্বীয় শূল নিক্ষেপ করিলেন । দেবীর শূলে ঐ শূল এবং অশ্বরও শতধা বিভক্ত হইল ১০

মহিষাসুরের সেনাপতি মহাবীর চিকুর নিহত হইলে দ্রোণচর চামরাস্বর গজারোহণে আগমন করিল ১১

১ ভদ্রা (মঙ্গলা) কালী (চণ্ডিকা) ।

সোহপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্ ।

হুকারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিপ্প্রভাম্ ॥১২

ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমম্বিতঃ ।

চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥১৩

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুস্তান্তরস্থিতঃ ।*

বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা ॥১৪

অথ (অনন্তর) সঃ অপি (সেও, চামরও) দেব্যাঃ (দেবীর প্রতি) শক্তিং (শক্তি-অস্ত্র) মুমোচ (নিক্ষেপ করিল) । অম্বিকা (দেবী) দ্রুতম্ (দ্রুত) হুকারা-অভিহতাং (হুকারশব্দে প্রতিহত) নিপ্প্রভাম্ (প্রভাশূন্য, তেজোহীন) তাম্ (তাহাকে, শক্তিকে) ভূমৌ (ভূমিতে) পাতয়ামাস (পাতিত করিলেন) ॥ ১২

শক্তিং (শক্তিকে) ভগ্নাং (ভগ্ন) নিপতিতাং (ভূপাতিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) চামরঃ (চামরাস্বরও) ক্রোধ-সমম্বিতঃ (ক্রোধাবিত হইয়া) শূলং (শূল) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিল) । সা (তিনি, দেবী) বাণৈঃ (বাদ্যে, দ্বারা) তৎ অপি (তাহাও) অচ্ছিনৎ (ভিন্ন করিলেন) ॥ ১৩

ততঃ (অনন্তর) সিংহঃ (সিংহ) সমুৎপত্য (লক্ষ প্রদান করিয়া) গজ-কুস্ত-অন্তর-স্থিতঃ (হস্তীর মস্তকোপরি গোলাকার মাংসপিণ্ডরূপে)

অনন্তর চামরাস্বরও দেবীর প্রতি শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিল । দেবী তৎক্ষণাৎ তাহা হুকারনাদে প্রতিহত ও নিপ্প্রভ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ১২

শক্তি-অস্ত্র ভগ্ন ও ভূপতিত দেখিয়া চামরাস্বরও ক্রোধাবিত হইয়া শূল নিক্ষেপ করিল । দেবী তাহাও বাদ্যে ছেদন করিলেন ॥ ১৩

অনন্তর সিংহ লক্ষপ্রদানপূর্বক হস্তীর মস্তকোপরি

* গজকুস্তান্তরে স্থিতঃ ইতি বা

যুধ্যমানো ততন্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীঙ্গতো ।

যুযুধাতেহতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ ॥১৫

ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা ।

করপ্রহারৈণ শিরশ্চামরস্ত পৃথক্ কৃতম্ ॥১৬

মধ্যে অবস্থিত হইয়া) তেন (সেই) ত্রিদশ-অরিণা (দেবদ্রোহীর সহিত, চামরের সহিত) বাহযুদ্ধেন (বাহযুদ্ধ দ্বারা) উচ্চৈঃ (অচণ্ডভাবে) যুযুধে (যুদ্ধ করিল) ॥ ১৪

ততঃ (অনন্তর) তৌ (উভয়েই) যুধ্যমানৌ (যুদ্ধ করিতে করিতে) তগ্নাৎ (সেই) নাগাৎ (হস্তী হইতে) মহীং (ভূতলে) গতৌ (নামিয়া) অতি-সংরব্ধৌ (অতি ক্রুদ্ধ হইয়া) অতিদারুণৈঃ (অতি-ভীষণ) প্রহারৈঃ (প্রহারের দ্বারা) যুযুধাতে (যুদ্ধ করিতে লাগিল) ॥ ১৫

ততঃ (তখন) বেগাৎ (অতি বেগে) খম্ (আকাশে) উৎপত্য (উঠিয়া) নিপত্য চ (ও [আবার] নামিয়া) মৃগ-অরিণা (মৃগশত্রু দ্বারা, সিংহ কর্তৃক) কর-প্রহারেণ (চপেটাঘাতে) চামরস্ত (চামরাস্ত্রের) শিরঃ (মস্তক) পৃথক্ (ছিন্ন) কৃতম্ (করা হইল) ॥ ১৬

কুস্তধয়ের মধ্যে অবস্থিত হইয়া অতি ভীষণভাবে দেবশত্রু চামরের সহিত বাহযুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৪

তৎপরে যুধ্যমান সিংহ ও চামরাস্ত্র উভয়েই ভূতলে নামিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পর ভীষণ প্রহারপূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৫

তখন সিংহ আকাশে লাফাইয়া উঠিয়া ও আবার সবেগে ভূপতিত হইয়া চামরের মস্তক করাঘাতে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল ॥ ১৬

উদগ্রাশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভিহতঃ ।

দন্তমুষ্টিতলৈশ্চিব* করালশ্চ নিপাতিতঃ ॥১৭

দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চ চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্ ।

বাস্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাত্ৰ তথাক্ককম্ ॥১৮

রণে (বৃক্ষে) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) উদগ্রাঃ চ (উদগ্রাস্বরকে) শিলা-
বৃক্ষ-আদিভিঃ (প্রস্তর ও বৃক্ষাদি-প্রহার দ্বারা) হতঃ (নিহত হইল) ।
করালঃ চ (এবং করালাস্বরকে) দন্ত-মুষ্টি-তলৈঃ এব (দন্ত, মুষ্টি ও করতল
[প্রহার] দ্বারাই) নিপাতিতঃ (নিপাতিত হইল) ॥ ১৭

দেবী (দেবী অম্বিকা) ক্রুদ্ধা (ক্রোধবৃত্তা হইয়া) গদা-পাতৈঃ
(গদাঘাতে) উদ্ধতম্ (উদ্ধতাস্বরকে) চূর্ণয়ামাস (চূর্ণ করিলেন) ।
বাস্কলং চ (এবং বাস্কলাস্বরকে) ভিন্দিপালেন (হস্তক্ষেপ্য লগুড়বিশেষ
দ্বারা) তথা (এবং) বাণৈঃ (বাণের দ্বারা) তাত্ৰ (তাত্ৰাস্বরকে) অক্ককম্
[চ] (ও অক্ককাস্বরকে) [জঘান = বধ করিলেন] ॥ ১৮

বৃক্ষে দেবী প্রস্তর ও বৃক্ষাদি-প্রহারে উদগ্রাস্বরকে এবং
দন্ত, মুষ্টি ও চপেটাঘাতে করালাস্বরকে বধ করিলেন । ১৭

দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া গদাঘাতে উদ্ধতাস্বরকে, ভিন্দিপালেন
দ্বারা বাস্কলকে এবং বাণ-প্রহারে তাত্ৰাস্বর ও অক্ককাস্বরকে
চূর্ণ করিলেন । ১৮

* দন্তমুষ্টিতলৈঃ ইতি বা ।

১ হস্তক্ষেপ্য লগুড়বিশেষ ।

উগ্রাস্ত্রমুগ্রবীৰ্য্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্ ।

ত্রিনেত্রা* চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥১৯

বিড়ালস্ত্রাসিনা কায়াং পাতয়ামাস বৈ শিরঃ ।

দুর্ধরং দুর্মুখকোভৌ শরৈর্নিন্ত্রে যমক্ষয়ম্ ॥২০

এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্তে মহিষাসুরঃ ।

মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গগান্ ॥২১

ত্রি-নেত্রা (ত্রিনয়না) পরমেশ্বরী (ভগবতী) উগ্রাস্ত্রম্ (উগ্রাস্ত্র-[অস্ত্র] কে) উগ্রবীৰ্য্যঃ চ (ও উগ্রবীৰ্য্য-[অস্ত্র] কে) তথা (এবং) মহাহনুম্ এব চ (মহাহনু-[অস্ত্র] কে) ত্রিশূলেন (ত্রিশূল দ্বারা) জগান চ (বধ করিলেন) ॥ ১৯

[দেবী] বিড়ালস্ত্র (বিড়ালাসুরের) শিরঃ (মস্তক) কায়াং বৈ (শরীর হইতে) অসিনা (অসি দ্বারা) পাতয়ামাস (পাতিত করিলেন) । দুর্ধরং (দুর্ধরাসুরকে) দুর্মুখং চ (ও দুর্মুখাসুরকে) উভৌ (উভয়কে) শরৈঃ (বাণের দ্বারা) যম-ক্ষয়ম্ (যমালয়ে) নিন্ত্রে (প্রেরণ করিলেন) ॥ ২০

এবং (এইরূপে) স্বসৈন্তে (স্বীয় সৈন্ত) সংক্ষীয়মাণে (ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে) মহিষাসুরঃ তু (মহিষাসুর) মাহিষেণ (মহিষতুলা) স্বরূপেণ (আকৃতিতে) তান্ (সেই) গগান্ ([দেবীর নিঃবাসজাত] সৈন্তগণকে) ত্রাসয়ামাস (ভয় করিল) ॥ ২১

ত্রিনয়না জগদীশ্বরী ত্রিশূলাঘাতে উগ্রাস্ত্র, উগ্রবীৰ্য্য ও মহাহনু নামক মহাসুরত্ৰয়কে ও বিনাশ করিলেন ॥১৯

দেবী অসির দ্বারা বিড়ালাসুরের মস্তক শরীর হইতে পৃথক করিলেন এবং বাণের দ্বারা দুর্মুখ ও দুর্ধর নামক অস্ত্রবহনকে যমালয়ে পাঠাইলেন ॥২০

এইরূপে স্বীয় সৈন্ত বিনষ্ট হইলে মহিষাসুর মহিষাকৃতি

* ত্রিনেত্রা ইতি বা।

কাংশ্চিদুওপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্* ।

লাঙ্গুলভাডিতাংশ্চান্ শৃঙ্গাভাঞ্চ বিদারিতান্ ॥২২

বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ ।

নিঃশ্বাসপবনেনান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥২৩

কান্-চিৎ (কতকগুলিকে) ভুও-প্রহারেণ (মুখেয় আঘাতে) তথা (এবং)
অপরান্ (অপর কতকগুলিকে) খুর-ক্ষেপৈঃ (খুরাঘাতে) অস্থান্ চ (ও
অস্থান্ কতককে) লাঙ্গুলভাডিতান্ (লাঙ্গুলের দ্বারা আহত) শৃঙ্গাভ্যাং
চ (ও শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা) বিদারিতান্ (বিদীর্ণ করিল) ॥ ২২

কান্-চিৎ (কাহাদিগকে) বেগেন ([দ্রুত গতির] বেগে) অপরান্ চ
(ও অপর কাহাদিগকে) নাদেন (গর্জনদ্বারা) ভ্রমণেন ([চতুর্দিকে]
ভ্রমণ দ্বারা) অস্থান্ (অস্থান সকলকে) নিঃশ্বাস-পবনেন (নিঃশ্বাসবায়ু দ্বারা)
ভূতলে (ভূমিতে) পাতয়ামাস (পাতিত করিল) ॥ ২৩

ধারণপূর্বক দেবীর নিঃশ্বাসোৎপন্ন মৈত্রগণকে ভয় দেখাইতে
লাগিল । ২১

মহিষাসুর দেবীমৈত্রের কতকগুলিকে মুখাঘাতে, কতক-
গুলিকে খুরাঘাতে, কতকগুলিকে লাঙ্গুলের দ্বারা আহত
এবং কতকগুলিকে শৃঙ্গাঘাতে বিদীর্ণ করিল । ২২

অন্য কতকগুলিকে দ্রুতগতির দ্বারা, অপর কতকগুলিকে
গর্জন ও চতুর্দিকে ভ্রমণ দ্বারা এবং অবশিষ্টগুলিকে নিঃশ্বাস-
বায়ু দ্বারা ভূতলশায়ী করিল । ২৩

* খুরক্ষেপৈরিতি বা পাঠঃ ।

নিপাতা প্রমথানীকমভ্যধাবত সোহস্বরঃ ।

সিংহং হস্তং মহাদেব্যাঃ কোপকক্রে ততোহম্বিকা ॥২৪

সোহপি কোপান্মহাবীৰ্যঃ খুরক্ষুধমহীতলঃ ।

শৃঙ্গাভ্যাং পর্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥২৫

বেগভ্রমণবিক্ষুধা মহী তস্ত্য ব্যশীৰ্ষত ।

লাঙ্গুলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্বতঃ ॥২৬

সঃ (সেই) অস্বরঃ (মহিষাসুর) প্রমথ-অনৌকম্ (প্রমথ বা শিবানুচর-সৈন্য) নিপাতা (নিপাত্তিত করিয়া) মহাদেব্যাঃ (মহাদেবীর) সিংহং (সিংহকে, বাহনকে) হস্তং (বধ করিতে) অভ্যধাবত (ছুটিল) । ততঃ (তখন) অম্বিকা (অম্বিকা দেবী) কোপঃ (ক্রোধ) চক্রে (করিলেন) ॥ ২৪

সঃ (সেই) মহাবীৰ্যঃ অপি (মহাবীরও, অস্বরও) কোপাৎ (কোপে, ক্রোধে) খুর-ক্ষুধ-মহীতলঃ (খুর দ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করিয়া) শৃঙ্গাভ্যাং (শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা) উচ্চান্ (উচ্চ) পর্বতান্ (পর্বতসকল) চিক্ষেপ চ (নিক্ষেপ করিল) ননাদ চ (ও গর্জন করিল) ॥ ২৫

তস্ত্য (তাহার) বেগ-ভ্রমণ-বিক্ষুধা (সবেগ গমনে নিপীড়িতা হইয়া) মহী (পৃথিবী) ব্যশীৰ্ষত (বিদীর্ণ হইল) । লাঙ্গুলেন চ (ও লাঙ্গুল

মহিষাসুর দেবীর প্রমথ (শিবানুচর)-সৈন্যসমূহ সংহার-পূর্বক তাঁহার বাহন সিংহকে বিনাশ করিবার জন্ত ছুটিল ।

তখন অম্বিকা দেবী ক্রুদ্ধা হইলেন ॥২৪

মহাবল অস্বরও ক্রোধে খুরদ্বারা ভূতল বিদীর্ণ করিয়া স্বীয় শৃঙ্গদ্বয়দ্বারা উচ্চ পর্বতসকল (দেবীর প্রীতি) নিক্ষেপ-পূর্বক গর্জন করিতে লাগিল ॥ ২৫

পৃথিবী তাহার সবেগ গমনে নিপীড়িতা হইয়া বিদীর্ণ

ধূতশৃঙ্গবিভিন্নাশচ খণ্ডখণ্ডঃ* যযুর্ধনাঃ ।

স্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতূর্নভসোহচলাঃ ॥২৭

ইতি ক্রোধসমাধাতমাপতন্তুং মহাসুরম্ ।

দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোং ॥২৮

দ্বারা) আহতঃ (তাড়িত হইয়া) অবধিঃ (সমুদ্র) সর্বতঃ (সমস্ত দিক) প্রাবয়ামাস (প্রাবিত করিল) ॥ ২৬

ধনাঃ চ (ও মেঘমকল) ধূত-শৃঙ্গ-বিভিন্নাঃ (কম্পিত শৃঙ্গ দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া) খণ্ড-খণ্ডঃ (খণ্ড খণ্ড) যযুঃ (হইল) । শত-শঃ (শত শত) অচলাঃ (পর্বত) স্বাস-অনিল-অস্তাঃ (নিঃস্বাস-বায়ু দ্বারা উৎপাটিত হইয়া) নভস্যঃ (নভ হইতে, আকাশ হইতে) নিপেতুঃ (নিপাত্তিত হইল) ॥ ২৭

ইতি (উক্ত প্রকারে) ক্রোধ-সমাধাতম্ (ক্রোধোদ্দীপ্ত) মহাসুরম্ (মহাসুরকে, মহিষাসুরকে) আপতন্তুং (ক্রুত বেগে আসিতে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তদা (তখন) সা (সেই) চণ্ডিকা (চণ্ডিকাদেবী) তদ্বধায় (তাহার বধের জন্য) কোপম্ (কোপ, ক্রোধ) অকরোং (করিলেন) ॥ ২৮

হইল এবং সমুদ্র তাহার লাঙ্গুলতাড়নে উঘেলিত হইয়া সর্বস্থান প্রাবিত করিল । ২৬

তাহার কম্পিত শৃঙ্গ দ্বারা মেঘমকল বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইল এবং শত শত পর্বত নিঃস্বাসবেগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূপাতিত হইল । ২৭

এইরূপে ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত মহিষাসুরকে সবেগে আসিতে দেখিয়া তাহার বধের জন্য চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হইলেন । ২৮

* খণ্ডঃ খণ্ডম্ ইতি বা ।

১ যদুশ্যাম্ বাতি বাতোহয়ং সূৰ্যো জীত্যা চ গচ্ছতি ।

ইন্দ্রাগ্নিসত্যবশ্তুদ্বং সা দেবী চণ্ডিকা শ্রুত্যা — ভুবনেশ্বরী কহিত্য ।

স। ক্ষিপ্তা তস্ত বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্ ।

তত্যাজ মাহিষং রূপং সোহপি বন্ধো মহামুখে ॥২৯

ততঃ সিংহোহভবৎ সত্তো যাবত্তস্ত্র্যাম্বিকা শিরঃ ।

হিনস্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত ॥ ৩০

স। (তিনি, চণ্ডিকাদেবী) তস্ত (তাহার উপরে) পাশং বৈ (পাশ)
ক্ষিপ্তা (নিক্ষেপ করিয়া) তং (সেই) মহাসুরং (মহাসুরকে) ববন্ধ
(বন্ধন করিলেন) । সঃ অপি (সেও, মহিষাসুরও) মহা-মুখে (মহামুখে)
বন্ধঃ ([পাশ] বদ্ধ হইয়া) মাহিষং (মহিষ) রূপং (আকার) তত্যাজ
(ত্যাগ করিল) ॥ ২৯

ততঃ (অনন্তর) [সঃ=সে] সত্তাঃ (তৎক্ষণাৎ) সিংহঃ (সিংহ)
অভবৎ (হইল) । যাবৎ (যখন) অম্বিকা (অম্বিকা দেবী) তস্ত
([সিংহরূপী] তাহার) শিরঃ (মস্তক) হিনস্তি (ছেদন করিলেন)
তাবৎ (তখন) [সঃ=সে] খড়্গ-পাণিঃ (খড়্গধারী) পুরুষঃ (সমুদ্ররূপে)
অদৃশ্যত (দৃষ্ট হইল) ॥ ৩০

চণ্ডিকাদেবী সেই মহাসুরের উপর পাশ নিক্ষেপপূর্বক
তাহাকে বন্ধন করিলেন । সেও মহামুখে পাশবদ্ধ হইয়া
মহিষরূপে ত্যাগ করিল । ২৯

তখন সেই অসুর তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ ধারণ করিল এবং

অর্থাৎ, তাহার ভয়ে বায়ু বহে, সূর্য ভীত হইয়া গমন করে এবং ইন্দ্র, অগ্নি
ও মৃত্যু স্ব স্ব কার্য করে, সেই দেবীকে চণ্ডিকা বলে । চণ্ডিকা=ব্রহ্মশক্তি ।
(কঠোপনিষৎ, ২।৩।৩ দ্রষ্টব্য) ।

তত এবা শু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ ।

তং খড়্গচর্মণা সার্থং ততঃ সোহভূন্নহাগজঃ ॥ ৩১

করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্জ চ ।

কর্ষতস্ত করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত ॥ ৩২

ততঃ (তখন) দেবী (চণ্ডিকা) যা শু এব (শীঘ্রই) তং (সেই) পুরুষং (পুরুষকে) সায়কৈঃ (বাণের দ্বারা) খড়্গা-চর্মণা (খড়্গা ও ঢাল) সার্থং (সহ) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) । ততঃ (তখন) সঃ (সে) মহাগজঃ (বৃহৎ হস্তি [-রূপে]) অভূৎ ([পরিণত] হইল) ॥ ৩১

[মহাগজ] করেণ চ (শু শু দ্বারা) তং (সেই) মহাসিংহঃ (মহা-সিংহকে, দেবীবাহনকে) চকর্ষ (আকর্ষণ করিল) জগর্জ চ (ও গর্জন করিল) । দেবী (চণ্ডিকা) তু (কিন্তু) কর্ষতঃ (আকর্ষণকারী, হস্তীর) করং (শুওটি) খড়্গেন (খড়্গের দ্বারা) নিরকৃন্তত (কাটিয়া ফেলিলেন) ॥ ৩২

যেই অস্ত্রিকা তাহার যন্তক ছেদন করিলেন অমনি সে খড়্গাধারী পুরুষরূপে আবির্ভূত হইল । ৩০

দেবী শীঘ্রই খড়্গা ও ঢাল সহিত সেই পুরুষকে বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন । তখন সে এক বৃহৎ হস্তীর আকার ধারণ করিল । ৩১

মহাহস্তী শুওদ্বারা দেবীবাহন সিংহকে আকর্ষণপূর্বক গর্জন করিতে লাগিল । দেবী খড়্গের দ্বারা তাহার শুওটিকে আকর্ষণের সময়েই কাটিয়া ফেলিলেন । ৩২

ততো মহাস্থরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাশ্রিতঃ* ।

তথৈব ক্ৰোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩৩

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্ ।

পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসাক্রণলোচনা ॥ ৩৪

ততঃ (তৎপর) মহাস্থরঃ (মহাস্থর) ভূয়ঃ (পুনরায়) মাহিষং (মহিষ) বপুঃ (আকার) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া, আশ্রয় হইয়া) তথা এব (পূর্ববৎ) স-চর-অচরম্ (স্বাবর ও অস্রম সহ) ত্রৈলোক্যং (ত্রিভুবন) ক্ৰোভয়ামাস (বিস্কুদ্ধ করিল) ॥৩৩

ততঃ (অনন্তর) জগৎ-মাতা (জগজ্জননী) চণ্ডিকা (চণ্ডিকাদেবী) ক্রুদ্ধা (ক্ৰোধবুদ্ধ হইয়া) উত্তমম্ (উত্তম, দিবা) পানম্ (মধু, সুরা) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) পপৌ (পান করিলেন) অক্রণ-লোচনা চ এব (ও আরক্তচক্ষু হইয়া) জহাস (অটহাস্ত করিলেন) ॥৩৪

তৎপর মহাস্থর পুনরায় মহিষাকৃতি ধারণ করিয়া পূর্ববৎ স্বাবরজগন্মাতাক ত্রিভুবন বিস্কুদ্ধ করিল । ৩৩

(পুরাণান্তরমতে সেই মায়াবী যথাক্রমে মহিষ, ব্যাঘ্র; গণ্ডার, শূকর, সিংহ, খড়্গচর্মধর পুরুষ, গজ এবং পুনরায় মহিষ—এই সকল মূর্তি ধারণ করিয়াছিল ।)

অনন্তর জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া পুনঃ পুনঃ দিবা সুরাপান^১ করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে আরক্তনয়না হইয়া অটহাস্ত করিলেন । ৩৪

* বপুরাশ্রিতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

১ মহিষের শিবাবতারস্বহেতু জারমান দয়াদিবিচ্ছেদের জন্ত দেবীর মদপান । —নাগোজীভট্ট

মনৰ্দ চাস্থরঃ সোহপি বলবীৰ্যমদোদ্ধতঃ ।

বিষাণাভ্যাক্ষ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥ ৩৫

সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূৰ্ণয়ন্তী শরোংকরৈঃ ।

উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥ ৩৬

সঃ (সেই) অস্থরঃ অপি (অস্থরও) বল-বীৰ্য-মদ-উদ্ধতঃ ([দৈহিক] বল ও [মানসিক] বীৰ্যের গর্বে ক্ষীত হইয়া) মনৰ্দ (মিনাদ করিল) চ (এবং) চণ্ডিকাং প্রতি (চণ্ডিকার প্রতি) বিষাণাভ্যাক্ষ (শৃঙ্গযুগল দ্বারা) ভূধরান্ চ (পৰ্বতসকল) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিল) ॥ ৩৫

সা চ (তিনিও, দেবীও) তেন (তাহার দ্বারা, অস্থরের দ্বারা) প্রহিতান্ (নিষ্কিন্ত) তান্ (সেই সকল [পৰ্বত]) শর-উংকরৈঃ (শরসমূহ দ্বারা) চূৰ্ণয়ন্তী (চূৰ্ণ করিতে করিতে) মদউদ্ধূত-মুখ-রাগা (মদপানজনিত আরক্তিমুখ হইয়া) তং (তাহাকে, অস্থরকে) আকুল-অক্ষরম্ (অস্পষ্ট বাক্যে) উবাচ (কহিলেন) ॥ ৩৬

[চণ্ডিকাদেবী তুরীয়া হইয়াও প্রথমে সংহার-মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাতে যজ্ঞোপধা-বিভাবের আধিক্য হওয়ায় তিনি মহালক্ষ্মী মূর্তি ধারণ করিলেন। মদপানের দ্বারা মহালক্ষ্মী-রূপাংশি স্ফুটিত হইল। —গুপ্তবতী টীকা]

অস্থরও দৈহিক বল ও মানসিক শক্তির গর্বে উদ্ধত (অহঙ্কৃত) হইয়া গর্জন করিল এবং শৃঙ্গযুগল দ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পৰ্বতসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল । ৩৫

অস্থর কর্তৃক নিষ্কিন্ত পৰ্বতসকল শরদ্বারা চূৰ্ণ করিতে করিতে মদপানে অতিশয় রক্তবদনা চণ্ডিকাদেবী বিজড়িত স্বরে মহাস্থরকে বলিলেন—। ৩৬

দেবুবাচ । ৩৭

গৰ্জ্জ গৰ্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্ ।

ময়া ঋষি হতেহৈবৈব গৰ্জ্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ ॥ ৩৮

ঋষিরুবাচ । ৩৯

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সাক্ষাৎ তং মহাসুরম্ ।

পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৪০

দেবী (দেবী, চণ্ডিকা) উবাচ (কহিলেন)—মূঢ় (রে অন্ধ), অহম্ (আমি) যাবৎ (যতক্ষণ) মধু (মধু, আমব) পিবামি (পান করি) ক্ষণং (ততক্ষণ) গৰ্জ্জ (গৰ্জ্জন কর) গৰ্জ্জ (গৰ্জ্জন কর) । ময়া (আমার দ্বারা) ঋষি (তুই) হতে (নিহত হইলে) অত্র এব (এই স্থানেই) আশু (দীঘ্রই) দেবতাঃ ([ইন্দ্রাদি] দেবগণ) গৰ্জ্জিষ্যন্তি (গৰ্জ্জন করিবেন) ॥৩৭-৩৮

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—স্যা (তিনি, দেবী) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) সমুৎপত্য (লক্ষ প্রদান করিয়া) তং (সেই) মহাসুরম্ (মহাসুরের উপর) সাক্ষাৎ (চড়িয়া) এনম্ (তাহাকে) কণ্ঠে (কণ্ঠদেশে) পাদেন চ (পদদ্বারা) আক্রম্য (আক্রমণ করিয়া, নিপীড়ন করিয়া) শূলেন (শূলের দ্বারা) জতাড়য়ৎ (আঘাত করিলেন) ॥৩৯-৪০

দেবী বলিলেন,—রে মূঢ়, যতক্ষণ আমি মধু পান করি ততক্ষণ তুই গৰ্জ্জন কর । আমি তোকে বধ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ এইস্থানে দীঘ্রই আনন্দধ্বনি করিবেন । ৩৭-৩৮

মেধা ঋষি বলিলেন—চণ্ডিকাদেবী এই কথা বলিয়া লক্ষ প্রদানপূর্বক মহিষাসুরের উপর চড়িয়া তাহার কণ্ঠদেশ পদদ্বারা নিপীড়ন করিয়া তাহার বক্ষে শূলাঘাত করিলেন । ৩৯-৪০

ততঃ সোহপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ ।

অর্ধনিক্রান্ত এবাসীৎ* দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ ॥ ৪১

অর্ধনিক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাস্বরঃ ।

তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্চিহ্নাৎ নিপাতিতঃ ॥ ৪২

ততঃ (অনন্তর) সঃ (সেও, অস্বরও) তয়া (ঐহার দ্বারা, দেবীর দ্বারা) পদ-আক্রান্তঃ (পদদ্বারা আক্রান্ত হইয়া) নিজ-মুখাৎ (নিজমুখ হইতে) অর্ধ-নিক্রান্তঃ এব (অর্ধ-মাত্র বহির্গত) আসীৎ (হইল) । ততঃ (তখন) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) বীর্যেণ (বীর্য দ্বারা, উগ্রতেজে) সংবৃতঃ (সুস্তিত হইল) ॥ ৪১

অসৌ (এই) মহাস্বরঃ (মহাস্বর) অর্ধ-নিক্রান্তঃ এব (অর্ধমাত্র নির্গত হইয়াই) তয়া (সেই) দেব্যা (দেবীর সহিত) যুধ্যমানঃ (যুদ্ধ করিতে করিতে) মহা-সিনা ([দেবীর] মহাখড়্গদ্বারা) শিরঃ (মস্তক) চিহ্নাৎ (ছিদ্র হইয়া) নিপাতিতঃ (ভূপাতিত হইল) ॥ ৪২

অনন্তর মহিষাস্বরও চণ্ডিকার পদদ্বারা দৃঢ়ভাবে আক্রান্ত হইয়া নিজমুখ হইতেই অন্য মহাস্বররূপে অর্ধমাত্র বহির্গত হইল । তখন সে দেবীর উগ্রতেজে সুস্তিত হইল । ৪১

এই মহাস্বর অর্ধমাত্র নির্গত হইয়াই দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দেবীর খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্তক হইয়া ধরাশায়ী হইল । ৪২

* অর্ধনিক্রান্ত এবাসি ইতি বা পাঠঃ ।

† মহাকাল্যা নিপাতিত ইতি বা ।

ততো হাহাকৃতং সৰ্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ ।

প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ ॥ ৪৩

তুষ্ণুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ ॥

জগুর্গন্ধর্বপত্যো ননুতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মহাবলো দেবীমাহাত্ম্যে
মহিষাসুরবধো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ

ততঃ (অনন্তর) তৎ (সেই) সৰ্বং (সকল) দৈত্যসৈন্যং (অশুরসৈন্য)
হাহাকৃতং (হাহাকার করিতে করিতে) ননাশ (পলায়ন করিল) চ
(এক) সকলাঃ (সকল) দেবতাগণাঃ (দেবতাগণ) পরং (অতিশয়)
প্রহর্ষং (প্রকৃষ্ট আনন্দ) জগ্মুঃ (প্রাপ্ত হইলেন) ॥৪৩

সুরাঃ ([ইন্দ্রাদি] দেবগণ) দিব্যৈঃ (দিব্য, স্বর্গস্থিত) মহা-ঋষিভিঃ
সহ ([নারদাদি] মহাঋষিগণের সহিত) তাং (সেই) দেবীং (দেবীকে)
তুষ্ণুভূঃ (স্তব করিলেন), গন্ধর্ব-পত্যঃ ([বিদ্যাবসু আদি] গন্ধর্ব-
পতিগণ) জগুঃ (গান করিল) চ অপ্সরোগণাঃ (ও [উর্বশী প্রভৃতি]
অপ্সরাগণ) ননুতুঃ (নৃত্য করিল) ॥৪৪

তখন সেইসকল অশুরসৈন্য হাহাকার করিতে করিতে
পলায়ন করিল এবং দেবতাগণ অতিশয় আনন্দিত
হইলেন । ৪৩

ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গস্থিত নারদাদি ঋষিগণের সহিত দেবীর
স্তব করিলেন । বিদ্যাবসু আদি গন্ধর্বপতিগণ গান করিল
এবং উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ দেবীবিজয়ে নৃত্য করিল । ৪৪

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মহুর অধিকার-
কালে দেবীমাহাত্ম্যাহ্বাদে মহিষাসুরবধ নামক
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

মধ্যম-চরিত্র চতুর্থ অধ্যায়

ধ্যান

কালাত্রাভাং কটাক্ষরিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি কঠৈরকুদ্বহস্তীং

ত্রিনেত্রীং ।

সিংহস্কন্ধাধিকৃতাং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যানেদুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশগণবৃতাং সেবিতাং

সিদ্ধসম্ভৈঃ ॥

কালাত্র-আভাং (স্বর্ণ-বর্ণা) কটাক্ষঃ (কঠোর অক্লিন্বেষণ দ্বারা)
অরি কুল-ভয়-দাং (শত্রুসমূহকে ভয়দায়িনী), মৌলি-বন্ধ-ইন্দু-রেখাং
(কপালে চক্রকলাশোভিতা), শঙ্খং (শঙ্খ) চক্রং (চক্র), কৃপাণং
(বজ্র) ত্রিশিখম-অপি (ত্রিশূলও) কঠৈঃ (চারি হস্তে) উদ্বহস্তীং
(ধারণকারিণী), ত্রি-নেত্রীং (নয়নত্রয়যুক্তা), সিংহ-স্কন্ধ-অধিকৃতাম্
(সিংহোপরি অধিষ্ঠিতা), অখিলং (সমগ্র) ত্রি-ভুবনং (ত্রিভূগণ) তেজসা
(জ্যোতিঃ দ্বারা) পূরয়ন্তীং (পূর্ণকারিণী), ত্রি-দশ-গণ-বৃতাং (দেবগণ-
বেষ্টিতা) সিদ্ধ-সম্ভৈঃ (সিদ্ধগণ কর্তৃক) সেবিতাং (সেবিতা) জয়া-
খ্যাং (জয়ানাদী) দুর্গাং (দুর্গাকে) ধ্যানেং (ধ্যান করিবে) ।

হেমবর্ণা, কটাক্ষে শত্রুকুলত্রাসিনী, কপালে চক্রকলা-
শোভিতা, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, বজ্র ও ত্রিশূল-ধারিণী,
ত্রিনয়না, সিংহোপরি সংস্থিতা, সমগ্র ত্রিভুবন স্বীয় তেজে
পূর্ণকারিণী, দেবগণ-পরিবৃত্তা, সিদ্ধসম্ভ-সেবিতা জয়াখ্যা
দুর্গার ধ্যান করিবে ।

চতুর্থ অধ্যায়—শক্রাদিকৃত দেবীস্তুতি

ঋষিরুবাচ । ১

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেহতিবীর্যে
তস্মিন্ হুরাঅনি সুরারিবলে চ দেব্যাঃ* ।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদগমচারুদেহাঃ ॥ ২

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (কহিলেন)—অতিবীর্যে (অতি পরাক্রমশালী) তস্মিন্ (সেই) হুরাঅনি (হুরাঅা, মহিষাসুর) সুর-অরি-বলে চ (এবং দেবরিপু [অসুর] সৈন্য) দেব্যা (দেবী [মহালক্ষ্মী] কর্তৃক) নিহতে (নিহত হইলে) শক্র-আদয়ঃ (ইন্দ্রাদি) সুরগণাঃ (দেবতাপণ) প্রণতি-নম্র-শিরোধর-অংসাঃ (প্রণতি দ্বারা শিরোধর [গ্রীবা] ও অংস [শৃঙ্গ] অবনত করিয়া) প্রহর্ষ-পুলক-উদ্যম-চারু-দেহাঃ (আনন্দজনিত রোমাঞ্চসঞ্চার দ্বারা রমণীয়দেহ হইয়া) বাগ্ভিঃ (চতুর্বিধ বাক্যে) তাং (তাঁহাকে, দেবীকে) তুষ্টুবুঃ (স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ১-২

মেধা ঋষি বলিলেন—অতিবলশালী হুরাঅা সেই মহিষাসুর ও অসুরসৈন্যসকল দেবী কর্তৃক নিহত হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ গ্রীবা ও শৃঙ্গ আনত করিয়া তাঁহাকে

* দেব্যাঃ ইতি বা পাঠঃ

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাশ্বশক্ত্যা

নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা ।

তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং

ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ ॥ ৩

নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তি-সমূহ-মূর্ত্যা (নিগিল দেবগণের শক্তিসমূহের ঘনীভূত মূর্তি) যয়া (যে) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) আশ্ব-শক্ত্যা (স্বীয় মায়ামাশক্তি প্রভাবে) ইদং (এই) জগৎ (বিশ্ব) ততম্ (ব্যাপ্ত) অখিল-দেব-মহর্ষি-পূজ্যাং (সকল দেবতা ও মহর্ষিগণের আরাধা) তাম্ (সেই) অম্বিকাম্ (অধিকাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) [বয়ং=আমরা] নতাঃ স্ম (প্রণাম করি) । সা (তিনি) নঃ (আমাদের) শুভানি (সকল-প্রকার মঙ্গল) বিদধাতু (বিধান করুন) ॥ ৩

প্রণামপূর্বক আনন্দ-পুলকিত-চাকুদেহে চতুর্বিধ বাক্যে
তীহার স্তব করিতে লাগিলেন । ১-২

ইঙ্গপ্রমুখ দেবতাগণের শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূত মূর্তি যে
দেবী স্বীয় মায়ামাশক্তির প্রভাবে এই সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত
হইয়া রহিয়াছেন, সমস্ত দেব ও ঋষিগণের আরাধা সেই
অধিকাকে আমরা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি । তিনি
আমাদের সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করুন । ৩

১ (ক) বৈখরী শব্দনিষ্পত্তির্মধ্যমা প্রতিগোচরা ।

ছোতিতার্থা চ পশ্চস্তী হুম্মা চাপানপায়িনী ।

অর্থাৎ বাক্ চারি প্রকার—ঘটাদি অর্থরূপা বৈখরী, শ্রোত্রগ্রাহা মধ্য-
জ্ঞানরূপা পশ্চস্তী ও ব্রহ্মরূপা হুম্মা ।

(খ) অথবা জাতি-শব্দ, গুণ-শব্দ, ক্রিয়া-শব্দ ও ত্রব্য-শব্দ—এই চতুর্বিধ
বাক্য ।

যশ্চাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
 ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ ।
 সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
 নাশায় চাস্বরভয়স্ত* মতিং করোতু ॥ ৪
 যা ত্রীঃ স্বয়ং সূকৃতিনাং ভবনেশ্বলক্ষ্মীঃ
 পাপাশ্বনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ ।

যশ্চাঃ (বীহার) অতুলং (অনুপম) প্রভাবম্ (প্রভাব, তেজ) বলা
 চ (ও শক্তি) ভগবান্ (সর্বৈবংশালী) অনন্তঃ (সহস্রবদন, বিষ্ণু) ব্রহ্মা
 (সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা) হরঃ চ (ও শিব) বক্তুম্ (বর্ণনা করিতে) ন হি
 অলং (সমর্থ নহেন), সা (সেই) চণ্ডিকা (চণ্ডিকাসেবী) অখিল-জগৎ-
 পরিপালনায় (সমগ্র বিশ্ব রক্ষণের জন্য) চ অস্বর-ভয়স্ত (ও অস্বর-ভীতি)
 নাশায় (বিনাশের জন্য) মতিং (ইচ্ছা) করোতু (করুন) ॥ ৪

যা (যিনি) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) সূ-কৃতিনাং (পুণ্যবান্গণের) ভবনেষু
 (গৃহসকলে) ত্রীঃ (লক্ষ্মীরূপা, সম্পদ্রূপা,) পাপ-আশ্বনাং (পাপিগণের)
 [গৃহে] অলক্ষ্মীঃ (অলক্ষ্মীরূপা), কৃত-ধিয়াং (শুভবুদ্ধি- [চিন্তা] গণের)

ভগবান্ সহস্রবদন^১ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব বীহার অনুপম
 প্রভাব ও শক্তি বর্ণনা করিতে অক্ষম, সেই চণ্ডিকা সমগ্র
 বিশ্ব-পরিপালনের নিমিত্ত এবং আমাদের অস্বরভীতি-
 বিনাশের জন্য ইচ্ছা করুন ৪

যিনি স্বয়ং পুণ্যবান্দিগের গৃহে লক্ষ্মীরূপা এবং পাপিগণের

* চাণ্ডভয়স্ত ইতি বা পাঠঃ ।

১ বেদে বিষ্ণুকে সহস্রশীর্ষ, সহস্রনয়ন ও সহস্রগদ এবং ভাগবতে
 ইঁহাকে সহস্রভুজ বলা হইরাছে ।

শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্ত লজ্জা

তাং স্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥ ৫

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ

কিঞ্চাতিবীৰ্যমস্মুরক্ষয়কারি ভূরি ।

কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি* যানি

সর্বেষু দেব্যস্মুরদেবগণাদিকেষু ॥ ৬

হৃদয়ে (হৃদয়ে) বুদ্ধিঃ ([বর্গলাভ ও মুক্তিসাধনের] সংপ্রস্তুতিরূপা)
সতাং (সজ্জনগণের) শ্রদ্ধা (আন্তরিক্য-বুদ্ধিরূপা), কুল-জন-প্রভবস্ত
(সম্বংশজাত ব্যক্তিগণের) লজ্জা (অসৎ কর্ম ও অসৎ চিন্তার প্রস্তুতিহীন-
রূপা) তাং (সেই) স্বাং (আপনাকে) [বয়ম্=আমরা] নতাঃ স্ম
(প্রণাম করি) । দেবি (হে জগদম্বা) বিশ্বম্ (জগৎ) পরিপালয়
(পরিপালন করুন) ॥ ৫

দেবি (হে চণ্ডিকে), সর্বেষু (সকল) অস্মুর-দেব-গণ-আদিকেষু
(অস্মুর, দেবতা [শিবাদি], গণ [প্রমথাদি] আদি [ও ব্রহ্মর্ষি] গণের মধ্যে)
তব (আপনার) এতৎ (এই) অচিন্ত্যম্ (অচিন্তনীয়) রূপম্ (স্বরূপ) কিং
(কিরূপে) [বয়ম্=আমরা] বর্ণয়াম (বর্ণনা করিব) কিং চ (আবার)

গৃহে অলম্বীরূপা, যিনি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধিরূপা
ও সজ্জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপা এবং যিনি সম্বংশজাত
ব্যক্তিগণের লজ্জারূপা, সেই আপনাকে আমরা প্রণাম
করি । হে দেবি, আপনি এই জগৎ পরিপালন করুন । ৫

হে দেবি, দৈত্য, দেবতা, প্রমথ ও ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে
আপনার এই অনিবার্য ও অচিন্তনীয় স্বরূপ, আপনার

* তবাস্তুতানি ইতি বা ।

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈঃ*

ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা ।

সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-

মব্যাকৃতা হি † পরমা প্রকৃতিস্বমাত্মা ॥ ৭

অস্বর-করকারি (দৈতানাশকারী) ভূরি (প্রচুর) অতিবীৰ্ঘম্ (মহাশক্তি) কিং চ (কিংবা) আহ্নেহ্ (সংগ্রামে) তব (আপনার) যানি (যে-সকল) অস্তি (অসমানান্ত) চরিতানি (আচরণসমূহ) কিং বর্ণ্যাম (কিরূপে বর্ণনা করিব) ? ৬

ত্বম্ (আপনি) সমস্ত-জগতাং (সমগ্র বিশ্বের) হেতুঃ (মূল কারণ) । ত্রিগুণা অপি (ত্রিগুণময়ী হইয়াও) দোষৈঃ ([রাগদ্বৈষাদি] দোষ-যুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা) ন জ্ঞায়সে (জ্ঞাত নহেন) [চ=ও] হরি হর-আদিভিঃ অপি (বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দ্বারাও) অপারা (অজ্ঞাতা, অস্ত-রহিতা) । ইদম্ (এই) অখিলম্ ([আকীটব্রহ্ম পর্যন্ত] সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) [তব=আপনার] অংশ-ভূতম্ (অংশমাত্র, একদেশস্থিত) । হি (যেহেতু) [ত্বম্ এব=আপনিই] সর্ব-আশ্রয়া (সকলের আশ্রয়ভূতা) অব্যাকৃতা

অস্বরনাশকারী অসীম মহাবীৰ্ঘ, সংগ্রামে আপনার এই অত্যন্তুত আচরণসমূহ আমরা কিরূপে বর্ণনা করিব ? ৬

[কারণ, দেবী বাকামনাতীত ব্রহ্মস্বরূপিণী ।]

আপনি সমগ্র জগতের মূল কারণ । আপনি সত্ত্বাদি গুণময়ী হইলেও রাগদ্বৈষাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে জানিতে পারে না । আপনি বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণেরও অজ্ঞাত । ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত এই অখিল বিশ্ব আপনার

* দোষৈঃ ইতি সাধীমান পাঠঃ । † অব্যাকৃতাসি ইত্যপি পাঠঃ ।

যন্তাঃ সমস্তস্বরতা সমুদীরণেন
 তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মথেষু দেবি ।
 স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্ত চ তৃপ্তিহেতু-
 রুচ্চার্যসে জমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥ ৮

([ষড়্] বিকাররহিতা) পরমা (উত্তমা, মূলা) আত্মা (নিত্য, প্রথম)
 প্রকৃতিঃ ([ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপা] মায়াশক্তি) । ৭

দেবি (অম্বিকে) যন্তাঃ (বাহার) সমুদীরণেন (সমাক্ উচ্চারণে
 সমস্ত স্বরতা ([ইন্দ্রাদি] দেবতাগণ) সকলেষু (সকল) মথেষু (যজ্ঞে)
 তৃপ্তিং (তৃপ্তি, স্রীতি) প্রয়াতি (লাভ করেন [সেই]) বৈ স্বাহা (স্বাহা)

অংশভূত । কারণ, আপনিই সকলের আশ্রয়স্বরূপা । আপনি
 ষড়্‌বিকার-রহিতা^১ পরমা^২ আত্মা প্রকৃতি^৩ । ৭

হে দেবি, বাহার সমাক্ উচ্চারণে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ
 সমস্ত যজ্ঞে তৃপ্তিলাভ করেন, সেই স্বাহামন্ত্রও আপনি এবং
 পিতৃগণের তৃপ্তির কারণ স্বধামন্ত্রও আপনি । এইজন্য

১ জড়ের ছয়টি ধর্ম—দ্রব্য, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপর্যায়, অপক্ষয় ও
 বিনাশ । চিদ্বস্তুর এই সকল জড়ধর্ম নাই ।

২ দেবী সগুণা ও নিগুণা ।

৩ এই দেবীকে সাংখ্যমতাবলম্বিগণ ‘প্রকৃতি’ ও বৈশিষ্ট্যগণ ‘অবিদ্য’
 চণীয়া অনাদি অবিদ্যা’ বলেন । শাস্ত্রিকগণ (বৈশ্বাক্ষণিকগণ)
 তাঁহাকে ‘শব্দশক্তি’, মীমাংসকগণ তাঁহাকে ‘কর্মের অপূর্ব উপাদান’
 সামর্থ্যলক্ষণা ফলগতি’, ও তাত্ত্বিকগণ (নৈয়ায়িকগণ) তাঁহাকে ‘স-
 ত্ত্বাবসিদ্ধিসিদ্ধিভেদা’ (বস্তুতত্ত্ব-নিশ্চয়রূপ জ্ঞানবিশেষ) বলেন
 তাঁহাকে শৈবগণ ‘শিবশক্তি’, বৈষ্ণবগণ ‘বিষ্ণুমায়ী’, শাক্তগণ ‘মহামায়া’
 ও পৌরাণিকগণ ‘দেবী’ বলেন ।—শাস্ত্রনবী টীকা ।

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ

অভ্যাস্তসে সুনীয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ ।

মোক্ষার্থিভিমুনিভিরন্তসমস্তদোষৈ-

বিচ্ছাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥৯

মহাক্রপা) ত্বম্ (আপনি) অসি (হন) । [ত্বম্=আপনি] পিতৃগণস্ত
চ (এবং পিতৃগণেরও) ত্বষ্টি-হেতুঃ (ত্বষ্টির কারণ) স্বধা এব চ
(স্বধামন্ত্ররূপা) । অতঃ (এই হেতু) [ত্বম্=আপনি] জনৈঃ (সকল
ব্রহ্মাণ্ডাত্মা কর্তৃক) উচ্চারসে (উচ্চারিত হন) ॥৮

দেবি (হে অম্বিকে), যা (যাহা, যে বিদ্যা) মুক্তি-হেতুঃ (মুক্তির কারণ)
চ (এবং) অবিচিন্ত্য-মহাব্রতা (দ্রুতগুণের [যমনীয়নাদি] মহাব্রত যাহার
সাধনা) সা (সেই) পরমা (শ্রেষ্ঠা) বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞানরূপা) ভগবতী
(ব্রহ্মময়ী) [ত্বম্=আপনি] অসি (হন) । হি (যেহেতু) সূ-নিরত-ইন্দ্রিয়-
তত্ত্ব-সারৈঃ (জিতেন্দ্রিয় ও [ব্রহ্ম] তত্ত্বনিষ্ঠ) অন্ত-সমস্ত-দোষৈঃ (সমস্ত-
দোষবর্জিত) মোক্ষ-অর্থিভিঃ (মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, মুমুক্শু) মুনিভিঃ (মুনিগণ
কর্তৃক) অভ্যাস্তসে (অভ্যাসের বিষয়ীভূত হন) ॥৯

পিতৃযজ্ঞ-ও দেবযজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ আপনাকে স্বাহা
ও স্বধা মন্ত্ররূপে^১ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥৮

দেবি, যে পরাবিদ্যা মুক্তির কারণ,^২ যোগশাস্ত্রোক্ত
দ্রুতগুণের যমনীয়নাদি মহাব্রত যাহার সাধন, সেই পরমা
ব্রহ্মবিদ্যা ভগবতী আপনিই । এইজন্য জিতেন্দ্রিয়, তত্ত্বনিষ্ঠ,
শুদ্ধচিত্ত ও মুমুক্শু মুনিগণ কর্তৃক আপনি (ব্রহ্মবিদ্যারূপে)
অভ্যাসের (সাধনের) বিষয়ীভূত হন ॥৯

১ দৈবে যজ্ঞে ভবেৎ স্বাহা, পৈত্রে শ্রাদ্ধে স্বধোচ্যতে । =দেবযজ্ঞে
স্বাহামন্ত্র ও পিতৃশ্রাদ্ধে স্বধামন্ত্র উচ্চারিত হয় ।

২ সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে=যাহা মুক্তির হেতু, তাহাই বিদ্যা ।

শব্দাত্মিকা শ্রুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদগীতরম্যপদপাঠবতাক্ষ সান্নাম্ ।

দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমাতিহত্রী ॥১০

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
ভূর্গাসি ভূর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা ।

[ইম্ = আপনি] শব্দ-আত্মিকা (শব্দস্বরূপা, মাদব্রক্ষরূপা) শ্রু-বিমল-
কক্-যজুষাং (বিশুদ্ধ কক্ ও যজুঃ মন্ত্রের) চ (এবং) উদাত্তা-রম্য-পদ-
পাঠবতাক্ষ (উদাত্তাদি স্বর ললিতপদপাঠযুক্ত) সান্নাম্ (সামমন্ত্রসমূহের)
নিধানম্ (আশ্রয়রূপা) । দেবী (অত্মিকা) ত্রয়ী ([ঋগেদ, যজুর্বেদ ও
সামবেদ] ত্রয়রূপা) ভগবতী (সর্বৈশ্বর্যময়ী) ভব-ভাবনায় (জগৎ
পরিপালনের জন্য) বার্তা ([কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্যাদি বৃত্তিরূপা)
চ (এবং) সর্বজগতাং (সমস্ত জগতের) পরম-আতি-হত্রী (অশেষ-
ভূঃখনাশিনী) ॥১০

দেবি (হে চণ্ডিকে), বিদিত-অখিল-শাস্ত্র-সারা (সর্বশাস্ত্র-ভব ষাহার
কৃপায় জানা যায়, সেই) মেধা (মেধাকপিলী [সরস্বতী]) অসি ([আপনি]

দেবি, আপনি শব্দব্রক্ষরূপা । আপনি বিশুদ্ধ (কাব্য
অপৌরুষেয়) কক্ যজুঃ মন্ত্রসমূহের এবং উদাত্তাদি স্বর ও
মধুর পদোচ্চারণবিশিষ্ট সামমন্ত্রসকলের আশ্রয়স্বরূপা ।
আপনি বেদত্রয়রূপা ও সর্বৈশ্বর্যময়ী । আপনি বিশ্বপালনের
নিমিত্ত কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্যাদি বৃত্তিস্বরূপা এবং সমগ্র
জগতের ভূঃখহারিণী ॥১০

দেবি, লোকে ষাহার কৃপায় সর্বশাস্ত্রের মর্ম অবগত হয়

শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃত্তাধিবাসা
 গৌরী ইমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥১১
 ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
 বিম্বানুকారి কনকোত্তমকাস্তিকাস্তম্ ।
 অত্যদুতং প্রহৃতমাপুরুষা তথাপি
 বক্তুং বিলোকা সহসা মহিষাসুরেণ ॥১২

হন)। দুর্গ-ভব-সাগর-নৌঃ (দুর্গার সংসারসাগর-পারের তরণীস্বরূপা)
 অ-সঙ্গা (সঙ্গরহিতা, অদ্বিতীয়া) দুর্গা (দুর্প্রাপ্যা, দুর্জের্গা) অসি
 ([আপনি] হন)। কৈটভ-অরি-হৃদয়-এককৃত্ত-অধিবাসা (কৈটভাসুরের
 শত্রুর [বিধুর] হৃদয়ে বাঁহার মুখ্য অধিবাস, সেই) শ্রীঃ (লক্ষ্মী) [চ=এবং]
 শশি-মৌলি-কৃত-প্রতিষ্ঠা (শশিশেখর মহাদেবের :হৃদয়বিহারিণী) গৌরী
 (উষা) ইম্ এবং (আপনিই) ॥১১

ঈষৎ (যুদ্ধ) স-হাসম্ (হাস্তযুক্ত) অমলং (নির্মল) পরিপূর্ণ-চন্দ্র-বিম্ব-
 অনুকারি (পূর্ণচন্দ্র-বিশ্বের অনুরূপ) তথা (এবং) কনক-উত্তম-কাস্তি-
 কাস্তম্ (উৎকৃষ্ট স্বর্ণের কাস্তির স্তায় সুন্দর) বক্তুং (বদন) বিলোকা

সেই মেধারূপিণী সর্বস্বতী আপনি। আপনি দুস্তর সংসার-
 সমুদ্রের তরণী। আপনি অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী। আপনি
 নারায়ণের হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মী এবং আপনিই মহাদেবের
 হৃদয়বিহারিণী গৌরী। ১১

[দেবী একাধারে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী।]

দেবি, আপনার ঈষৎহাস্তময়, নির্মল, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ এবং

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ক্রকুটীকরাল-

মুগ্ধচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সত্বঃ ।

প্রাণানুমোচ মহিবিস্তদতীব চিত্রং

কৈর্জীব্যতে হি কুপিতাস্তকদর্শনেন ॥১৩

অপি (দেখিয়াও) আপ-কষা (কষ্ট, ক্রোধাদিত) মহিব-অহরেণ (মহিবাস-
কর্তৃক) [আপনি] সহনা (হঠাৎ) প্রহতম্ (প্রহত হইলেন) [তৎ=তাহা
অতি-অদ্ভুতঃ (অত্যাশ্চর্য) ॥১২

দেবি (চণ্ডিকে), কুপিতং (ক্রুদ্ধ) ক্র-কুটী-করালম্ (ক্রুদ্ধন স্বা-
ভীষণ) উত্তত-শশাঙ্ক-সদৃশ-ছবি (উদীয়মান চলন্তুলা দীপ্তমান) [ভা-
বদনং=আপনার মুখ] দৃষ্ট্বা তু (দেখিয়াও) যৎ (যে) মহিবঃ (মহিবাস)
সত্বঃ (তৎকণাৎ) প্রাণান্ (প্রাণ) ন মোচ (তাগ করে নাই)
তৎ (তাহা) অতীব (অতিশয়) চিত্রং (আশ্চর্য) হি (যেহেতু) কুপিত-
অস্তক-দর্শনেন (ক্রুদ্ধ যমকে দেখিয়া) কৈঃ (কাহার) জীব্যতে (জীবিত
ধাকিতে পারে) ? ১৩

উত্তম-স্বর্ণপ্রভাতুলা মুখমণ্ডল দেখিয়াও মহিবাস্বর ক্রোধভবে
আপনাকে হঠাৎ প্রহার করিল—ইহা অতি অদ্ভুত’ ॥১২

দেবি, ক্রোধাবিষ্ট, ক্রকুটি-ভীষণ, নবোদিত পূর্ণচন্দ্রতুলা
আরক্তবর্ণ আপনার মুখমণ্ডল দেখিয়াও মহিবাস্বর তখনই
প্রাণত্যাগ করে নাই, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য, কারণ কুপিত
যম-দর্শনে কে বাঁচিতে পারে ? ১৩

১ দেবীদর্শনে ভক্তের ষড়্রিপুনাশপূর্বক চিত্তশুদ্ধিয়ারা সত্য পরম-
তত্ত্বোপলব্ধি হয়। কিন্তু মহিবাস্বরের তদ্বিপরীত ইওয়ার তাহা
পাপাধিকা ধনিত হইল।—ঔপবতী টীকা।

দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
 সন্তো বিনাশয়সি* কোপবতী কুলানি ।
 বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদন্তমেত-
 ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্ত ॥১৪
 তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
 তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ† ।

দেবি (হে জগজ্জননি), [তম্=আপনি] প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) । ভবতী (আপনি) পরমা (কৃপাময়ী) ভবায় (জগতের [কল্যাণের] জন্ত) কোপবতী [সতী] (ক্রুদ্ধ হইয়া) সন্তাঃ (অবিলম্বেই) কুলানি ([অহর-]বংশসকল) বিনাশয়সি (বিনাশ করেন) । এতৎ (ইহা) অধুনা এব (সম্প্রতিই) বিজ্ঞাতম্ (অবগত হইলাম) । যৎ (যেহেতু) মহিষাসুরস্ত (মহিষাসুরের) এতৎ (এই) সু-বিপুলং (সুবিশাল) বলং (সৈন্ত) অন্তম্ (ক্ষয়, নাশ) নীতং (প্রাপ্ত হইল) ॥১৪

মদা (সর্বদা) অভ্যুদয়-দা (অভীষ্টদাত্রী) ভবতী (আপনি) যেষাং (বাহাদের প্রতি) প্রসন্ন্য (সদয়া) [ভবতি=হন] তে (তাহারা) জন-পদেষু

দেবি, আপনি প্রসন্ন হউন । আপনি পরমকৃপাময়ী । বিশ্বের মঙ্গলের জন্ত আপনি ক্রোধান্বিতা হইয়া মন্ত অসুরকুল নাশ করেন । মহিষাসুরের বিপুল সৈন্ত আপনাকে কতক বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ইহা আমরা সম্প্রতি অবগত হইলাম ॥১৪

[দেবীর ক্রোধ সাধুবক্ষণ ও পাপী-বিনাশের নিমিত্ত ; ইহা স্বাভাবিক নহে । কারণ তিনি সন্তোষণপ্রধানা ।]

* বিনাশয়সি ইতি বা ।

† বহুবর্গঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ধন্যাস্তু এব নিভৃতাস্থজহৃত্যাদারা
 যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥ ১৫
 ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্মাণ্য-
 ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং স্মৃকৃতী করোতি ।
 স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
 ল্লোকত্রয়েহপি* ফলদা ননু দেবি তেন ॥ ১৬

(সর্বদেশে) সম্মতা (সম্মানিত হয়) । তেবাং (তাহাদের) ধনানি (ধন-
 সম্পদাদি) যশাংসি চ (ও সুখ্যাতি) [ভবন্তি=হয়] তেবাং [চ] (ও
 তাহাদের) ধর্ম-বর্গঃ (ধর্মাদি চতুর্বর্গ) ন সীদতি (হ্রাস হয় না) । তে এব
 (তাহারাই) নিভৃত-আস্থজ-হৃত্য-দারাঃ (পুত্র, ভৃত্য ও স্ত্রী-সহিত
 নিরাপদে) ধন্যঃ (ধন্য, ভাগ্যবান্) [ভবন্তি=হয়] ॥ ১৫

দেবি (হে ভগবতি), স্ব-কৃতী (পুণ্যবান্ ব্যক্তি) ভবতী-প্রসাদাং
 (আপনার কৃপায়) নদা এব (সদাই) অতি-আদৃতঃ (অতি প্রদ্বার
 সহিত) প্রতিদিনং (প্রত্যহ) সকলানি (সমস্ত) ধর্ম্যাণি (ধর্মবিহিত)
 কর্ম্যাণি (কর্মসকল) করোতি (করেন) ততঃ (সেই হেতু) স্বর্গং
 (স্বর্গে) প্রয়াতি চ (প্রয়াণ করেন) । দেবি (হে ভগবতি), তেন

দেবি, আপনি সদা অভীষ্টদায়িনী । আপনি যাহাদের
 প্রতি প্রসন্না হন, তাহারা সর্বত্র সম্মানিত হয়, তাহাদের ধন
 ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
 হ্রাস হয় না । তাহাদের স্ত্রীপুত্রভৃত্যাদি নিরাপদে থাকে এবং
 তাহারাই ধন্য । ১৫ (দেবী চতুর্বর্গদাত্রী ।)

দেবি, আপনার অহুগ্রহে পুণ্যবান্ ব্যক্তি সদাই অতি
 প্রদ্বার সহিত ধর্মবিহিত কর্মসকল প্রতিদিন অহুষ্ঠান করেন

* লোকত্রয়েহপি ইতি বা

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
 স্বনৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি ।
 দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্তা
 সর্বোপকারকরণায় সদাৰ্জ্জচিত্তা ॥ ১৭

(সেই হেতু) লোক-ত্রেয়ে অপি (ইহলোকে [সদাচার], পরলোকে [স্বর্গ] ও ব্রহ্মলোকে [মুক্তি]) নমু (নিশ্চিতই) [ত্বম্=আপনি] ফল-দা (কলপ্রদা, কর্মফলপ্রদায়িনী) ॥ ১৬

দুর্গে (মন্ডটে) স্মৃতা (স্মরণ করিলে) অশেষ-জন্তোঃ (সকল প্রাণীর) ভীতিম্ (ভয়, বিপদ) [ত্বম্=আপনি] হরসি (হরণ করেন) । স্ব-নৈঃ (বিবেকী ব্যক্তিগণ কর্তৃক) স্মৃতা (চিন্তিত হইলে) অতীব (অতিশয়) শুভাং (শুভ, ভ্রয়) মতিং (বুদ্ধি) দদাসি (দান করেন) । দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণী (দরিদ্রতা দুঃখ-ও ভয়-নাশিনি) ত্বৎ-অন্তা (আপনি ভিন্ন) সর্ব-উপকার-করণায় (সকলের কল্যাণার্থ) সদা (সর্বদা) আৰ্জ্জ-চিত্তা (কল্প-হৃদয়া) কা (কে [আছেন]) ॥ ১৭

এবং তাহার ফলে স্বর্গলাভ ও ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করেন ।
 অতএব দেবি, ত্রিভুবনে আপনিই একমাত্র ফলদায়িনী । ১৬

দেবি, দুঃসময়ে আপনাকে স্মরণ করিলে আপনি সকলের ভয় নাশ করেন । সুসময়ে বিবেকিগণ আপনাকে চিন্তা করিলে আপনি তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান করেন । হে দারিদ্র্যহারিণি, হে দুঃখবিনাশিনি, হে ভয়নাশিনি, সকলের কল্যাণবিধানার্থ সর্বদা দয়ার্জ্জচিত্ত আপনি ভিন্ন আর কে আছেন ? ১৭

এভিহঁতৈর্জগদুপৈতি* সুখং তথৈতে
 কুব্ধস্ত নাম নরকায় চিরায় পাপম্ ।
 সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়াস্ত
 মত্বেতি নুনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥ ১৮
 দৃষ্টেইব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
 সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্ ।

দেবি (ভগবতি), এভিঃ (এইসকল অসুর) হঁতৈঃ (নিহত হইলে) জগৎ (বিশ্ব) সুখং (সুখ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়) তথা (এবং) এতে (ইহারা) চিরায় (চিরকাল) নরকায় (নরকজনক) পাপম্ (পাপ) কুব্ধস্ত নাম (করুণ না কেন) সংগ্রাম-মৃত্যুম্ (যুদ্ধে মৃত্যু) অধিগম্য (লাভ করিয়া) দিবং (স্বর্গে) প্রয়াস্ত (গমন করুক) ইতি (এইরূপ) মত্যা (মনে করিয়া) [তম্=আপনি] নুনং (নিশ্চিতই) অহিতান্ (অশুভকারিগণকে, অসুরগণকে) বিনিহংসি (বিনাশ করেন) ॥ ১৮

ভবতী (আপনি) দৃষ্টে। এব (দেখিয়াই, দৃষ্টিমাত্রই) সর্ব-অসুরান্ (সকল অসুরকে) কিং (কি) ভস্ম (ভস্মীভূত) ন প্রকরোতি (করিতে পারেন না)? অরিষু (শত্রুগণের প্রতি) যৎ (যে) শস্ত্রম্ (শস্ত্র)

দেবি, এই অসুরগণ নিহত হইলে জগতে শান্তি বিবাস্ত করিবে এবং ইহারা দীর্ঘকাল নরকভোগজনক পাপ করিলেও সমুখ-সংগ্রামে মৃত্যুলাভ করিয়া দিব্যলোকে গমন করিবে—নিশ্চয়ই ইহা মনে করিয়া আপনি অনিষ্টকারী অসুরনাশে প্রবৃত্ত হন । ১৮

দেবি, দৃষ্টিমাত্রই আপনি সমস্ত অসুর ভস্মীভূত করিতে পারেন । তথাপি আপনি যে তাহাদের প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ করেন, তাহার কারণ শত্রুগণও আপনার অজ্ঞাঘাতে পাপমুক্ত

* উপৈতু ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ ।

লোকান্ প্রয়াস্ত রিপবোহপি হি শস্ত্রপূতাঃ
 ইথং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেহতিসাক্ষী* ॥ ১৯
 খড়্গাপ্রভানিকরবিস্কুরণৈস্তথোত্রৈঃ
 শূলাগ্রকাস্তিনিবহেন দৃশোহস্বরূপাম্ ।
 যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
 যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ ২০

প্রহিণোষি (প্রহার করেন) রিপবঃ অপি (রিপুগণও, শত্রুগণও) শস্ত্র-
 পূতাঃ (শস্ত্রাঘাতে নিম্পাপ হইয়া) হি (নিশ্চিতই) লোকান্ (উত্তম
 লোকে) প্রয়াস্ত (প্রয়াণ করুক) । তে (=তব, আপনার) তেষু অপি
 (তাহাদিগের প্রতিও) ইথং (এই প্রকার) অতিসাক্ষী (অতি উদার)
 মতিঃ (ইচ্ছা, অনুগ্রহ) ভবতি (হয়) ॥ ১৯

উত্রৈঃ (উগ্র, প্রচণ্ড) খড়্গ-প্রভা-নিকর-বিস্কুরণৈঃ (খড়্গ-নিঃসৃত
 জ্যোতিঃপুঞ্জ বিস্তারদ্বারা) তথা-শূল-অগ্র-কাস্তি-নিবহেন (ও শূলের
 অগ্রভাগের তেজোরূপ দ্বারা) অস্বরূপাম্ (অস্বরূপের) দৃশঃ (দৃক্‌সমূহ,
 চক্ষুগুলি) যৎ (যে) বিলয়ন্ (বিলয়, বিনাশ) ন আগতাঃ (পায় নাই)
 তৎ (তাহার কারণ) [তাহারা] তব (আপনার) এতৎ (এই)
 অংশুমৎ-ইন্দু-খণ্ড-যোগ্য-আননং (কিরণশালী চন্দ্রকলাসদৃশ বদন)
 বিলোকয়তাং (দেখিতেছিল বলিয়া) ॥ ২০

হইয়া উত্তম লোকে গমন করিবে। তাহাদের প্রতি
 আপনার এই প্রকার অতীব উদার অনুগ্রহ। ১৯

দেবি, আপনার খড়্গানিঃসৃত প্রচণ্ড তেজোরূপি এবং
 শূলাগ্রনির্গত জ্যোতিঃপুঞ্জ দ্বারা যে অস্বরূপের চক্ষু বিনষ্ট
 হয় নাই, তাহার কারণ, তাহারা আপনার জ্যোতির্ময়
 চন্দ্রবদন দেখিতেছিল। ২০

* তেষ্বহিতেষু সাক্ষী ইতি পাঠান্তরম্ ।

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
 রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমশ্রুতৈঃ ।
 বীর্যঞ্চ হস্তং হতদেবপরাক্রমাণাং*
 বৈরিষ্যপি প্রকটিতৈব দয়া ভয়েথম্ ॥ ২১
 কেনোপমা ভবতু তেহস্ত পরাক্রমস্ত
 রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র ।

দেবি (জগদম্বা), দুর্বৃত্ত-বৃত্ত-শমনং (দুর্জনগণের [দুষ্ট] প্রবৃত্তি-দমন)
 তব (আপনার) শীলং (স্বভাব) তথা (এবং) এতৎ (এই) রূপং
 (সৌন্দর্য) অশ্রুতৈঃ (অস্ত্রের সহিত) অতুলম্ (অতুলনীয়) অবিচিন্ত্যম্
 (অচিন্তনীয়) । [তব = আপনার] বীর্যং চ (এবং বীর্যও) হত-দেব-
 পরাক্রমাণাং (দেবগণের বিক্রমহরণকারিগণের, অহরণগণের) হস্তং (নাশক)
 বৈরিষ্যপি (বৈরিগণের প্রতিও) ইথম্ (এই প্রকার) দয়া (কৃপা) ভয়-
 এব (আপনার দ্বাবাই) প্রকটিতা (প্রকাশিতা) ॥ ২১

দেবি (জগদ্বাত্রী), তে (আপনার) অস্ত্র (এই) পরাক্রমস্ত (পরা-
 ক্রমের) কেন (কাহার সহিত) উপমা (তুলনা) ভবতু (হইবে) চ (এবং)
 শত্রু-ভয়-কারি (শত্রুর ভয়জনক) অতিহারি (অতি সুন্দর) রূপম্ (সৌন্দর্য)

দেবি, দুর্বৃত্তগণের দুষ্টপ্রবৃত্তি-দমনই আপনার স্বভাব ।
 আপনার সৌন্দর্য অরূপম ও অচিন্তনীয় । আপনার অসীম
 বীর্য দেবদ্রোহিগণের বিনাশক । শত্রুগণের প্রতি একমাত্র
 আপনিই এইরূপ দয়া প্রকাশ করেন । ২১

দেবি, অস্ত্র আর কাহার সহিত আপনার এই
 পরাক্রমের তুলনা হইতে পারে ? আপনার সৌন্দর্যের তুলনা

* হতদেব ইতি অস্ত্রঃ পাঠঃ ।

চিন্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
 স্বযোব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েহপি । ১১
 ত্রৈলোক্যমেন্দদখিলং রিপুনাশনেন
 ত্রাতং স্বয়া সমরমূর্ধনি তেহপি হহা ।
 নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যাপাস্ত-
 মস্মাকমুন্নদসুরারিভবং নমস্তে ॥ ২৩

কৃত্ত (কোথায়) [আছে] ? বর-দে (বরদায়িনি) চিন্তে (হৃদয়ে) কৃপা
 (করণা) সমর-নিষ্ঠুরতা চ (ও যুদ্ধে কঠোরতা) ভুবন-ত্রয়ে অপি
 (ত্রিভুবনেই) ত্বরি এব (একমাত্র আপনাতেই) দৃষ্টা (দৃষ্ট হয়) ॥ ২২

স্বয়া (আপনা কর্তৃক) রিপু-নাশনেন (শত্রুনাশ দ্বারা) এতৎ (এই)
 অখিলং (সমগ্র) ত্রৈলোক্যম্ (ত্রিভুবন) ত্রাতং (পরিত্রাণ পাইল) ।
 সমর-মূর্ধনি (যুদ্ধক্ষেত্রে) হহা (হত হইয়া) তে (সেই) রিপুগণাঃ অপি
 (শত্রুগণও) দিবং (দ্বর্গ) নীতাঃ (লাভ করিল) । অস্মাকম্ (আমাদের)
 উন্নদ-সুর-অরি-ভবং (উন্নত অসুরগণ হইতে উদ্ধৃত) ভয়ম্ অপি (ভয়ও)
 অপাস্তম্ (দূরীভূত হইল) । তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) ॥ ২৩

শত্রুভীতিজনক অথচ এত মনোরম সৌন্দর্যই বা কাহার
 আছে ? বরদে, হৃদয়ে মুক্তিপ্রদ কৃপা এবং যুদ্ধে মৃত্যুপ্রদ
 কঠোরতা ত্রিভুবনে একমাত্র আপনাতেই পরিদৃষ্ট হয় । ২২

দেবি, আপনি শত্রুনাশ করিয়া নিখিল ত্রিভুবনকে রক্ষা
 করিলেন । সেই শত্রুগণও আপনার দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়া
 দ্বর্গলাভ করিল । উদ্ধৃত অসুরগণ হইতে আমাদের ভয়ও
 আপনি দূর করিলেন । আপনাকে প্রণাম । ২৩

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে ।

ঘণ্টাস্বনে নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনে চ ॥ ২৪

প্রাচ্যঃ রক্ষ প্রতীচ্যঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে ।

ভ্রামণেনাশূলস্ত্র চোত্তরস্ত্রাং তথেশ্বরী ॥ ২৫

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে ।

যানি চাত্যন্তঘোরাণি* তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥ ২৬

[হে অধিকে], নঃ (আমাদিগকে) শূলেন (শূলদ্বারা) পাহি (রক্ষা করুন) চ (এবং) ঋন্বিকে (হে দেবি), খড়্গেন (খড়্গদ্বারা) পাহি (রক্ষা করুন) । ঘণ্টাস্বনে (ঘণ্টাশব্দ দ্বারা) চাপ-জ্যা-নিঃস্বনে চ (এবং) চাপাশব্দ জ্যা-শব্দ দ্বারা) নঃ (আমাদিগকে) পাহি (রক্ষা করুন) ॥ ২৪

চণ্ডিকে (হে দেবি), আশ্ব-শূলস্ত্র (স্বীয় শূল) ভ্রামণেন (সঞ্চালন দ্বারা) [নঃ = আমাদিগকে] প্রাচ্যঃ (পূর্বে) রক্ষ (রক্ষা করুন) প্রতীচ্য (পশ্চিমে) দক্ষিণে চ (ও দক্ষিণে) ইশ্বরী (হে ভগবতি), তথা (এবং) উত্তরস্ত্রাং চ (উত্তরে) রক্ষ (রক্ষা করুন) ॥ ২৫

তে (আপনার) যানি (যে-সকল) সৌম্যানি (সৌম্য, শান্ত) রূপাণি (রূপ, মূর্তি) ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) বিচরন্তি (বিচরণ করে, বিচরিত)

দেবি, আমাদিগকে শূলের দ্বারা রক্ষা করুন । অধিকে, আমাদিগকে খড়্গের দ্বারাও রক্ষা করুন । জননি, আমাদিগকে ঘণ্টাশব্দ ও মল্লপেষ্টকাদি দ্বারাও রক্ষা করুন । ২৪

হে চণ্ডিকে, হে ইশ্বরী, আপনার শূল-সঞ্চালনের দ্বারা আমাদিগকে পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে রক্ষা করুন । ২৫

দেবি, ত্রিভুবনে আপনার যে-সকল সৃষ্টিস্থিতিকারী

* চাত্যর্থঘোরাণি ইতি পাঠান্তরম্ ।

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেহম্বিকে ।

করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ ॥ ২৭

অধিরূচ । ২৮

এবং স্তুতা স্মরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ ॥

অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ॥ ২৯

করে), যানি চ (এবং যে-সকল) অস্ত্র-সোরাণি (অস্ত্র ভয়ঙ্কর) তৈঃ (সেই সকল দ্বারা) অস্মান্ (আমাদিগকে) তথা (এবং) ভুবম্ (জগৎকে) রক্ষ (রক্ষা করুন) ॥ ২৬

অম্বিকে (হে দেবি), তে (আপনার) কর-পল্লব-সঙ্গীনি (হস্তরূপ পত্রের সঙ্গী) খড়্গ-শূল-গদা-আদীনি (খড়্গ, শূল ও গদাদি) যানি চ (ও যে-সকল) অস্ত্রাণি (অস্ত্র) [সস্তি=আছে] তৈঃ (সেই সকল দ্বারা) অস্মান্ (আমাদিগকে) সর্বতঃ (সর্বত্র) রক্ষ (রক্ষা করুন) ॥ ২৭

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (কহিলেন)—স্মরৈঃ (দেবগণ কর্তৃক) এবং (এইরূপে) স্তুতা (স্তুত হইয়া) নন্দন-উদ্ভবৈঃ (নন্দনবনে জাত, দেবোত্তানোৎপন্ন) দিব্যৈঃ (দিব্য, স্বর্গীয়) কুসুমৈঃ (পুষ্প দ্বারা) তথা (এবং)

সৌম্য-মূর্তি ও সংহারকারিণী রুদ্রমূর্তি বিরাজিত, সেইসকল দ্বারা আমাদিগকে ও সমস্ত জগদ্বাসীকে রক্ষা করুন । ২৬

অধিকে, আপনার করপল্লবে খড়্গ, শূল ও গদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, সেইসকল দ্বারা আমাদিগকে সর্বত্র রক্ষা করুন । ২৭

মেধা ঋষি বলিলেন—জগদ্ধাত্রীকে এইরূপে দেবগণ স্তব করিলেন এবং দেবোত্তানজাত পারিজাতাদি দিব্য পুষ্প এবং

ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিবৌধৈঃ* সুধূপিতা ।

প্রাহ প্রসাদশ্রমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্ ॥ ৩০

দেব্যাবাচ । ৩১

ত্রিয়তাং ত্রিদশাং সর্বং বদন্ত্যন্তোহভিবাঙ্জিতম্ । ৩২

(দদাম্যাহমতিথীত্যা স্তবৈবাবভিঃ স্তুপূজিতা ।) †

গন্ধ-অনুপপন্নৈঃ ([কুঙ্কুমাদি] গন্ধ ও অঙ্গুরাঃ দ্বারা) অর্চিতা (পূজিতা হইয়া) [এবং] সমস্তৈঃ (সকল) ত্রি-দশৈঃ (দেবগণ দ্বারা) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) দিবৌঃ (মনোজ্ঞ) ধূপৈঃ (ধূপাদি দ্বারা) সু-ধূপিতা (সুবাসিত হইয়া) জগতাঃ (জগতের) ধাত্রী (জননী) প্রসাদ-শ্রমুখী (প্রসন্নবদনে) প্রণতান্ (প্রণত) সমস্তান্ (সকল) সুরান্ (স্বরগণকে, দেবগণকে) প্রাহ (বলিলেন) । ৩০-৩১

দেবী (জগদম্বা) উপাচ (বলিলেন)—সর্ব (যে সকল) ত্রি-দশাঃ (দেবতা) অস্ত্রভঃ (আমার নিকট) [ভবন্তিঃ=তোমাদের] যৎ (যাহা) অভিবাঙ্জিতম্ (আর্জিত) [তং=তাহা] ত্রিয়তাং (প্রার্থনা কর) অহম্

কুঙ্কুমাদি^১ দিবা স্বগন্ধ, অঙ্গুরাঃ ও মনোজ্ঞ ধূপাদি দ্বারা প্রেমলক্ষণা নক্সির সহিত পূজা করিলেন । তখন দেবী প্রসন্নবদনে প্রণত দেবগণকে বলিলেন—। ৩০-৩১

দেবী বলিলেন—হে অমরগণ, আমার নিকট তোমাদের যাহা বাঞ্ছনীয় আছে তাহা প্রার্থনা কর । আমি তোমাদের

* ধূপৈশ্চ ধূপিতা ইতি অন্তঃ পাঠঃ ।

† এই শ্লোকার্থ অনেক টীকাকার গ্রহণ করেন নাই ।

১ কুঙ্কুম, অঙ্গুর, কস্তুরী, চন্দন, কপূর—এই পাঁচটি মহাস্বগন্ধ ।

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্ ।

স তদাভিহতো ভূমৌ মূৰ্ছিতো নিপপাত হ ॥ ২৮

ততো নিশুস্তঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাস্তকামূকঃ ।

আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥ ২৯

পুনশ্চ কৃদ্ধা বাহুণামযুতং দধুজেশ্বরঃ ।

চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥ ৩০

ততঃ (অনন্তর) সা (সেই) চণ্ডিকা (দেবী).ক্রুদ্ধা (ক্রোধযুক্ত হইয়া) তম্ (তাহাকে, শুভকে) শূলেন (শূলদ্বারা) অভিজঘান (আঘাত করিলেন) । সঃ (সে, শুভ) তদা (তখন) অভিহতঃ (আহত) মূৰ্ছিতঃ (ও মূৰ্ছিত হইয়া) ভূমৌ (ভূমিতে) নিপপাত হ (নিপতিত হইল) ॥ ২৮

ততঃ (অনন্তর) নিশুস্তঃ (নিশুস্তাস্থর) চেতনাম্ (চেতনা, সংজ্ঞা) সংপ্রাপ্য (লাভ করিয়া) আস্ত-কামূকঃ (ধনু লইয়া) দেবীং (দেবীকে, চণ্ডিকাকে) কালীং (চামুণ্ডাকে) তথা (এবং) কেশরিণং (কেশরীকে, সিংহকে) শরৈঃ (শর দ্বারা) আজঘান (আঘাত করিল) ॥ ২৯

পুনঃ চ (পুনরায়) দধু-জ-ঈশ্বরঃ (দানবরাজ) দিতি-জঃ (দিতিহত,

তৎপর চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া শুভকে শূলদ্বারা আঘাত করিলেন । তখন সে আহত ও মূৰ্ছিত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইল । ২৮

অনন্তর নিশুস্ত সংজ্ঞালাভপূর্বক ধনু হাতে লইয়া শরদ্বারা চণ্ডিকা, চামুণ্ডা ও সিংহকে আঘাত করিতে লাগিল । ২৯

পুনরায় দানবেশ্বর নিশুস্ত দশ সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া চণ্ডিকাকে চক্রাঙ্ঘ্র দ্বারা আচ্ছাদন করিল । ৩০

যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিঙ্গাং স্তোম্যাত্মলাননে । ৩৬

তস্ম্য বিত্তর্কিবিত্তবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্ ।

বুদ্ধয়েহ্মং প্রসন্না* ত্বং ভবেথাঃ সর্বদাম্বিকে ॥ ৩৭

(আপনি) সংসৃত্তা সংসৃত্তা ([আমাদের দ্বারা] সংসৃত্ত হইলেই) নঃ (আমাদের) পরম-আপসঃ (যোর বিপদসমূহ) হিংসেথাঃ (নাশ করিবেন) ॥ ৩৫-৩৬

অনল-আননে (হে অদগ্নবদনা), যঃ চ (এবং যে) মর্ত্যঃ (মরণশীল প্রাণী, মানুষ) এভিঃ (এই সকল) স্তবৈঃ (স্তব দ্বারা) ত্বাং (আপনাকে) স্তোম্যতি (স্তব করিবে) অম্বিকে (হে অধিকে), অম্মং-প্রসন্না (আমাদের প্রতি প্রসন্না) ত্বং (আপনি) সর্বদা (সদা) তস্ম্য (তাহার) বিত্ত-বদ্ধি-বিত্তবৈঃ (জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও ঐর্ষ্য সহিত) ধন-দার-আনি-সম্পদাং (ধন ও পত্নীপুত্রাদি সম্পদসকলের) বুদ্ধয়ে (বুদ্ধির হেতু) ভবেথাঃ (হইবেন) ॥ ৩৬-৩৭

করি যে, আমরা আপনাকে যখনই শ্রবণ করিব আপনি তখনই আবির্ভূত হইয়া আমাদের যোর বিপদসমূহ নাশ করিবেন । ৩৫-৩৬

(দেবীর পুনঃ পুনঃ শ্রবণে সকল দুঃখ দূর হয় এবং বহু-জন্মের সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হয় ।)

হে অমলাননা দেবি, যে মানব এই সকল স্তব দ্বারা আপনার স্তব করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্না দেবি, আপনি তাহার জ্ঞান, ঋদ্ধি, বিত্তবাদি ধনসম্পদ ও স্ত্রীপুত্রাদি বৃদ্ধি করিবেন । ৩৬-৩৭

[দেবীর কৃপায় ঐহিক অভ্যুদয় ও পারত্রিক মুক্তি উভয়ই লাভ হয় ।]

* অম্মং-প্রসন্না ইতি বা পাঠঃ ।

ঋষিরূবাচ । ৩৮

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোহর্থে তথাশ্রনঃ ।

তথৈতু্যক্তা । ভদ্রকালী বভূবাস্তুর্হিতা নৃপ ॥ ৩৯

ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সন্তুতা সা যথা পুরা ।

দেবী দেবশরীরেভ্যো জগজ্জয়হিতৈষিণী ॥ ৪০

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—নৃপ (হে নরপালক [স্বরথ]) ইতি (এইরূপে) দেবৈঃ (দেবগণ কর্তৃক) আশ্রনঃ (নিজ্জন্মের) তথা (এবং) জগতঃ (জগতের) অর্থে ([কল্যাণের] নিমিত্ত) প্রসাদিতা ([পূজাদি দ্বারা] প্রসন্ন) ভদ্রকালী ([ভদ্রা=মঙ্গল][কালপ্রতি=বর্ধনপ্রতি] মঙ্গলময়ী দেবী) তথা (=তথাস্ত, তাহাই হউক) ইতি (ইহা) উক্তা (বলিয়া) অস্তুর্হিতা (তিরোহিতা) বভূব (হইলেন) ॥ ৩৮-৩৯

ভূপ (হে ভূপতি, হে স্বরথ), সা (সেই) দেবী (মহামায়া) জগৎ-জয়-হিতৈষিণী (ত্রিজগতের কল্যাণকারিণী) পুরা (পূর্বকালে) যথা (যেভাবে) দেব-শরীরেভ্যঃ (সকল দেবশরীর হইতে) সন্তুতা (উৎপন্ন হইয়াছিলেন) এতৎ (ইহা) ইতি (এইরূপে) কথিতং (উক্ত হইল) ॥ ৪০

মেধা ঋষি বলিলেন—হে নরপতি স্বরথ, এইরূপে দেবগণ নিজ্জন্মের ও জগতের কল্যাণের জন্ত দেবীকে স্তবাদি দ্বারা প্রসন্ন করিলে, ভদ্রকালী ‘তাহাই হউক’ বলিয়া অস্তুর্হিতা হইলেন । ৩৮-৩৯

(দেবী দেবগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ।)

হে নরপতি, ত্রিজগতের কল্যাণকারিণী সেই দেবী যেভাবে পূর্বকালে দেবগণের শরীরসমূহ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন তাহা তোমাকে বলিলাম । ৪০

পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ ।

বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুভ্রনিশুভ্রয়োঃ ॥ ৪১

রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী ।

তচ্ছৃণু ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥ ৪২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মনস্করে

দেবীমাহাত্ম্যো শক্রাদিকৃতদেবীস্তুতি-

নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পুনঃ চ (পুনরায়) দুষ্ট-দৈত্যানাং (দুষ্ট দৈত্যগণের, ধূলোচনাদির)
তথা (এবং) শুভ্র-নিশুভ্রয়োঃ (শুভ্র ও নিশুভ্রের) বধায় (বিনাশার্থ)
লোকানাং চ (ও ত্রিলোকের) রক্ষণায় (রক্ষণের জন্য) দেবানাম্
(দেবগণের) উপকারিণী (কল্যাণকারিণী) সা (সেই) গৌরী-দেহা
(গৌরবর্ণা দেবী) যথা (যেভাবে) সমুদ্ভূতা (আবির্ভূতা) অস্তবৎ
(হইলেন) তে (তোমাকে) যথাবৎ (যথার্থরূপে) কথয়ামি (বলিব) ;
ময়া (আমার দ্বারা) আখ্যাতং (কথিত, উক্ত) তৎ (তাহা) শৃণু
(শ্রবণ কর) ॥ ৪১-৪২

শুভ্র, নিশুভ্র ও ধূলোচনাদি দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশার্থ
এবং ত্রিলোকের রক্ষণার্থ দেবগণের উপকারিণী সেই মহাদেবী
পুনরায় যেভাবে গৌরীদেহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা

এখন তোমার নিকট যথার্থ বর্ণনা করিব। সংকথিত^১
সেই আখ্যান শ্রবণ কর। ৪১-৪২

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সার্বণি মহুর অধিকার-
সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে শক্রাদিকৃত
দেবীস্তুতি-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

১ লোকপ্রসিদ্ধ। বধা লক্ষ্মীতন্ত্রে—

অভিষ্টতা হরৈঃ সাহং মহিষঃ জঘ্নুহী কণাৎ।

মহিষাণ্ডকরী-দৃষ্টং দৃষ্টং দেবৈর্মহর্ষিভিঃ।

উৎপত্তিং যুদ্ধবিক্রান্তিং স্তোত্রং চেতি হরেশ্বর।

কথয়ন্তি সুবিস্তীর্ণং ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।

লভ্যন্তে চ ফলা শখং আধিপত্যমনশ্বরম্।

অর্থাৎ, হরগণ দ্বারা সংলুপ্ত হইয়া সেই আমি মহিষাসুরকে কণমধ্যে
বিনাশ করিয়াছিলাম। মহিষাসুরের বধজনক দৃষ্ট (মন্ত্র, স্তোত্র) দেবগণ
ও মহর্ষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট। হে হরেশ্বর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমার আবির্ভাব,
যুদ্ধবিক্রম ও মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন এবং তদ্বারা মোক্ষকল ও
চিরস্থায়ী অভ্যুদয় লাভ করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

ওঁ নমস্চণ্ডিকাঠৈ

ওঁ অস্ত্র শ্রীউত্তরচরিত্রস্ত ক্রতু ঋষিঃ, মহাসরস্বতী দেবতা, অমৃতপ্, ছন্দঃ, ভীমা শক্তিঃ, ভ্রামরী বীজম্, সূর্যস্তবম্, সামবেদঃ স্বরূপম্। মহাসরস্বতী-প্রীত্যর্থঃ (কামার্থে) উত্তরচরিত্র-জপে বিনিয়োগঃ ।

[ভামরতন্ত্রমতে] শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তরচরিত্রের (মাহাত্ম্যের) ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা)—ক্রতু, দেবতা—মহাসরস্বতী, ছন্দ—অমৃতপ্, শক্তি—ভীমা, বীজ—ভ্রামরী, তব্—সূর্য এবং স্বরূপ—সামবেদ । শ্রীমহাসরস্বতীর প্রীতির নিমিত্ত (বা কামপ্রাপ্তির জন্ত) উত্তরচরিত্রপাঠের প্রয়োগ হয় ।

মহাসরস্বতীর ধ্যান

(১)

ঘণ্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাৰ্জ্জৈর্দধতীং ঘনাস্তবিলসচ্ছীতাংশুতুলাপ্রভাম্ ।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুস্তাদিদৈত্যাদিনীম্ ॥

ঘণ্টা-শূল-হলানি (ঘণ্টা, শূল ও লাঙ্গল) শঙ্খ-মুসলে (শঙ্খ ও মুসল)
চক্রং (চক্র) ধনুঃ (ধনুক) সায়কং (এবং বাণ) হস্ত-অৰ্জ্জৈঃ ([অষ্ট]
হস্তরূপ-পদ্মে) দধতীং (ধারণকারিণী) ঘন-অস্ত-বিলসৎ-নীত-অংশু-তুলা-
প্রভাং (মেঘমধো বিচরণকারী চন্দ্রের স্তায় নীতলকাস্তিবিশিষ্টা) গৌরী-
দেহ-সমুদ্ভবাং (গৌরীর দেহ হইতে উদ্ভূতা, পার্বতীর শরীরজাতা)
ত্রি-জগতাম্ (ত্রিভুবনের) আধার-ভূতাং (আধাররূপিণী) শুস্ত-আদি-
দৈত্য-অর্দিনীম্ (শুস্তাদি অসুরনাশিনী) অপূর্বাম্ (অপূর্বা) মহাসরস্বতীম্
(মহাসরস্বতীকে) অত্র (এখানে) অনুভজে (অনুধ্যান করি) ।

অষ্ট ভুজে যিনি ঘণ্টা, শূল, লাঙ্গল, শঙ্খ, মুসল, চক্র,
ধনু এবং বাণ ধারণ করেন ; যিনি মেঘমধ্যস্থিত চক্রতুলা
রিখ্য^১-প্রভাযুক্তা সেই শুস্তাদি-দৈত্যনাশিনী, পার্বতী-
শরীরোদ্ভূতা, ত্রিভুবনের আধারস্বরূপিণী, অপূর্বা মহাসরস্বতীর
এখানে (উত্তরচরিত্রপাঠের পূর্বে) ধ্যান করি ।

১ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, দেবী 'কোটি-সূৰ্য-প্রতীকাশ' ও 'চন্দ্র-
কোটিহীনতল' অর্থাৎ দেবী কোটি সূর্যের স্তায় সমুজ্জল ও কোটি শরীর
প্রভার তুলা হীনতল । কারণ, দেবীমূর্তির চিন্ময় জ্যোতিতে উজ্জলতা
আছে, কিন্তু উত্তাপ নাই ।

(২)

ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রথা চতুর্ভিভুজৈঃ
 শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংচ দধতী নেত্রৈত্রিভিঃ শোভিতা ।
 আমুক্তাঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-রগৎ-কাঞ্চীকণনুপূরা
 দুর্গা দুর্গতিহারিণী* ভবতু নো রক্তোজ্জ্বলসংকুণ্ডলা ॥

ওঁ সিংহ-স্থা (সিংহারূঢ়া) শশি-শেখরা (ননাটে চল্লকনায়ুক্তা)
 মরকত-প্রথা (মরকত-প্রভাময়ী) চতুর্ভিঃ (চারি) ভুজৈঃ (হস্তে)
 শঙ্খং (শঙ্খ) চক্র-ধনুঃ-শরাং চ (চক্র, ধনু ও বাণ) দধতী (ধারণকারিণী)
 ত্রিভিঃ (তিন) নেত্রৈঃ (নয়ন দ্বারা) শোভিতা (শোভায়ুক্তা) আমুক্ত-
 অঙ্গদ-হার-কঙ্কণ-রগৎ-কাঞ্চী-কণৎ-নুপূরা (কেয়ুর [বাহুভূষণ], হার ও বলর
 [করভূষণ] শস্যারমান চল্লহার [কটিভূষণ] এবং নুপূর-পরিহিতা) রক্ত-
 উজ্জ্বলসংকুণ্ডলা (রক্তোজ্জ্বলকুণ্ডলভূজা) দুর্গা (জগজ্জননী) নঃ (আমাদের)
 দুর্গতি-হারিণী (দুঃখনাশিনী) ভবতু (হউন) ।

সিংহারূঢ়া শশিশেখরা, মরকতমণির তুল্য প্রভাময়ী,
 চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র ও ধনুর্বাণ-ধারণী, ত্রিনয়ন দ্বারা
 শোভিতা, কেয়ুর, হার ও বলর এবং মৃত্তমধুরধ্বনিযুক্তা
 চল্লহার ও নুপূর-পরিহিতা এবং রক্তোজ্জ্বলকুণ্ডলভূষিতা দুর্গা
 আমাদের দুর্গতি নাশ করুন ।

* দুর্গাতিহারিণী ইতি বা ।

উত্তর-চরিত্র

পঞ্চম অধ্যায়—দেবীদূতসংবাদ

(৩ ঐ) . ঋষিরূবাচ । ১

পুরা শুভ্রনিশুস্তাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ ।

ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হ্রতা মদবলাশ্রয়াং ॥ ২

তাবেব সূর্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্

কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্ত চ ॥ ৩

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—পুরা (পূর্বকালে) শুভ্র-
নিশুস্তাভ্যাম্ (শুভ্র ও নিশুস্ত নামক) অসুরাভ্যাং (অসুরদ্বয় কর্তৃক)
মদ-বল-আশ্রয়াং (গর্ব ও শক্তি আশ্রয়পূর্বক) শচীপতেঃ (শচীপতির,
ইন্দ্রের) ত্রৈলোক্যং (ত্রিলোকের আধিপত্য) যজ্ঞ-ভাগাঃ চ (ও যজ্ঞ-
ভাগসমূহ) হ্রতাঃ (অপহৃত হইয়াছিল) ॥ ১-২

তো এব (তাহারা উভয়েই) সূর্যতাং (সূর্য বা সূর্যের অধিকার)
তদ-বং (তদ্রূপ) ইন্দবম্ (ইন্দুর, চন্দ্রের) তথা (এবং) কৌবেরম্
(কুবেরের) অথ চ (এবং) যাম্যং (যমের) বরুণস্ত চ (ও বরুণের)
অধিকারম্ (আধিপত্য) চক্রাতে (গ্রহণ করিল) ॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—পূর্বকালে শুভ্র ও নিশুস্ত^১ নামক
অসুরদ্বয় বল ও গর্ব-প্রভাবে ইন্দ্রের ত্রিলোকাধিপত্য ও
যজ্ঞভাগসমূহ হরণ করিয়াছিল । ১-২

তাহারা উভয়েই সূর্য, চন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণ এবং

১ বামনপুরাণমতে কশ্যপের ঔরসে এবং তাহার ভাৰ্য্যা দ্বন্দুর গর্ভে
শুভ্র ও নিশুস্তের জন্ম হয় ।

তাবেব পবনক্ষিক চক্রতুর্বহিকর্ম চ ।

ততো দেবা বিনিধূতা অষ্টরাজ্যা পরাজিতাঃ ॥ ৪

হ্রতাদিকারাদ্রিদশাস্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ ।

মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥ ৫

ভৌ এব (তাহারাই) পবন-ক্ষিক (পবনের ঐশ্বর্য, পবনের [বহন ও জনক্ষেপণাদি] কর্ম) বহি-কর্ম চ (ও অগ্নির [জলনাদি] কর্ম) চক্রতুঃ (করিতে লাগিল) । ততঃ (তখন) দেবাঃ (দেবগণ) বিনিধূতাঃ (অধিকারহীন) অষ্ট-রাজ্যাঃ (রাজ্যচ্যুত) চ পরাজিতাঃ (ও বিজিত হইলেন) ॥ ৪

সর্বে (সকল) ত্রি-দশাঃ* (ত্রিদশ, দেবতা) তাভ্যাং (সেই) মহাসুরাভ্যাং (মহাসুরদ্বয় কর্তৃক) হ্রত-অধিকারাঃ (য য অধিকার হইতে বিচ্যুত) নিরাকৃতাঃ [সমস্তঃ] (ও বিভাঙিত হইয়া) তাং (সেই) অপরাজিতাং (অপরাজিতা) দেবীং (দেবীকে) সংস্মরন্তি [স্ম] (সম্যকরূপে স্মরণ করিলেন) ॥ ৫

বায়ু ও অগ্নির অধিকার গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের কার্য-সম্পাদন করিতে লাগিল । তখন দেবগণ সম্যকরূপে অধিকারশূন্য, রাজ্যচ্যুত ও পরাজিত হইলেন । ৩-৪

প্রধান দেবতাগণ^১ সেই মহাসুরদ্বয় কর্তৃক য য

* জন্ম যৌবন ও মৃত্যু-দেবতাদিগের এই তিনটি মাত্র দশা (অবস্থা) আছে বলিয়া তাঁহাদিগকে ত্রিদশ বলে । তাঁহাদের জরা নাই, সেইজন্য তাঁহাদের একটি নাম অজর বা নির্জর । —চতুর্থী টীকা ।

১ দ্বাদশ সূর্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও দুই বিশ্বদেব—ইহার প্রধান দেবতা । —নাগোজীভট্টী টীকা ।

তয়্যাস্মাকং বরো দত্তো যথাপৎসু শ্রুতাখিলা ।

ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥ ৬

ইতি কৃদ্ধা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্ ।

জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রভুঋবুঃ ॥ ৭

তয়া (তাঁহার ঘারা, সেই দেবী কর্তৃক) অস্মাকং (আমাদিগকে) বরঃ (বর) দত্তঃ (প্রদত্ত হইয়াছে) যথা (যে) আপৎসু (আপদে, বিপদে) শ্রুতা (শ্রবণ করিলে) ভবতাং (তোমাদের, দেবগণের) অখিলাঃ (সমস্ত) পরম-আপদঃ (মহাবিপদ) তৎক্ষণাৎ (তখনই, শ্রবণমাত্রই) [অহম্=আমি] নাশয়িষ্যামি (নাশ করিব) ॥ ৬

ইতি (এই প্রকার) মতিং (চিন্তা) কৃদ্ধা (করিয়া) দেবাঃ (দেবগণ) নগ-ঈশ্বরম্ (পর্বতরাজ) হিমবন্তং (হিমালয়ে) জগ্মুঃ (গমন করিলেন) । ততঃ (অনন্তর) তত্র (তথায়) বিষ্ণু-মায়াং (বিষ্ণু-শক্তি) দেবীং (দেবীকে) প্রভুঋবুঃ (উত্তমরূপে স্তব করিলেন) ॥ ৭

অধিকার হইতে বিচ্যুত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া সেই অপরাজিতা^১ দেবীকে সম্যকরূপে শ্রবণ করিলেন । ৫

সেই দেবী আমাদিগকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন—বিপদকালে আমাকে শ্রবণ করিলে আমি তোমাদের সমস্ত মহাবিপদ তৎক্ষণাৎ নাশ করিব । ৬

এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণ গিরিরাজ হিমালয়ে গমন-পূর্বক তথায় বৈষ্ণবী-শক্তি মহাদেবীকে উত্তমরূপে স্তব করিলেন । ৭

১ দুর্গাপূজার বিজয়দশমীর দিন অপরাজিতা দেবীর পূজা করা হয়। অপরাজিতা দুর্গার চৌষষ্ঠী ষোগিনীর অন্ততমরূপে বর্ণিত। দেবীর দ্ব্যনে আছে—‘ওঁ চতুর্ভূজাং পীতবস্ত্রাং সর্বাঙ্গরূপিতাং উপরিষ্ময়ো হস্তয়োঃ খড়্গাচর্মধরাং অধস্তনহস্তয়োর্বীরাভয়করাং ঈবৎপ্রহসিতাননাং

দেবা উচুঃ । ৮ (ও ঐ*)

নমো দেবৈ মহাদেবৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ।*

নমঃ প্রকৃতে ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৯

দেবাঃ (দেবগণ) উচুঃ (বলিলেন)—দেবৈ (জ্যোতির্ময়ী, প্রকাশ-
রূপিনী) মহাদেবৈ (মহাদেবীকে) নমঃ (প্রণাম) । সততং (সর্বদা)
শিবায়ৈ (শিবাকে, মঙ্গলরূপিনীকে) নমঃ (প্রণাম) । প্রকৃতা
(প্রকৃতিকে, সৃষ্টিশক্তিরূপিনীকে) ভদ্রায়ৈ (ভদ্রাকে, স্থিতিশক্তিরূপিনীকে)
নমঃ (প্রণাম) । নিয়তাঃ (সমাহিত চিত্তে) [বয়ং = আমরা !] তাম্
(তাঁহাকে) প্রণতাঃ স্ম (প্রণাম করি ৮-৯

মহামায়াকে দেবগণ এইরূপে স্তব করিলেন—দেবীকে,
মহাদেবীকে প্রণাম । সতত মঙ্গলদায়িনীকে প্রণাম ।
সৃষ্টিশক্তিরূপিনী প্রকৃতিকে প্রণাম । স্থিতিশক্তিরূপিনী
ভদ্রাকে প্রণাম । আমরা সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে বারবার
প্রণাম করি । ৮-৯

বাগ্বিনীম্ ।' মৎস্তপুরাণে (১৬৯।১৩) অপরাজিতা দুর্গা মাতৃকাগণের
অন্ততমরূপে আখ্যাতা । অস্তকাস্তুরের রক্তপানার্থ মহাদেব কতৃক
মাতৃকা অপরাজিতা সৃষ্টা । এই পুরাণে (১৭৯।৬৯) অপরাজিতা
'নারাসুচরী' নামে কথিতা । বরাহপুরাণে জ্ঞান, বিজ্ঞান, জয়ন্তী ও
অপরাজিতা মহিষাসুরঘ্নে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নবনোৎপন্ন বৈষ্ণবী
মূর্তির সহচরীরূপে অভিহিতা ।

* তদ্ব্যমতে ইহাই দেবীশূক্ত : ইহাকে 'অপরাজিতাস্তব' বলে,
লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

নমো দেব্যাদিকং দেবীশূক্তং সর্বফলশ্রদম্ ।

ইমাং দেবীঃ স্তবয়িতাঃ স্তোত্রোৎপাদনেন শামিহ ।

ক্লেশানতীত্য সকলানৈবধং মহদগ্ন্যতে ॥

এই দেবীশূক্ত সর্বফলদায়ক । এই শূক্ত দ্বারা নিত্য দেবীর স্তব করিলে
মানুষ সকল ক্লেশ অতিক্রম করিয়া মহৈশ্বর্য লাভ করেন ।

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ ।

জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দ্ররূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১০

কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃক্ষ্যৈ সিন্ধ্যৈ কূর্মো নমো নমঃ ।

নৈঋত্যৈ ভূভূতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ১১

রৌদ্রায়ৈ (রৌদ্রাকে, রূদ্রশক্তিকে, সংহারশক্তিকে) নমঃ নমঃ (প্রণাম) । নিত্যায়ৈ (নিত্যাকে, তিনকালে বিদ্যমান শক্তিকে, তিনকালের অতীত সত্তাকে) নমঃ (প্রণাম) । গৌর্যৈ (গৌরী, গৌরবর্ণী) ধাত্র্যৈ (ধাত্রীকে, বিশ্বধারিণীকে) নমঃ (প্রণাম) । জ্যোৎস্নায়ৈ (জ্যোৎস্নাকে, চন্দ্রকিরণরূপিণীকে) ইন্দ্ররূপিণ্যৈ (চন্দ্ররূপিণী) চ সুখায়ৈ (ও আনন্দময়ীকে) সততং (সদা) নমঃ (প্রণাম) ॥ ১০

কল্যাণ্যৈ (কল্যাণরূপাকে) প্রণতাঃ (প্রণাম করি) । বৃক্ষ্যৈ (সবৃদ্ধিরূপা) সিন্ধ্যৈ (সিদ্ধিকে, ঐশ্বর্যরূপাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ প্রণাম) কূর্মঃ (করি) । নৈঋত্যা (অলক্ষীরূপা) ভূ-ভূতাং (ভূপালকগণের) লক্ষ্ম্যৈ (লক্ষ্মীরূপা) শর্বাণ্যৈ (শর্বাণী, শিবশক্তি) তে (আপনাকে) নমোনমঃ (পুনঃ পুনঃ প্রণাম) ॥ ১১

রৌদ্রাকে (সংহারশক্তিকে) প্রণাম । নিত্যাকে (ত্রিকালাতীত সত্তারূপিণীকে) প্রণাম । গৌরী জগদ্ধাত্রীকে প্রণাম । জ্যোৎস্নারূপা, চন্দ্ররূপা ও সুখরূপাকে সতত প্রণাম । ১০

কল্যাণীকে প্রণাম করি । বৃদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিরূপাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি । অলক্ষীরূপা, ভূপতিগণের লক্ষ্মীরূপা শর্বাণী আপনাকে বার বার প্রণাম করি । ১১

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ ।

খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১২

অতিসৌম্যাতিরোদ্ভায়ৈ নতাস্ত্যৈ নমো নমঃ ।

নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেবায়ৈ কৃতৈ নমো নমঃ ॥ ১৩

দুর্গায়ৈ (দুর্ধাংগিনী) দুর্গ-পারায়ৈ (দুস্তর [সংসার-সাগর] পার-কারিণী) সারায়ৈ (বলবতী) সর্বকারিণ্যৈ সর্বকারিণী, সর্বজননী) খ্যাত্যৈ (প্রসিদ্ধিরূপিণী, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদরূপিণী বা, [খ্যাতিবাদি-গণের] বিকল্পরূপিণী) কৃষ্ণায়ৈ (কৃষ্ণবর্ণা) তথা এব (এবং) ধূম্রায়ৈ (ধূম্রবর্ণা) [দেবায়ৈ=দেবীকে] সততং (সদা) নমঃ (প্রণাম) ॥ ১২

অতিসৌম্য-অতিরোদ্ভায়ৈ ([বিচারূপে] অতি সৌম্য বা সংসার-নাশিনীকে এবং [অবিচারূপে] অতি রোদ্ভা সংসারকারিণীকে) [এবং=আমরা] নতাস্ত্যৈ (প্রণাম করি)। তস্যৈ (তাঁহাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ প্রণাম)। জগৎ-প্রতিষ্ঠায়ৈ (জগতের আশ্রয়রূপাকে, বিশ্বের উপাদান-কারণকে) নমঃ (প্রণাম)। কৃতৈ (কৃতিকে, ক্রিয়ারূপাকে) দেবায়ৈ (দেবীকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ প্রণাম) ॥ ১৩

দুস্তর-ভবসমুদ্র-পার-কারিণী, শক্তিরূপিণী, সৃষ্টিকর্ত্রী, খ্যাতি (বা প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ বা প্রসিদ্ধি) রূপিণী কৃষ্ণবর্ণা ও ধূম্রবর্ণা দুর্গাদেবীকে সতত প্রণাম করি। ১২

যিনি বিচারূপে অতি সৌম্য এবং অবিচারূপে অতি রোদ্ভা (অতি ভীষণা) তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। জগতের আশ্রয়রূপিণীকে প্রণাম। ক্রিয়ারূপা দেবীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম। ১৩

১ পাঁচ প্রকার খ্যাতি বা দার্শনিক মতবাদ আছে। যথা—
বিশ্জনানবাদের আনুখ্যাতি, শুল্কবাদের অসংখ্যাতি, মীমাংসার অখ্যাতি, স্মারের অন্তর্থাখ্যাতি, এবং অদ্বৈতবাদের অনিবচনীয় খ্যাতি। শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে উক্তব্যকে বলিতেছেন যে, তিনি খ্যাতিবাদিগণের বিকল্পস্বরূপ।—তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা।

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।

নমস্তস্মৈ (১৪) নমস্তস্মৈ (১৫) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥১৬

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।

নমস্তস্মৈ (১৭) নমস্তস্মৈ (১৮) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥১৯

বা (যে) দেবী (মহাদেবী) সর্ব-ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) বিষ্ণু-মায়া (মহামায়া, মূল্য অবিচ্ছিন্ন) ইতি (বলিয়া) শব্দিতা ([সর্বগমে] প্রতি-পাদিতা, কথিতা) তস্মৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ১৪-১৬

বা (যে) দেবী (আত্মাশক্তি) সর্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) চেতনা* ইতি (বলিয়া) অভিধীয়তে (অভিহিতা হন) তস্মৈ (তাঁহাকে, সেই দেবীকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ১৭-১৯

যে দেবী সকল প্রাণীতে বিষ্ণুমায়া^১ নামে [আগমশাস্ত্রে] অভিহিতা হন, তাঁহাকে নমস্কার । তাঁহাকে নমস্কার । তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার । ১৪-১৬

যে দেবী সর্বভূতে চেতনারূপে^২ প্রসিদ্ধা তাঁহাকে নমস্কার । তাঁহাকে নমস্কার । তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার । ১৭-১৯

* জ্ঞানাত্মিক অস্তঃকরণবৃত্তি (১৯৬ পৃষ্ঠায় ৮-শ্লোক দেখ) ।

১ বরাহপুরাণমতে যে শক্তি মেঘ, বৃষ্টি, শস্ত্রের উৎপত্তি প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন করেন তিনিই বিষ্ণুমায়া । বিষ্ণুমায়া, যোগমায়া ও মহামায়া চত্বিধের ভিন্ন ভিন্ন নাম ।—শুশ্রুবতী টীকা । চণ্ডী, ১১।৩-৪ পাদটীকা জঃ

২=জীব-মাতী ।—শুশ্রুবতী টীকা ।

=অস্তঃকরণ-বৃত্তি ।—চতুর্থী টীকা ।

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ।*

নমস্তস্মৈ (২০) নমস্তস্মৈ (২১) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥২২

যা দেবী সর্বভূতেষু নিজারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ (২৩) নমস্তস্মৈ (২৪) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥২৫

যা (যে) দেবী (দেবী) সর্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) বুদ্ধি-রূপেণ (সবিকল্পক জ্ঞানরূপে, অধ্যাবসায়রূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ২০-২২

যা (যে) দেবী (দেবী) সর্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) নিজা-রূপেণ (নিজারূপে, স্বশুণ্ডিরূপে) সংস্থিতা (বিরাজিতা) তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ২৩-২৫

যে দেবী সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার । ২০-২২

যে দেবী সর্বভূতে নিজারূপে বিরাজিতা, তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার । ২৩-২৫

* সাধিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি-ভেদে বিষ্ণুমায়ী ত্রিবিধা । এই ত্রয় তিনবার 'তস্মৈ' শব্দের উক্তি এবং কায়িক, বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ অণাম-স্মৃতির ত্রয় শেষে 'নমঃ' শব্দের ত্রিকৃতি । বিষ্ণুমায়ার সৃষ্টিশক্তি রাজসী, স্থিতিশক্তি সাধিকী এবং সংহারশক্তি তামসী । ২০, ২১ ও ২২ মন্ত্রত্রয়ের পৃথক পৃথক রূপ এই—যা দেবী...সংস্থিতা নমস্তস্মৈ নমো নমঃ । সুতরাং ২০ম বা ২১ম মন্ত্রটি 'নমস্তস্মৈ' মাত্র নহে। অক্ষাঙ্ক ম্লোকেও এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে ।

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মুধারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ (২৬) নমস্তস্মৈ (২৭) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥২৮

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ (২৯) নমস্তস্মৈ (৩০) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৩১

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ (৩২) নমস্তস্মৈ (৩৩) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৩৪

যা (যে) দেবী (আত্মশক্তি) সর্ব-ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) স্মুধারূপেণ (স্মুধারূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ২৬-২৮

যা (যে) দেবী (মহামায়া) সর্ব-ভূতেষু (সর্বভূতে, সকল প্রাণীতে) ছায়া-রূপেণ (ছায়ারূপে, প্রতিবিম্বরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ২৯-৩১

যা (যে) দেবী (জগন্মাতা) সর্ব-ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) শক্তিরূপেণ (শক্তিরূপে, সামর্থ্যরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৩২-৩৪

যে দেবী সর্বভূতে স্মুধারূপে অবস্থিতা, তঁহাকে নমস্কার ।
তঁহাকে নমস্কার । তঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ॥ ২৬-২৮

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে ছায়ারূপে বিরাজমানা, তঁহাকে
নমস্কার । তঁহাকে নমস্কার । তঁহাকে নমস্কার, নমস্কার,
নমস্কার ॥ ২৯-৩১

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা, তঁহাকে
নমস্কার । তঁহাকে নমস্কার । তঁহাকে নমস্কার, নমস্কার,
নমস্কার ॥ ৩২-৩৪

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ (৩৫) নমস্তস্মৈ (৩৬) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৩৭

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ (৩৮) নমস্তস্মৈ (৩৯) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৪০

যা দেবী সর্বভূতেষু জ্ঞাতিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ (৪১) নমস্তস্মৈ (৪২) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৪৩

যা (যে) দেবী (মহাদেবী) সর্ব-ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) তৃষ্ণারূপেণ (জলতৃষ্ণারূপে, বিষয়স্পৃহারূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৩৫-৩৭

যা (যে) দেবী (ব্রহ্মশক্তি) সর্ব-ভূতেষু (সকল ভূতে) ক্ষান্তি-রূপেণ (ক্ষমারূপে) সংস্থিতা (অধিষ্ঠিতা) তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ৩৮-৪০

যা (যে) দেবী (ব্রহ্মদেবী) সর্ব-ভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) জ্ঞাতি-রূপেণ (যে দেবী সর্বভূতে তৃষ্ণা- (বিষয়-বাসনা) রূপে সংস্থিতা তঁহাকে নমস্কার । তঁহাকে নমস্কার । তঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার । ৩৫-৩৭

যে দেবী সর্বভূতে ক্ষমারূপে^১ অবস্থিতা তঁহাকে নমস্কার । তঁহাকে নমস্কার । তঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার । ৩৮-৪০

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে জ্ঞাতিরূপে^২ সংস্থিতা তঁহাকে

১ সামর্থ্যসত্ত্বেও অপকারীর প্রতি অপকারের অনিচ্ছা ।

২ যথা, গোক-মমুচ্ছাদি । গুপ্তনতীনত্রে জন্ম বা ব্রহ্মসত্তা ।

যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ (৪৪)নমস্তস্মৈ(৪৫)নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৪৬

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ(৪৭)নমস্তস্মৈ (৪৮)নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৪৯

(জ্ঞাতিক্রমে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) ।

তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার)

নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৪১-৪৩

যা (যে) দেবী (দেবী) সর্ব-ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) লজ্জা-রূপেণ

(লজ্জারূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) ।

তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার)

নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৪৪-৪৬

যা (যে) দেবী (মহামায়া) সর্ব-ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) শান্তিরূপেণ

(বিষয়-বিরতি, ইন্দ্রিয়-সংযম বা আনন্দরূপে) সংস্থিতা (বিরাজিতা) তস্মৈ

(তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ

(তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৪৭-৪৯

নমস্কার । তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার, নমস্কার,

নমস্কার । ৪১-৪৩

যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে^১ অবস্থিতা, তাহাকে

নমস্কার । তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার, নমস্কার,

নমস্কার । ৪৪-৪৬

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শান্তিরূপে সংস্থিতা, তাহাকে

নমস্কার । তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার, নমস্কার,

নমস্কার । ৪৭-৪৯

১ লজ্জা - নিজের কুকায অপরে পাছে জানিতে পারে এই ভয় ।

যা দেবী সর্বভূতেষু অঙ্কারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ(৫০) নমস্তস্মৈ(৫১) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৫২

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ(৫৩) নমস্তস্মৈ (৫৪)নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৫৫

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ(৫৬) নমস্তস্মৈ(৫৭) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৫৮

যা (যে) দেবী (মহাদেবী) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) অঙ্কা-রূপেণ (আস্তিক্য-বুদ্ধিরূপে, আচাৰ্য ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৫০-৫২

যা (যে) দেবী (ভগবাতা) সর্ব ভূতেষু (সকল প্রাণিতে) কান্তি-রূপেণ (লাবণ্য, শোভা বা কমনীয়তারূপে) সংস্থিতা (অধিষ্টিতা) তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৫৩-৫৫

যা (যে) দেবী (মহামায়া) সর্ব ভূতেষু (সর্বভূতে) লক্ষ্মী-রূপেণ (ধনাদি সম্পদরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৫৬-৫৮

যে দেবী সর্বভূতে অঙ্কারূপে অবস্থিতা তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ॥৫০-৫২

যে দেবী সর্বপ্রাণিতে কান্তিরূপে অবস্থিতা, তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ॥৫৩-৫৫

যে দেবী সর্বপ্রাণিতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ॥৫৬-৫৮

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ(৫৯) নমস্তস্মৈ(৬০) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৬১

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ(৬২) নমস্তস্মৈ(৬৩) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৬৪

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ(৬৫) নমস্তস্মৈ(৬৬) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৬৭

যা (যে) দেবী (চতুর্ভুজা দেবী) সর্ব-ভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) বৃত্তি-রূপেণ ([কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি] বৃত্তিরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তঁাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । ৫৯-৬১

যা (যে) দেবী (মহাদেবী) সর্ব ভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) স্মৃতি-রূপেণ (অনুস্মৃত বিষয়ের জ্ঞানরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তঁাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তঁাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । ৬২-৬৪

যা (যে) দেবী (দেবী) সর্ব-ভূতেষু (সর্বভূতে) দয়ারূপেণ (পরদুঃখ-নিবারণের ইচ্ছারূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তঁাহাকে) নমঃ

যে দেবী সর্বভূতে (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি) বৃত্তি (জীবিকা)-রূপে সংস্থিতা, তঁাহাকে নমস্কার । তঁাহাকে নমস্কার । তঁাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার । ৫৯-৬১

যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা, তঁাহাকে নমস্কার । তঁাহাকে নমস্কার । তঁাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ।

৬২-৬৪

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে দয়ারূপে অবস্থিতা তঁাহাকে নমস্কার । তঁাহাকে নমস্কার । তঁাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার । ৬৫-৬৭

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ(৬৮) নমস্তস্মৈ(৬৯) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৭০

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ(৭১) নমস্তস্মৈ(৭২) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৭৩

(নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৬৮-৬৭

যা (যে) দেবী (দেবী) সর্বভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) তুষ্টিরূপেণ (সন্তোষরূপে) সংস্থিতা (অধিষ্ঠিতা) তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৬৮-৭০

যা (যে) দেবী (মহাদেবী) সর্বভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) মাতৃরূপেণ (জননীরূপে, পালয়িত্রীরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৭১-৭৩

যে দেবী সর্বভূতে সন্তোষরূপে^১ অবস্থিতা, তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ॥ ৬৮-৭০

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে মাতৃরূপে^২ অবস্থিতা তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার । তাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ॥ ৭১-৭৩

১ সন্তোষ—যথানাভে তুষ্টি, প্রাপ্ত বস্তুর অধিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা-শূন্যতা ।

২ ব্রাহ্মী আদি অষ্ট মাতৃকা বা মাতৃকা নারী বর্ণদেবতা বা জননী, শুণ্ডবতীমতে প্রমাতা ।

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্মৈ (৭৪) নমস্তস্মৈ (৭৫) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৭৬

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা ।

ভূতেষু সততং তস্মৈ ব্যাপ্তিদেবৌ নমো নমঃ ॥৭৭

যা (যে) দেবী (মহাদেবী) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) ভ্রান্তিরূপেণ (ভ্রমরূপে, অজ্ঞানরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্মৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার) ॥ ৭৪-৭৬

যা (যিনি) সততম্ (সদা) অখিলেষু (সকল) ভূতেষু (প্রাণীতে) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও চারি অন্তরিন্দ্রিয়—এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের) ভূতানাং চ (ও) [পৃথিব্যাদি পঞ্চ

যে দেবী সর্বভূতে ভ্রান্তিরূপে^১ সংস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার । তাঁহাকে নমস্কার । তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ॥৭৪-৭৬

যিনি সকল প্রাণীতে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী^২ দেবতারূপে বিরাজিতা এবং যিনি পৃথিবী আদি পঞ্চ

১ ভ্রান্তি = অতশ্চিন্তন তদ্বুদ্ধিঃ অর্থাৎ বাহা বাহা নয়, তাহাকে তাহা হইয়া করা রূপ মিথ্যাজ্ঞান । ঐশ্বর্যবতীমতে ভ্রান্তি = অপ্রমা ।

২ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় ।

বাক্, গান্ধি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, যম ও প্রজাপতি ।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারি অন্তরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যথাক্রমে চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও অচ্যুত ।

চিত্তিরূপেণ যা কুংস্মমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ।

নমস্তস্মৈ(৭৮) নমস্তস্মৈ(৭৯) নমস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥৮০

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ

তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা ।

করোহু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী

শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্ত চাপদঃ ॥ ৮১

স্থল ও স্বক্ষ) ভূতসমূহের) অধিষ্ঠাত্রী (অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও প্রেরয়িত্রী)
তস্মৈ (সেই) ব্যাপ্তি-দেবী (বিশ্বব্যাপিকা দেবীকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ
পুনঃ প্রণাম) ॥ ৭৭

যা (যিনি) চিত্তিরূপেণ (নির্বিষয়ক সংবিশ্লুক, চিৎশক্তিরূপে)
এতৎ (এই) কুংস্ম (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) ব্যাপ্য (ব্যাপিত) স্থিতা
(অবস্থিত) তস্মৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাঁহাকে)
নমঃ (নমস্কার) । তস্মৈ (তাঁহাকে) নমঃ (নমস্কার) নমঃ (নমস্কার)
নমঃ (নমস্কার) ॥ ৭৮-৮০

যা (যিনি) সুরৈঃ ([ব্রহ্মাদি] দেবগণ কর্তৃক) পূর্বম্ ([মহিষাসুর-
বধের] পূর্বে) স্তুতা (স্তুত হইয়াছিলেন) তথা (এবং) সুর-ইন্দ্রেণ (দেবরাজ
স্থল ও পক্ষ স্বক্ষ ভূতের প্রেরয়িত্রী, সেই বিশ্বব্যাপিকা)
ব্রহ্মশক্তিরূপা দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম । ৭৭

যিনি চিৎশক্তিরূপে এই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতা,
তাঁহাকে নমস্কার । তাঁহাকে নমস্কার । তাঁহাকে নমস্কার,
নমস্কার, নমস্কার । ৭৮-৮০

ব্রহ্মাদি দেবগণ পূর্বে যাহার স্তব করিয়াছিলেন এবং
দেবরাজ ইন্দ্র মহিষাসুরবধরূপ অভীষ্ট-প্রাপ্তি হওয়ায়

১ ১৪শ হইতে ৮০তম মন্ত্রে দেবীর ত্রয়োবিংশতি রূপ বর্ণিত ।
কাত্যায়নীতন্ত্রের মতে ইহার অধিক সংখ্যা অনাধ ।

যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রশ্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্তুতে ।

যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হস্তি নঃ

সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ ॥ ৮২

ইল কতৃক) অভীষ্ট-সংশ্রয়াৎ ([মহিষাসুর-বধরূপ] অভিশ্রুত অর্থ-
নাশহেতু) দিনেবু (প্রতিদিন) সেবিতা (পূজিতা হইয়াছিলেন), যা চ
(এবং যে) ঈশা (ঈশ্বরী) সাম্প্রতম্ (সম্প্রতি) উদ্ধত-দৈত্য-তাপিতৈঃ
([গুপ্তাদি] গর্ভিত দৈত্যগণ কতৃক নিপীড়িত) সুরৈঃ (সুরগণ)
অশ্মাভিঃ (আমাদিগের দ্বারা) নমস্তুতে (নমস্কৃত হইতেছেন), যা চ
(এবং যিনি) ভক্তি-বিনম্র-মূর্তিভিঃ (ভক্তিরূপে অবনতদেহ) [অশ্মাভিঃ=
আমাদিগের দ্বারা] স্মৃতা (স্মৃতা হইলে) নঃ (আমাদের) সর্ব-আপদঃ
(সকল বিপদ) তৎক্ষণম্ এব (সেই ক্ষণেই) হস্তি (হরণ করেন), সা
(সেই) শুভ-হেতুঃ (মঙ্গলময়ী) ঈশ্বরী (ভগবতী) নঃ (আমাদিগের)
জ্ঞাশি (পরম) শুভানি (মঙ্গল) করোতু (বিধান করুন) চ (এবং)
আপদঃ (বিপদসমূহ) অভিহন্ত (বিনাশ করুন) ॥ ৮১-৮২

প্রতিদিন যাহার পূজা করিতেন, উদ্ধত দৈত্যগণ কতৃক
পীড়িতা হইয়া আমরা দেবগণ যে ঈশ্বরীকে সম্প্রতি স্তব
করিতেছি এবং যাহাকে ভক্তিনত দেহে স্মরণ করিলে
তিনি সেইক্ষণেই আমাদের সকল বিপদ নাশ করেন, সেই
মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করুন এবং
আমাদের আপদসমূহ বিনাশ করুন । ৮১-৮২

ঋষিরূবাচ । ৮৩

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী ।

স্নাতুমভ্যায়যৌ তোয়ে জাহুব্যা নৃপনন্দন ॥ ৮৪

সাব্রবীতান্ সুরান্ সূজ্জ্বলন্তিঃ স্তূয়তেহত্র কা ।

শরীরকোষতশ্চাস্তাঃ সমুদ্ভুতাহব্রবীচ্ছিব্যা ॥ ৮৫

ঋষি ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—নৃপ-নন্দন (হে নরপতি, হে সুরথ), তত্র (তথায়) এবং (এই প্রকারে) স্তব-আদি-যুক্তানাং (স্তবাদিতে নিযুক্ত) দেবানাং [অগ্রতঃ] (দেবগণের সম্মুখে) পার্বতী (পর্বত-হতা, হিমাচল-হুহিতা, উমা) জাহুব্যাঃ (জাহুবীর, গঙ্গার) তোয়ে (জলে) স্নাতুন্ (স্নান করিতে) অভ্যায়যৌ (আসিলেন) ॥ ৮৩-৮৪

স্না (সেই) সূ-জ (সুন্দরজ্যুস্তা, পার্বতী) তান্ (সেই সকল) সুরান্ ([ইন্দ্রাদি] দেবগণকে) অব্রবীৎ (বলিলেন)—স্তবন্তিঃ (আপনাদের দ্বারা) অত্র (এখানে) কা (কে) স্তূয়তে (স্ততা হইতেছেন)? অস্তাঃ (ইহার) শরীর-কোষতঃ চ (দেহরূপ কোষ হইতে) সমুদ্ভুতা (আবির্ভূতা) শিব্যা (মঙ্গলনয়ী দেবী) অব্রবীৎ (বলিলেন) ॥ ৮৫

মেধা ঋষি বলিলেন—হে নৃপনন্দন সুরথ, তথায় এইরূপ স্তবাদিতে নিযুক্ত দেবগণের সম্মুখে দেবী পার্বতী জাহুবীর^১ জলে স্নান করিতে আগমন করিলেন । ৮৩-৮৪

সেই সূজ দেবী পার্বতী ইন্দ্রাদি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন? তখন

১ জহু নুনির উরুদেশ হইতে প্রবাহিত বলিয়া গঙ্গার অপর নাম জাহুবী ।

স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ ।

দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুন্তেন পরাজিতৈঃ ॥ ৮৬

শরীরকোষাৎ যন্তুস্তাঃ পার্বত্যা নিঃসৃতামৃষিকা ।

কৌশিকীতি সমন্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥ ৮৭

সমরে (যুদ্ধে) নিশুন্তেন (নিশুস্ত কর্তৃক) পরাজিতৈঃ (পরাজিত) শুভদৈত্য-নিরাকৃতৈঃ (ও শুভদৈত্যের কর্তৃক বিতাড়িত) সমেতৈঃ (সমবেত) দেবৈঃ (দেবগণ দ্বারা) মম (আমার) এতৎ (এই) স্তোত্রং (স্তব) ক্রিয়তে (কৃত হইতেছে) ॥ ৮৬

যৎ (যেহেতু) তন্তাঃ (সেই) পার্বত্যাঃ (পার্বতীর) শরীর-কোষাৎ (দেহকোষ হইতে) অমৃষিকা (দেবী) নিঃসৃতা (বহির্গতা হইয়াছেন) ততঃ (সেইহেতু) সমন্তেষু (সকল) লোকেষু (লোকে) কৌশিকী ইতি (কৌশিকী নামে) গীয়তে (গীত হন, কথিতা হন) ॥ ৮৭

তাহার (দেবীর) শরীর-কোষ হইতে আত্মাশক্তি শিবা (স্ব-প্রধানাংশে) আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—। ৮৫

নিশুস্তাস্থর কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত এবং শুভদৈত্যের কর্তৃক বর্গ হইতে বিতাড়িত দেবগণ সমবেত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন । ৮৬

সেই পার্বতী দেবীর দেহ-কোষ হইতে অমৃষিকা উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া ত্রিজগতে তিনি কৌশিকী^১ নামে অভিহিতা । ৮৭

১ শুস্ত ও নিশুস্ত নামক দৈত্যাত্মঘর তপোবলে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রার্থনা করেন যে, তাহার দেব ও মানব সকল পুরুষদের অবধা হইবেন । কিন্তু অযোনিজা অথচ পুংস্পর্শহিত গ্রীষ্মরীর হইতে

উদ্ধুতা অনজ্ঞাপরাক্রমা নারীর প্রতি আসক্তিবশতঃ কেবল তাহার ধারাই
তাঁহারা যুদ্ধে নিহত হইবেন। ত্রক্ষা অহরহয়কে প্রার্থিত বর প্রদান
করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উপজবে যখন স্বর্গ ও মর্ত্য অস্থির হইল তখন
তিনি শুভ-নিশুভ-নাশিনী দেবীকে শ্রবণ করিবার জন্য শিবের নিকট
প্রার্থনা করিলেন।

তদনন্তর মহাদেব রহস্তচ্ছলে পার্বতীকে 'কালী' নামে সম্বোধন
করেন। তাহাতে পার্বতী অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—আমি গোরবর্ণা
নহি বলিয়া তোমার এত অস্বীতিভাজন হইয়াছি। সুতরাং ইহা
তোমার মত্য উক্তি, পরিহাস নহে। অনন্তর পার্বতী ক্রোধভরে
গৌতমশ্রমে গমনপূর্বক কঠোর তপস্তাপ্রভাবে রজোগুণাধিক্যবশতঃ
ভূজঙ্গী কঙ্ককের দ্বারা স্বীয় কৃষ্ণ কোষ পরিত্যাগ করিয়া গোরবর্ণা হইয়া
গৌরী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। সেই চন্দ্রতুল্যকাস্তিযুক্তা অতিসুন্দরী
কৌশিকী দেবী আবির্ভূতা হইয়া পার্বতীর সহিত বিচরণ করিতে
লাগিলেন। পার্বতী অত্যাগতা হইয়া কৌশিকীর মহিমা এইভাবে
দেবগণের নিকট বর্ণনা করেন—

“কিং দেবেন ন না দৃষ্টা যা সৃষ্টা কৌশিকী ময়া।

তাদৃশী কল্মশা লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥

অজাতপুষ্পস্পর্শতিরম্ভয়া চাতিসুন্দরী ॥”

অর্থাৎ আমি যে অতি সুন্দরী অজাতপুষ্পস্পর্শতি অজ্ঞেয়া কৌশিকীকে
সৃষ্টি করিয়াছি, দেবগণ কি তাহাকে দেখেন নাই? তাদৃশী কল্মশা জগতে
পূর্বে হয় নাই, পরেও হইবে না। —শিবপুরাণসংহিতা।

(কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডী, বৈকৃতিকরহস্ত ও মহাসরস্বতী-ধ্যানামৃত
পরদেবতা পার্বতী আদিত্তে গোরবর্ণা ছিলেন এবং অন্তে কৃষ্ণবর্ণা
হইলেন।)

তস্তাং বিনির্গতায়ান্ত কৃষ্ণাভূং সাপি পার্বতী ।

কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতান্তরা ॥ ৮৮

ততোহম্বিকারং পরং রূপং বিভাণাং স্তমনোহরম্ ।

দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডঃ চ ভূত্যৌ শুশ্রুনিশুশ্রয়োঃ ॥ ৮৯

তস্তাং (তাঁহার, কোলিকীর) বিনির্গতায়ান্ত ছু (নির্গমনের পরই) সা (সেই) পার্বতী অপি (পার্বতী দেবীও) কৃষ্ণা (কৃষ্ণবর্ণা হইয়া) হিম-অল-কৃত-আশ্রয়া (হিমালয়-বাসিনী) অভূং (হইলেন) । [অতঃ= এইরূপ] কালিকা ইতি (কালিকা এই নামে) সমাখ্যাতা (প্রসিদ্ধ হইলেন) ॥ ৮৮

ততঃ (অনন্তর) শুশ্রু নিশুশ্রয়োঃ (শুশ্রু ও নিশুশ্রের) ভূত্যৌ (ভূতাবয়) চণ্ডঃ মুণ্ডঃ চ (চণ্ড ও মুণ্ড) পরং (শ্রেষ্ঠ) স্তমনোহরম্ (অতি স্তম্ভ) রূপং (মূর্তি) বিভাণাং (ধারিণী) অম্বিকারং (অম্বিকাকে) দদর্শ (দেখিল) ॥ ৮৯

কোলিকী^১ দেবীর নির্গমনের পর পার্বতী দেবীও কৃষ্ণাবর্ণা হইয়া নিখিল দেবস্থান হিমালয়ে অধিষ্ঠান করিয়া কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন । ৮৮

অনন্তর শুশ্রু ও নিশুশ্রের অমুচরভয় চণ্ড ও মুণ্ড অতি স্তম্ভোহর মূর্তিধারিণী অম্বিকা (কোলিকী) দেবীকে দেখিতে পাইল । ৮৯

১ শিবপুরাণ ও কালিকাপুরাণাদির মতে কোলিকী দেবীর নির্গমনের পরে পরদেবতা পার্বতী প্রথমে গৌরবর্ণা ও অন্তে কৃষ্ণবর্ণা হইলেন । কিন্তু এই ব্যাখ্যা টীকাভাষ্যসম্মত নহে । কারণ বায়ু-সাহিত্যে আছে :

তৎকোণং মহসোংস্থজা গৌরী সা সমজায়ত । অর্ধাং সহসা তাহার দেহ-কোণ পরিত্যাগ করিয়া পার্বতী গৌরবর্ণা হইলেন ।

তাভ্যাং শুভায় চাখাতা সাতীব স্মনোহরা ।

কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥ ৯০

নৈব তাদৃক্ কচিৎপং দৃষ্টং কেনচিৎকৃতম্ ।

জ্ঞায়তাং কাপ্যাসৌ দেবী গৃহ্যতাকাশুরেশ্বর ॥ ৯১

তাভ্যাং চ (এবং তাহাদের উভয়ের দ্বারা) শুভায় (শুভসমীপে) সা (সেই, কৌশিকী দেবী) [এবং=এই প্রকারে] আখাতা (বর্ণিতা হইলেন)—মহারাজ (হে মহারাজ), সাতীব-স্মনোহরা (অতিশয় সুন্দরী) কা অপি (কোন এক) স্ত্রী (নারী) হিম-অচলম্ (হিমাদ্রিকে) ভাসয়ন্তী (আলোকিত করিয়া) আস্তে (আছেন) ॥ ৯০

অশ্বর-ঈশ্বর (হে দৈত্যরাজ), তাদৃক্ (তাদৃশ) উত্তম (রমণীয়)

এবং তাহারা উভয়ে শুভের সমীপে সেই কৌশিকী দেবীর এইরূপ বর্ণনা করিল—হে মহারাজ, পরমা সুন্দরী এক রমণী হিমাচল আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন । ৯০

হে অশ্বরপতি, তাদৃশ রমণীয় মূর্তি কেহ কখনও কোথাও

এই বিষয়ে বায়ুসংহিতার সহিত শিবপুরাণসংহিতাও একমত । বৈকুণ্ঠিকরহস্য ও মহাসম্বতীর ধ্যান অনুসারে সপ্তৈকগুণাশ্রয়া অষ্টভুজা সাক্ষাৎ সরস্বতী গৌরী কৌশিকী দেবী শুভনিশুভ বধ করিবেন । ৮৮তম মন্ত্রের অর্থ সম্বন্ধে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে । শুভবতী টীকার মতে পরদেবতা পার্বতী তথায় কৌশিকী দেবীকে রাখিয়া স্নানার্থ বা স্নানান্তে হিমাচলশিখর কৈলাসে গমন করিলেন । ইহাই যুক্তিসঙ্গত । কারণ শুভকারী দেবগণের শুভ অঙ্গীকার করিয়া কৌশিকী দেবীর অন্তরে প্রস্থান অনুষ্ঠিত । আবার ৮৯তম মন্ত্রেও কৌশিকী দেবীর তদ্রূপ অবস্থিতি প্রমাণিত হয় । কারণ অধিকা কৌশিকী দেবীকেই চণ্ডমুণ্ড দর্শন করে ।

ঐরত্নমতিচার্বঙ্গী দ্ব্যোতয়ন্তী দিশদ্বিবা ।

সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ অষ্টুমহতি ॥ ৯২

যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদৌনি বৈ প্রভো ।

ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভাস্তি তে গৃহে ॥ ৯৩

রণঃ (যুঁতি) কেনচিৎ (কাহারও দ্বারা) কচিৎ (কোথাও) ন দৃষ্টম্
এব (দৃষ্ট হয় নাই) । অসৌ (ইনি) কা অপি (নিশ্চয়ই কোন) দেবী
(দেবগণ্ডী) । [অতঃ=অতএব] জ্ঞায়তাং ([তাঁহার বিষয়] জাম্বন)
গৃহতাং চ (এবং [তাঁহাকে] গ্রহণ করুন) ॥ ৯১

দৈত্য-ইন্দ্র (হে দৈত্যপতি), সা তু (সেই) অতি-চারু-অঙ্গী (অতি-
রমণীয়-অঙ্গযুক্তা) গৌ-রত্নম্ (উত্তমা নারী) দ্বিবা ([অঙ্গ]-কাস্তিতে)
দিশঃ (সকল দিক্) দ্ব্যোতয়ন্তী (আলোকিত, শোভিত করিয়া) তিষ্ঠতি
(অবস্থিতা আছেন) । তাং (তাঁহাকে) ভবান্ (আপনার) অষ্টুম্
(সেখা) অহতি (উচিঁত) ॥ ৯২

প্রভো (হে প্রভু), ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) অশ্ব-গজ-আদৌনি (হস্তী
ও অশ্বাদি) যানি (যে-সকল) রত্নানি (রত্ন, শ্রেষ্ঠ বস্তু) মণয়ঃ বৈ
([পদ্মরাগাদি] মণি, মাণিক্য) [সস্তি=আছে] সমস্তানি তু (সেই
সকল) সাম্প্রতং (এক্ষণে) তে (আপনার) গৃহে (প্রাসাদে) ভাস্তি
(শোভা পাইতেছে) ॥ ৯৩

দেখে নাই । ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবগণ্ডী । তাঁহার বিষয়
জানিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করুন । ৯১

দৈত্যেন্দ্র, অতিশয় চারু-অবয়বী সেই নারীর অঙ্গ-
প্রভায় দশদিক আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন ।
তিনি আপনার দর্শনযোগ্য । ৯২

হে প্রভু, ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ হস্তী ও অশ্বাদিরূপ যে-সকল

ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাং ।

পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥ ২৪

বিমানং হংসসংযুক্তমেতৎ তিষ্ঠতি তেহঙ্গনে ।

রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোহস্থতম্ ॥ ২৫

[ভবতা=আপনার দ্বারা] পুরন্দরাং (পুরন্দর হইতে, ইন্দ্র হইতে)
গজ-রত্নম্ (হস্তিশ্রেষ্ঠ) ঐরাবতঃ (ঐরাবত) চ অয়ং (ও এই) পারিজাত-
তরুঃ ([দেবতরু] পারিজাত [ফুলের] গাছ) তথা চ (এবং) উচ্চৈঃ-
শ্রবাঃ (উচ্চৈঃশ্রবা নামক) হয়ঃ এন (হয়ও, অথও) সমানীতঃ (আনীত
হইয়াছে) ॥ ২৪

এতৎ (এই) হংসসংযুক্তম্ (হংসযুক্ত) রত্ন-ভূতম্ (রত্নরূপ)
অস্থতম্ (আশ্রয়) বিমানং (বিমান, দেবযান) যৎ (যাহা)
বেধসঃ (বেধার, বন্ধার) আসীৎ (ছিল) ইহ (এখানে) আনীতঃ
(আনীত) [তৎ=তাহা] তে (আপনার) অঙ্গনে (আঙ্গিনায়, চব্বরে)
তিষ্ঠতি (আছে) ॥ ২৫

রত্ন এবং পদ্মরাগাদি মণি আছে, সেই সকলই সম্প্রতি
আপনার প্রামাদে শোভা পাইতেছে । ২৩

আপনি ইন্দ্রের নিকট হইতে গজরাজ ঐরাবত, এই
দেবতরু পারিজাত এবং উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরত্ন
আনিয়াছেন । ২৪

এই হংসসংযুক্ত রত্নতুল্য আশ্চর্য দেবযান বিমান পূর্বে
বন্ধার ছিল । আপনা কর্তৃক আনীত হইয়া ইহা এখন
আপনার অঙ্গনে আছে । ২৫

নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীভো ধনেশ্বরাৎ ।

কিঞ্জকিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামগ্নানপঙ্কজাম্ ॥ ১৬

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনশ্রাবি তিষ্ঠতি ।

তথায়ং স্তন্দনবরো যঃ পুরাসীং প্রজাপতেঃ ॥ ১৭

মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ জয়া হতা ।

পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥ ১৮

ধন-ঈশ্বরাৎ (ধনরাজ হইতে, কুবের হইতে) এবং (এই) মহাপদ্মঃ (মহাপদ্ম নামক) নিধিঃ ([নবনিধির অগ্ন্যতম] রত্ন) সমানীভঃ (আনীত হইরাছে) । অব্ধিঃ চ (এবং সমুদ্র) কিঞ্জকিনীম্ (কিঞ্জকিনী নামক বা কেশরসংযুক্ত) অগ্নান-পঙ্কজাম্ (অমলিন [চির প্রস্তুতিত] পদ্মের) মালাম্ (মালা) দদৌ (দিয়াছেন) ॥ ১৬

তে (আপনার) গেহে (গৃহে) বারুণং (বরুণের) কাঞ্চন-শ্রাবি (স্বর্ণবর্ণগদীল, স্বর্ণময়) ছত্রং (ছাতা) তিষ্ঠতি (আছে) তথা (এবং) অয়ঃ (এই) স্তন্দন-বরঃ (রথশ্রেষ্ঠ) যঃ (যাহা) পুরা (পূর্বে) প্রজাপতেঃ (প্রজাপতির, পক্ষের) আসীৎ (ছিল) [তিষ্ঠতি = আছে] ॥ ১৭

ঈশ (হে ঐভূ) জয়া (আপনার স্বারা) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর, যমের)

কুবেরের নিকট হইতে আপনি নবনিধির^১ অগ্ন্যতম মহাপদ্ম নামক নিধি আনিয়াছেন এবং সমুদ্রও আপনাকে অগ্নান পদ্মের কিঞ্জকিনী নামক একটি মালা দিয়াছেন । ১৬

বরুণের স্বর্ণময় ছত্র এবং প্রজাপতির এই শ্রেষ্ঠরথ এক্ষণে আপনার প্রাসাদে শোভা পাইতেছে । ১৭

১ মুক্তা, মাণিক্য, বৈদূর্য, গোমেদ, বজ্র, বিজয়, পদ্মরাগ, মরকত ও হীরা—এই নবরত্ন ।

নিগুন্তস্তাবধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ ।

বহিরপি* দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে † চ বাসসী ॥ ৯৯

এবং দৈতোল্ল রত্নানি সমস্তান্যাহতানি তে ।

স্ত্রীরত্নমেবা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহতে ॥ ১০০

উৎ-ক্রান্তি-দা (মরণদাতা) নাম (নামক) শক্তিঃ (শক্তি-অস্ত্র) হতা (আহত হইয়াছে) । মলিল-রাজস্ব (জলদেবের, বরুণের) পাশঃ (পাশাস্ত্র) তব (আপনার) ভ্রাতুঃ (ভ্রাতার) পরিগ্রহে (অধিকারে) [অস্তি=আছে] ॥ ৯৮

অবধিজাতাঃ চ (ও সমুদ্রজাত) সমস্তাঃ (সমস্ত) রত্ন-জাতয়ঃ (রত্নরাজি) নিগুন্তস্ত (নিগুন্তের অধিকারে) [অস্তি=আছে] চ বহিঃ অপি (এবং অগ্নিও) তুভ্যম্ (আপনাকে) অগ্নি-শৌচে (অগ্নি দ্বারা পরিকৃত হয় এমন) বাসসী (বস্ত্রযুগল) দদৌ (দিয়াছে) ॥ ৯৯

দৈতা-ইল্ল (হে দৈত্যাধিপতি), এবং (এইরূপে) সমস্তানি (সমস্ত) রত্নানি (রত্ন, শ্রেষ্ঠ বস্তু) তে (আপনার দ্বারা) আহতানি (আহত হইয়াছে) । এবা (এই) কল্যাণী (স্বলক্ষণা) স্ত্রী-রত্নম্ (রমণীশ্রেষ্ঠা) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) কস্মান্ন (কি জন্য) ন গৃহতে (গৃহীত হইতেছে না) ॥ ১০০

প্রভো, আপনি যমের উৎক্রান্তিদা নামক শক্তি-অস্ত্র আহরণ করিয়াছেন এবং জলদেবতা বরুণের পাশাস্ত্রও আপনার ভ্রাতা নিগুন্তের অধিকারে আছে । ৯৮

সমুদ্রজাত সমস্ত রত্নরাজি নিগুন্তের হস্তগত এবং অগ্নিও আপনাকে এমন বস্ত্রযুগল দিয়াছেন, যাহা কেবলমাত্র অগ্নির দ্বারাই পরিকৃত হয় । ৯৯

হে দৈতোল্ল, এইরূপে আপনি সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তু সংগ্রহ

* বহিঃচাপি ইতি বা পাঠঃ ।

† শৌচেন ইতি বা পাঠঃ ।

১. আগ্নিগণের আমুশেষে যে শক্তি প্রাণ আকর্ষণ করে ।

ঋষিরূবাচ । ১০১

নিশ্যম্যেতি বচঃ শুভ্রঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ ।

প্রেষয়ামাস স্মগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাস্থরম্ ॥ ১০২

ইতি চেতি চ বক্তব্য্যা সা গহ্বা বচনান্মম ।

যথা চাত্যেতি সংগ্রীত্যা তথা কার্যং ত্রয়া লঘু ॥ ১০৩

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—সঃ (সেই) শুভ্রঃ (শুভ্রাস্থর) তদা (তখন) চণ্ড-মুণ্ডয়োঃ (চণ্ড ও মুণ্ডের) ইতি (এই প্রকার) বচঃ (বাক্য) নিশ্যমা (শুনিয়া) মহাস্থরম্ (মহাস্থর) স্মগ্রীবং (স্মগ্রীবকে) দেব্যাঃ (দেবীর নিকট) দূতং (দূতরূপে) প্রেষয়ামাস (প্রেরণ করিল) ॥ ১০১-১০২

[ত্বং=তুমি] গহ্বা (যাইয়া) মম (আমার) বচনাৎ (কথানুসারে) ইতি চ (এইরূপ) ইতি চ (ও এইরূপ) সা (তাঁহাকে) বক্তব্য্যা (বলিবে) যথা চ (ও যাহাতে) সংগ্রীত্যা (সংগ্রীতিসহ) লঘু (শীঘ্র) [সা=তিনি] অজি-এতি (আসেন) তথা (সেইরূপ) ত্রয়া (তোমার) কার্যং (করা উচিত) ॥ ১০৩

করিয়াছেন। তবে কেন আপনি এই কল্যাণী দ্বীপটিকে গ্রহণ করিতেছেন না? ১০০

মেধা ঋষি বলিলেন—তখন সেই শুভ্র চণ্ড এবং মুণ্ডের মূখে এই সকল কথা শুনিয়া মহাস্থর স্মগ্রীবকে দেবীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিল। ১০১-১০২

শুভ্র স্মগ্রীবকে বলিল—তুমি তথায় যাইয়া আমার কথানুসারে ‘এই’ ‘এই’ কথা তাঁহাকে বলিবে এবং যাহাতে তিনি সংগ্রীতিসহ শীঘ্রই আমার নিকট আসেন সেইরূপ করিবে। ১০৩

ন তত্র গজা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেহতিশোভনে ।

সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষং মধুরা গিরা ॥ ১০৪

দূত উবাচ । ১০৫

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুভ্রস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ ।

দূতোহহং প্রেষিতস্তেন তৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ১০৬

ততঃ (অনন্তর) সঃ (সে, স্বগ্রীব) অতি-শোভনে (অতি মনোহর) শৈল-উদ্দেশে (পর্বতশিখরে) যত্র (যেখানে) সা (সেই) দেবী (অম্বিকা) আস্তে (ছিলেন) তত্র (তথায়) গজা (ঘাইয়া) তাং (তাঁহাকে, দেবীকে) শ্লক্ষং (কোমল) মধুরা (মধুর) গিরা (বাক্য দ্বারা) প্রাহ (বলিল) ॥ ১০৪

দূতঃ (দূত, স্বগ্রীব) উবাচ (কহিল)—দেবি (হে দেবি), দৈত্য-
েশ্বরঃ (দৈত্যরাজ) শুভ্রঃ (শুভ্রাশ্বর) ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনের) পরম-
েশ্বরঃ (একমাত্র অধীশ্বর) তেন (তাঁহার দ্বারা) প্রেষিত (প্রেরিত) দূতঃ
(বার্তাবহ) অহম্ (আমি) ইহ (এখানে) তৎসকাশম্ (আপনার সমীপে)
আগতঃ (আসিয়াছি) ॥ ১০৫-১০৬

[ইহাতে শুভ্র ও নিভৃত্তের রজোগুণিত্ব স্মৃতিত হইল ।
সুতরাং তাহাদের বধের জন্ত মদ্যগুণপ্রধানা দেবীর অবতার
হইয়াছে । সাত্বিকতার দ্বারাই রাজসিকতা পরাভূত হয় ।
—নাগোজীভট্টী টীকা ।]

অতি রমণীয় শৈলশিখরে যথায় সেই দেবী বিরাজিতা
ছিলেন, স্বগ্রীব তথায় গমনপূর্বক দেবীকে অতিশয় কোমল
ভাবে মধুর বাক্যে বলিল— ॥ ১০৪

দূত বলিল—হে দেবি, দৈত্যেশ্বর শুভ্র ত্রিভুবনের
একমাত্র অধিপতি । আমি তৎকর্তৃক প্রেরিত দূত । আমি
এখানে আপনার নিকটে আসিয়াছি । ১০৫-১০৬

অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বান্ যঃ সদা দেবযোনিষু ।

নির্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণু তং ॥ ১০৭

মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ ।

যজ্ঞভাগানহং সর্বানুপাশ্রামি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১০৮

ত্রৈলোকে্য বররত্নানি মম বশ্যান্তশেষতঃ ।

ভুধৈব গজরত্নং চ হুতং দেবেশ্ববাহনম্ ॥ ১০৯

সদা (সর্বদা) সর্বান্ (সকল) দেব-যোনিষু ([বিভাদেবাদি]
দেবতাগণমধ্যে) অব্যাহত-আজ্ঞঃ (বাঁহার আজ্ঞা অপ্রতিহত, অলঙ্ঘ্য)
যঃ (যিনি) নির্জিত-অখিল-দৈত্য-আরিঃ (সমস্ত দৈত্যশত্রু-দেবগণ)
পরাজিতকারী) সঃ (তিনি) যং (যাহা) আহ (বলিলেন) তং (তাহা)
শৃণু (শ্রবণ করুন) ॥ ১০৭

অখিলং (সমগ্র) ত্রৈলোক্যম্ (ত্রিভুবন) মম (আমার) । দেবাঃ
(দেবগণ) মম (আমার) বশ-অনুগাঃ (বশবর্তী, আজ্ঞাবাহী) । অহং
(আমি) সর্বান্ (সকল) যজ্ঞ-ভাগান্ (যজ্ঞাংশ) পৃথক্ পৃথক্ (পৃথক্-
ভাবে, সেই সেই দেবতারূপে) উপাশ্রামি (উপভোগ করি) ॥ ১০৮

ত্রৈলোকে্য (ত্রিভুবনে) বর-রত্নানি (শ্রেষ্ঠরত্নসমূহ) অশেষতঃ

দেবতাগণের মধ্যে বাঁহার আদেশ সদা অপ্রতিহত, যিনি
সকল দৈত্যশত্রু দেবগণকে পরাজিত করিয়াছেন, তিনি
যজ্ঞং যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন । ১০৭

সমগ্র ত্রিভুবন আমার অধীন, দেবগণও আমার বশবর্তী ।
বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সমুদয় যজ্ঞাংশ আমি
পৃথক্ভাবে সেই সেই দেবতারূপে উপভোগ করি । ১০৮

এই তিন লোকে যত শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে, সেই সমস্তই

ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরজং মমামরৈঃ ।

উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্ ॥ ১১০

যানি চান্ধানি দেবেষু গন্ধর্বেষু রগেষু চ ।

রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥ ১১১

(নিঃশেষে) মম (আমার) বস্ত্রানি (অধীন) তথা (এবং) দেব-ইন্দ্র-
বাহনম্ ([দেবরাজ] ইন্দ্রের বাহন) গজ-রত্নম্ (গজরাজ, ঐরাবতও)
জ্ঞতং (হরণ করিয়াছি) ॥ ১০৯

ক্ষীরোদ-মথন-উদ্ভূতম্ (ক্ষীরোদসমুদ্র-মথনে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং
(উচ্চৈঃশ্রবা নামক) তৎ (সেই) অশ্ব-রত্নম্ (শ্রেষ্ঠ অশ্ব) অমরৈঃ (দেবগণ
কর্তৃক) প্রণিপত্য (প্রণিপাত করিয়া) মম (আমাকে) সমর্পিতম্ (প্রদত্ত
হইয়াছে) ॥ ১১০

শোভনে (হে স্বন্দরি), দেবেষু (দেবগণ) গন্ধর্বেষু (গন্ধর্বগণ) উরগেষু
চ (এবং [বাহুকি আদি] সর্পগণের অধিকারে) যানি চ (যে-সকল)
অস্ত্রানি (অস্ত্রাস্ত্র) রত্ন-ভূতানি (রত্নতুল্য, উৎকৃষ্ট) ভূতানি (বস্তু)
[সস্তি = আছে] তানি (সেই সকল) ময়ি (আমারই) ॥ ১১১

আমার অধিকৃত । আমি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতও বলপূর্বক
হরণ করিয়াছি । ১০৯

ক্ষীরসমুদ্র-মথনে উদ্ভূত অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবাকে দেবগণ
প্রণামপূর্বক আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন । ১১০

হে স্বন্দরি, ইন্দ্রাদি দেবগণের, বিশ্বাবসু আদি গন্ধর্বগণের
এবং বাহুকি আদি সর্পগণের অধিকারে যত কিছু রত্নতুল্য
শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, সেই সবই এক্ষণে আমারই অধিকৃত । ১১১

স্ত্রীরত্নভূতাং হাং দেবি লোকে মন্ত্যামহে বয়ম্ ।

সা হমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভূজো বয়ম্ ॥ ১১২

মাং বা মমানুজং বাপি নিগুপ্তমুরুবিক্রমম্ ।

ভজ হং চঞ্চলাপাক্ষি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ ॥ ১১৩

পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্তসে মৎপরিগ্রহাৎ ।

এতদ্বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥ ১১৪

দেবি (হে দেবি), ভাং (আপনাকে) [অহম্=আমি] লোকে (এই জগতে) স্ত্রী-রত্নভূতাং (রমণীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপা, সর্বোত্তমা) মন্ত্যামহে (মনে করি) । সা (সেই) হম্ (আপনি) অস্মান্ (আমাদের নিকট) উপাগচ্ছ (আগমন করুন) । যতঃ (যেহেতু) বয়ম্ (আমরা) রত্ন-ভূজঃ (শ্রেষ্ঠবস্ত্র-উপভোগের যোগ্যপাত্র) ॥ ১১২

চঞ্চল-অপাক্ষি (হে চঞ্চলনয়না), যতঃ (যেহেতু) হং বৈ (আপনি) রত্ন-ভূতা (রত্নস্বরূপা) অসি (হন) [অতঃ=অতএব] মাং (আমাকে) বা (কিংবা) মম (আমার) অনু-জং বা (কনিষ্ঠ সহোদর) উরু-বিক্রমম্ (মহাবীর) নিগুপ্তম্ অপি (নিগুপ্তকে) ভজ (ভজনা করুন) ॥ ১১৩

মৎ-পরিগ্রহাৎ (আমার আশ্রয়ে) অতুলং (অতুলনীয়) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ঐশ্বর্যম্ (বৈভব) প্রাপ্তসে (পাইবেন) । বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিপূর্বক) এতৎ

হে দেবি, এই সংসারে আমরা আপনাকে স্ত্রীরত্ন বলিয়া মনে করি । আপনি আমাদের গৃহে আছেন । কারণ আমরাই শ্রেষ্ঠবস্ত্র-ভোগের উপযুক্ত পাত্র । ১১২

হে চঞ্চলাক্ষি, আপনি রমণীকূলের রত্নস্বরূপা । অতএব, আমাকে বা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাবিক্রম নিগুপ্তকে পতিরূপে গ্রহণ করুন । ১১৩

আমার পাণিগ্রহণ করিলে অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য

ঋষিরূবাচ ॥ ১১৫

ইত্যান্তা সা তদা দেবী গম্ভীরাস্তঃস্মিতা জগৌ ।

দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্ষতে জগৎ ॥ ১১৬

দেব্যাচ ॥ ১১৭

সত্যমুক্তং স্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিং ত্রয়োদিতম্ ।

ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুভো নিশুশ্রুশ্চাপি তাদৃশঃ ॥ ১১৮

(ইহা) সমালোচ্য (সম্যাকরূপে বিবেচনা করিয়া) মৎ-পরিগ্রহতাং (আমার পত্নী) ত্রয় (স্বীকার করুন) ॥ ১১৪

ঋষি ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—স্বয়া (সে) [দেব্যা= দেবী কর্তৃক] ইদং (এই) জগৎ (বিশ্ব) ধার্ষতে (বিধৃত আছে) সা (সেই) দুর্গা (দুর্গেশ্বরী) ভগবতী (সর্বৈশ্বর্যশালিনী, অচিন্ত্যমহিমা) ভদ্রা (মঙ্গলরূপা) দেবী (অম্বিকা) ইতি (এই প্রকারে) [দুতেন=দুত কর্তৃক] উক্তা (উক্ত হইলে) তদা (তখন) গম্ভীরা (গম্ভীরা হইয়া) অন্তঃস্মিতা (অন্তরে হাস্য করিয়া) জগৌ (বলিলেন)—॥ ১১৫-১৬

দেবী (অম্বিকা) উবাচ (বলিলেন)—স্বয়া (তোমার দ্বারা) সত্যম্ (বথার্থই) উক্তং (উক্ত হইয়াছে) । ত্রয়া (তোমার দ্বারা) অত্র (এই বিষয়ে) কিঞ্চিং (কিছুই) মিথ্যা (অসত্য) ন উদিতম্ (কথিত হয়

পাইবেন । ইহা বুদ্ধিপূর্বক উত্তমরূপে বিচার করিয়া আমার পত্নীত্বগ্রহণে স্বীকৃতা হউন । ১১৪

মেধা ঋষি রাজা সুরথকে বলিলেন—দুত কর্তৃক এইরূপে অভিহিতা হইয়া তখন সেই জগদ্ধাত্রী ভদ্রা ভগবতী দুর্গাদেবী গম্ভীরা হইলেন এবং মনে মনে হাস্যপূর্বক দুতকে বলিলেন— ॥ ১১৫-১৬

দেবী বলিলেন—তুমি সত্যই বলিয়াছ । শুশ্রুত্বেন

কিন্তু যৎ প্রতিজ্ঞাতঃ মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্ ।
 ঈয়তামল্লবুদ্ধিহাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃত্য পুরা ॥ ১১১
 যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দৰ্পং ব্যপোহতি ।
 যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি ॥ ১১২ ॥

নাই)। শুভঃ (শুভাহর) ত্রৈলোকা-অধিপতিঃ (ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য)
 নিশুভঃ ৫ অপি (এবং নিশুভঃ) তাদৃশঃ (সেইরূপ) ॥ ১১১-১১৮

কিন্তু (পরন্তু) অত্র (এই সম্বন্ধে) পুরা (পূর্বে) অল্ল-বুদ্ধিহাৎ
 (অল্লবুদ্ধিবশতঃ, বালহুলভটাপলাহেতু) যৎ (যাহা) প্রতিজ্ঞাতঃ (প্রতিজ্ঞা
 করিয়াছি) তৎ (তাহা) কথম্ (কিভাবে) মিথ্যা (অস্বাভাবিক) ক্রিয়তে
 (করি)। যা (যে) প্রতিজ্ঞা (দৃঢ় সংকল্প) কৃত্য (করিয়াছি) [তৎ=
 তাহা] ঈয়তাম্ (শ্রবণ কর) ॥ ১১১

যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সংগ্রামে (যুদ্ধে) জয়তি (জয়
 করিবেন), যঃ (যিনি) মে (আমার) দৰ্পং (দৰ্প, গর্ব) ব্যপোহতি

অধিপতি এবং নিশুভঃ তাদৃশ শক্তিশালী। তুমি এই বিষয়ে
 কিছুই মিথ্যা বল নাই। ১১১-১১৮

কিন্তু এই বিষয়ে পূর্বে আমি অল্লবুদ্ধিবশতঃ যে প্রতিজ্ঞা
 করিয়াছি, তাহা কিভাবে লঙ্ঘন করি? আমি যে প্রতিজ্ঞা
 করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। ১১২

যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার

* বামনপুরাণের একোনবিংশ অধ্যায়ে মহিষাসুর-বধের পূর্বে দেবীর
 ঈশ্বর প্রকার প্রতিজ্ঞার কথা উল্লিখিত। শুভাহর দূতমুখে মহালক্ষ্মীর
 অমুগম কাস্তির বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে গভীররূপে লাভ করিবার জন্য
 উগ্রবদন হইল। সৈত্যগতি অন্তরীক্ষপথে দেবীর নিকট মরণানন্দের পুত্র

তদাগচ্ছতু শুস্তোহত্র নিশুস্তো বা মহাস্থরঃ ।

মাং জিহ্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্নাতু মে লঘু ॥১২১

(চূর্ণ করিবেন), যঃ (যিনি) লোকে (সংসারে) মে (আমার) প্রতিবলঃ (সমানবল, তুল্যশক্তি) সঃ (তিনি) মে (আমার) ভর্তা (পতি) ভবিষ্যতি (হইবেন) ॥ ১২০

তৎ (অতএব) অত্র (এখানে) মহাস্থরঃ (মহাস্থর) শুস্তঃ (শুস্ত) বা নিশুস্ত (বা নিশুস্ত) আগচ্ছতু (আশুক) । মাং (আমাকে) জিহ্বা (পরাজিত করিয়া) লঘু (লীল) মে (আমার) পাণিং (পানি) গৃহ্নাতু (গ্রহণ করুক) । চিরেণ (বিলম্বে) কিং (কি প্রয়োজন) ? ১২১

দর্প চূর্ণ করিবেন এবং যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী, তিনিই আমার পতি হইবেন । ১২০

অতএব মহাস্থর শুস্ত বা নিশুস্ত এখানে আশুক এবং আমাকে পরাজিত করিয়া লীল আমার পানিগ্রহণ করুক । আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ? ১২১

দুন্দুভিকে বার্তাবহরূপে প্রেরণ করিল । দেবীর অন্তর পাইয়া দুন্দুভি অস্থর হইতে ভূতলে নানিয়া শুস্তাস্থরের বার্তা দেবীকে নিবেদন করিল । দেবী দূতকে বলিলেন, “মদীয় কুলক্রমাগত একটি ধর্মশুক আছে । শুস্তাস্থর যদি তাহা সেন, তবে এই দণ্ডেই আমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিব ।” কৌলিক শুক কি, তাহা দুন্দুভি জানিতে চাহিলে দেবী কহিলেন, “মদীয় উল্লাসন পুরুষেরা আমাদের কুলে এই শুকবিধির প্রবর্তন করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মদীয় কুলোৎপন্ন রমণীকে রূপে জয় করিতে পারিবে সেই তাহার পতি হইবে ।” শুস্তাস্থর দূতমুখে দেবীর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাঁহাকে বঙ্গপূর্বক পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার মত যুদ্ধবাজা করে এবং যুদ্ধে দেবীকর্তৃক নিহত হয় ।

দূত উবাচ । ১২২

অবলিপ্তাসি মৈবং স্বং দেবি কুহি মমাগ্রতঃ ।

ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুস্তনিশুস্তয়োঃ ॥ ১২৩

অশ্বেষামপি দৈত্যানাং সর্বে দেবা ন বৈ যুধি ।

তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী অমেকিকা ॥ ১২৪

দূতঃ (দূত, সুগ্রীব) উবাচ (বলিল)—দেবি (হে দেবি), ত্বম্ (আপনি) অবলিপ্তা (গর্বিতা) অসি (হইয়াছেন) । মম (আমার) অগ্রতঃ (অগ্রে) এতৎ (এইরূপ) মা কুহি (বলিবেন না) । ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে) কঃ (কোন্) পুমান্ (পুরুষ) শুস্ত-নিশুস্তয়োঃ (শুস্ত ও নিশুস্তের) অগ্রে (সম্মুখে) তিষ্ঠেৎ (দাঁড়াইতে পারে) ? ১২২-১২৩

অশ্বেষাম্ (অশ্বাশ্ব) দৈত্যানাম্ অপি (দৈত্যগণেরও) সম্মুখে (অগ্রে) সর্বে (সকল) দেবাঃ (দেবগণ) যুধি (যুদ্ধে) ন বৈ তিষ্ঠন্তি (দাঁড়াইতে পারে না) । দেবি (হে দেবি), ত্বম্ (আপনি) একিকা (একাকিনী) স্ত্রী (নারী) পুনঃ (আর) কিং (কি করিতে পারেন) ? ১২৪

দূত সুগ্রীব বলিল—হে দেবি, আপনি অত্যন্ত গর্বিতা হইয়াছেন । আপনি আমার সম্মুখে এরূপ কথা আর বলিবেন না । ত্রিভুবনে এমন কোন্ পুরুষ আছে যে শুস্ত ও নিশুস্তের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে ? ১২২-২৩

যুদ্ধে সমস্ত দেবতা একত্র মিলিত হইয়া অশ্বাশ্ব দৈত্যগণের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন না । আপনি একাকিনী নারী কিরূপে দাঁড়াইবেন ? ১২৪

ইন্দ্রাণ্যঃ সকলা দেবাস্তস্মুর্যেবাং ন সংযুগে ।

শুভ্রাদীনান্ কথং তেবাং স্ত্রী প্রযাস্তসি সম্মুখম্ ॥ ১২৫

মা স্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুভ্রনিশুভ্রয়োঃ ।

কেশাকর্ষণনিধূতংগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥ ১২৬

দেব্যাচ । ১২৭

এবমেতদ্ বলী শুভ্রো নিশুভ্রশ্চাতিবীৰ্যবান্ ।

কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা ॥ ১২৮

ইন্দ্র-মাত্ৰাঃ (ইন্দ্রাদি) সকলাঃ (সকল) দেবাঃ (দেবতা) দেবাং (যে-সকল) শুভ্র-আদীনান্ (শুভ্রাদি [দৈত্যের] সহিত) সংযুগে (সংগ্রামে) ন তসুঃ (দাঁড়াইতে পারেন নাই) তেবাং (তাহাদের) সম্মুখম্ (সম্মুখে) [আপনি] স্ত্রী (নারী) কথং (কিরূপে) প্রযাস্তসি (যাইবেন) ॥ ১২৫

মায়া এব (আমার দ্বারা) উক্তা (উক্ত হইয়া) মা (সেই) স্বং (আপনি) শুভ্র-নিশুভ্রয়োঃ (শুভ্র ও নিশুভ্রের) পার্শ্বং (পার্শ্বে, সমীপে) গচ্ছ (গমন করুন) । কেশ-আকর্ষণ-নিধূত-গৌরবা (কেশাকর্ষণ দ্বারা গৌরবহীন হইয়া) মা গমিষ্যসি (যাইবেন না) ॥ ১২৬

দেবী (মহাদেবী) উবাচ (বলিলেন)—এতৎ (ইহা) এবম্ (এই-রূপই, ঠিকই) । শুভ্র (শুভ্রাহর) বলী (বলবান্) নিশুভ্রঃ চ (এবং

ইন্দ্রাদি দেবগণ যে শুভ্রপ্রমুখ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারেন না, আপনি স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে তাহাদের সম্মুখে যাইবেন ? ১২৫

আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেও আমার পবামর্শানুসারে শুভ্র ও নিশুভ্রের সমীপে গমন করুন ; কেশাকর্ষণে অপমানিতা হইয়া যাইবেন না । ১২৬

দেবী বলিলেন—শুভ্র বলবান্ এবং নিশুভ্রও অতিবীৰ্যবান্

স হং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্বমাদৃতঃ ।

তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥ ১২৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে

দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যাদৃতসংবাদে।

নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

(নিগুপ্ত) অভি-বীৰ্যবান্ (অত্যন্ত বলশালী) । [পরং=কিন্তু] কিং (কি) করোমি (করিব) যৎ (যেহেতু) পুরা (পূর্বে) মে (আমার) প্রতিজ্ঞা (দৃঢ় সঙ্কল্প) অনালোচিতা (আলোচনাপূর্বক করি নাই) ॥ ১২৭-২৮

স (সেই) হং (তুমি) গচ্ছ (যাও) যৎ (যাহা) তে (তোমাকে) ময়া (আমার দ্বারা) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে) এতৎ (এই) সর্বম্ (সকল) আদৃতঃ (সাদরে, যত্নপূর্বক) অসুর-ইন্দ্রায় (দৈত্যেন্দ্রকে, শুভ্রকে) আচক্ষ্ব (বল) সঃ চ (এবং সে) যৎ (যাহা) যুক্তং (সমুচিত) তৎ (তাহা) করোতু (করুক) ॥ ১২৯

ইহা সত্যই। কিন্তু কি করিব? পূর্বে আমি এরূপ বিচারপূর্বক প্রতিজ্ঞা করি নাই। ১২৭-২৮

তুমি শুভ্রের নিকট যাও। আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিলাম সেইসব কথা যত্নপূর্বক দৈত্যেন্দ্রকে বল। সে যাহা সমুচিত বিবেচনা করে, তাহাই করুক। ১২৯

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমন্ত্রর অধিকারসম্বন্ধীয়

দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে দেবীর সহিত শুভ্রদূতের

কথোপকথন-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

উত্তরচরিত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

ম্যান

নাগাধীশ্বরবিষ্টরাং ফণিফণোক্তংসৌরুরত্নাবলীং
ভাস্বদেহলতাং দিবাকরনিভাং নেত্রত্রয়োদ্ভাসিতাং ।
মালাকুন্তকপালনীরজকরাং চন্দ্রার্ধচূড়াং পরাং
সর্বজ্ঞেশ্বরভৈরবাক্ষনিলয়াং পদ্মাবতীং চিন্তয়ে ॥

নাগ-অধীশ্বর-বিষ্টরাং (সর্পরাজ বাহুকি বাহ্যর আসন) ফণিফণা-
উক্তংস-উর-রত্ন-আবলীং (সাপের ফণার মণিসমূহ বাহ্যর উরুরত্নরাজি-
রূপে বিরাজিত) ভাস্বৎ-দেহ-লতাং (বাহ্যর দেহরূপ লতিকা জ্যোতির্ময়)
দিবাকর-নিভাং (রবিভূলা রক্তবর্ণা) নেত্রত্রয়-উদ্ভাসিতাম্ (তিন নয়ন-
শোভিতা) মালা-কুন্ত-কপাল-নীরজ-করাং ([চারিহস্তে] অক্ষমালা,
কমণ্ডলু, নরমুণ্ড ও কমল-ধারিণী) চন্দ্র-অর্ধ-চূড়াং (অর্ধচন্দ্রে বাহ্যর
চূড়ারূপে নিবদ্ধ) সর্বজ্ঞ-ঈশ্বর-ভৈরব-অক্ষ-নিলয়াং (জ্ঞানেশ্বর শিবের
কোড়ে শায়িতা) পরাং (শ্রেষ্ঠা) পদ্মাবতীং (পদ্মাবতী দেবীকে) চিন্তয়ে
(চিন্তা করি) ॥

বাহুকি বাহ্যর আসন, সর্পফণার মণিরাজি বাহ্যর
উরুরত্নরূপে বিরাজিত, বাহ্যর দেহ-লতিকা জ্যোতির্ময় ও
অর্ধচন্দ্রে বাহ্যর চূড়ারূপে শোভিত এবং যিনি রবিভূলা
রক্তবর্ণা, ত্রিলোচনা এবং চারি হস্তে অক্ষমালা, কমণ্ডলু,
নরমুণ্ড ও পদ্ম-ধারিণী এবং যিনি জ্ঞানেশ্বর মহাদেবের কোড়ে
শায়িতা, সেই শ্রেষ্ঠা দেবী পদ্মাবতীকে আমি চিন্তা করি ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধূম্রলোচন-বধ

ঋষিরূবাচ । ১

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোহমৰ্ষপূৰিতঃ ।

সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥ ২

তস্ত দূতস্ত তদ্বাক্যমাকৰ্ণ্যাস্থররাট্ ততঃ ।

সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩

কথিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—সঃ (সেই) দূতঃ (দূত)
 মেধাঃ (দেবী) ইতি (এইরূপ) বচঃ (বাক্য) আকর্ণ্য (শুনিয়া)
 অমৰ্ষ-পূৰিতঃ (ক্রোধপূর্ণ হইয়া) সমাগম্য ([স্বস্থানে] আসিয়া) বিস্তরাৎ
 (বিস্তৃতভাবে) দৈত্য-রাজায় (দৈত্যরাজকে, শুভকে) সমাচষ্ট (নিবেদন
 করিল)—॥ ১-২

ততঃ (অনন্তর) অস্থর-রাট্ (অস্থররাজ, শুভ) তস্ত (সেই) দূতস্ত
 (দূতের) তৎ-বাক্যম্ (সেই কথা) আকর্ণ্য (শুনিয়া) স-ক্রোধঃ
 (ক্রোধের সহিত) দৈত্যানাম্ (দৈত্যদিগের) অধিপং (অধিপতি,
 মেনাপতি) ধূম্রলোচনম্ (ধূম্রলোচনকে) প্রাহ (বলিল)—॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—অম্বিকা দেবীর এই বাক্য শুনিয়া
 সেই দূত অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বস্থানে আগমনপূর্বক
 সমস্ত বৃত্তান্ত দৈত্যরাজ শুভকে নিবেদন করিল । ১-২

তখন অস্থররাজ শুভ সেই দূতের নিকট সকল কথা
 প্রবণে কুপিত হইয়া দৈত্যমেনাপতি ধূম্রলোচনকে আজ্ঞা
 করিল । ৩

হে ধূম্রলোচনাশু হং স্বসৈন্ত্যপরিবারিতঃ ।

তামানয় বলাদ্ দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥ ৪

তংপরিব্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেহপরঃ ।

স হন্তব্যোহমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব এব বা ॥ ৫

ঋষিরুবাচ । ৬

তেনাস্তপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ ।

বৃতঃ বষ্টা সহস্রাণামনুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥ ৭

হে ধূম্রলোচন (হে সেনাপতি, হে ধূম্রলোচন) ত্বম্ (তুমি) আতু
(নীত্ব) স্ব-সৈন্ত্য-পরিবারিতঃ (নিজ সৈন্ত্যে পরিবৃত্ত হইয়া) তাম্ (সেই)
দুষ্টাং (দুষ্টাকে, দুর্বৃত্তাকে) বলাৎ (বলপূর্বক) কেশ-আকর্ষণ-বিহ্বলাম্
(কেশাকর্ষণে বিহ্বলা [আকূলা] ক্রিয়া) আনয় (আনয়ন কর) ॥ ৪

যদি (যদি) তং-পরিব্রাণ-দঃ (তাহার বক্ষাগণ) কঃ চিৎ (কোন)
অপরঃ অপি (দেবতা) বা যক্ষঃ (বা [কুবেরাদি] যক্ষ) বা গন্ধর্বঃ
(বা [তুঙ্গক প্রভৃতি] গন্ধর্ব) বা অপরঃ (বা অপর কেহ) উত্তিষ্ঠতে
(উত্তত হয়) সঃ এব (তাহাকেও) হন্তব্যঃ (বধ করিবে) ॥ ৫

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—ততঃ (অনন্তর) সঃ
(সেই) দৈত্যঃ (অহর) ধূম্রলোচনঃ (ধূম্রলোচন) তেন (তাহার দ্বারা, শুষ্ক

হে সেনাপতি ধূম্রলোচন, শীঘ্র তুমি স্বীয়সৈন্ত্য-পরিবেষ্টিত
হইয়া সেই দুষ্টাকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বলা ক্রিয়া
আনয়ন কর । ৪

যদি তাহাকে বক্ষা করিতে কোন দেবতা, কুবেরাদি
যক্ষ, তুঙ্গক প্রভৃতি গন্ধর্ব বা অপর কেহ উত্তত হয়,
তাহাকেও অবশ্য বধ করিবে । ৫

মেধা ঋষি কহিলেন—অনন্তর সেনানায়ক ধূম্রলোচন

স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্ ।

জগাদৌষ্ঠৈঃ প্রযাহীতি মূলং শুভ্রনিশুভ্রয়োঃ ॥ ৮

ন চেৎ প্রীত্যাচ্চ ভবতী মদভর্তারমূপৈশ্চ্যতি ।

ততো বলান্নয়ামোষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥ ৯

কর্তৃক (আক্সপ্তঃ) (আক্সাপ্রাপ্ত, আদিষ্ট) [সম্ = হইয়া] শীঘ্রম্ (তখনই)
অনুরাগাৎ (অনুরদিগের) সহস্রাণাম্ ষষ্ট্যা (ষাট হাজার কর্তৃক) বৃত্তঃ
(বেষ্টিত হইয়া) ক্রুতং (ক্রুতবেগে, সহর) যযৌ (গমন করিল) ॥ ৬-৭

ততঃ (অনন্তর) সঃ (সে, ধূম্রলোচন) তাং (সেই) তুহিন-অচল-
সংস্থিতাম্ (হিমাচলে অবস্থিতা) দেবীং (দেবীকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া)
দৌষ্ঠৈঃ (উঠেঃস্বরে) জগাদ (বলিল)—শুভ্র-নিশুভ্রয়োঃ (শুভ্র ও
নিশুভ্রের) মূলং (সমীপে) প্রযাহি ইতি (গমন করুন) ॥ ৮

চেৎ (যদি) আচ্চ (আজ) ভবতী (আপনি) প্রীত্যা (প্রীতিপূর্বক)
ন-ভর্তারম্ (আমার ভর্তার [পালকের, প্রভুর] নিকট) ন উপ-এচ্চতি
(গমন না করেন) ততঃ (তাহা হইলে) এষঃ (ইনি, আমি) বলাৎ
(বলপূর্বক) কেশ-আকর্ষণ-বিহ্বলাম্ (কেশাকর্ষণে বিহ্বলা [বিবল]
করিয়া) [হ্যাম্ = আপনাকে] নয়ামি (লইয়া যাইব) ॥ ৯

শুভ্রের আদেশে সেইকণেই ষাট হাজার অনুর কর্তৃক বেষ্টিত
হইয়া ক্রুতবেগে গমন করিল । ৬-৭

অনন্তর দৈত্য ধূম্রলোচন হিমাচলে আসীনা সেই অধিকা
দেবীকে দেখিয়া উঠেঃস্বরে বলিল—আপনি শুভ্র ও
নিশুভ্রের নিকট গমন করুন । ৮

আজ যদি আপনি প্রীতির সহিত আমার প্রভু শুভ্রের

দেবুবাচ । ১০

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ ।

বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্ ॥ ১১

ঋষিরুবাচ । ১২

ইত্যুক্তঃ সোইভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ ।

হৃদ্ধারেণৈব তং ভস্ম সা চকারামৃষিকা ততঃ ॥ ১৩

দেবী (জগদম্বা) উবাচ (বলিলেন)—দৈত্য-ঈশ্বরেণ (দৈত্যরাজ দ্বারা, গুপ্ত কতৃক) প্রহিতঃ (প্রেরিত), বল-সংবৃতঃ (সৈন্য-বেষ্টিত), বলবান্ (ও শক্তিশালী) [তুমি যদি=তুমি যদি] এবং (এই প্রকারে) বলান্ (বলপূর্বক) মাম্ (আমাকে) নয়সি (লইয়া যাও) ততঃ (তবে) অহম্ (আমি) তে (তোমার) কিং (কি) করোমি (করিতে পারি) ॥ ১০-১১

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—সঃ (সেই) অসুরঃ (দৈত্য) ধূম্রলোচনঃ (ধূম্রলোচন) ইতি উক্তঃ ([দেবীকতৃক] এইরূপ কথিত হইয়া) তাম্ (তাঁহার, দেবীর) অভি-অধাবৎ (অভিমুখে ধাবিত হইল) । ততঃ (তখন) সা (সেই) অমৃষিকা (অধিকা দেবী) তঃ

নিকট গমন না করেন, তাহা হইলে আমিই আপনাকে বলপূর্বক কেশাকর্ষণে বিহ্বল করিয়া লইয়া যাইব । ২

চণ্ডী দেবী বলিলেন—তুমি দৈত্যরাজ গুপ্ত কতৃক প্রেরিত, সৈন্যপরিবৃত ও বলবান্ । তুমি যদি আমাকে এইরূপে বলপূর্বক লইয়া যাও, আমি তোমার কি করিতে পারি ? ১০-১১

মেধা ঋষি বলিলেন—দেবীর এই কথা শুনিয়া সেই

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্ ।

ববর্ষ সায়কৈস্তীক্লেস্তথা শক্তিপরম্বধৈঃ ॥ ১৪

ততঃ ধূতশটঃ কোপাৎ কৃদ্ধা নাদং স্রুভৈরবম্ ।

পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স বাহনঃ ॥ ১৫

(তাহাকে, ধূম্রলোচনকে) হকারেণ এবং (হকারের দ্বারাই) তন্ন
(ভয়ীভূত) চকার (করিলেন) ॥ ১২-১৩

অথ (অনন্তর) অসুরাণাং (অসুরদিগের) মহাসৈন্যম্ (বিশাল সৈন্য)
কৃদ্ধম্ (ক্রোধযুক্ত হইয়া) অম্বিকাম্ (অম্বিকার প্রতি) তীক্লেঃ (তীক্ষ্ণধার)
সায়কৈঃ (বাণসমূহ) তথা (এবং) শক্তি-পরম্বধৈঃ (শল্য ও কুঠারসকল)
তথা (সেইরূপ) ববর্ষ (বর্ষণ করিতে লাগিল) ॥ ১৪

ততঃ (তখন) দেব্যাঃ (দেবীর) সঃ (সেই) বাহনঃ (বাহন) সিংহঃ
(সিংহ) কোপাৎ (কোপে, ক্রোধে) ধূত-শটঃ* (কম্পিত-কেশর হইয়া)
স্রু-ভৈরবম্ (অতি ভীষণ) নাদং (গর্জন) কৃদ্ধা (করিয়া) অসুর-সেনায়াং
(দৈত্যসেনার মধ্যে) পপাত (পতিত হইল) ॥ ১৫

দৈত্য ধূম্রলোচন তাহার অভিমুখে ধাবিত হইবামাত্র
অম্বিকা দেবী হকারের দ্বারাই তাহাকে ভয়ীভূত^১
করিলেন । ১২-১৩

অনন্তর অসুরসৈন্যসমূহ ক্রুদ্ধ হইয়া জগদম্বার প্রতি তীক্ষ্ণ
শর, শল্য ও পরশ প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল । ১৪

তখন দেবীর বাহন সেই সিংহ ক্রোধে কম্পিত-কেশর
হইয়া ভীষণ গর্জনপূর্বক অসুরসেনাসমূহের মধ্যে লক্ষ্যপ্রদান
করিয়া পতিত হইল । ১৫

* 'শটঃ' বানানও শুদ্ধ । ১ দেবীর ক্রোধানলে ধূম্রলোচন দগ্ধ হইল ।

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্তেন চাপরান্ ।

আক্রান্ত্যা চাধরেণান্ জঘান স মহাসুরান্* ॥ ১৬

কেষাক্ষিৎ পাটয়ামাস নথৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী । †

তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্ ॥ ১৭

বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে ।

পপৌ চ ক্রধিরং কোষ্ঠাদন্তেষাং ধৃতকেশরঃ ॥ ১৮

সঃ (সে, সিংহ) কান্-চিৎ (কতকগুলি) দৈত্যান্ (দৈত্যকে) কর-
প্রহারেণ (চণেটাবাতে দ্বারা) অপরান্ চ (এবং অপর কতকগুলিকে)
আস্তেন (নুখের দ্বারা, দংশনের দ্বারা) চ (এবং) অন্যান্ (অন্যান্য)
মহাসুরান্ (মহাসুরগণকে) অধরেণ (মুখের নিম্নভাগ দ্বারা) আক্রান্ত্যা
(আক্রমণের দ্বারা) জঘান (বিনাশ করিল) ॥ ১৬

কেশরী (সিংহ) নথৈঃ (নখসকল দ্বারা) কেষান্ চিৎ (কাহাদের বা)
কোষ্ঠানি (উদরভাষ্মস্তরসকল) পাটয়ামাস (বিদীর্ণ করিল) তথা (এবং)
তল-প্রহারেণ (করতলের আঘাতে) শিরাংসি (মস্তকসকল) পৃথক্
(বিচ্ছিন্ন) কৃতবান্ (করিল) ॥ ১৭

তথা (এবং) তেন (তাহার দ্বারা, সিংহের দ্বারা) অপরে (অনেক

দেবীর বাহন সিংহ কতকগুলি দৈত্যকে করাঘাতে,
অপর কতকগুলিকে দংশন দ্বারা এবং অন্যান্য মহাসুরদিগকে
অধরদেশ দ্বারা আক্রমণপূর্বক বিনাশ করিল । ১৬

সিংহ নখের দ্বারা অনেক অশুরের উদর-মধ্যভাগ বিদীর্ণ
করিল এবং করতলপ্রহারে অনেক মস্তক শরীর হইতে
বিচ্ছিন্ন করিল । ১৭

সেই সিংহ অনেক দৈত্যের বাহু ও মস্তক ছিন্ন করিল

* মহাসুরান্ ইতি বা ।

† 'কেশরী'—ইহাও শুদ্ধ ।

ক্ষণেন তদ্বলং সৰ্বং ক্ষয়ং নীতং মহাস্বনা ।

তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা ॥ ১৯

শ্রুত্বা তমস্মরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্ ।

বলঞ্চ ক্ষয়িতং* কুৎস্রং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥ ২০

[অম্বর]] বিচ্ছিন্ন-বাহ-শিরসঃ (ছিদ্র-বাহ ও ছিন্ন-মস্তক) কৃতাঃ (হইল) চ (এবং) ধূত-কেশরঃ (কম্পিত-কেশর, সিংহ) অস্ত্রেণাং (অস্ত্র কাহাদের বা) কোষ্ঠাৎ (উদর হইতে) রুধিরং (রক্ত) পপৌ (পান করিল) ॥ ১৮

দেব্যাঃ (দেবীর) বাহনেন (বাহন) অতিকোপিনা (অতি কুপিত) তেন (সেই) কেশরিণা (কেশরী দ্বারা, সিংহ কর্তৃক) মহাস্বনা (মহোৎসাহে) ১ সৰ্বং (সমগ্র) তদ্বলং (সেই [দৈত্য] সৈন্য) ক্ষণেন (মূহূর্ত্ত-কাল মধ্যে) ক্ষয়ং (ক্ষয়, বিনাশ) নীতং (প্রাপ্ত হইল) ॥ ১৯

তম্ (সেই) অম্বরং (দৈত্য) ধূম্রলোচনম্ (ধূম্রলোচন) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) নিহতং (নিহত) ততঃ চ (এবং তারপর) দেবী-কেশরিণা (দেবীর [বাহন] সিংহ দ্বারা) কুৎস্রং (সমগ্র) বলং (সৈন্যবল) ক্ষয়িতং (ক্ষয়প্রাপ্ত, বিনষ্ট হইয়াছে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) দৈত্য-অধিপতিঃ (দৈত্য-

এবং কম্পিতকেশরে কাহারও বা উদর হইতে রক্ত পান করিল । ১৮

দেবীর বাহন অতিক্রম সেই সিংহ মহোৎসাহে মূহূর্ত্ত-মধ্যে সমগ্র দৈত্য-সৈন্য ধ্বংস করিল । ১৯

দৈত্যানায়ক ধূম্রলোচন দেবী কর্তৃক নিহত এবং দেবীর বাহন সিংহ কর্তৃক সমগ্র দৈত্যসৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে শ্রবণ

চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুভঃ প্রক্ষুরিতাধরঃ ।

আজ্ঞাপয়ামাস চ তো চণ্ডমুণ্ডৌ মহাস্বরৌ ॥ ২১

হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহ্নৈঃ* পরিবারিতৌ ।

তত্র গচ্ছতং গতা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥ ২২

কেশেষ্ণাকৃণ্ব বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি ।

তদাশেষায়ুধৈঃ সর্বৈরশুরৈর্বিনিহন্তাতাম্ ॥ ২৩

রাজ) শুভঃ (শুভ) চুকোপ (ক্রুদ্ধ হইল) চ (এবং) প্রক্ষুরিত-অধরঃ (কম্পিতোষ্ঠ হইয়া) তো (সেই, পূর্বোক্ত) মহা-অশ্বরৌ (মহাদৈত্যদ্বয়) চণ্ড-মুণ্ডৌ (চণ্ড ও মুণ্ডকে) আজ্ঞাপয়ামাস (আজ্ঞা করিল) — ২০-২১

হে চণ্ড (হে চণ্ড), হে মুণ্ড (হে মুণ্ড), [যুবানু = তোমরা উভয়ে] বহ্নৈঃ (অসংখ্য) বলৈঃ (সৈন্য দ্বারা) পরিবারিতৌ (পরিবেষ্টিত হইয়া) তত্র (তথায়) গচ্ছতং (যাও), গতা চ (এবং যাইয়া) কেশেষ্ণু (কেশে ধরিয়া) আকৃণ্ব (আকর্ষণ করিয়া, টানিয়া) বদ্ধা বা (বা বন্ধন করিয়া) লঘু (শীঘ্র) সা (তাহাকে, দেবীকে) সমানীয়তাং (আনয়ন কর) । যদি বঃ (যদি তোমাদের) সংশয়ঃ (সন্দেহ) [হয়] তদা (তবে) অশেষ-আয়ুধৈঃ

করিয়া দৈত্যরাজ শুভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং কম্পিতাধরে পূর্বোক্ত চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাস্বরদ্বয়কে আদেশ করিল — ২০-২১

হে চণ্ড, হে মুণ্ড, তোমরা উভয়ে বহ্নৈঃ-পরিবেষ্টিত হইয়া দেবীর নিকট গমন কর এবং যাইয়া কেশাকর্ষণ বা বন্ধন করিয়া তাহাকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর । আর

* বহ্নিঃ ইতি অস্ত্রঃ পাঠ

তস্তাং হত্যাং ছষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে ।

শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধা গৃহীত্বা তামথামৃষিকাম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মহাস্তরে

দেবীমাহাত্ম্যে শুভনিশুভসেনানীধু-
 লোচনবধো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

(বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রের [আঘাত] দ্বারা) বৃষি (যুদ্ধে) সর্বৈঃ (সকল) অহরৈঃ (অহরসৈন্ত একত্রে) [সেবী=সেবীকে] বিনিহন্ততাম্ (বধ করিবে, মৃতপ্রায় করিবে) ॥ ২২-২৩

গুপ্তাং (সেই) ছষ্টায়াং (ছষ্টা, অধিকা) হত্যাং (হতপ্রায়, আহত হইলে) সিংহে চ (এবং সিংহ) বিনিপাতিতে (বিনষ্ট হইলে) অথ (অনন্তর) তাম্ (সেই) অমৃষিকাম্ (অধিকাকে) বদ্ধা (বন্ধন করিয়া) গৃহীত্বা (লইয়া) শীঘ্রং (সত্ত্বর) আগম্যতাং (আসিবে) ॥ ২৪

যদি এই বিষয়ে তোমাদের সন্দেহ হয় তবে সমস্ত মৈত্র্য একযোগে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে যুদ্ধে তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিবে । ২২-২৩

সেই ছষ্টা অধিকা অস্ত্রাঘাতে আহত ও সিংহ নিহত হইলে অধিকাকে বন্ধনপূর্বক সত্ত্বর এখানে আনয়ন কর । ২৪

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মহত্তর অধিকার-

মহাক্ষীয় দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে শুভনিশুভসেনানী-

ধুলোচনবধ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

উত্তরচরিত্র সপ্তম অধ্যায়

ধ্যান

ধ্যায়েয়ং রত্নপীঠে শুককলপঠিতং শৃংখলীং শ্যামলাঙ্গীং
শ্রুতৈকাত্ম্যং সরোজ্যে শশিশকলধরাং বল্লকীং
বাদয়ন্তীম্ ।

কহলারাবন্ধমালাং নিয়মিতবিলসচ্চূড়িকাং রক্তবস্ত্রাং
মাতঙ্গীং শঙ্খপাত্রাং মধুরমধুনদাং চিত্রকোন্ডাসিভালাম্ ॥

রত্ন-পীঠে (রত্নময় বেদীতে) শুক-কল-পঠিতং (শুকপাখীর কলরবের ধ্বনি) শৃংখলী (শ্রবণকারিণী) শ্যামল-অঙ্গী (গন্ধং কৃষ্ণবর্ণ অবয়বযুক্তা) সরোজ্যে (কমলোপরি) শ্রুত-এক-অত্ম্যং (যাহার একটি পদ অবস্থিত) শশি-শকল-ধরাং (ললাটে চন্দ্রকলাধারিণী) বল্লকীং (বীণা) বাদয়ন্তীম্ (বাদিনী) কহলার-আবন্ধ-মালাং (কহলার নামক জলজ পুষ্পের মালা পরিহিতা) নিয়মিত-বিলসৎ-চূড়িকাং (সূচাক্রুরূপে গ্রথিত চূড়িকা-শোভিতা) রক্ত-বস্ত্রাং (ঘনলালবর্ণ-বস্ত্র-পরিহিতা) শঙ্খ-পাত্রাং (শঙ্খরূপ পাত্রধারিণী) মধুর-মধু-নদাং (সুমিষ্ট অমৃত-পানে উন্মত্তা) চিত্রক-উদ্ভাসি-ভালাং (যাহার কপাল চিত্রবিশেষ দ্বারা বিচিত্রিত) মাতঙ্গীং (মাতঙ্গী দেবীকে) [অহং=আমি] ধ্যায়েয়ম্ (ধ্যান করি) ॥

যিনি রত্নময় বেদীতে অধিষ্ঠিতা ও শুকপাখীর কলরব-শ্রবণে নিমগ্না, যাহার একপদ কমলোপরি প্রতিষ্ঠিত, যিনি শশিশেখরা, বীণাবাদিনী ও কহলার-পুষ্পের মালাধারিণী, যিনি রক্তবস্ত্রপরিহিতা, শঙ্খ-পাত্রধারিণী ও সুমিষ্ট অমৃত-পানে উন্মত্তা, যাহার হস্তে চূড়িকা সূচরূপে শোভিত এবং যাহার কপাল চিত্রবিশেষ দ্বারা উদ্ভাসিত, সেই শ্যামলাঙ্গী মাতঙ্গী দেবীকে আমি ধ্যান করি ।

সপ্তম অধ্যায়—চণ্ডমুণ্ডবধ

ঋষিরুবাচ । ১

আজ্ঞাপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ ।

চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুতায়ুধাঃ ॥ ২

দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবহিতাম্ ।

সিংহস্তোপরি শৈলেন্দ্র-শৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥ ৩

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—ততঃ (তখন) আজ্ঞাপ্তাঃ (আদিষ্ট) [সন্তঃ=হইয়া] চণ্ড-মুণ্ড-পুরোগমাঃ (চণ্ড ও মুণ্ড পুরঃসর) তে (সেই) দৈত্যাঃ (দৈত্যগণ) চতুঃ-অঙ্গ-বল-উপেতাঃ (চতুরঙ্গ [হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি] সৈন্যযুক্ত) অভি-উত্থত-আয়ুধাঃ (উত্থতান্ন হইয়া) যযুঃ (যাত্রা করিল) ॥ ১-২

ততঃ (তখন) তে (তাহারা) দেবীন্ (দেবীকে) কাঞ্চনে (কাঞ্চনবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ) মহতি (মহাবিপুল) শৈল-ইন্দ্র-শৃঙ্গে (পর্বতরাজ-শৃঙ্গে, হিমালয়-শিখরে) সিংহস্ত উপরি (সিংহের উপর) ব্যবহিতাম্ (সমাসীনা) ঈষৎ-হাসাৎ (মৃদুহাসযুক্তা) দদৃশুঃ (দেখিল) ॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—তখন শুস্তের আদেশে চণ্ডমুণ্ডপ্রমুখ দৈত্যগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত সৈন্যবলসহ বিবিধ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া দেবীর উদ্দেশে যাত্রা করিল । ১-২

অনন্তর সেই দৈত্যগণ স্বর্ণপ্রভা বিপুল হিমাচল-শৃঙ্গে সিংহের উপর সমাসীনা ও ঈষৎহাস্তবদনা অধিকাকে দর্শন করিল । ৩

তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমঞ্চকুরুতাতাঃ ।

আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্ত্রে তৎসমীপগাঃ ॥ ৪

ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরমৃবিকা তানরীন্ প্রতি ।

কোপেন চাস্তা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা ॥ ৫

ক্রকুটিকুটিলাং তস্তা ললাটফলকাদ্ভ্রতম্ ।

কালী করালবদনা বিনিফ্রাস্তাসিপাশিনী ॥ ৬

তে (তাহারা, চণ্ডমুণ্ডাদি) তাং (তাঁহাকে, দেবীকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া)
উদ্যতাঃ (উদ্যত, উৎসাহিত) [সমুঃ = হইয়া] [তাং = তাঁহাকে] সমাদাতুম্
(ধরিবার জন্য) উদ্যমঃ (উদ্যম, চেষ্টা) চকুঃ (করিল) । তথা (এবং) অস্ত্রে
(অপর কেহ কেহ) আকৃষ্ট-চাপ-অসি-ধরাঃ [সমুঃ] (আকৃষ্ট-ধনু ও
খড়্গধারী হইয়া) তৎ-সমীপ-গাঃ (তাঁহার নিকটস্থ) [অভবন্ = হইল] ॥ ৪

ততঃ (তখন) অমৃবিকা (অম্বিকা দেবী) তান্ (সেই সকল) অরীন্
প্রতি (শত্রু-সৈন্য) গণের প্রতি) উচ্চৈঃ (অত্যন্ত) কোপাং (ক্রোধ)
চকার (করিলেন) । তদা (তখন) কোপেন চ (কোপের দ্বারা) অস্তাঃ
(তাঁহার) বদনং (মুখমণ্ডল) মসী-বর্ণম্ (কৃষ্ণবর্ণ) অভূৎ (হইল) ॥ ৫

তস্তাঃ (তাঁহার, দেবীর), ক্রকুটি-কুটিলাং (ক্রকুটি দ্বারা ভগ্নধর)

তাহারা দেবীকে দর্শন করিবামাত্র উৎসাহিত হইয়া
তাঁহাকে ধরিবার জন্য উদ্যত হইল এবং অপর কেহ কেহ
ধনুর্গর্ভ আকর্ষণ ও খড়্গ উত্তোলন করিয়া দেবীর নিকটবর্তী
হইল । ৪

তখন অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইলেন
এবং ভীষণ ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল । ৫

তখন দেবীর ক্রকুটি-কুটিল ললাটেদেশ হইতে শীঘ্র খড়্গধরা
ও পাশহস্তা ভীষণবদনা কালী বিনিঃসৃত হইলেন । ৬

বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ।

দ্বীপিচর্মপরীধানা শুকমাংসাত্তৈব্রবা ॥ ৭

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা ।

নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥ ৮

করাটক্ষক্যাৎ (ললাটদেশ হইতে) ক্রতম্ (শীঘ্র) অসিপাশিনী (খড়্গা ও
পাশ-ধারিণী) করাল-বদনা (ভীষণাননা) কালী (চামুণ্ডা দেবী)
বিনিষ্কাশ্তা (বহির্গতা হইলেন) ॥ *

বিচিত্র-খট্টাঙ্গ-ধরা (বিবিধনবককালধারিণী) নর-মালা-বিভূষণা
(নরমুণ্ডের মালাশোভিতা) দ্বীপি-চর্ম-পরীধানা (ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা)
শুক-মাংসা (শুক-মাংসময় দেহযুক্তা, অস্থিচর্মময়-দেহা) অতিভৈরবা
(অতিভীষণা) অতি-বিস্তার-বদনা (অতিবিশালবদনা) জিহ্বাললন-
ভীষণা (জিহ্বাসঞ্চালনহেতু ভয়ঙ্করা) নিমগ্ন-আরক্ত-নয়না (কোটরাগত-
রক্তবর্ণ-চক্ষুঃপ্রবিশিষ্টা) নাদ-আপূরিত-দিঙ্মুখা ([হৃদয়] শব্দের

[চণ্ডাদি অসুরগণ অতি তমোগুণী বলিয়া তাহাদের
বিনাশার্থ তামসী দেবীর আবির্ভাব হইল ।]

অধিকার ললাটোদ্ভুতা সেই চামুণ্ডা^১ দেবী বিচিত্রনর-
মালাধারিণী, নরমুণ্ডমাশিনী, ব্যাঘ্র-চর্ম-পরিহিতা, অস্থিচর্ম-
ময়দেহা, অতিভীষণা, বিশাল-বদনা, লোলজিহ্বায় ভয়প্রদা,

১ শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগ-
সময়ে সন্ধিপূজা হয়। উক্ত সময় চামুণ্ডা দেবীর পূজা হয়। সন্ধিকাল
১০ মিনিট মাত্র স্থায়ী। কার্তিক মাসে দীপাবিতী অমাবস্তা রাত্রিতে
ও বারীপূজা হয়, তাহা চামুণ্ডারই পূজা।

সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্ ।
 সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্ ॥ ৯
 পার্শ্বগ্রাহাকুশগ্রাহি-যোধ-ঘণ্টা-সমন্বিতান্ ।
 সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥ ১০

দ্বারা [দশ] দিকপূর্ণকারিণী) সা (তিনি, অধিকা-ললাটোদ্ভূতা চামুণ্ডা)
 বেগেন (সবেগে) সুর-অরীণাম্ (দেবশক্রগণের, দৈত্যগণের) সৈন্যে
 (সৈন্যসমূহে) অভিপতিতা (ধাবিতা হইয়া) তত্র (তথায়) মহাসুরান্
 (প্রধান অসুরগণকে) ঘাতয়ন্তী (বিনাশ করিতে করিতে) তদ্বলম্
 (সেই সৈন্যগণকে) অভক্ষয়ত (ভক্ষণ করিতে লাগিলেন) ॥ ৭-৯

[সা দেবী = সেই চামুণ্ডা] পার্শ্বগ্রাহ-অকুশগ্রাহি-যোধ-ঘণ্টা-
 সমন্বিতান্ ([গজের পশ্চাত্তাগস্থ] পৃষ্ঠরক্ষক, [পুরোভাগস্থ] মহামাত্র
 ও [মধ্যভাগস্থ] বীর এবং [গল] ঘণ্টাদিসংযুক্ত) বারণান্ (হস্তি-
 সকলকে) এক-হস্তেন (একহস্তে) সমাদায় (লইয়া) মুখে (মুখসমূহে)
 চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিলেন) ॥ ১০

কোটরগত-আরক্ত-চক্ষুবিশিষ্টা, এবং বিকট শব্দে দিগ্‌মণ্ডল-
 পূর্ণকারিণী । তিনি সবেগে অসুরসেনার মধ্যে ধাবিতা হইয়া
 প্রধান অসুরগণকে বিনাশ করিতে করিতে সৈন্যসমূহ ভক্ষণ
 করিতে লাগিলেন । ৭-৯

পৃষ্ঠরক্ষক, মহামাত্র (মাহত), (গজাক্রূড়) বীর ও
 গলঘণ্টাদি-সংযুক্ত হস্তিসকলকে একহস্তে লইয়া চামুণ্ডা মুখে
 নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ১০

তথৈব যোধঃ তুরগৈঃ রথঃ সারথিনা সহ ।

নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চৰ্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ১১

একং জগ্রাহ কেশেযু গ্রীবায়ামথ চাপরম্ ।

পাদেনাক্রম্য চৈবান্তমুরসান্য়মপোথয়ৎ ॥ ১২

তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাস্ত্রৈঃ ।

মুখেন জগ্রাহ রুমা দশনৈর্মথিতান্য়পি ॥ ১৩

তথা এব (এবং সেইরূপেই) তুরগৈঃ (অশ্বগণের সহিত) যোধঃ (যোদ্ধাকে) সারথিনা সহ (সারথির সহিত) রথঃ (রথকে) বক্ত্রে (যুধে) নিক্ষিপ্য (নিক্ষেপ করিয়া) দশনৈঃ (দস্তসমূহ দ্বারা) অতি-ভৈরবম্ (অতি ভীষণভাবে) চৰ্বয়তি [ন্ম] (চৰ্বণ করিতে লাগিলেন) ॥ ১১

একং (একটিকে, কাহাকে) কেশেযু (কেশে, চুলে) অথ (আবার) অপরম্ চ (অপর কাহাকেও) গ্রীবায়াম্ (গ্রীবাভাগে, ঘাড়ে) জগ্রাহ (ধরিলেন) । অস্ত্রম্ চ এব (এবং অস্ত্র কাহাকেও বা) পাদেন (চরণ দ্বারা) আক্রম্য (আক্রমণ করিয়া) অস্ত্রম্ (অস্ত্রকে) উরসা (বক্ষঃস্থল দ্বারা) অপোথয়ৎ (মর্দিত করিলেন) ॥ ১২

তৈঃ (সেই) অস্ত্রৈঃ (অস্ত্রগণ কর্তৃক) মুক্তানি (মুক্ত, নিক্ষিপ্ত) শস্ত্রাণি (শস্ত্রাদি) তথা (এবং) মহাস্ত্রাণি ([আগ্নেয় ও বায়ব্যাदि]

এইরূপে চামুণ্ডা অশ্বের সহিত অশ্বারোহী যোদ্ধাকে এবং সারথির সহিত রথকে বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দস্তসমূহ দ্বারা অতি ভীষণরূপে চৰ্বণ করিতে লাগিলেন । ১১

তিনি কাহাকেও কেশে, আবার অপর কাহাকেও গ্রীবাদেশে ধরিলেন । কাহাকেও বা পদদলিত এবং অস্ত্র কাহাকেও বা বক্ষঃস্থল দ্বারা মর্দিত করিলেন । ১২

সেই অস্ত্রগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত আগ্নেয় ও বায়ব্যাदि

ক্ষণেন তদ্বলং সৰ্বমসুৰাণাং নিপাতিতম্ ।

দৃষ্ট্বা চণ্ডোহতিভূজাব তাং কালীমতিভীষণাম্ ॥ ১৬

শরবর্ষের্মহাভীমৈর্ভীমানক্ষীং তাং মহাসুরঃ ।

ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১৭

(নিহত হইল) । কেচিং (কেহ কেহ) খট্‌জ-তাড়িতাঃ (অসুরের
ককাল দ্বারা তাড়িত হইল) । তথা (এবং) অসুরাঃ (অসুরগণ) দন্ত-
প্র-অভিহতাঃ (দন্তের অপ্রভাগের দ্বারা আহত হইয়া) বিনাশম্ (বিনাশ)
ব্রহ্মঃ (প্রাপ্ত হইল) ॥ ১৫

ক্ষণেন (ক্ষণ-[কাল] মধ্যে) অসুরাণাং (অসুরদিগের) সৰ্বম্ (সমস্ত)
তৎ-বলং (সেই সৈন্য) নিপাতিতম্ (নিহত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) চণ্ডঃ
(চণ্ড নামক অসুরনামক) তাম্ (সেই) অতি-ভীষণাম্ (অতিভয়ঙ্করী)
কালীম্ (কালীর দিকে, চামুণ্ডার দিকে) অভিভূজাব (ধাবিত হইল) ॥ ১৬

মহাসুরঃ (মহাসুর, চণ্ড) মহাভীমৈঃ (অতি ভীষণ) শর-বর্ষৈঃ
(বাণবর্ষণ দ্বারা) মুণ্ডঃ চ (এবং মুণ্ড) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) ক্ষিপ্তৈঃ
(নিক্ষিপ্ত) চক্রৈঃ (চক্রাঙ্ক দ্বারা) তাং (সেই) ভীম-অক্ষীং (ভীষণ-
নানা [চামুণ্ডা]-কে) ছাদয়ামাস (আচ্ছন্ন করিল) ॥ ১৭

অসুরগণের সেই সমস্ত সৈন্য মুহূর্তমধ্যে নিহত হইল
দেখিয়া অসুরসেনাপতি চণ্ড সেই অতি ভয়ঙ্করা চামুণ্ডার
অভিমুখে ধাবিত হইল । ১৬

চণ্ড ভীষণ শরবর্ষণ দ্বারা এবং মুণ্ড সহস্র সহস্র চক্রাঙ্ক
নিক্ষেপ দ্বারা সেই ভীমনেত্রী চামুণ্ডাকে আচ্ছন্ন করিল । ১৭

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্ ।

বভূৰ্যথার্কবিম্বানি সুবহুনি ঘনোদরম্ ॥ ১৮

ততো জহাসাতিক্ষা ভীমং ভৈরবনাদিনী ।

কালী করালবক্ত্রাস্তুর্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥ ১৯

উথায় চ মহাসিং হং * দেবী চণ্ডমধাবত ।

গৃহীত্বা চাস্ত্র কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥ ২০

যথা (যে রূপ) ঘন-উদরম্ (কাল মেঘের মধ্যে) সু-বহুনি (অসংখ্য) অর্ক-বিম্বানি (সূর্যবিম্ব) [শোভন্তে=শোভা পায়] [তথা=সেইরূপ] তানি (সেই) অনেকানি (বহু বহু) চক্রাণি (চক্র) তৎ-মুখম্ (তাহার মুখে) বিশমানানি [সম্ভি] (প্রবিষ্ট হইয়া) বভূঃ (শোভা পাইল) ॥ ১৮

ততঃ (অনন্তর) ভৈরব-নাদিনী (ভীষণশব্দকারিণী) করাল-বক্ত্র-
অস্তঃ-দুর্দর্শ-দশন-উজ্জ্বলা (ভীষণ মুখমধ্যস্থ ভয়ঙ্কর-দৃশ্য দন্তের ছটায় তেজোময়ী)
কালী (চামুণ্ডাদেবী) অতিক্ষা (অতিক্রোধে) ভীমং (ভীষণভাবে) জহাস
(অট্টহাস্য করিলেন) ॥ ১৯

চ (এক) নেলী (চামুণ্ডা) হং ([কোপনশব্দ] হং শব্দে) মহা-অসিং
(মহা-খড়্গ) উথায় (তুলিয়া) চণ্ডম্ (চণ্ডের প্রতি) অধাবত (ধাবিত

কাল মেঘের মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য সূর্যবিম্বের ত্রায়
অসংখ্য চক্র তাহার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে
লাগিল । ১৮

অনন্তর ভীমনাদিনী চামুণ্ডা অতি ক্রোধে ভীষণ
অট্টহাস্য করিলেন । তখন তাহার করাল-বদনমধ্যস্থ ভীষণ
দন্তসমূহের প্রভায় তিনি তেজোময়ী হইলেন । ১৯

ক্রোধনৃচক হং শব্দে দেবী মহাখড়্গ উত্তোলনপূর্বক

* মহাসিং=মহাখড়্গ, হং=রোষবাচক শব্দ—এইভাবে অধিকার

অথ মুণ্ডোহপাধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্ ।

তমপ্যপাতয়ন্তুমৌ সা খড়্গাভিহতং ক্রুধা ॥ ২১

হতশেষং ততঃ সৈন্ত্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্ ।

মুণ্ডঞ্চ স্তম্হাবীৰ্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ॥ ২২

হইলেন) অস্ত্র চ (এবং উহার) কেশে (কেশে) গৃহীত্বা (ধরিয়া) তেন (সেই) অসিনা (খড়্গ দ্বারা) শিরঃ (মস্তক) অচ্ছিনৎ (ছেদন করিলেন) ॥ ২০

অথ (অনস্তর) চণ্ডং (চণ্ডকে) নিপাতিতম্ (নিহত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মুণ্ডঃ অপি (মুণ্ডও) তাম্ (তাহার প্রতি, দেহীর প্রতি) অধাবৎ (ধাবিত হইল) । সা (তিনি, চামুণ্ডা) ক্রুধা (রোষে, ক্রোধে) খড়্গা-অভিহতং (খড়্গাঘাতে) তম্ অপি (তাহাকেও, মুণ্ডকেও) ভূমৌ (ভূমিতে) অপাতয়ৎ (পাতিত, শায়িত করিলেন) ॥ ২১

ততঃ (তাহার পর) হত-শেষং (হতাবশিষ্ট) সৈন্ত্যং (সৈন্তসকল) স্তম্হা-বীৰ্যং (অতি বীৰ্যবান্) চণ্ডং (চণ্ড) মুণ্ডঃ চ (ও মুণ্ডকে)

চণ্ডের দিকে ধাবিতা হইলেন এবং উহাকে কেশে ধরিয়া সেই খড়্গের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন । ২০

অনস্তর চণ্ডকে নিহত দেখিয়া মুণ্ডও চামুণ্ডার প্রতি ধাবিত হইল । তখন চামুণ্ডা ক্রোধে তাহাকেও খড়্গাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন । ২১

অতঃপর হতাবশিষ্ট সৈন্তগণ মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত দেখিয়া ভয়াত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল । ২২

টীকাকার অর্থ করিয়াছেন । আবার কেহ কেহ মহাসিং+হং= মহাসিংহং=মহাসিংহের উপর ; উবাধ=উঠিয়া—এই পাঠ ও অর্থই সুগম মনে করেন । কালী সিংহবাহনা নহেন এবং উক্ত মন্তের শেষ পাদে ‘তেন অসিনা’ থাকায় এই অর্থ সুসঙ্গত হয় না ।

শিরশ্চণ্ডা কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ ।

প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেতা চণ্ডিকাম্ ॥ ২৩

ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশু ।

বুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুভ্রং নিশুভ্রঞ্চ হনিষ্যসি ॥ ২৪

ঋষিরুবাচ । ২৫

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহানুরৌ ।

উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥ ২৬

নিপাত্তিতম্ (নিহত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ভয়-আতুরম্ (ভয়ান্ত হইয়া) দিশঃ
(চারিদিকে) ভেজে (পলায়ন করিল) ॥ ২২

চ (এবং) কালী (চামুণ্ডা দেবী) চণ্ডা (চণ্ডের) শিরঃ (মস্তক)
মুণ্ডম্ এবং চ (এবং) মুণ্ডকে, মুণ্ডের মস্তক) গৃহীত্বা (লইয়া) চণ্ডিকাম্
(চণ্ডিকার নিকট) অভ্য-এতা (আগমন করিয়া) প্রচণ্ড-অট্টহাসমিশ্রম্
(অতি ঘোর অট্টহাসমিশ্রিত বাক্য) প্রাহ (বলিলেন)— ২৩

অত্র (এই) বুদ্ধ-যজ্ঞে (বুদ্ধরূপ যজ্ঞে) ময়া (আমার দ্বারা) তব
(আপনাকে) মহা-পশু (মহাপশুধর) চণ্ডমুণ্ডৌ (চণ্ড ও মুণ্ডকে)
উপহৃতৌ (উপহার প্রদত্ত হইল)। স্বয়ং (আপনি নিজেই) শুভ্রং
(শুভ্রকে) নিশুভ্রং চ (ও নিশুভ্রকে) হনিষ্যসি (বধ করিবেন) ॥ ২৪

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—ততঃ (অনন্তর) তৌ

চামুণ্ডা চণ্ডের ও মুণ্ডের মস্তকদ্বয় লইয়া চণ্ডিকার নিকট
আগমনপূর্বক প্রচণ্ড অট্টহাসমিশ্রিত বাক্যে বলিলেন— ২৩

এই বুদ্ধরূপ যজ্ঞে আপনাকে মহাপশু চণ্ড ও মুণ্ডের
মস্তকদ্বয় উপহার দিলাম। আপনি নিজেই শুভ্র ও নিশুভ্রকে
বধ করিবেন ২৪

মেধা ঋষি বলিলেন—তখন কালী কর্তৃক আনীত মহানুর

বস্মাক্ষণ্ডক মুণ্ডক গৃহীত্বা ত্রমুপাগতা ।

চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি । ২৭

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্ত্রস্তরে

দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধো * নাম

সপ্তমোহিধ্যায়ঃ ।

[সেই) মহাহরৌ (মহাহরদয়) চণ্ড-মুণ্ডৌ (চণ্ড ও মুণ্ডকে) [চামুণ্ডা
বর্ক] আনীতৌ (আনীত) দৃষ্টৌ (দেখিয়া) কল্যাণী (মঙ্গলময়ী)
চণ্ডিকা (সেবী) কালীঃ (কালীকে) ললিতঃ (মধুর) বচঃ (বাক্যে)
বলিলেন) — ২৫-২৬

দেবি (হে দেবি) বস্মাৎ (যেহেতু) ত্রমু (তুমি) চণ্ড চ (চণ্ডকে)
মুণ্ড চ (ও মুণ্ডকে) গৃহীত্বা (লইয়া) উপাগতা (আসিয়াছ) ততঃ
[সেই হেতু] লোকে (পৃথিবীতে) চামুণ্ডা ইতি (চামুণ্ডা এই নামে)
খ্যাতা (প্রসিদ্ধা) ভবিষ্যসি (হইবে) ॥ ২৭

চণ্ড ও মুণ্ডের মন্ত্রকন্ডয় দেখিয়া কল্যাণী চণ্ডিকা দেবী
কালীকে মধুর বাক্যে বলিলেন — ২৫-২৬

দেবি, তুমি চণ্ড ও মুণ্ডের মন্ত্রকন্ডয় আমার নিকট

* চণ্ডমুণ্ডবধের বিস্তৃত্তর বিবরণ বামনপুরাণের ৫৫তম অধ্যায়ে
আছে। চণ্ডিকার ললাটজ্ঞা কালিকার সহিত রুদ্রদৈত্য যুদ্ধ করিল।
কালিকা মহাহরের মন্ত্রকে খট্টাক প্রহার করায় সে ছিন্নমূল পাদপের স্থায়
স্থিতি হইল। পতিত রুদ্রর মৃতদেহ হইতে কালিকা কেশ-উৎপাটনান্তে
প্রহার দ্বারা স্বীয় বিমল জটাম্বার বন্ধন করিলেন। কিন্তু একটি জট
দ্বাবদ্ধ রহিল। তখন তিনি সেই জট উৎপাটনপূর্বক ভূতলে ফেলিয়া
দিলেন। শক্তি-রূপিনী দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমনকি নখ চুল পর্দন্তও
পতিময়। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই জট একটি ভয়ঙ্কর দেবীমূর্তি ধারণ করিল।

আনিয়াছ বলিয়া পৃথিবীতে তুমি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত
হইবে। ২৭

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত সার্বর্ণিকের অধিকার-
সম্বন্ধীয় দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে চণ্ডমুণ্ডবধ-
নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

উক্ত মূর্তি অর্ধ শুক্ল, অর্ধ কৃষ্ণ এবং উহার কেশপাশ তৈলাভার
কালিকা উহার নাম রাখিলেন চণ্ডমারী। কালিকার আদেশে চণ্ডমারী
চণ্ডমুণ্ডকে ধরিতে গেলেন। চণ্ডমুণ্ড ভয়ানক হইয়া নক্ষত্র দিকে পলায়ন
করিল। চণ্ডমারী গরুড়ভূজ্য বেগবান গদগ্ধে আগ্রহপূর্বক বিদ্রোহ বশত
অশ্রুধরর সঙ্গে সঙ্গে ধাবমানা হইলেন। অশ্রুধরর যেখানে যেখানে
ছুটিল দেবীও সেই সেই স্থানে নিম্নে পৌঁছিলেন। তিনি গমনকালীন
ষমবাহন পুণ্ড মহিষের ভূজস্থানিত বিধাণ উৎপাটিত করিয়া হস্তে ধারণ
পূর্বক দানবসেনার অনুধানন করিতে লাগিলেন। তখন চণ্ডমুণ্ড ভূত
ত্যাগ করিয়া গগনে উৎপাটিত হইল। চণ্ডমারী রাসভারোহণে সর্বো
র্থাহাদের অনুসরণ করিলেন। পশ্চিমধ্যে গরুড় এবং পশ্চিমপাশ
কর্কোটকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া ত্রি
উর্ধ্বারোহা হইলেন। গরুড় তখন ভয়ানক হইয়া মাংসপিণ্ডাকারে পরি
হইল এবং তাহার ভীষণ পক্ষসকল পতিত হইতে লাগিল। চণ্ডমারী
সেই পতিত পক্ষগুলি কুড়াইয়া কর্কোটকে হাতে ধরিয়া ক্রান্তর
ভয়ানক চণ্ডমুণ্ডকে ধরিতে চলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্রুধরকে ধরি
কর্কোটকের দ্বারা বাঁধিয়া কালিকার নিকট আনিলেন। তথায় ত্রি
ভয়ানক কোষ গ্রহণপূর্বক দানবেন্দ্রমিগের মস্তকসমূহ ও স্থলর গরুড়
রচিত নিরুপম মালা এবং মুগেন্দ্রচমের বর্ষা চণ্ডিকাকে সমর্পণ করিলেন।
পরে স্বয়ং গরুড়পক্ষপ্রস্তুত অপর একটি মালা স্ব-মস্তকে বাঁধিয়া দানব
রূপধিরূপ পের-পানে মত্তা হইলেন। এদিকে কালিকা অশ্রুধরকে চণ্ড
মুণ্ডকে আকর্ষণপূর্বক রোগভরে তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন।
চণ্ডমারীর সহিত ধূমাবতীর সাদৃশ্য আছে। উর্ধ্বাঙ্গাঙ্গোক্ত ধূমাবতী
স্তোত্রে আছে, তাহার বক্ষে দৈত্যমুণ্ডমালা, শিরে গরুড়পক্ষ, হস্তে ধ
বাহন মহিষের শৃঙ্গ এবং তাহার একটি বেনী তৈলাভার।

উত্তরচরিত্র

অষ্টম অধ্যায়

ধ্যান

অরুণাং করুণাতরঙ্গিতাক্ষীং

ধৃতপাশাক্ষুমুখ্যচাপহস্তাম্ ।

অগ্নিমাদিভিরাবৃত্তাং ময়ুথৈরহমিত্যেব

বিভাবয়ে ভবানীম্ ॥

অরুণাং (অরুণবর্ণা) করুণা-তরঙ্গিত-অক্ষীং (ধাহার চক্ষু কৃপা-
তরঙ্গের দ্বারা আকুল, দয়ার্জ) ধৃত-পাশ-অক্লশ-মুখ্য-চাপ-হস্তাম্ ([চারি
হস্তে] পাশ, অক্লশ, পূর্ণ চাপ- [ও শর] ধারিণী) অগ্নিমা-আদিভিঃ
(অগ্নিমা-দি অষ্ট সিদ্ধি দ্বারা) ময়ুথৈঃ [চ] (এবং জ্যোতিরাশি দ্বারা)
আবৃত্তাম্ (পরিবৃত্তা) ইতি এব (এবম্প্রকার) ভবানীম্ (ভবানীকে)
অহম্ (আমি) বিভাবয়ে (ভাবনা করি) ॥

যিনি অরুণবর্ণী, ধাহার নয়নযুগল কৃপাতরঙ্গে আকুলিত,
যিনি চারি হস্তে পাশ, অক্লশ, পূর্ণচাপ ও শর-ধারিণী, যিনি
অগ্নিমা-দি অষ্টসিদ্ধিপরিবৃত্তা এবং জ্যোতিরাশিমণ্ডিতা,
এবম্প্রকার ভবানীকে আমি ধ্যান করি ।

অষ্টম অধ্যায়—রক্তবীজ-বধ

ঋষিরূবাচ । ১

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে ।

বহুলেষু চ সৈন্তেষু ক্ষয়িতেষু সুরেশ্বরঃ ॥ ২

ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুন্তঃ প্রতাপবান্ ।

উদ্যোগং সর্বসৈন্তানাং দৈত্যানাং আদিদেশ হ ॥ ৩

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (কহিলেন)—দৈত্যে (দৈত্যা) চণ্ডে চ (চণ্ড) নিহতে (নিহত হইলে) মুণ্ডে চ (ও মুণ্ড) বিনিপাতিতে (বিনষ্ট হইলে) বহুলেষু চ (ও বহু) সৈন্তেষু (সৈন্ত) ক্ষয়িতেষু (ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে) ততঃ (তখন) কোপ-পরাধীন চেতাঃ (ক্রোধাভিভূতচিত্ত) অহর-ইদরঃ (দৈত্যরাজ) প্রতাপবান্ (প্রতাপশালী) শুন্তঃ (শুন্তাহর) সর্ব-সৈন্তানাং (সকল সৈন্ত সহিত) দৈত্যানাং (দৈত্যগণের) উদ্যোগম্ ([যুদ্ধের] উদ্যোগ) আদিদেশ হ (আদেশ করিল) ॥ ১-৩

মেধা ঋষি বলিলেন—চণ্ড ও মুণ্ড নামক দৈত্যদ্বয় নিহত ও বহু সৈন্ত বিনষ্ট হইলে প্রতাপশালী দৈত্যরাজ শুন্ত ক্রোধাভিভূত হইয়া দৈত্যগণকে সকল সৈন্তের সহিত যুদ্ধসজ্জা করিতে আদেশ করিল । ১-৩

অন্ত সর্ববলৈদৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ ।

কম্বনাং চতুরশীতির্নিধাস্ত স্ববলৈবৃত্তাঃ ॥ ৪

কোটিবীৰ্যাণি পঞ্চাশদম্বরানাং কুলানি বৈ ।

শতং কুলানি ধোম্রাণাং নির্গচ্ছন্ত মমাজ্জয়া ॥ ৫

কালকা দৌহর্দা মোর্ধাঃ কালকেয়াস্তথামুরাঃ ।

যুদ্ধায় সজ্জা নিধাস্ত আজ্জয়া স্বরিতা মম ॥ ৬

অন্ত (আজ, এখনই) ষড়শীতিঃ (১০ জন) উৎ-আয়ুধাঃ (উত্তমতন্ত্র)
বৃত্তাঃ ([প্রধান] দৈত্যা) সর্ব-বলৈঃ (চতুরঙ্গ সৈন্য সহ) কম্বনাং
কম্বু (কুলজাতদৈত্যা-) সিংগের) চতুরশীতিঃ (১০ জন) স্ব-বলৈঃ (স্বীয়
শক্তি দ্বারা) বৃত্তাঃ (বেষ্টিত হইয়া) নিধাস্ত (নির্গত হউক) ॥ ৪

কোটিবীৰ্যাণি (কোটিবীৰ্য নামক) অম্বরানাং (অম্বরসিংগের) পঞ্চাশৎ
(পঞ্চাশ) কুলানি (বংশ) বৈ (এবং) ধোম্রাণাং (ধূম্রবংশের) শতং
(একশত) কুলানি (কুল, সম্প্রদায়) মম (আমার) আজ্জয়া (আজ্জায়,
যায়ে) নির্গচ্ছন্ত (নির্গত হউক) ॥ ৫

কালকাঃ (কালবংশের) দৌহর্দাঃ (দৌহর্দকুলের) মোর্ধাঃ (মূর-
বংশের) তথা (এবং) কালকেয়াঃ (কালকের বংশধর) অমুরাঃ

অন্তই ছিয়াশি জন উত্তমতন্ত্র প্রধান দৈত্যা চতুরঙ্গ সৈন্য
সমতিবাহারে এবং চুরাশি জন কম্বুকুলজাত দৈত্যা স্বীয়
সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে গমন করুক । ৪

কোটিবীৰ্য নামক অম্বরগণের পঞ্চাশটি বংশ এবং
ধোম্রাম্বরগণের একশতসংখ্যক বংশ আমার আজ্জায় যুদ্ধে
নির্গত হউক । ৫

কালক, দৌহর্দ, মোর্ধ এবং কালকেয় অম্বরগণ আমার
আজ্জায় শীঘ্র যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইয়া বহির্গত হউক । ৬

ইত্যাজ্ঞাপ্যাস্বরপতিঃ শুভো ভৈরবশাসনঃ ।

নির্জগাম মহাসৈন্ত্যসহস্রৈর্বহুভিবৃতঃ ॥ ৭

আয়াতং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্ত্যমতিভীষণম্ ।

জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনাস্তরম্ ॥ ৮

ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ ।

ঘণ্টাস্বনে তান্ নাদানমৃদিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥ ৯

(অস্বরগণ) বরিতাঃ (অবিলম্বে) মম (আমার) আজ্ঞা (আজ্ঞায়) যুদ্ধা
(যুদ্ধের নিমিত্ত) সজ্জাঃ (সজ্জিত হইয়া) নিযাত (বহির্গত হউক) ॥ ৬

ইতি (এই প্রকার) আজ্ঞাপ্য (আজ্ঞা করিয়া) ভৈরব-শাসনঃ
(উগ্রশাসন) অস্বর-পতিঃ (অসুরেশ্বর) শুভঃ (শুভ) বহুভিঃ (বহু)
মহাসৈন্ত্য-সহস্রৈঃ (সহস্র সহস্র মহাসৈন্ত্য কর্তৃক) বৃতঃ (বেষ্টিত হইয়া)
নির্জগাম (নির্গমন করিল) ॥ ৭

চণ্ডিকা (দেবী) অতিভীষণম্ (অতি ভয়ঙ্কর) তৎ (সেই) সৈন্ত্য
([দৈত্য] সৈন্ত্য) আয়াতং (আগত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) জ্যাস্বনৈঃ
(জ্যাস্বনে) ধরণী-গগন-স্তরম্ (পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থল) পূরয়ামাস
(পূর্ণ করিলেন) ॥ ৮

নৃপ (হে নরপতি, হে স্বরথ), ততঃ (অনন্তর) সিংহঃ (সিংহ,
দেবীর বাহন) অতীব (অতিশয়) মহানাদম্ (ভীষণ গর্জন) কৃতবান্

এইরূপ আদেশ করিয়া উগ্র দৈত্যপতি শুভ বহু সহস্র
উত্তম সৈন্ত্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থে গমন করিল । ৭

অতি ভীষণ সেই সকল অস্বরসৈন্ত্য সমাগত দেখিয়া
চণ্ডিকা ধনুষ্টকার-শব্দে পৃথিবী ও গগনের মধ্যদেশ
(ভুবলোক) পূর্ণ করিলেন । ৮

হে নৃপ, অনন্তর সিংহ ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল,

ধমুর্জাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপুরিতদিবুখা ।

নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগো বিস্তারিতাননা ॥ ১০

তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্তৈশ্চতুর্দিশম্ ।

দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ ॥ ১১

(করিল) । অম্বিকা চ (এবং অম্বিকা) তান্ (সেই সকল) নানান্ (শব্দ) ঘণ্টা-ধ্বনে (ঘণ্টার শব্দে) উপবৃংহয়ৎ (পরিবর্ধিত করিলেন) ॥ ৯

শব্দ-আপুরিত-দিক-মুখা ([হুকার] শব্দে দশদিক পরিপূর্ণকারিণী) বিস্তারিত-আননা (করাল-নদনা) কালী (চামুণ্ডা) ভীষণৈঃ (ভয়ানক) নিনাদৈঃ (মহাশব্দ দ্বারা) ধমুঃ-জা-সিংহ-ঘণ্টানাং (ধমুকের জা শব্দ, সিংহের গর্জন এবং ঘণ্টাধ্বনিসমূহ) জিগো (জয় [অভিভূত] করিলেন) ॥ ১০

তৎ-নিনাদম্ (সেই মহাশব্দ) উপশ্রুত্যা (শ্রবণ করিয়া) দেবী (আত্মাশক্তি চণ্ডিকা) সিংহঃ (সিংহ, বাহন) তথা (এবং) কালী

এবং অম্বিকা (চণ্ডিকা) ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সেই সকল মহানাদ আরও বর্ধিত করিলেন । ৯

বিস্তারিতমুখা কালী (চামুণ্ডা) হুকারনাদে দিগ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিয়া তাঁহার ভীষণ গর্জনে ঐসকল ধমুট্টকার, সিংহনাদ ও ঘণ্টাধ্বনিকে অভিভূত করিলেন । ১০

[অম্বিকা=চণ্ডিকা=চণ্ডী । এবং কালী বা চামুণ্ডাই অম্বিকাললাটোদ্ভবা ।]

সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ দৈত্য-সৈন্যসকল আত্মাদেবী চণ্ডিকা, সিংহ এবং চণ্ডীললাটোদ্ভবা চামুণ্ডাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিল । ১১

এতন্নিবন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদিবাম্ ।

ভবায়ামরসিংহানামতিবীৰ্যবলাস্থিতাঃ ॥ ১২

বুদ্ধোশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্ত চ শক্তয়ঃ ।

শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥ ১৩

(চামুণ্ডা) চতুঃ-দিশদ্ (চতুর্দিকে) স-রোমৈঃ (সক্রোধ, ক্রুদ্ধ) দৈত্য-সৈন্তৈঃ

(অশুর-সৈন্তগণ দ্বারা) পরিবারিতাঃ (পরিবৃত্ত হইলেন) ॥ ১২

ভূ-প (হে নৃপ), এতন্নি (এই) অন্তরে ([দেবদানব-সংগ্রামের] অবসরে) সুর-দিবাম্ (দেবদেবিগণের, অশুরগণের) বিনাশায় (নিধনের জন্ত) তথা (এবং) অমর-সিংহানাম্ (দেবশ্রেষ্ঠগণের) ভবায় (সম্পদের জন্ত, কল্যাণার্থ) বুদ্ধ-ঈশ-গুহ-বিষ্ণুনাং (ব্রহ্মা, শিব, কার্তিকের এবং বিষ্ণু, বরাহ ও নরসিংহের) ইন্দ্রস্ত চ (ও ইন্দ্রের) অতি-বীৰ্য-বল-অস্থিতাঃ (অত্যন্ত বীৰ্য-ও বল-যুক্তা) শক্তয়ঃ (শক্তিসমূহ), শরীরেভ্যো ([ব্রহ্মাদির] শরীর হইতে) বিনিষ্ক্রম্য (বহির্গত হইয়া) তদ্রূপৈঃ ([দেবাদির] অনুরূপ মূর্তি ধরিয়া) চণ্ডিকাং (চণ্ডিকার নিকট) যযুঃ (গমন করিলেন) ॥ ১২-১৩

হে নৃপ, ইত্যবসরে অশুরগণের বিনাশ এবং অমরগণের বিজয়ের জন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বরাহ, নৃসিংহ, শিব, ইন্দ্র ও কার্তিকেরাদি দেবগণের মহাবীৰ্য ও মহাবল শক্তিসমূহ তাঁহাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া দেবাদির অনুরূপ দেবীমূর্তি ধারণপূর্বক চণ্ডিকার সমীপে গমন করিলেন । ১২-১৩

(শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ—নাগোজীভট্টী টীকা)

যন্ত দেবন্ত যক্রপং যথা ভূষণবাহনম্ ।

তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ বোদ্ধুমাযযৌ ॥ ১৪

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ ।

আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তিব্রহ্মাণী সাহিভীযতে ॥ ১৫

মাহেশ্বরী বৃষাকৃতা ত্রিশূলবরধারিণী ।

মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্রেখাবিভূষণা ॥ ১৬

যন্ত (যে) দেবন্ত (দেবতার) যৎ-রূপং (যাদৃশ আকৃতি) যথা (যে রূপ) ভূষণ-বাহনম্ (অলঙ্কার ও বাহন) তৎ-শক্তিঃ (তাঁহার শক্তি) তৎ-বৎ-এব হি (সেই রূপেই) অসুরান্ (অসুরদিগের সহিত) বোদ্ধুন্ (যুদ্ধ করিতে) আযযৌ (আগমন করিলেন) ॥ ১৪

হংস-যুক্ত বিমান-অগ্রে (হংসচালিত বিমানোপরি) স-অক্ষ-সূত্র-কমণ্ডলুঃ (জপমালা ও কমণ্ডলু সহিত) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) শক্তিঃ (শক্তি) আয়াতা (আসিলেন) । সা (তিনি) ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মাণী নামে) অভিধীয়তে (অভিহিতা) ॥ ১৫

বৃষ-আকৃতাঃ (বৃষবাহনা) ত্রিশূল-বর-ধারিণী (শ্রেষ্ঠ ত্রিশূল-ধরা) মহা-অহি-বলয়া ([তক্ষক ও অনন্ত] মহাসর্পদ্বয়রূপ বলয়ধারিণী) চন্দ্র-

যে দেবতার যে রূপ আকার, ভূষণ ও বাহন তাঁহার শক্তিও তক্রূপ আকার, ভূষণ ও বাহন গ্রহণপূর্বক অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন । ১৪

প্রথমে জপমালা-ও কমণ্ডলু-হস্তে হংসযুক্ত বিমানে আকৃতা ব্রহ্মার শক্তি আগমন করিলেন । তিনি ব্রহ্মাণী নামে অভিহিতা । ১৫

অনন্তর বৃষবাহনা শ্রেষ্ঠত্রিশূলধারিণী মাহেশ্বরী আসিলেন,

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা ।

যোদ্ধুমভ্যায়যৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥ ১৭

তথৈব বৈষ্ণবীশক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা ।

শঙ্খচক্রগদাশাস্ত্রখড়্গহস্তাভূতপায়যৌ ॥ ১৮

রেখা-বিভূষণা (চন্দ্রকলা দ্বারা ললাটদেশ-ভূষিতা) মাহেশ্বরী (মহেশ্বরের
শক্তি) প্রাপ্তা (আসিলেন) ॥ ১৬

চ (এবং) শক্তি-হস্তা (শক্তি নামক অস্ত্রহস্তে) ময়ূর-বর-বাহনা (শ্রেষ্ঠ
ময়ূরারূঢ়া) গুহ-রূপিণী (কার্তিকেশ্বরাকৃতি) অম্বিকা (মাতৃদেবী)
কৌমারী (কুমারের [কার্তিকেশ্বরের] শক্তি) দৈত্যান্ (দৈত্যগণের সহিত)
যোদ্ধুম্ (যুদ্ধ করিতে) অভ্যায়যৌ (আসিলেন) ॥ ১৭

তথা (সেইরূপে) গরুড়-উপরি-সংস্থিতা (গরুড়ের উপর আসীন)
শঙ্খ-চক্র-গদা-শাস্ত্র-খড়্গ-হস্তা ([পাঞ্চজন্ত] শঙ্খ, [স্বদর্শন] চক্র,
[কৌমদকী] গদা, শূঙ্গ-নির্মিত ধনু ও [নন্দক] খড়্গ হস্তে ধারণ-
কারিণী) বৈষ্ণবী শক্তিঃ এব (বিষ্ণুর মহাশক্তিও) অভূতপায়যৌ
([চতুর্ভুজার সমীপে] আগমন করিলেন) ॥ ১৮

তাহার ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিত এবং তাহার হস্তে তক্ষক ও
অনন্ত নামক মহা নাগদ্বয় বলয়রূপে ভূষিত । ১৬

কার্তিকেশ্বররূপিণী দেবী কৌমারী শ্রেষ্ঠ ময়ূরে আরো-
হণপূর্বক শক্তিহস্তে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে
আসিলেন । ১৭

সেইরূপে গরুড়বাহনা বৈষ্ণবী^১ দেবী শঙ্খ, চক্র, গদা,

১ ইনি ষড়্ভুজা, কারণ ধনুর সঙ্গে বাণও ধরিতে হইবে। যথা—
বাহুভির্গরুড়ারূঢ়া শঙ্খচক্রগদাসিনী ।

শাস্ত্র বাণধরা রাতা বৈষ্ণবী রূপশালিনী ॥ —বামনপুরাণ

অর্থাৎ গরুড়ারূঢ়া রূপশালিনী বৈষ্ণবী ষড়্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি,

যজ্ঞবাহ্নীহম্ভুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ ।

শক্তিঃ সাপ্যায়যৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতৌ তনুম্ ॥ ১৯

নারসিংহী নৃসিংহস্ত বিভ্রতৌ সদৃশং বপুঃ ।

প্রাপ্তা তত্র সট্যাক্ষপক্ষিপুনক্ষত্রসংহতিঃ ॥ ২০

অতুলং (অমূল্য) যজ্ঞ-বারাহম্ (যজ্ঞাক্রকল্পিত শূকরের) রূপং (মূর্তি) বিভ্রতঃ (ধারী) হরেঃ (হরির) বা (যে) শক্তিঃ (শক্তি) সা অপি (তিনিও) বারাহীং (বরাহের, বিষ্ণুর তৃতীয়াবতারের) তনুম্ (তনু, শরীর) বিভ্রতী (ধারণ করিয়া) তত্র (তথায়, যুদ্ধক্ষেত্রে) আয়যৌ (আসিলেন) ॥ ১৯

নারসিংহী (নরসিংহশক্তি) নৃসিংহস্ত (নরসিংহের) সদৃশং (ভুল্য) শত্রু' (বৈষ্ণবী ধনু) ও খড়্গহস্তে চণ্ডিকার সমীপে উপস্থিত হইলেন । ১৮

অমূল্য যজ্ঞ-বারাহমূর্তিধারণকারী বিষ্ণুর শক্তি বারাহী-মূর্তি ধারণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন । ১৯

নারসিংহী নরসিংহের মূর্তি (বিষ্ণুর চতুর্থাবতারে বিবৃত

ধনু ও বাণ ধারণপূর্বক আগতা হইলেন । ঋক্ষসাহচর্যে চর্ম ধরিয়া কেহ কেহ বৈষ্ণবীকে অষ্টভুজা বলেন । (এক হস্ত শূক থাকায় সোধ নাই । কারণ কোনরী প্রভৃতি একাধুধারিণী ।) দক্ষাদিকে বরদানের সময় বিষ্ণুর অষ্টভুজা মূর্তি ভাগবতাদিতে প্রসিদ্ধ ।

অন্তমতে বৈষ্ণবী বা নারায়ণী চতুর্ভুজা । সাধারণতঃ চতুর্ভুজ বিষ্ণু শব্দ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী কিন্তু বিষ্ণুকে শাস্ত্রী ও শাস্ত্রপাণি বলা হয়, কারণ তিনি রামাবতারে ধনুধারী হইয়াছিলেন :—দংশোদ্ধারীণীকা ।

১ বরাহের ক্ষায় নরসিংহেরও বিকৃত হইত । কিন্তু কালীপুরাণে নরসিংহকে বিষ্ণুর শরভপক্ষপাতিত্ব ও বরাহবলহারিত্ব উক্ত । নরসিংহেরও বরাহানুবাগির কথিত । ইহা বিরোধ নহে, কারণ ইহা বিষ্ণুর লীলাশাল্য ।

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা ।

প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥ ২১

ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ ।

হস্তস্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যা হ চণ্ডিকাম্ ॥ ২২

বপুঃ (দেহ) বিবর্তী (ধারণ করিয়া) সট-আক্ষেপ-ক্লিপ্ত-নক্ষত্র-সংহতিঃ
(কেশবসঞ্চালনে নক্ষত্রসমূহ চালিত করিয়া) তত্র (তথায়) প্রাপ্তা
(আসিলেন) ॥ ২০

তথা এব (সেইরূপেই) ঐন্দ্রী (ইন্দ্রের শক্তি) বজ্র-হস্তা (বজ্র হস্তে
ধারণ করিয়া) গজ-রাজ-উপরি-স্থিতা (ঐরাবতারূপা) সহস্র-নয়না
(সহস্র-চক্ষুঃবিশিষ্টা) যথা (যেমন) শক্রঃ (ইন্দ্র) তথা এব (সেইরূপে)
সা (তিনি) প্রাপ্তা (আসিলেন) ॥ ২১

ততঃ (তখন) ঐশানঃ (শিব) তাভিঃ (সেই সকল) দেবশক্তিভিঃ
(দেবশক্তি দ্বারা) পরিবৃতঃ (পরিবেষ্টিত হইয়া) চণ্ডিকাম্ (চণ্ডিকাকে)
আহ' (বলিলেন)—মম (আমার প্রতি) প্রীত্যা (প্রীতিবশতঃ) শীঘ্রম্
(সম্বর) অসুরাঃ (অসুরগণকে) হস্তস্তাম্ (বধ করুন) ॥ ২২

রূপ) ধারণপূর্বক কেশবকম্পনে নক্ষত্রপুঞ্জ চালিত করিয়া
তথায় আগমন করিলেন । ২০

সেইরূপেই সহস্রনয়না^১ ঐন্দ্রী বজ্রহস্তে ঐরাবতে
আরোহণ করিয়া ঠিক ইন্দ্রের মত দেবীমূর্তিতে সমাগতা
হইলেন । ২১

তখন মহাদেব সেইসকল দেবশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত
হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন—আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ
ইহাদের সহযোগে আপনি শীঘ্র অসুরগণকে বিনাশ করুন । ২২

১ ইন্দ্রের আর একটি নাম সহস্রনয়ন, চণ্ডীর ২১২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রাস্তাতিভীষণা ।

চণ্ডিকাশক্তিরত্যাগা শিবাশতনিনাদিনী ॥ ২৩

স। চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা ।

দূতং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুভ্রনিশুভ্রয়োঃ ॥ ২৪

কুহি শুভ্রং নিশুভ্রঞ্চ দানবাবতিগর্বিতৌ ।

যে চাত্তো দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥ ২৫

ততঃ (অনন্তর) দেবী-শরীরাত্তু (দেবীর শরীর হইতেই) অতি-ভীষণা (অতি ভয়ঙ্কর) অতি-উগ্রা (অতি রোদ্র-স্বভাবা) শিবা-শত-নিনাদিনী (অসংখ্য শৃগালের ন্যায় শব্দকারিণী) চণ্ডিকাশক্তিঃ (চণ্ডিকার শক্তি) বিনিষ্ক্রাস্তা (বহির্গত হইলেন) ॥ ২৩

স। চ (এবং সেই) অপরাজিতা (অজ্ঞেয়া দেবী) ধূম্রজটিলম্ (ধূম্রবর্ণ-জটাজারী) মীশানম্ (মীশানকে, মহাদেবকে) আহ (বলিলেন)—ভগবন্ (হে ভগবান্), শুভ্র-নিশুভ্রয়োঃ (শুভ্র ও নিশুভ্রের) পার্শ্বং (পার্শ্বে, সমীপে) দূতং (দূতরূপে) গচ্ছ (গমন করুন) ॥ ২৪

অতি-গর্বিতৌ (অতি গর্বযুক্ত, অতিশয় অহঙ্কৃত) দানবৌ (দৈত্যদ্বয়)

অনন্তর দেবীর শরীর হইতে অতিভীষণা, অত্যাগ্ৰা, অসংখ্য শৃগালের ন্যায় শব্দকারিণী চণ্ডিকাশক্তি আবির্ভূতা হইলেন । ২৩

এবং সেই অপরাজিতা দেবী ধূম্রবর্ণজটাজারী মহাদেবকে বলিলেন—ভগবন্, আপনি শুভ্র ও নিশুভ্রের নিকটে বার্তা-বহুরূপে গমন করুন । ২৪

অতিগর্বিত দানবদ্বয় শুভ্র ও নিশুভ্রকে এবং অন্তান্ত যে-সকল দানব তথায় যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলুন— । ২৫

ত্রৈলোক্যমিদ্রো লভতাং দেবাঃ সন্ত হবির্ভুজঃ ।

যুয়ং প্রয়াত পাতালাং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ২৬

বলাবলেপাদথ চেদ্ ভবন্তো যুদ্ধকাজ্জিগঃ ।

তদাগচ্ছত তৃপ্যন্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥ ২৭

শুভ্রঃ (শুভ্রকে) নিশুভ্রঃ চ (ও নিশুভ্রকে) কুহি (বলুন) যে চ (এবং
যে সকল) অস্ত্রে (অস্ত্রাস্ত্র) দানবাঃ (দানবগণ) তত্র (তথায়) যুদ্ধায়
(যুদ্ধার্থ) সনুপস্থিতাঃ (উপস্থিত হইয়াছে) [তান্ অপি কুহি—তাহা-
দিগকেও বলুন] ॥ ২৫

ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র, দেবরাজ) ত্রৈলোক্যং (ত্রিভুবন) লভতাং (লাভ করুন)
দেবাঃ (দেবগণ) হবির্ভুজঃ ([যজ্ঞের] ঘৃত-ভোগকারী) সন্ত (হউন),
যুয়ং (তোমরা) পাতালাং (পাতালে) প্রয়াত (প্রবেশ কর) যদি (যদি)
জীবিতুন্ (বাচিতে) ইচ্ছথ (ইচ্ছা কর) ॥ ২৬

অথ (আর) চেৎ (যদি) বল-অবলেপাৎ (বলগর্বহেতু) ভবন্তঃ
(তোমরা) যুদ্ধ-কাজ্জিগঃ (যুদ্ধাভিলাষী) [ভবৎ=হও] তনা (তবে)
আগচ্ছত (আগমন কর) । মৎ-শিবাঃ (আমার শৃগালীগণ) বঃ
(তোমাদের) পিশিতেন (মাংস দ্বারা) তৃপ্যন্ত (তৃপ্ত হউক) ॥ ২৭

পুনরায় দেবরাজ ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের অধিপতি হউন এবং
দেবগণ যজ্ঞাহুতি ভোগ করুন । যদি তোমরা বাচিতে ইচ্ছা
কর তবে পাতালে প্রবেশ কর । ২৬

আর যদি বলগর্বহেতু তোমরা যুদ্ধকাজ্জিগী হও তবে
আগমন কর ; আমার শৃগালীগণ তোমাদের মাংস ভক্ষণ-
পূর্বক পরিতৃপ্ত হউক । ২৭

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্ ।
 শিবদূতীতি লোকেহস্মিংশ্রুতঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥২৮
 তেহপি শ্রদ্ধা বচো দেব্যাঃ শর্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ ।
 অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥ ২৯

যতঃ (যেহেতু) তয়া (সেই) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) শিবঃ (মহেশ্বর)
 স্বয়ম্ (নিজে) দৌত্যেন (দূতকর্মে) নিযুক্তঃ (নিযুক্ত হইয়াছিলেন) ততঃ
 (সেই হেতু) অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) সা (তিনি) শিবদূতী
 (শিবদূতী) ইতি (এই নামে) খ্যাতিম্ (প্রসিদ্ধা) আগতা (হইলেন) ॥ ২৮

তে (সেই সকল) মহাসুরাঃ অপি (অসুরগণও) শর্ব-আখ্যাতং
 (শিব-কথিত) দেব্যাঃ (দেবীর) বচঃ (বাক্য) শ্রদ্ধা (গুনিয়া) অমর্ষ-
 আপূরিতাঃ (ক্রোধে পূর্ণ হইয়া) যতঃ (যেখানে) কাত্যায়নী (কাত্যায়নী
 দেবী) স্থিতা (অবস্থিতা ছিলেন) [তজ=তথায়] জগ্মুঃ (গমন
 করিল) ॥ ২৯

সাক্ষাৎ শিবকে দেবী দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন
 বলিয়া এই জগতে তিনি শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধা
 হইয়াছেন । ২৮

সেই মহাসুরগণও শিবকথিত শিবদূতী দেবীর বাক্য-
 সমুদয় শ্রবণে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া যেখানে কাত্যায়নী
 অবস্থিতা ছিলেন তথায় গমন করিলেন । ২৯

১ মূলশাস্ত্রভেদে শিবদূতীরও কাত্যায়নীও উক্ত হইল ।

ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্তিষ্টিবৃষ্টিভিঃ ।

ববধূর্নুদ্বতামর্ধাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥ ৩০

সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণাঙ্গুলচক্রপরশ্বধান্ ।

চিচ্ছেদ লীলয়াখ্যাতধনুর্মু কৈর্মহেশুভিঃ ॥ ৩১

তস্ত্রাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্ ।

খট্বাকপ্রোথিতাংশারীন্ কুর্বতী ব্যচরৎ তদা ॥ ৩২

ততঃ (অনন্তর) প্রথমম্ এব (প্রথমেই) অগ্রে (সম্মুখে) উদ্ধত-অমর্ধাঃ (ক্রোধে উদ্ধত) অমর-অরয়ঃ (অমর-শক্রগণ, অসুরগণ) শর-শক্তি-বৃষ্টি-বৃষ্টিভিঃ (বাণ, শক্তি, বড়গ-বর্ষণ দ্বারা) তাং (সেই) দেবীন্ (দেবীকে) ববধূঃ (আচ্ছন্ন করিল) ॥ ৩০

সা চ (তিনিও, দেবীও) তান্ (সেই সকল) প্রহিতান্ (নিক্ষিপ্ত) বাণান্ (বাণসমূহ) শূল-চক্র-পরশ্বধান্ (শূল, চক্র ও কুঠারাদি অস্ত্র) লীলয়া (অনায়াসে) আখ্যাত-ধনুঃ-মুঠৈঃ (টঙ্কত ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত) মহা-ইশুভিঃ (মহাবাণসকল দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) ॥ ৩১

তদা (তখন) কালী (দেবীশরীরজা চণ্ডিকাশক্তি) তস্ত্র (তাহার, শুস্তের) অগ্রতঃ (অগ্রে, সম্মুখে) তথা (সেইরূপে) অরীন্ (অরিগণকে, অসুরগণকে) শূল-পাত-বিদারিতান্ (শূলাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া) খট্বাক-প্রোথিতান্ চ

অনন্তর ক্রোধোন্মত্ত দেবশক্ত অসুরগণ প্রথমেই দেবীন্ অগ্রে শর, শক্তি ও ঋষ্টি (খড়গ)-বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল ॥ ৩০

কালীও অসুর-নিক্ষিপ্ত বাণ, চক্র ও কুঠারাদি অস্ত্র অনায়াসে টঙ্কত ধনুর্মুক্ত বাণসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ৩১

তখন কালী শুস্তের সম্মুখে অসুরগণকে শূলাঘাতে বিদীর্ণ

কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীৰ্য্যান্ হতৌজসঃ ।

ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছ্রজন্ যেন যেন স্ম ধাবতি ॥ ৩৩

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেণ তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী ।

দৈত্যান্ জঘান কোমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥ ৩৪

(ও কঙ্কাল-পঙ্করের প্রহারে মর্দিত) কুর্বতী (করিতে করিতে) ব্যচরৎ
(বিচরণ করিতে লাগিলেন) ॥ ৩২

ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মার শক্তি) যেন যেন (যে যে পথে) ধাবতি স্ম (ধাবিত
হইলেন) শজ্জন্ (শত্রুগণকে) কমণ্ডলু-জল-আক্ষেপ-হত-বীৰ্য্যান্ ([হস্তস্থিত]
কমণ্ডলু [প্রণব-পূত] জলপ্রক্ষেপ দ্বারা বীৰ্য্যহীন) চ হত-ওজসঃ (এবং
ওজঃশূন্য, নিশ্বেজ) অকরোৎ (করিলেন) ॥ ৩৩

তথা (সেইরূপে) অতি-কোপনা (অতি ক্রুদ্ধা) মাহেশ্বরী (মহেশ্বর-
শক্তি) ত্রিশূলেণ (ত্রিশূল দ্বারা) বৈষ্ণবী (বিষ্ণুশক্তি) চক্রেণ (চক্রদ্বারা)
তথা (এবং) কোমারী (কুমারশক্তি) শক্ত্যা (শক্তি-অস্ত্র দ্বারা) দৈত্যান্
(দৈত্যগণকে) জঘান (বধ করিলেন) ॥ ৩৪

এবং খট্টাদ্বয়ের প্রহারে মর্দিত করিয়া বিচরণ করিতে
লাগিলেন । ৩২

ব্রহ্মাণী যে যে পথে ধাবিত হইলেন তত্রস্থ অস্ত্রগণকে
কমণ্ডলু^১ (প্রণবপূত) জলসিঞ্চন দ্বারা বীৰ্য্যহীন^২ ও
ওজঃশূন্য^৩ করিলেন । ৩৩

উক্ত প্রকারে অতিক্রুদ্ধা মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা, বৈষ্ণবী

১ ১১।১৩ এবং ২।৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

২ বীৰ্য্য = বল, শক্তি (শারীরিক) ।

৩ ওজঃ = উৎসাহ, উচ্চম (মানসিক) ।

ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ ।

পেতুবিদারিতাঃ পৃথ্বাঃ* রুধিরৌষপ্রবর্ষণঃ ॥ ৩৫

ভুগুপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ ।

বরাহমূর্ত্যা নৃপতংচ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥ ৩৬

ঐন্দ্রী (ইন্দ্র-শক্তি) কুলিশ-পাতেন (বজ্রাঘাতে) শতশঃ (শত শত) দৈত্য-দানবাঃ (দ্বিত্তি-তনয়গণ এবং দম্ব-নন্দনগণ) বিদারিতাঃ (বিদীর্ণ হইয়া) রুধির-ঔষ-প্রবর্ষণঃ (রক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়া) পৃথ্বাঃ (পৃথিবীতে) পেতুঃ (পতিত হইল) ॥ ৩৫

বরাহমূর্ত্যা ([বিকুর ভূতীর অবতারের] বরাহ-মূর্তি দ্বারা) ভুগু-প্রহার-বিধ্বস্তাঃ (মুখাঘাতে বিনষ্ট হইয়া) দংষ্ট্রা-অগ্র-ক্ষত-বক্ষসঃ (দস্তাগ্র দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া) চক্রেণ চ (এবং চক্র দ্বারা) বিদারিতাঃ (বিদীর্ণ হইয়া) [অম্বরঃ=অম্বরগণ] নি-অপতন্ (নিপতিত হইল) ॥ ৩৬

চক্র দ্বারা এবং কোমারী শক্তি-অস্ত্র দ্বারা দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন । ৩৪

ঐন্দ্রীর বজ্রাঘাতে শত শত দৈত্য ও দানব বিদীর্ণ হইয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া ভূতলে পতিত হইল । ৩৫

অম্বরগণ বারাহী কর্তৃক মুখ-প্রহারে বিনষ্ট, দস্তাগ্রের আঘাতে বক্ষঃস্থলে আহত এবং চক্র দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল । ৩৬

* ভূমৌ ইতি বা পাঠঃ

নৈধৈব্দারিতাং শচাণ্ডান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্ ।

নারসিংহী চচারাভৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরান্ ॥ ৩৭

চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যাভিদূষিতাঃ ।

পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাং শচখাদাধ সা তদা ॥ ৩৮

ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহাসুরান্ ।

দৃষ্ট্ভাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেপ্তুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥ ৩৯

নারসিংহী (নরসিংহ-শক্তি) নাদ-আপূর্ণ-দিক্-অম্বরান্ ([গভীর] গর্জনে [দশ] দিক্ ও আকাশ পূর্ণ করিয়া) চ (এবং) নৈধৈঃ (নখসমূহের দ্বারা) বিদারিতান্ (বিদীর্ণ) অস্তান্ (অস্ত্রাণ্ড) মহাসুরান্ (মহাসুরগণকে) ভক্ষয়ন্তী (ভক্ষণ করিতে করিতে) আভৌ (যুদ্ধে) চচার (বিচরণ করিলেন) ॥ ৩৭

তদা (তখন) শিবদূত্যা (শিবদূতী কর্তৃক) চণ্ড-অট্ট-হাসৈঃ (উৎকট অট্টহাস্তে) অভিদূষিতাঃ (মূর্ছিত হইয়া) অসুরাঃ (অসুরগণ) পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) পেতুঃ (পতিত হইল) । অধ (অনন্তর) সা (তিনি, শিবদূতী) তান্ (সেই সকল) পতিতান্ (পতিত [অসুর]-গণকে) চখাদ (ভক্ষণ করিলেন) ॥ ৩৮

ইতি (এইরূপে) ক্রুদ্ধং (ক্রুদ্ধ, ক্রোধাবিত) মাতৃগণং (ব্রাহ্মী প্রভৃতি

নারসিংহী সিংহনাদে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া নখসমূহের দ্বারা অস্ত্রাণ্ড মহাসুরকে বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিলেন । ৩৭

তখন শিবদূতীর উৎকট অট্টহাস্তে মূর্ছিত হইয়া অসুরগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিল । আর তিনি পতিত অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । ৩৮

এইরূপে ক্রুদ্ধা ব্রাহ্মী-আদি অষ্ট-মাতৃকাগণ বিবিধ উপায়ে

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্ৱা দৈত্যান্ মাতৃগণাদিতান্ ।

যোদ্ধুমত্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৪০

রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্ত শরীরতঃ ।

সমুৎপততি মেদিনীস্তুৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ* ॥ ৪১

শক্তিগণকে) বিবিধে: (নানাবিধ) অভ্যাগারৈ: (উপারে) মহা-অসুরান্ (মহাসুরগণকে) মর্দয়ন্তঃ (মর্দিত করিতে) দৃষ্ট্ৱা (দেখিয়া) দেব-অরিসৈনিকাস: (অসুরসৈন্তগণ) নেতু: (পলায়ন করিতে লাগিল) ॥ ৩৯

মাতৃ-গণ-আদিতান্ (মাতৃগণ কর্তৃক মর্দিত) দৈত্যান্ (দৈত্যগণকে) পলায়ন-পরান্ (পলায়ন করিতে) দৃষ্ট্ৱা (দেখিয়া) মহাসুর: (মহাসুর) রক্তবীজ: (রক্তবীজ) ক্রুদ্ধ: (ক্রুদ্ধ হইয়া) যোদ্ধুম্ (যুদ্ধ করিতে) অত্যাযযৌ ([তাঁহাদের অভিমুখে] আসিল) ॥ ৪০

অস্ত (উহার, রক্তবীজের) শরীরত: (শরীর হইতে) যদা (যখন) রক্তবিন্দু: (একবিন্দু রক্ত) ভূমৌ (ভূমিতে) পততি (পতিত হইল) মেদিনী: (মেদিনী হইতে, ভূপতিত রক্তবিন্দু হইতে) তদা (তখন) তৎ-প্রমাণ: (তাহার মত দেখ ও বলযুক্ত) অসুর: (সৈত্য) সমুৎপততি (সমুৎপন্ন হইল) ॥ ৪১

মহাসুরগণকে মর্দিত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অসুরসৈন্তগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৩৯

ব্রাহ্মী-আদি অষ্ট-মাতৃকা কর্তৃক মর্দিত দৈত্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মহাসুর রক্তবীজ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ তাঁহাদের সম্মুখীন হইল। ৪০

রক্তবীজের শরীর হইতে যখন একবিন্দু রক্ত ভূমিতে

* মহাসুর: ইতি বা পাঠ: ।

যুযুধে স গদাপানিরিন্দ্রশক্ত্যা মহানুরঃ ।

ততঃৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমভাডয়ৎ ॥ ৪২

কুলিশেনাহতস্ত্যাস্ত* তস্ত্য সূত্রাব শোণিতম্ ।

সমুত্তপ্তততো যোধান্তদ্রুপান্তৎপরাক্রমাঃ ॥ ৪৩

সঃ (সেই) মহানুরঃ (মহানুর, রক্তবীজ) গদা-পানিঃ (গদাহস্তে) ইন্দ্র-শক্ত্যা (ইন্দ্রশক্তির সহিত) যুযুধে (যুদ্ধ করিতে লাগিল) । ততঃ (তখন) ঐন্দ্রী চ (ইন্দ্রশক্তিও) স্ব-বজ্রেণ (স্বীয় বজ্র দ্বারা) রক্তবীজম্ (রক্তবীজকে) অভাডয়ৎ (আঘাত করিলেন) ॥ ৪২

কুলিশেন (বজ্র দ্বারা) আহতস্ত (আহত) তস্ত্য (তাহার, রক্তবীজের) আন্ত (বীজই) শোণিতম্ (রক্ত) সূত্রাব (বহিতে লাগিল) । ততঃ (তাহা হইতে) তৎ-রূপাঃ (তাহার মত আকৃতিবিশিষ্ট) তৎ-পরাক্রমাঃ (ও তাহার মত বিক্রমশালী) .যোধাঃ (যোদ্ধাগণ) সমুত্তপ্তঃ (সমুত্তপ্ত হইল) ॥ ৪৩

পতিত হইল তখনই ভূপতিত রক্তবিন্দু হইতে রক্তবীজের মত দেহধারী ও বলশালী এক এক অনুর উৎপন্ন হইল । ৪১

সে মহানুর রক্তবীজ ঐন্দ্রীর সহিত গদাহস্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল । তখন ঐন্দ্রীও স্বীয় বজ্রাঘাতে রক্তবীজকে আহত করিলেন । ৪২

বজ্রাহত রক্তবীজের^১ শরীর হইতে ক্ষতবেগে রক্তস্রাব বহিতে লাগিল । সেই রক্ত হইতে তাহার মত আকারবিশিষ্ট ও পরাক্রমসম্পন্ন অসংখ্য যোদ্ধা সমুৎপন্ন হইল । ৪৩

* বহু ইতি বা পাঠঃ ।

১ রক্ত বীজ (কারণ) তাহার সে—রক্তবীজ ।

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্ম শরীরাদ্ রক্তবিন্দবঃ ।

তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীৰ্যবলবিক্রমাঃ ॥ ৪৪

তে চাপি যুযুস্তত্র পুরুষা রক্তসন্তবাঃ ।

সমং মাতৃভিরভ্যাশস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥ ৪৫

পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্ম শিরো যদা ।

ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৬

তস্ত (তাহার, রক্তবীজের) শরীরাদ্ (শরীর হইতে) যাবন্তঃ (যত) রক্ত-বিন্দবঃ (রক্তবিন্দু) পতিতাঃ (পতিত হইল) তাবন্তঃ (তত) তদ্বীৰ্য-বল-বিক্রমাঃ (তাহার যত প্রভাব, দৈহিক সামর্থ্য ও উৎসাহ-সম্পন্ন) পুরুষাঃ (পুরুষগণ, বীরগণ) জাতাঃ (জাত হইল) ॥ ৪৪

তে চ (ও সেই সকল) রক্ত-সন্তবাঃ (রক্তজাত) পুরুষাঃ অপি (বীরগণও) তত্র (তথায়, যুদ্ধক্ষেত্রে) মাতৃভিঃ (মাতৃগণের) সমম্ (সহিত) অতি-ঔগ্র-শস্ত্র-পাত-অতি-ভীষণম্ (এতও অস্ত্র ও শস্ত্র-নিষ্ক্ষেপ দ্বারা ভীষণভাবে) যুযুঃ (যুদ্ধ করিতে লাগিল) ॥ ৪৫

পুনঃ চ (পুনরায়) যদা (যখন) অস্ম (উহার, রক্তবীজের) শিরঃ (মস্তক) বজ্র-পাতেন (বজ্রাঘাতে) ক্ষতম্ (ক্ষত হইল) [তদা=তখন] রক্তং (রক্ত) ববাহ (বহিতে লাগিল) । ততঃ (তাহা হইতে) পুরুষাঃ

রক্তবীজের শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু ভুমিতে পতিত হইল তাহার যত বলবান্, বীৰ্যশালী ও বিক্রমসম্পন্ন তত বীরপুরুষ উৎপন্ন হইল । ৪৪

সেই রক্তসন্তৃত বীরগণও যুদ্ধক্ষেত্রে মাতৃগণের সহিত ঔগ্র অস্ত্রশস্ত্রাদি নিষ্ক্ষেপপূর্বক অতি ভীষণরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিল । ৪৫

পুনরায় রক্তবীজের মস্তক যখন বজ্রাঘাতে ক্ষত হইল

বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ ।

গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্ ॥ ৪৭

বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্ত রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ ।

সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥ ৪৮

(পুরুষগণ, বীরগণ) সহস্র-শঃ (সহস্র সহস্র) জাতাঃ (জাত হইল) ॥ ৪৬

বৈষ্ণবী (বিষ্ণু-শক্তি) সমরে (যুদ্ধে) এনং (ইহাকে) চক্রেণ (চক্র-দ্বারা) অভিজঘান হ (আঘাত করিলেন) । ঐন্দ্রী চ (এবং ইন্দ্রের শক্তি) গদয়া (গদার দ্বারা) তম্ (সেই) অসুর-ঈশ্বরম্ (অসুররাজকে, রক্তবীজকে) তাড়য়ামাস (তাড়িত করিলেন) ॥ ৪৭

বৈষ্ণবী-চক্রভিন্নস্ত (বৈষ্ণবীর চক্র দ্বারা ছিন্ন অসুরের) রুধির-স্রাব-সম্ভবৈঃ (রক্তস্রাব-সম্ভূত) সহস্র-শঃ (সহস্র সহস্র) তৎ-প্রমাণৈঃ (তদনুরূপ) মহাসুরৈঃ (মহাসুরগণের দ্বারা) জগৎ (পৃথিবী) ব্যাপ্তং (পরিব্যাপ্ত হইল) ॥ ৪৮

তখন রক্তধারা বহিতে লাগিল এবং সেই বক্ত হইতে গহস্র সহস্র অসুর জাত হইল । ৪৬

যুদ্ধে বৈষ্ণবী রক্তবীজকে চক্রেণ দ্বারা এবং ঐন্দ্রী তাহাকে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন । ৪৭

বৈষ্ণবীর চক্র দ্বারা ছিন্ন সেই অসুরদেহের রক্তস্রাব হইতে রক্তবীজতুল্য সহস্র মহাসুর উৎপন্ন হইয়া জগৎ পরিব্যাপ্ত করিল । ৪৮

শক্ত্যা জঘান কোমারী বারাহী চ তথাসিনা ।

মাহেশ্বরী ত্ৰিশূলেন রক্তবীজং মহাস্থরম্ ॥ ৪৯

স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সৰ্বা এবাহনং পৃথক্ ।

মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাস্থরঃ ॥ ৫০

তস্ত্রাহতস্ত বহুধা শক্তিশূলাদিভিভূবি ।

পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঙ্কতশোহস্থরঃ ॥ ৫১

কোমারী (কুমারের [কার্তিকেয়ের] শক্তি) শক্ত্যা (শক্তি দ্বারা) তথা (এবং) বারাহী (বরাহাবতার-শক্তি) অসিনা (অসির দ্বারা) চ মাহেশ্বরী (ও মাহেশ্বর-শক্তি) ত্ৰিশূলেন (ত্ৰিশূল দ্বারা) মহাস্থরম্ (মহাস্থর) রক্তবীজং (রক্তবীজকে) জঘান (আঘাত করিলেন) ॥ ৪৯

সঃ চ (এবং সেই) দৈত্যঃ (দৈত্য) মহাস্থরঃ (মহাস্থর) রক্তবীজঃ অপি (রক্তবীজও) কোপ-সমাবিষ্টো (ক্রোধোন্নত হইয়া) গদয়া (গদ্য দ্বারা) সৰ্বাঃ (সকল) মাতৃঃ (মাতৃগণকে) পৃথক্ এব (পৃথকভাবেই, এতোককেই) অহনং (আঘাত করিল) ॥ ৫০

শক্তি-শূল-আদিভিঃ (শক্তি ও শূলাদি দ্বারা) বহু-ধা (বহু প্রকারে) আহতস্ত (আহত) তস্ত (তাহার, রক্তবীজের) যঃ বৈ (যে) রক্ত-ঔঘঃ (রক্তপ্রোত) ভূবি (ভূতলে) পপাত (পতিত, প্রবাহিত হইল)

কোমারী শক্তি-অস্ত্র দ্বারা, বারাহী অসির দ্বারা এবং মাহেশ্বরী ত্ৰিশূল দ্বারা মহাস্থর রক্তবীজকে আঘাত করিলেন । ৪৯

সেই দৈত্য মহাস্থর রক্তবীজও ক্রোধোন্নত হইয়া মহাশক্তি মাতৃগণকে পৃথকভাবে গদ্য দ্বারা আঘাত করিল । ৫০

দেবীগণের শক্তি ও শূলাদি অস্ত্রের আঘাতে নানাপ্রকারে

তৈশ্চান্সুরাস্থক্‌সন্তুতৈরশ্বরৈঃ সকলং জগৎ ।

বাপ্তমাসীৎ ততো দেবা ভয়মাজগুরুন্তমম্ ॥ ৫২

তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহসন্তরা ।

উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং* বদনং কুরু ॥ ৫৩

তেন (তাহার দ্বারা) শত-শঃ (শত শত) অশ্বরাঃ (অশ্বর) আসন্
(উৎপন্ন হইল) ॥ ৫১

অশ্বর-অস্থক্-সন্তুতৈঃ চ (এবং অশ্বরের [রক্তবীজের] রক্তজাত)
তৈঃ (সেই সকল) অশ্বরৈঃ (অশ্বরগণ কর্তৃক) সকলং (সমগ্র) জগৎ
(পৃথিবী) বাপ্তম্ (পরিব্যাপ্ত) আসীৎ (হইল) । ততঃ (সেই হেতু)
দেবাঃ (দেবগণ) উক্তমন্ (অতিশয়) ভয়ম্ (ভয়) আজগুঃ
(পাইলেন) ॥ ৫২

তান্ (সেই সকল) সুরান্ (দেবগণকে) বিষণ্ণান্ (বিষম) দৃষ্ট্বা
(দেখিয়া) চণ্ডিকা (কৌশিকী) প্রাহসৎ (হাস্য করিলেন) [চ=এবং]
কালীন্ (চামুণ্ডাকে) উবাচ (কহিলেন)—চামুণ্ডে (কালি) ত্বরা (দীঘ্র)
বদনং (মুখ) বিস্তরং (বিস্তার, ব্যাপন) কুরু (কর) ॥ ৫৩

আহত সেই রক্তবীজের শরীর হইতে যে রক্তপ্রবাহ
ভূতলে পতিত হইল, তাহা হইতে শত শত অশ্বর উৎপন্ন
হইল । ৫১

রক্তবীজাশ্বরের রক্তজাত অশ্বরগণ সমগ্র পৃথিবী
পরিব্যাপ্ত করিল । তাহাতে দেবগণ অত্যন্ত ভীত
হইলেন । ৫২

সেই দেবগণকে বিষম দেখিয়া চণ্ডিকা মহাশ্রেয় কালীকে
বলিলেন—চামুণ্ডে, দীঘ্র বদন বিস্তৃত কর । ৫৩

* বিস্তীর্ণম্ ইতি বা শাঠঃ ।

মচ্ছদ্রপাতসমুতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্ ।

রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ স্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা* ॥ ৫৪

ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নাস্থাহাসুরান্ ।

এবমেব ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥ ৫৫

ভক্ষ্যমাণাস্থয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্তুস্তি চাপরে ।

ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্ ॥ ৫৬

স্বং (তুমি) বেগিতা (বেগযুক্তা, দ্বরাহিতা হইয়া) অনেন (এই) বক্ত্রেণ ([বিস্তৃত] বদন দ্বারা) মৎ-শদ্র-পাত-সমুতান্ (আমার শত্রুঘাতে উৎপন্ন) রক্তবিন্দূন্ (রক্তবিন্দুমকল) [চ=এবং] রক্ত-বিন্দোঃ (রক্তবিন্দুজাত) মহাসুরান্ (মহাসুরগণকে) প্রতীচ্ছ (ভক্ষণ কর) ॥ ৫৪

তৎ-উৎপন্নান্ (তাহা [রক্তবীজ] হইতে জাত) মহাসুরান্ (মহাসুর-গণকে) ভক্ষয়ন্তী (ভক্ষণ করিতে করিতে) রণে (যুদ্ধে) চর (বিচরণ কর)। এবন্ (এইরূপে) এবঃ (এই) দৈত্যঃ (দৈত্য, রক্তবীজ) ক্ষীণ-রক্তঃ (রক্ত-হীন হইয়া) ক্ষয়ঃ (ক্ষয়, বিনাশ) গমিষ্যতি (পাইবে) ॥ ৫৫

দ্বয়া (তোমার দ্বারা) ভক্ষ্যমাণাঃ চ (ভক্ষিত হইয়া) উগ্রাঃ (উগ্র, প্রচণ্ড) চ অপরে (অন্য দৈত্যগণ) ন উৎপৎস্তুস্তি চ (উৎপন্ন হইবে না)।

এবং আমার অজ্ঞাঘাতে উৎপন্ন রক্তবিন্দুমূহ ও রক্ত-বিন্দুজাত মহাসুরগণকে সমস্ত ভক্ষণ কর ॥ ৫৪

রক্তবীজজাত মহাসুরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে তুমি বুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ কর। তাহা হইলে এই রক্তবীজ রক্তহীন হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৫

তুমি এইরূপে ভক্ষণ করিলে অন্য উগ্রাসুরগণ আর উৎপন্ন

* বেগিনা ইতি বা পাঠঃ ।

মুখে কালী জগৎহে রক্তবীজস্ত শোণিতম্ ।

ততোহসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্ ॥ ৫৭

ন চাস্তা বেদনাঞ্চক্রে গদাপাতোহল্লিকামপি ।

তস্তাহতস্ত দেহান্তু বহু স্রাব শোণিতম্ ॥ ৫৮

যতস্ততস্তদ্বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি ।

মুখে সমুদগতা যেহস্তা রক্তপাতান্মহাসূরাঃ ॥ ৫৯

তাম্ (তাহাকে, কালীকে) ইতি (ইহা) উক্ত্বা (বলিয়া) দেবী (চণ্ডিকা)
তম্ (তাহাকে, রক্তবীজকে) শূলে (শূল দ্বারা) অস্তিজঘান (আঘাত
করিলেন) । ততঃ (তখন) কালী (চামুণ্ডা) মুখে (মুখে) রক্তবীজস্ত
(রক্তবীজের) শোণিতম্ (রক্ত) জগৎহে (গ্রহণ [ও পান] করিলেন) ॥ ৫৬-৫৭

অথ (অনন্তর) অসৌ (সে, রক্তবীজ) গদয়া (গদার দ্বারা) চণ্ডিকাম্
(চণ্ডিকাকে) তত্র (তথায়) আজঘান (আঘাত করিল) । ততঃ (কিন্তু)
গদাপাতঃ (গদাঘাত) অস্তাঃ (ইহার, চণ্ডিকার) অল্লিকাম্ অপি (অল্লি-
মাত্রও) বেদনাং (বেদনা, পীড়া) ন চক্রে (উৎপন্ন করে নাই) ॥ ৫৭-৫৮

আহতস্ত (আহত) তস্ত (তাহার, রক্তবীজের) দেহান্তু (দেহ
হইতে) বহু (অনেক) শোণিতম্ (রক্ত) স্রাব (প্রবাহিত হইল) ।
হইবে না । চণ্ডিকা কালীকে এইরূপ বলিয়া শূল দ্বারা
রক্তবীজকে আঘাত করিলেন । তখন কালী রক্তবীজের
রক্ত ভূপতিত হইতে না দিয়াই মুখে গ্রহণ (ও পান)
করিলেন । ৫৬-৫৭

তখন রক্তবীজও গদা দ্বারা তথায় চণ্ডিকাকে আঘাত
করিল । কিন্তু গদাঘাত চণ্ডিকার কিঙ্কিমাাত্রও বেদনা
উৎপাদন করিল না । (কারণ দেবী চিদানন্দরূপিণী) ৫৭-৫৮

আহত রক্তবীজের শরীর হইতে বহু রক্ত প্রবাহিত হইল ।
চামুণ্ডা স্বীয় মুখে সেই সকল রক্ত পান করিলেন । ৫৮-৫৯

তাংচখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তন্ত্ৰ চ শোণিতম্ ।

দেবী শূলেন বজ্ৰেণ বাণৈরসিভিষ্টিভিঃ ॥ ৬০

জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্ ।

স পপাত মহীপৃষ্ঠে শত্ৰুসংঘসমাহতঃ ॥ ৬১

চামুণ্ডা (কালী) যতঃ (বধা) ততঃ (তথা) তন্-বজ্ৰেণ (তাঁহার মুখে)
সম্প্রতীচ্ছতি ([সেই রক্ত] পান করিলেন) ॥ ৫৮-৫৯

অথ (অনন্তর) অন্তাঃ (হাঁহার, কালীর) মুখে (মুখের মধ্যে) যে
(যে-সকল) মহাসুরাঃ (মহাসুরগণ) রক্ত-পাতাৎ (রক্তপ্রবাহ হইতে)
সমুদগতাঃ (উৎপন্ন হইল) চামুণ্ডা (কালী) তান্ (তাহাদিগকে) চখাদ
(ভক্ষণ করিলেন) তন্ত্ৰ চ (এবং তাহার, রক্তবীজের) শোণিতম্ (রক্ত)
পপৌ (পান করিলেন) ॥ ৫৯-৬০

দেবী (চণ্ডিকা) চামুণ্ডা-পীত-শোণিতম্ (চামুণ্ডা কর্তৃক রক্ত পীত
হইলে) তং (সেই) রক্তবীজঃ (রক্তবীজকে) শূলেন (শূল দ্বারা) বজ্ৰেণ
(বজ্র দ্বারা) বাণৈঃ (বাণসমূহ দ্বারা) অসিভিঃ (অস্ত্রসমূহ দ্বারা)
ঋষ্টিভিঃ (একধার ঋক্ষাসমূহ দ্বারা) জঘান (বধ করিলেন) ॥ ৬০-৬১

মহীপাল (হে ভূপতে [স্বরথ]) সঃ (সেই) মহাসুরঃ (মহাসুর)

অনন্তর কালীর মুখ-গহ্বরে পতিত রক্তবিন্দু হইতে যে
সকল মহাসুর তথায় উৎপন্ন হইল, চামুণ্ডা (কালী)
তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন এবং রক্তবীজের রক্তও পান
করিলেন । ৫৯-৬০

চামুণ্ডা রক্তবীজের রক্ত পান করিলে চণ্ডিকা দেবী
তাহাকে শূল, বজ্র, বাণ, অসি ও ঋষ্টি প্রভৃতির আঘাতে বধ
করিলেন । ৬০-৬১

হে মহীপাল, সেই মহাসুর রক্তবীজ শত্ৰুসমূহ দ্বারা
আহত ও রক্তশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল । ৬১-৬২

নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ ।

ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ ॥ ৬২

তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্তাস্থদোদ্ধতঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে

দেবীমাহাত্ম্যো রক্তবীজবধো নাম

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

রক্ত-বীজঃ (রক্তবীজ) শত্রু-সঙ্ঘ-সমাহতঃ (শত্রুসমূহ দ্বারা আহত) নি-
রক্ত চ (ও রক্তশূন্য হইয়া) মহীপৃষ্ঠে (ভূমিতলে) পপাত (পতিত
হইল) ॥ ৬১-৬২

নৃপ (হে নৃপ, হে স্বরথ) ততঃ (অনন্তর) তে (সেই) ত্রি-দশাঃ
[দেবগণ] অতুলম্ (অসুপন্ন) হর্ষম্ (হর্ষ, আনন্দ) অবাপুঃ (প্রাপ্ত
হইলেন) । তেষাং (তাঁহাদের [শরীর] হইতে) জাতঃ (জাত)
মাতৃগণঃ ([ব্রহ্মাণী প্রভৃতি] দেবশক্তিসমূহ) অস্বক্-মদ-উদ্ধতঃ (রক্ত-
পানজনিত মদে উন্মত্ত হইয়া) ননর্ত (নৃত্য করিতে লাগিলেন) ॥ ৬২-৬৩

হে নৃপ, তখন সেই দেবগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন
এবং তাঁহাদের শরীর হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাণী প্রমুখ
মাতৃগণও অসুররক্তপানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে
লাগিলেন । ৬২-৬৩

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণি মন্বন্তর অধিকার-

নবদ্বীপ দেবীমাহাত্ম্যাহ্বাদে রক্তবীজবধ-

নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

উত্তরচরিত্র

নবম অধ্যায়

ধ্যান

বন্ধুককাঞ্চননিভং রুচিরাক্ষমালাং

পাশাঙ্কুশৌ চ বরদাং নিজবাহুদৈঃ ।

বিভ্রাণমিন্দু-শকলাভরণং ত্রিনেত্রম্

অর্ধাম্‌বিকেশমনিশং বপুর্‌শ্রয়ামি ॥

বন্ধুক-কাঞ্চন-নিভম্ (বন্ধুকনামক রক্ত পুষ্প ও উত্তপ্তস্বর্ণ-তুলা-বর্ণযুক্ত)
ইন্দু-শকল-আভরণং (চল্লকলা দ্বারা অলঙ্কৃত) ত্রি-নেত্রম্ (ত্রিলোচনা)
চ (এবং) নিজবাহু-দৈঃ (স্বীয় হস্তে) রুচির-অক্ষমালাং (সুচারু ক্রদ্রাক্ষ-
মালা) পাশাঙ্কুশৌ (পাশ ও অঙ্কুশ) বরদাং (বরমুদ্রা) বিভ্রাণম্ (ধারিণী)
অর্ধ-অম্‌বিকা-ঈশং (মহাদেবের অর্ধ) বপুঃ (অঙ্গিনী, দেবীকে) অনিশং
(অধিরত) [অহম্ = আমি] আশ্রয়ামি (আশ্রয় করি) ।

যাঁহার বর্ণ বন্ধুকপুষ্প-ও তপ্তস্বর্ণ-তুলা, যিনি শশিধরা,
ত্রিলোচনা এবং স্বীয় চারি হস্তে সুচারু ক্রদ্রাক্ষমালা, বরমুদ্রা,
পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করেন, মহাদেবের অর্ধাঙ্গিনী সেই
দেবীকে আমি সদা আশ্রয় করি ।

নবম অধ্যায়—নিশুন্তবধ

রাজোবাচ । ১

বিচিত্রমিদমাখ্যাং ভগবন্ ভবতা মম ।

দেব্যাশ্চরিতমাহাখ্যাং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥ ২

ভূয়শ্চচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে ।

চকার শুন্তো যৎ কৰ্ম নিশুন্তশ্চাতিকোপনঃ ॥ ৩

রাজা (রাজা [স্বরথ]) উবাচ (বলিলেন)—ভগবন্ (হে মহাত্মন [যেধা মুনি]), ভবতা (আপনার দ্বারা) মম (আমার নিকট) আখ্যাং (কথিত) রক্তবীজ-বধ-আশ্রিতম্ (রক্তবীজের বধবিবরক) মেধাঃ (দেবীর) ইদম্ (এই) চরিত-মাহাখ্যাং (কর্ম ও প্রভাব) বিচিত্রম্ (অদ্ভুত) ॥ ১-২

রক্তবীজে (রক্তবীজ) নিপাতিতে (নিহত হইলে) অতি-কোপনঃ (অতি ক্রুদ্ধ, কুপিত) শুন্তঃ (শুন্তাস্থর) নিশুন্তঃ চ (ও নিশুন্তাস্থর) যৎ (যে) কৰ্ম (কার্য) চকার (করিল) [তৎ=তাহা] তুঃ চ (পুনরায়) অহং (আমি) শ্রোতুন্ (শুনিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) । ৩

রাজা স্বরথ মেধা মুনিকে বলিলেন—হে ভগবন্, আপনি রক্তবীজ-বধ সম্বন্ধে দেবীর যে কর্ম ও প্রভাব আমাকে বলিলেন, ইহা অতি অদ্ভুত । ১-২

রক্তবীজ নিহত হইলে অতি কুপিত শুন্ত ও নিশুন্ত যাহা যাহা করিয়াছিল তাহা আমি আরও শুনিতে ইচ্ছা করি । ৩

ঋষিরুবাচ । ৪

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে ।
 শুস্তাসুরো নিশুস্তশ্চ হতেষ্মন্যেষ্ণু চাহবে ॥ ৫
 হস্তমানং মহাসৈন্ত্যং বিলোক্যামৰ্ষমুদ্বহন্ ৬ ।
 অভ্যধাবন্নিশুস্তোহথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া ॥ ৬
 তস্মাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ ।
 সন্দর্ষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হস্তং দেবীমুপাযযুঃ ॥ ৭

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন) — আহবে (যুদ্ধে) রক্তবীজে (রক্তবীজ) নিপাতিতে (নিহত হইলে) চ অস্ত্রেষ্ণু (এবং অস্ত্রান্ত [দৈত্য] সকল) হতেষ্ণু (হত হইলে) শুস্তাসুরঃ (দৈত্য শুস্ত) নিশুস্তঃ চ (ও নিশুস্ত) অতুলং (অতিশয়) কোপম্ (ক্রোধ) চকার (করিল) ॥ ৪-৫

অথ (অনন্তর) মহাসৈন্ত্যং (বিশাল [দৈত্য] সেনা) হস্তমানং (নিহত হইতে) বিলোকা (দেখিয়া) নিশুস্তঃ (নিশুস্ত) অমৰ্ষম্ (ক্রোধ) উদ্বহন্ (সংযুক্ত হইয়া) মুখ্যয়া (মুখ্য, প্রধান) অসুর-সেনয়া (অসুরসেনা-সহিত) অভ্যধাবৎ ([দেবীর অভিমুখে] ধাবিত হইল) ॥ ৬

তস্ত (তাহার, নিশুস্তের) অগ্রতঃ (সম্মুখে) তথা (এবং) পৃষ্ঠে (পশ্চাতে)

মেধা ঋষি বলিলেন—যুদ্ধে রক্তবীজ ও অস্ত্রান্ত দৈত্যগণ নিহত হইলে শুস্ত ও নিশুস্ত অতিশয় কুপিত হইল । ৪-৫

অনন্তর অসুরসৈন্ত্যগণ দেবী কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া নিশুস্ত ক্রোধে অধীর হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রধান প্রধান সৈন্তের সহিত দেবীর দিকে ধাবিত হইল । ৬

নিশুস্তের সম্মুখে, পশ্চাতে ও উভয় পার্শ্বে মহাসুরগণ ক্রুদ্ধ

আজগাম মহাবীর্যঃ শুস্তোহপি স্ববলৈবৃতঃ ।

নিহন্তঃ চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃদ্ধা যুদ্ধস্ত মাতৃভিঃ ॥ ৮

ততো যুদ্ধমতীবাসীং দেব্যা শুস্তনিশুস্তয়োঃ ।

শরবর্ষমতীবোত্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ ॥ ৯

পার্মরোঃ চ (ও উক্তর পার্শ্বে) মহাহরাঃ (মহাহরগণ) কৃদ্ধাঃ (কুদ্ধ হইয়া)
সদষ্ট-শুষ্ঠ-পুটাঃ (অধর দংশন করিতে করিতে) দেবীন্ (দেবীকে)
হন্ত্ব (বধ করিতে) উপায়যুঃ (আগমন করিল) ॥ ৭

মহাবীর্যঃ (মহাবীর) শুস্তঃ অপি (শুস্তও) স্ব-বলৈঃ (নিজ সৈন্ত
কর্তৃক) বৃতঃ (বেষ্টিত হইয়া) মাতৃভিঃ ([ব্রহ্মাণী প্রভৃতি] মাতৃগণের
সহিত) যুদ্ধং তু (যুদ্ধ) কৃদ্ধা (করিয়া) কোপাৎ (কোপে, ক্রোধে)
চণ্ডিকাং (চণ্ডিকাকে) নিহন্ত্ব (নিহত করিতে) আজগাম (আসিল) ॥ ৮

ততঃ (তখন) মেঘরোঃ ইব ([বারিবর্ষণকারী] মেঘবৃগলের স্তায়)
অতীব (অতিশয়) উগ্রাং (ভীষণ) শর-বর্ষম্ (বাণবৃষ্টি) বর্ষতোঃ (বর্ষণকারী)
শুস্ত-নিশুস্তয়োঃ (শুস্ত ও নিশুস্তের) দেব্যা (দেবীর সহিত, চণ্ডিকার
সহিত) অতীব (ভয়ঙ্কর) যুদ্ধম্ (যুদ্ধ) আসীং (হইল) ॥ ৯

হইয়া অধর দংশন করিতে করিতে দেবীকে বধ করিবার
জন উপস্থিত হইল । ৭

মহাবীর শুস্তও স্বসৈন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাণী-প্রমুখ
মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রোধে চণ্ডিকাকে বধ করিতে
আসিল । ৮

তখন শুস্ত ও নিশুস্ত বারিবর্ষণকারী মেঘবৃগলের স্তায় অতি
ভীষণভাবে বাণ বর্ষণপূর্বক চণ্ডিকার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ
আরম্ভ করিল । ৯

চিচ্ছেদাস্তাঙ্করাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকা স্বশরোংকরৈঃ ॥

তাড়য়ামাস চান্দ্রেষু শস্ত্রোঘৈরমুরেশ্বরৌ ॥ ১০

নিশুন্তো নিশিতং খড়্গং চর্ম চাদায় সুপ্রভম্ ।

অতাড়য়ন্নৃপ্তিং সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥ ১১

তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমম্ ।

নিশুন্তস্তান্ত চিচ্ছেদ চর্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥ ১২

চণ্ডিকা (দেবী) স্ব-শর-উংকরৈঃ (স্বীয়-বাণসমূহ দ্বারা) তাড়য়াম্ (তাহাদের উভয়ের দ্বারা, শুভ্রনিশুন্তের দ্বারা) অন্তান্ (নিক্ষিপ্ত) শরান্ (শরসকল, বাণসমূহ) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) শস্ত্র-ওঘৈঃ চ (এবং শস্ত্রসমূহ দ্বারা) অমুর-ঈশ্বরৌ (অমুরাধিপতিদ্বয়কে) অন্দ্রেহু (সর্বাস্থে) তাড়য়ামাস (আঘাত করিলেন) ॥ ১০

নিশুন্তঃ (নিশুন্তামুর) নিশিতং (নিশিত, শাণিত) খড়্গং (খড়্গ) সুপ্রভম্ চ (ও অস্ত্রযুক্ত, উজ্জল) চর্ম (চাল) আদায় (সইয়া) দেব্যাঃ (দেবীর, চণ্ডিকার) উত্তমম্ (উত্তম, শ্রেষ্ঠ) বাহনম্ (বাহন) সিংহং (সিংহকে) নৃপ্তিং (নৃপীতে, মস্তকে) অতাড়য়ং (আঘাত করিল) ॥ ১১

বাহনে (বাহন, সিংহ) তাড়িতে (আহত হইলে) দেবী (চণ্ডিকা) খুরপ্রেণ (খুরপ্র বা খুরপী নামক অস্ত্র দ্বারা) নিশুন্তস্ত (নিশুন্তের) উত্তমম্

চণ্ডিকা দেবী স্বীয় বাণসমূহ দ্বারা শুভ্র ও নিশুন্ত-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসকল ছেদন করিলেন এবং সেই অমুরাধিপতিদ্বয়ের সর্বাস্থে শস্ত্রসমূহ দ্বারা আঘাত করিলেন । ১০

নিশুন্ত শাণিত খড়্গ ও উজ্জল চাল গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকার শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহের মস্তকে প্রহার করিল । ১১

স্বীয় বাহন সিংহ আহত হইলে দেবী খুরপ্রাস্ত্র দ্বারা

হিন্নে চর্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্কেপ সোহস্বরঃ ।

তামপ্যাস্ত্র দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্ ॥ ১৩

কোপাধ্বাতো নিশুস্তোহথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ ।

আয়াস্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥ ১৪

(উত্তর) অসি (অসি, খড়্গ) আস্ত (তৎক্ষণাৎ) চ (এবং) অষ্ট-চক্রকম্
(অষ্টচক্রবিশিষ্ট) চর্ম অপি (ঢালও) চিক্কেপ (ছেদন করিলেন) ॥ ১২

চর্মণি (চর্মনির্মিত ঢাল) খড়্গে চ (ও খড়্গ) হিন্নে (ছিন্ন, ভগ্ন হইলে)
সঃ (সেই) অস্বরঃ (দৈত্য, নিশুস্ত) শক্তিং (শক্তি-অস্ত্র) চিক্কেপ (নিক্ষেপ
করিল) । অস্ত্র (উহার, নিশুস্তের) অভিমুখে আগতাম্ (সম্মুখাগত)
তাম্ অপি (তাহাও, শক্তিও) [চণ্ডিকা] চক্রেণ (চক্র দ্বারা) দ্বি-ধা
(বিধণ্ডিত) চক্রে (করিলেন) ॥ ১৩

অথ (অনন্তর) দানবঃ (দানব, অস্বর) নিশুস্তঃ (নিশুস্ত) কোপ-
াধ্বাতঃ (ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া) শূলং (শূল) জগ্রাহ (গ্রহণ করিল) ।
দেবী (চণ্ডিকা) আয়াস্তং (আগমনকারী) তৎ চ অপি (তাহাও, শূলও)
মুষ্টি-পাতেন (মুষ্টিপ্রহারে) অচূর্ণয়ৎ (চূর্ণ করিলেন) ॥ ১৪

তৎক্ষণাৎ নিশুস্তের উত্তম অসি ও অষ্টচক্রযুক্ত ঢাল ছেদন
করিলেন । ১২

ঢাল ও খড়্গ ভগ্ন হইলে সেই নিশুস্ত শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ
করিল । অভিমুখাগত তাহার সেই শক্তি-অস্ত্রও চণ্ডিকা
চক্রদ্বারা দুই খণ্ড করিলেন । ১৩

অনন্তর নিশুস্তাস্বর ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শূল নিক্ষেপ
করিল । সেই শূল আসিতে না আসিতেই চণ্ডিকা মুষ্ঠ্যাঘাতে
তাহাও চূর্ণ করিলেন । ১৪

আবিধ্যাথ গদাং সোহপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ।

সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মহমাগতা ॥ ১৫

ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্ ।

আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥ ১৬

তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুন্তে ভীমবিক্রমে ।

ভ্রাতর্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হস্তমম্বিকাম্ ॥ ১৭

অথ (তখন) সঃ অপি (সেও, নিশুন্তও) গদাং (গদা) আবিধ্য (ঘূর্ণিত করিয়া) চণ্ডিকাং প্রতি (চণ্ডিকার দিকে) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিল) । সা অপি (তাহাও, গদাও) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) ত্রিশূলেন (ত্রিশূলের দ্বারা) ভিন্না (ভগ্ন) ভস্মহম্ [চ] (ও ভস্মীভূত) আগতা (হইল) ॥ ১৫

ততঃ (তখন) পরশু-হস্তং (হস্তে কুঠারধারী) তমায়ান্তং (আগমনকারী) তম্ (সেই) দৈত্যপুঙ্গবম্ (অসুরশ্রেষ্ঠকে, নিশুন্তকে) দেবী (চণ্ডিকা) বাণ-ওঘৈঃ (বাণসমূহ দ্বারা) আহত্য (আহত করিয়া) ভূ-তলে (ভূমিতলে) অপাতয়ত (পাতিত করিলেন) ॥ ১৬

ভীম-বিক্রমে (মহাবল) ভ্রাতরি (ভ্রাতা) তস্মিন্ (সেই) নিশুন্তে (নিশুন্ত) ভূমৌ (ভূমিতে) নিপতিতে (নিপতিত হইলে) [শব্দঃ]

তখন নিশুন্তও গদা ঘূর্ণিত করিয়া চণ্ডিকার দিকে নিক্ষেপ করিল । দেবী সেই গদাও ত্রিশূলের দ্বারা ভগ্ন ও ভস্মীভূত করিলেন । ১৫

তখন দেবী কুঠারহস্তে আগমনকারী সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ নিশুন্তকে বাণাঘাতে আহত করিয়া ভূপাতিত করিলেন । ১৬

ভীমবিক্রম ভ্রাতা নিশুন্ত ভূমিতে পতিত হইলে শব্দ

স রথস্থস্তথা ত্যুচৈগৃহীতপরমায়ুধৈঃ ।

ভূজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যশেষং বভৌ নভঃ ॥ ১৮

তমায়াস্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ং ।

জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাভীব দুঃসহম্ ॥ ১৯

অভীব (অতিশয়) সংজ্ঞা: [সন] (ক্রোধাবিত হইয়া) অধিকাম্
(অধিকাকে) হস্তম্ (বধ করিতে) এবমৌ (গমন করিল) ॥ ১৭

সঃ (সে, তুমি) রথ-স্থঃ (রথে সংস্থিত হইয়া) অতুলৈঃ (অমূল্য) তথা
(এবং) অতি-উচৈঃ (অসীম) অষ্টাভিঃ (অষ্ট) ভূজৈঃ (হস্ত, ভুলে)
গৃহীত-পরম-আয়ুধৈঃ (শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণপূর্বক) অশেষং (সমগ্র) নভঃ
(আকাশ) ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত করিয়া) বভৌ (শোভা পাইল) ॥ ১৮

দেবী (চণ্ডিকা) তম্ (তাহাকে, তুমিকে) আরাভ্য (আসিতে)
সমালোক্য (দেখিয়া) শঙ্খম্ (শঙ্খ) অবাদয়ং (বাজাইলেন) ধনুষঃ চ
(ও ধনুতে) অভীব (অত্যন্ত) দুঃসহম্ (অসহ) জ্যা-শব্দম্ অপি
(টঙ্কারধ্বনিও) চকার (করিলেন) ॥ ১৯

অত্যন্ত জুড় হইয়া অধিকাকে বধ করিবার অস্ত্র ধাবিত
হইল ॥ ১৭

তুমি বথাক্রুত হইয়া অমূল্য ও অসীম অষ্টহস্তে পরমাস্ত্র-
সকল ধারণপূর্বক সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া শোভা পাইতে
লাগিল ॥ ১৮

চণ্ডিকা তুমিকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি এবং অভীব
দুঃসহ ধনুট্কার করিলেন ॥ ১৯

পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাশ্বনেন চ ।

সমস্তদৈত্যসৈন্তানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥ ২০

ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ ।

পূরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশ ॥ ২১

ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং স্লামতাড়য়ৎ ।

করাভ্যাং তন্নিদেন প্রাকৃশ্বনাশ্তে তিরোহিতাঃ ॥ ২২

[দেবী] চ (এক) সমস্ত-দৈত্য-সৈন্তানাং (সকল অসুরসৈন্তের) তেজঃ-বধ-বিধায়িনা (বলব্রহ্মকারক) নিজ-ঘণ্টা-শ্বনেন (নিজ ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা) ককুভঃ (দিক্‌সমূহ) পূরয়ামাস (পূর্ণ করিলেন) ॥ ২০

ততঃ (অনন্তর) সিংহঃ (সিংহ, দেবীর বাহন) ত্যাজিত-ইভ-মহা-মদৈঃ (ইভ-[হস্তি]-গণের মহামদপ্রাবনিবারক, ভয়োৎপাদক) মহানাদৈঃ (মহাগর্জনের দ্বারা) গগনং (আকাশ) গাং (পৃথিবী) তথা (এবং) দশ-উপদিশঃ (সমুপস্থ দশদিক) পূরয়ামাস (পূর্ণ করিল) ॥ ২১

ততঃ (অনন্তর) কালী (চানুঙা) গগনং (গগনে, আকাশে) সমুৎপত্যা (উঠিয়া) স্লাম্ (পৃথিবীকে) করাভ্যাম্ (করদ্বয় দ্বারা) অতাড়য়ৎ (তাড়িত করিলেন) । ভৎ-নিদেন (সেই শব্দে) ভে (সেই সকল) প্রাকৃ-শ্বনাঃ (পূর্ব শব্দ) তিরোহিতাঃ (তিরোহিত হইল) ॥ ২২

দেবী দৈত্যসৈন্তসমূহের বলহানিকর নিজ ঘণ্টাশব্দে দশদিক পরিপূর্ণ করিলেন । ২০

অনন্তর সিংহ মন্ত হস্তিগণের মদপ্রাবনিবারক (ভীতি-জনক) মহাগর্জন দ্বারা আকাশ, পৃথিবী ও যুদ্ধক্ষেত্রের দশদিক পূর্ণ করিল । ২১

অনন্তর কালী উল্লম্বনে আকাশে উঠিয়া করদ্বয় দ্বারা

অট্টাট্টিহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ ।

তৈঃ শব্দৈরশুরাজ্জেশুঃ শুভঃ কোপং পরং যযৌ ॥ ২৩

দুরাশ্রয়স্তিষ্ঠতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা ।

তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥ ২৪

শুভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জালাতিভীষণা ।

আয়াস্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোকয়া ॥ ২৫

শিবদূতী (দেবী) অশিবম্ (অশুভ, শত্রুগণের ভয়জনক) অট্ট অট্টহাসম্ (মহা অট্টহাস) চকার হ (করিলেন) । তৈঃ (সেই সকল) শব্দৈঃ (শব্দ দ্বারা) অশুরাঃ (অশুরগণ) জ্জেশুঃ (জ্যেষ্ঠ হইল) । শুভঃ (শুভাস্বর) যঃ (অত্যন্ত) কোপং (ক্রোধ) যযৌ (প্রাপ্ত হইল) ॥ ২৩

দুরাশ্রয় (রে দুরাশ্রয়, শুভ) তিষ্ঠ (থাম) তিষ্ঠ (থাম) ইতি (এইরূপ) যদা (যখন) অম্বিকা (দেবী) ব্যাজহার (বলিলেন) তদা (তখন) আকাশ-সংস্থিতৈঃ (আকাশস্থিত) দেবৈঃ (দেবগণ দ্বারা) অয় ইতি (অয়ধ্বনি) অভিহিতং (উচ্চারিত হইল) ॥ ২৪

শুভেন (শুভ কর্তৃক) আগত্য (আগত হইয়া) জালা-অতি-ভীষণা (অতি ভীষণ শিখাবিশিষ্ট) যা (যে) শক্তিঃ (শক্তি অত্র) মুক্তা (নিষ্কিন্ত

দ্বিতে আঘাত করিলেন । সেই তুমুল শব্দে পূর্বোক্ত কল ধ্বনি তিরোহিত হইল । ২২

শিবদূতী শত্রুগণের ভীতিজনক মহা অট্টহাস করিলেন । সেই হাস্যধ্বনিতে অশুরগণ জ্যেষ্ঠ ও শুভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল । ২৩

যখন দেবী অম্বিকা শুভকে ‘রে ছুট, থাম, থাম’, এইরূপ বলিলেন, তখন আকাশে দেবগণ অয়ধ্বনি করিলেন । ২৪

শুভ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া অতি ভীষণ শিখাযুক্ত ও

সিংহনাদেন শুভ্রশ্চ ব্যাণ্ডং লোকত্রয়াস্তরম্ ।

নির্ধাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥ ২৬

শুভ্রমুক্তাঙ্কুরান্ দেবী শুভ্রশ্চ প্রহিতাঙ্কুরান্ ।

চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ২৭

হইরাছিল) বহি-কট-আস্তা (অগ্নিরাশির তুল্য তেজোময়) সা (তাহা, সেই শক্তি) আরাটী (আসিতে আসিতে) মহোঙ্করা (মহোঙ্কা নামক অস্ত্র দ্বারা) নিরস্তা (নিরস্ত, বিনষ্ট হইল) ॥ ২৫

অবনী-পতে (হে ভূপতি, হে স্বরথ) শুভ্রশ্চ (শুভ্রের) সিংহ-নাদেন (হকারশব্দে) লোক-ত্রয়-অস্তরং (ত্রিলোকের মধ্যস্থল, ভুবলোক) ব্যাণ্ডং (পরিব্যাপ্ত হইল)। ঘোরঃ (দারুণ) নির্ধাত-নিঃস্বনঃ (আকস্মিক উৎপাতধ্বনি) জিতবান্ (জয়ী হইল) ॥ ২৬

দেবী (চণ্ডিকা) শুভ্র-মুক্তান্ (শুভ্র কর্তৃক নিষ্কিপ্ত) শত-শঃ (শত শত) সহস্র-শঃ (সহস্র সহস্র) শরান্ (শর, বাণ) উগ্রৈঃ (উগ্র, ভীষণ) স্ব-শরৈঃ (স্বীয় বাণ দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন)। অথ (এবং) শুভ্র (শুভ্র) শুভ্র-প্রহিতান্ (ভীষণ [দেবীর] দ্বারা নিষ্কিপ্ত) শরান্ (বাণসমূহ) [চিচ্ছেদ=ছেদন করিল] ॥ ২৭

অগ্নিরাশির দ্বায় তেজোময় যে শক্তাদ্বয় নিক্ষেপ করিল, তাহা আসিতে আসিতে দেবীর মহোঙ্কা নামক মহাজালাবতী শক্ত্যস্ত্রদ্বারা বিনষ্ট হইল ॥ ২৫

হে রাজা স্বরথ, শুভ্রের সিংহনাদে জিভুবনের মধ্যস্থল- (ভুবলোক) কম্পিত হইল। অকস্মাৎ ঘোর বজ্রধ্বনি শুভ্রের সেই হকারশব্দকে অভিভূত করিল ॥ ২৬

শুভ্র কর্তৃক নিষ্কিপ্ত শত শত, সহস্র সহস্র শর দেবী স্বীয় ভীষণ শরসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন এবং শুভ্রও দেবী কর্তৃক নিষ্কিপ্ত অগণিত শর স্বীয় বাণে ছিন্ন করিল ॥ ২৭

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্ ।

স তদাভিহতো ভূমৌ মূৰ্ছিতো নিপপাত হ ॥ ২৮

ততো নিশুস্তঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাস্তকামূৰ্কঃ ।

আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥ ২৯

পুনশ্চ ক্রুদ্ধা বাহুনা মযুতং দমুজেশ্বরঃ ।

চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥ ৩০

ততঃ (অনন্তর) সা (সেই) চণ্ডিকা (দেবী) ক্রুদ্ধা (ক্রোধযুক্ত হইয়া)
তম্ (তাহাকে, শুভ্রকে) শূলে (শূলদ্বারা) অভিজঘান (আঘাত
করিলেন) । সঃ (সে, শুভ্র) তদা (তখন) অভিহতঃ (আহত) মূৰ্ছিতঃ
(ও মূৰ্ছিত হইয়া) ভূমৌ (ভূমিতে) নিপপাত হ (নিপতিত হইল) ॥ ২৮

ততঃ (অনন্তর) নিশুস্তঃ (নিশুস্তার) চেতনাম্ (চেতনা, সংজ্ঞা)
সংপ্রাপ্য (লাভ করিয়া) আস্ত-কামূৰ্কঃ (ধমু লইয়া) দেবীং (দেবীকে,
চণ্ডিকাকে) কালীং (চামুণ্ডাকে) তথা (এবং) কেশরিণং (কেশরীকে,
সিংহকে) শরৈঃ (শর দ্বারা) আজঘান (আঘাত করিল) ॥ ২৯

পুনঃ চ (পুনরায়) দমু-জ-ঈশ্বরঃ (দানবরাজ) দিতি-জঃ (দিতিহত,

তৎপর চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া শুভ্রকে শূলদ্বারা আঘাত
করিলেন । তখন সে আহত ও মূৰ্ছিত হইয়া ভূমিতে
নিপতিত হইল । ২৮

অনন্তর নিশুস্ত সংজ্ঞালাভপূর্বক ধমু হাতে লইয়া শরদ্বারা
চণ্ডিকা, চামুণ্ডা ও সিংহকে আঘাত করিতে লাগিল । ২৯

পুনরায় দানবেশ্বর নিশুস্ত দশ সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া
চণ্ডিকাকে চক্রাশ্রয় দ্বারা আচ্ছাদন করিল । ৩০

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী ।

চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কান্শ্চ তান্ ॥ ৩১

ততো নিমন্তো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্ ।

অভ্যধাবত বৈ হস্তং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥ ৩২

তস্ত্রাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা ।

খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে ॥ ৩৩

নিমন্ত (বাহনাম্ (বাহসকলের) অযুতম্ (দশ সহস্র) ক্রুদ্ধা (বিস্তার করিয়া) চণ্ডিকাম্ (চণ্ডিকাকে) চক্র-আয়ুধেন (চক্রাত্ত দ্বারা) ছাদয়ামাস (আচ্ছাদন করিল) ॥ ৩০

ততঃ (তখন) দুর্গ-আর্তি-নাশিনী (দুস্তরভয়হারিণী, প্রঃসহপীড়াহারিণী) ভগবতী (ঈশ্বরী) দুর্গা (চণ্ডিকা) ক্রুদ্ধা (কোপবৃত্তা হইয়া) তানি (সেই সকল) চক্রাণি (চক্র) তান্ চ (ও সেই) সায়কান্ (সায়কসকল, বাণসমূহ) স্ব শরৈঃ (স্বীয় শরসমূহ দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) ॥ ৩১

ততঃ (অনন্তর) নিমন্তঃ (নিমন্তাহর) দৈত্য-সেনা সমাবৃতঃ (অস্ত্র-সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া) বেগেন (দ্রুত গতিতে) গদাম্ (গদা) আদায় (লইয়া) চণ্ডিকাম্ বৈ (চণ্ডিকাকে) হস্তম্ (বধ করিতে) অভ্যধাবত (ধাবিত হইল) ॥ ৩২

চণ্ডিকা (দেবী) আগততঃ এব (আগমনকারী, পতিতপ্রায়) তন্ত্ৰ

তদনন্তর বিপন্ন জনের দুস্তরভয়হারিণী ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধা হইয়া নিমন্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সকল চক্র ও বাণ স্বীয় বাণের দ্বারা ছিন্ন করিলেন । ৩১

তৎপর নিমন্ত দৈত্যসৈন্য বেষ্টিত হইয়া গদা লইয়া চণ্ডিকাকেই বধ করিতে তাঁহার দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল । ৩২

স্বমস্তকে পতিতপ্রায় নিমন্তের গদাটি চণ্ডিকা নীড়াই

শূলহস্তং সমায়াস্তং নিশুস্তমমরাদনম্

হৃদি বিব্যাধ শূলেণ বেগাবিচ্ছেদে চণ্ডিকা ॥ ৩৪

ভিন্নস্ত তস্ত শূলেণ হৃদয়ান্নিসৃতোহপরঃ ।

মহাবলো মহাবীৰ্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥ ৩৫

(তাহার, নিশুস্তের) গদাং (গদাকে) শিত-ধারেণ (তীক্ষ্ণধার) খড়্গেন (খড়্গ দ্বারা) অশু (শীঘ্র) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন)। সঃ চ (সে, নিশুস্ত) শূলং (শূল) সমাদদে (গ্রহণ করিল) ॥ ৩৩

চণ্ডিকা (দেবী) শূল-হস্তং (শূলহস্তে) সমায়াস্তং (আগমনকারী) অমর-অর্দনম্ (দেবশত্রু) নিশুস্তম্ (নিশুস্তকে) বেগ-আবিচ্ছেদে (সবেগে ভ্রামিত) শূলেণ (শূল দ্বারা) হৃদি (হৃদয়ে, বক্ষদেশে) বিব্যাধ (বিক্ত করিলেন) ॥ ৩৪

শূলেণ (শূল দ্বারা) ভিন্নস্ত (বিদীর্ণ) তস্ত (তাহার, নিশুস্তের) হৃদয়াং (হৃদয় হইতে) অপরঃ (অস্ত) মহাবলঃ (মহাবল) মহাবীৰ্য্যঃ (মহাবীর) পুরুষঃ (পুরুষ, অহর) তিষ্ঠ ইতি ('ধাম্' এই) বদন্ (বলিতে বলিতে) নিঃসৃতঃ (বহির্গত হইল) ॥ ৩৫

তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন নিশুস্ত শূল গ্রহণ করিল। ৩৩

তখন চণ্ডিকা অতিবেগে ঘূর্ণিত স্বীয় শূল দ্বারা শূলহস্তে আগমনকারী দেবশত্রু নিশুস্তের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। ৩৪

নিশুস্তের শূলবিক্ত হৃদয় হইতে মহাবল মহাবীৰ্য্য অপর এক মহাস্বর 'ধাম্' 'ধাম্' বলিতে বলিতে বহির্গত হইল। ৩৫

তস্ম নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্ম স্বনবৎ ততঃ
 শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোহসাবপতদ্ ভুবি ॥ ৩৬
 ততঃ সিংহচখাদোগ্রদংষ্ট্রান্ধুশিরোধরান্ ।
 অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥ ৩৭

ততঃ (তখন) দেবী (চণ্ডিকা) স্বন-বৎ (মশকে, উচ্চৈঃস্বরে) প্রহস্ম
 (হাস্ত করিয়া) নিষ্ক্রামতঃ (নিষ্ক্রান্ত, নিঃসৃত) তস্ম (তাহার) শিরঃ
 (মস্তক) খড়্গেন (খড়্গ দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) । ততঃ (তখন)
 অসৌ (সে, অসুর) ভুবি (ভূমিতে) অপতৎ (পতিত হইল) ॥ ৩৬

ততঃ (তখন) সিংহঃ (সিংহ, দেবীর বাহন) উগ্র-দংষ্ট্রা-ধু-শিরঃ-
 ধরান্ (ভীক্ষ দস্ত দ্বারা গ্রীবা বিদীর্ণ করিয়া) তান্ (সেই) অসুরান্
 (অসুরগণকে) চখাদ (ভক্ষণ করিল) তথা (এবং) কালী (চামুণ্ডা) তথা
 (এবং) শিবদূতী (শিবদূতী) অপরান্ (অগ্নাস্ত [অসুরগণকে-] কে) ॥ ৩৭

তখন দেবী অট্টহাস্য করিয়া নিম্নস্তম্বর হৃদয়-নিঃসৃত সেই
 অসুরের মস্তক খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন । সে তখন
 ভূপতিত হইল । ৩৬

তখন সিংহ সেই অসুরগণের গ্রীবা (ঘাড়) উগ্র দস্ত
 দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিল এবং কালী ও শিবদূতী অগ্নাস্ত
 অসুরগণকে নিধন করিলেন । ৩৭

১ 'মারা সর্বাণি মন্দিরী' অর্থাৎ সমুদয় মারা আমা হইতে উৎপত্তা ।
 মন্দিরী (মন্দিরিতা) মারা অবলম্বন করিয়া আমাকেই বধ করিতে উদ্যত
 হইয়াছে—এইরূপ ভাবিয়া চণ্ডিকা অসুরকে বিনাশ করিলেন । মহামায়ার
 পরমাগতি ব্যতীত মারা-মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই।—শান্তনবী চাঁক

কৌমারীশক্তি-নির্ভীমাঃ কেচিন্বেশ্বর্মহাসুরাঃ ।
 ব্রহ্মাণীমন্ত্রপুতেন তোয়েনাগ্রে নিরাকৃতাঃ ॥ ৩৮
 মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে ।
 বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভূবি ॥ ৩৯
 খণ্ড খণ্ড চক্রেণ বৈষ্ণব্যাদানবাঃ কৃতাঃ ।
 বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাঃবিমুক্তেন তথাপরে ॥ ৪০

কে-চিৎ (কোন কোন) মহাসুরাঃ (মহাসুর) কৌমারী-শক্তি-নির্ভীমাঃ
 (কৌমারীর শক্তি-অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া) নেগুঃ (বিনষ্ট হইল) । অগ্রে
 (অপর কেহ কেহ) ব্রহ্মাণী-মন্ত্র-পুতেন (ব্রহ্মাণীর প্রণবপুত) তোয়েন
 (জল দ্বারা) নিরাকৃতাঃ (দূরীভূত হইল) ॥ ৩৮

অপরে (অপর অনেকে) মাহেশ্বরী-ত্রিশূলেন (মাহেশ্বরীর ত্রিশূলের
 দ্বারা) ভিন্নাঃ (বিদীর্ণ হইয়া) তথা (এবং) কে-চিৎ (কাহারও বা)
 বারাহী-তুণ্ড-ঘাতেন (বারাহীর মুখাঘাতে) চূর্ণীকৃতাঃ (চূর্ণীকৃত হইয়া)
 ভূবি (ভূতলে) পেতুঃ (পতিত হইল) ॥ ৩৯

দানবাঃ (দানবগণ, দৈত্যগণ) বৈষ্ণব্য (বৈষ্ণবী কর্তৃক) চক্রেণ

কোন কোন মহাসুর কৌমারীর শক্তি-অস্ত্র দ্বারা
 বিদীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হইল । অপর কেহ কেহ ব্রহ্মাণীর
 প্রণবপুত জল দ্বারা দূরীকৃত হইল । ৩৮

অপর অনেকে মাহেশ্বরীর ত্রিশূলাঘাতে বিদীর্ণ এবং
 অন্যান্য অনেকে বারাহীর মুখাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া ভূতলে
 পতিত হইল । ৩৯

বৈষ্ণবী চক্রে দ্বারা দৈত্যগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া

১) প্রণব সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র ও ব্রহ্মবাচক । উপনিষদে প্রণব-জপের (ঐ-
 ট্যাসনার) বহু প্রশংসা আছে । বধা—ওমিত্যেব ধ্যায়থ আত্মানম্ ।—
 হৃৎক উগঃ । অর্থাৎ পরমাত্মাকে ঐকার অবলম্বনপূর্বক ধ্যান করিবে ।

কেচিদ্দিনেশ্বরসুহৃদাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদূতীমৃগাধিপৈঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-
মাহাত্ম্যে নিম্নস্তবধো নাম নবমোহধ্যায়ঃ ।

(চক্ষু দ্বারা) খণ্ডঃ খণ্ডঃ চ (খণ্ড খণ্ড) কৃতঃ (কৃত হইল) চ (এবং) তথা
(সেইরূপ) অগরে (অস্ত্র দৈভাগণ) ঐন্দ্রী-হস্ত-অগ্র-বিমুক্তেন (ইন্দ্রশক্তির
অঙ্গুলিনির্গম্ভ) বজ্রেন (বজ্র দ্বারা) [খণ্ডঃ খণ্ডঃ কৃতঃ=খণ্ড খণ্ড
হইল] ॥ ৪০

কে-চিৎ (কোন কোন) অসুরাঃ (অসুরগণ) বিনেস্তাঃ (বিনষ্ট
হইল) । মহা-আহবাৎ (মহা সংগ্রাম হইতে) কে-চিৎ (কেহ কেহ)
নষ্টাঃ (অদৃষ্ট হইল) । অগরে চ (এবং অস্ত্রাস্ত্র অসুরগণ) কালী-
শিবদূতী-মৃগ-অধিপৈঃ (কালী, শিবদূতী ও পশুরাজ [সিংহ] কর্তৃক)
ভক্ষিতাঃ (ভক্ষিত হইল) ॥ ৪১

ফেলিলেন এবং সেইরূপে ঐন্দ্রী অঙ্গুলি-নির্গম্ভ বজ্র দ্বারা
অস্ত্রাস্ত্র অসুরকেও খণ্ড খণ্ড করিলেন । ৪০

মহাযুদ্ধে কোন কোন অসুর নিহত হইল ও কেহ কেহ
অদৃষ্ট হইল । অস্ত্রাস্ত্র অসুরকে কালী, শিবদূতী ও পশুরাজ
সিংহ ভক্ষণ করিলেন । ৪১

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমন্ত্র অধিকার-
মন্বন্তর দেবী-মাহাত্ম্যাস্তবধো নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

উত্তর চরিত্র

দশম অধ্যায়

ধ্যান

উত্তপ্তহেমরুচিরাং রবিচন্দ্রবহ্নি-

নেত্রাং ধনুঃশরযুতাকুশপাশশূলম্ ।

রম্যৈর্ভূজৈশ্চ দধতীং শিবশক্তিরূপাং

কামেশ্বরীং হৃদি ভজামি ধ্বতেন্দুলেখাম্ ॥

উত্তপ্ত-হেম-রুচিরাং (তপ্তস্বর্ণবৎ তেজোময়ী) রবি-চন্দ্র-বহ্নি-নেত্রাং (সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি ষাঁহার তিনটি নয়ন) রম্যৈঃ (রমণীয়, সুন্দর) ভূজৈঃ (হস্তচতুষ্টয়ে) ধনুঃ-শরযুত-অকুশ-পাশ-শূলম্ (শরযুত ধনুক, অকুশ, পাশ ও শূল) দধতীং (ধারিণী), শিব-শক্তি-রূপাং (মহাদেবের শক্তিরূপিনী) ধ্বত-ইন্দু-লেখাম্ (ললাটে শলিকলাযুক্ত) কাম-শ্রবরীং (অতীটদারিনী) হৃদি (হৃদয়ে) ভজামি (ভজনা করি) ।

যিনি তপ্তস্বর্ণবর্ণবৎ তেজোময়ী ও শিবশক্তিরূপা, সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি ষাঁহার তিনটি নয়ন এবং যিনি কমনীয় হস্তচতুষ্টয়ে শরযুক্ত ধনুক, অকুশ, পাশ ও শূল ধারণ করেন—সেই শশিধরা বরদাতাকে হৃদয়ে ধ্যান করি ।

দশম অধ্যায়—শুভবধ

ঋষিরুবাচ । ১

নিশুস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্ ।

হস্তমানং বলকৈব শুস্তঃ ক্রুদ্ধোহব্রুবীদ্ বচঃ ॥ ২

বলাবলেপহৃষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ ।

অস্ত্রাসাং বলমাশ্রিত্য যুদ্ধাসে যাহতিমানিনী ॥ ৩

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—প্রাণ-সম্মিতম্ (প্রাণতুল্য)
ভ্রাতরং (ভ্রাতা) নিশুস্তং (নিশুস্তকে) নিহতং (নিহত) বলং চ এব (ও
সৈন্তশক্তিকে) হস্তমানং (বিনষ্টপ্রাণ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) শুস্তঃ (শুস্ত)
ক্রুদ্ধঃ (কোপাবিত হইয়া) বচঃ (বাক্য) অব্রুবীৎ (বলিল)—॥ ১-২

বল-অবলেপ-হৃষ্টে (হে বলগর্বে দুর্বিনীতা) দুর্গে (দুর্গা) ত্বং (তুমি)
গর্বম্ (গর্ব) মা আবহ (করিও না) [যতঃ=যেহেতু] অতিমানিনী
(অত্যন্ত অহঙ্কতা, গর্বিতা) যা [ত্বম্] (যে তুমি) অস্ত্রাসাং (অস্ত্রাশ্র-
[দেবী]-গণের) বলম্ (বলকে, শক্তিকে) আশ্রিত্য (আশ্রয়-করিয়া)
যুদ্ধাসে (যুদ্ধ করিতেছ) ॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—প্রাণতুল্য ভ্রাতা নিশুস্তকে
নিহত এবং সৈন্তবলও বিনষ্টপ্রাণ দেখিয়া শুস্ত ক্রোধভরে
বলিল—। ১-২

হে বলগর্বে উদ্ধতা দুর্গা, তুমি গর্ব করিও না। কারণ
অতিগর্বিতা হইয়াও তুমি অস্ত্রাশ্র দেবীর শক্তি (বল)
আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ । ৩

দেব্যুবাচ । ৪

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ।

পশ্যেতাং দুষ্ট মম্যেব বিশস্ত্যা মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৫

দেবী (চণ্ডিকা) উবাচ (বলিলেন)—অত্র (এই) জগতি (জগতে)
অহম্ এব (আমিই) একা (একমাত্র, অদ্বিতীয়া) । মম (আমার) অপরা
(অন্তা) দ্বিতীয়া (দ্বিতীয়া) কা (কে) ? দুষ্ট (রে দুঃস্বা), এতাঃ (এই
সকল) মদ্বিভূতয়ঃ (আমার বিভূতি [শক্তি] সকল) ময়ি এব (আমাতেই)
বিশস্তাঃ (প্রবেশ করিতেছে) পশু (দেখ) ॥ ৪-৫

চণ্ডিকাদেবী বলিলেন—একা^১ মাত্র আমিই এই জগতে
বিরাজিতা । মম্যতিরিক্ত আমার সহায়ভূতা অন্তা দ্বিতীয়া
আর কে আছে ? রে দুষ্ট, ব্রহ্মাণীপ্রমুখ এইসকল দেবী
আমারই অভিন্না বিভূতি (শক্তি) । এই দেখ উহারা
আমাতেই বিলীন হইতেছে । ৪-৫

১ একা=স্বগত স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদহীন । অনন্তরমান ভেদ
বাস্তব নহে । শাস্ত্রনবী টীকাতে উদ্ধৃত আছে—

জগতো নাহমন্তা স্তাং স্তাং মদন্তং জগৎ চ ন ।

জগতো মম চাঐশ্যক্যাং ব্যক্তিরক্সা ততোহন্তি কা ॥

অহং চ জগতী চৈকা জগতী ময়ী মতা ।

দুক্ষবৎ দধি চাপ্যেকং দধি দুক্ষময়ং মতম্ ॥

অর্থাৎ আমি জগৎ হইতে পৃথক্ নহি এবং জগৎ মম্যতিরিক্ত নয় । আমি
ও জগৎ শক্তিতঃ অস্তেদ বলিয়া মদতিরিক্তা দ্বিতীয়া কেহ জগতে নাই ।
যেমন দধি দুক্ষময় এবং এক দুক্ষই দধিরূপে পরিণত, তদ্রূপ একা আমিই
জগন্ময়ী এবং জগৎও ময়ময় ।

ততঃ সমস্তান্তা দেব্যা ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্ ।

তস্তা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥ ৬

দেবুবাচ । ৭

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা ।

তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥ ৮

[ঋষিঃ উবাচ=ঋষি বলিলেন] ততঃ (অনন্তর) ব্রহ্মাণী-প্রমুখাঃ (ব্রহ্মাণীপ্রমুখ) তাঃ (সেই) সমস্তাঃ (সমস্ত) দেব্যাঃ (দেবী) তস্ত (সেই) দেব্যাঃ ([চণ্ডিকা-] দেবীর) তনৌ (তনুতে, শরীরে) লয়ম্ (বিলীনা, একীভূতা) জগ্মুঃ (হইলেন) । তদা (তখন) অম্বিকা (অম্বিকা দেবী) একা-এব (একাকিনীই) আসীৎ (রহিলেন) ॥ ৬

দেবী (অম্বিকা) উবাচ (বলিলেন)—ইহ (ইহাতে, এই যুদ্ধে) অহং (আমি) বিভূত্যা (বিভূতি দ্বারা, শক্তি-প্রভাবে) বহুভিঃ (বহু) রূপৈঃ (রূপে, মূর্তিতে) যৎ (যে) আস্থিতা (অবস্থিতা ছিলাম) তৎ (তাহা) ময়া (আমা কর্তৃক) সংহৃতম্ ([সংহে] প্রত্যাহৃত হইল) । আজৌ (যুদ্ধে) একা-এব (একাই) তিষ্ঠামি (রহিলাম) । স্থিরঃ (স্থির) ভব (হও) ॥ ৭-৮

যেধা ঋষি বলিলেন—অনন্তর ব্রহ্মাণীপ্রমুখ অষ্ট মাতৃকাঃ চণ্ডিকাদেবীর শরীরে বিলীনা হইলেন । (কারণ তাঁহারা আশ্রা শক্তি হইতে অভিন্ন) । তখন চণ্ডিকা একাকিনীই রহিলেন । ৬

দেবী বলিলেন—এই যুদ্ধে স্বীয় শক্তিপ্রভাবে (মারা দ্বারা) আমি যে সকল মূর্তিতে অবস্থান করিতেছিলাম

১ ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কোমারী বৈষ্ণবী তথা ।

বারাহী নারসিংহেশ্বরী চামুণ্ডা মাতরঃ সূতাঃ ॥ —ডামরতন্ত্র
অর্থাৎ ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐশ্বরী, চামুণ্ডা—ইঁহারা অষ্টমাতৃকা ।

ঋষিরূবাচ ॥ ৯

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুভ্রস্ত চোভয়োঃ ।

পশ্যতাং সৰ্বদেবানামস্মরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥ ১০

শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাশ্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ ।

তয়োযুদ্ধমভূদ্ ভূয়ঃ * সৰ্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ১১

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—ততঃ (অনন্তর) পশ্যতাং (অবলোকনকারী) সৰ্বদেবানাম্ (সমস্ত দেবতা) অস্মরাণাং চ (ও অস্মরগণের) [সমক্ষে] দেব্যাঃ (দেবীর) শুভ্রস্ত চ (ও শুভ্রের) উভয়োঃ (উভয়ের) দারুণম্ (দারুণ, ভীষণ) যুদ্ধং (যুদ্ধ) প্রববৃতে (আরম্ভ হইল) ॥ ৯-১০

শর-বর্ষৈঃ (বাণবর্ষণ দ্বারা), শিতৈঃ (তীক্ষ্ণ, শানিত) শস্ত্রৈঃ চ (ও অস্ত্রাদি দ্বারা) তথা (এবং) দারুণৈঃ (দারুণ, ভীষণ) অশ্রৈঃ এব (অশ্রাদি দ্বারাও) ভূয়ঃ (পুনঃ, মহৎ) তয়োঃ (উভয়ের মধ্যে) সৰ্বলোক-ভয়ঙ্করম্ (সকল লোকের ভয়োৎপাদক) যুদ্ধম্ (যুদ্ধ) অভূৎ (হইল) ॥ ১১

সেই-সকল এক্ষণে উপসংহার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে একাকিনীই বহিলাম । তুমি যুদ্ধে স্থির হও । ৭-৮

মেধা ঋষি বলিলেন—অনন্তর সমস্ত দেবতা ও অস্মর-গণের সমক্ষে চণ্ডিকা ও শুভ্র উভয়ে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । ৯-১০

বাণবৃষ্টি এবং শানিত শস্ত্র ও দারুণ অস্ত্রসমূহ দ্বারা উভয়ের মধ্যে আবার ত্রিলোকের ভীতিপ্রদ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । ১১

* ভূপ ইতি বা পাঠঃ ।

দিব্যাশ্রুতানি শতশো মুমুচে যাত্ৰথাম্বিকা ।

বভঞ্জনানি দৈত্যেন্দ্রস্তং প্রতিঘাতকর্তৃভিঃ ॥ ১২

মুক্তানি তেন চাত্ৰানি দিব্যানি পরমেশ্বরী ।

বভঞ্জনানি লীলয়ৈবোগ্রহঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ ॥ ১৩

ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোহসুরঃ ।

সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেযুভিঃ ॥ ১৪

অথ (অনন্তর) অম্বিকা (দেবী) যানি (যে-সকল) দিব্যানি (দিব্য) অশ্রুতানি (অশ্রুত) শতশঃ (শত শত) মুমুচে (মুক্ত [প্রয়োগ] করিলেন) তানি (সেইসকল) দৈত্য-ইন্দ্রঃ (দৈত্যরাজ, গুপ্ত) তৎ-প্রতিঘাত-কর্তৃভিঃ (সেই সেই অস্ত্রের প্রতিষেধক অস্ত্রাশ্রুত দ্বারা) বভঞ্জন (ভগ্ন করিল) ॥ ১২

তেন চ (ও তাহার [গুপ্তস্বরের] দ্বারা) মুক্তানি (মুক্ত, নিষ্কিপ্ত) দিব্যানি (দিব্য) অশ্রুতানি (অশ্রুতসকল) পরমেশ্বরী (জগদীশ্বরী) লীলয়া (লীলা) এব (অবলীলাক্রমে, অনায়াসেই) উগ্র-হঙ্কার-উচ্চারণ-আদিভিঃ (জীবন হঙ্কার-শব্দাদি দ্বারা) বভঞ্জন (ভগ্ন করিলেন) ॥ ১৩

ততঃ (অনন্তর) সঃ (সেই) অসুরঃ (অসুর) শর-শতৈঃ (শত শত শর দ্বারা) দেবীন্ (দেবীকে) আচ্ছাদয়ত (আচ্ছাদন করিল) চ (এবং) সা (সেই) দেবী অপি (দেবীও) কুপিতা (ক্রুদ্ধা হইয়া) ইযুভিঃ (বাণসমূহ দ্বারা) তৎ (সেই) ধনুঃ (ধনু) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) ॥ ১৪

অনন্তর অম্বিকাদেবী যে শত শত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, দৈত্যরাজ গুপ্ত প্রতিষেধক অস্ত্রশস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ-পূর্বক তৎসমূহ খণ্ড খণ্ড করিল । ১২

এবং গুপ্তস্বর কর্তৃক নিষ্কিপ্ত দিব্যাস্ত্রসকল পরমেশ্বরী অনায়াসেই উগ্র হঙ্কারশব্দাদি দ্বারা ভগ্ন করিলেন । ১৩

অনন্তর সেই অসুর শত শত শরবর্ষণ দ্বারা দেবীকে

ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমখাদদে ।

চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্ত করস্থিতাম্ ॥ ১৫

ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ ।

অভ্যধাবৎ তদা দেবীং দৈত্যানাং অধিপেশ্বরঃ ॥ ১৬

তস্তাপতত এবাশু খড়্গাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা ।

ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম চার্ককরামলম্* ॥ ১৭

অথ (অনন্তর) তথা (উক্ত প্রকারে) ধনুষি (ধনু) ছিন্নে (ছিন্ন হইলে) দৈত্য-ইন্দ্রঃ (দৈত্যরাজ, গুপ্ত) শক্তিম্ (শক্তি অস্ত্র) আদদে (গ্রহণ করিল) । দেবী (অধিকা) অস্ত্র (উহার, অস্ত্রের) কর-স্থিতাম্ (হস্তস্থিত) তাম্ অপি (তাহাকেও, শক্তিকেও) চক্রেণ (চক্র দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) ॥ ১৫

ততঃ (অনন্তর) দৈত্যানাং (দৈত্যগণের) অধিপ-ঈশ্বরঃ (অধিপতি-প্রভু) তথা (তখন) শত-চন্দ্রম্ (শতচন্দ্রাক্রিত কলক, ঢাল) চ (ও) ভানুমৎ (সূর্যতুল্য জ্যোতির্ময়) খড়্গম্ (খড়্গ) উপাদায় (গ্রহণ করিয়া) দেবীম্ (দেবীর অভিমুখে) অভ্যধাবৎ (ধাবিত হইল) ॥ ১৬

চণ্ডিকা (দেবী) আশু এব (নীলহই) আগততঃ (পতিতপ্রায়),

আচ্ছাদন করিল এবং সেই দেবীও তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বাণসমূহ দ্বারা অস্ত্রের সশর ধনু ছেদন করিলেন । ১৪

অনন্তর উক্ত প্রকারে ধনু ছিন্ন হইলে দৈত্যরাজ গুপ্ত শক্তি-অস্ত্র গ্রহণ করিল । দেবীও তাহার হস্তস্থিত সেই শক্তিকেও চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন । ১৫

তখন দৈত্যরাজাধিরাজ গুপ্ত শতচন্দ্রাক্রিতঢাল এবং সূর্যের দ্বায় জ্যোতির্ময় খড়্গ লইয়া দেবীর প্রতি ধাবিত হইল । ১৬

গুপ্তের আগতপ্রায় সূর্যকিরণতুল্য উজ্জ্বল এবং শানিত

* 'অখাঃশ্চ পাতয়ামাস রথং সারথিনা সহ' এই শ্লোকটির অধিক নাটকোথাও কোথাও দৃষ্ট হয় ।

হতাস্থঃ স তদা দৈত্যচ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ ।

জগ্ৰাহ মুদগরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্ধতঃ ॥ ১৮

চিচ্ছেদাপততস্তস্ত মুদগরং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

তথাপি সোহভ্যধাবন্তাং মুষ্টিমুদ্রমা বেগবান্ ॥ ১৯

আগতপ্রার) তস্ত (তাহার, শুস্তের) অর্ক-কর-অমলম্ (স্বর্ধকিরণতুলা উজ্জ্বল, হুশাগিত) ধড়গা (ধড়গা) চর্ম চ (ও চর্ম, ঢাল) ধনুঃ-মূর্ত্তৈঃ (ধনু হইতে নিষ্কিণ্ড) নিতৈঃ (তীক্ষ্ণ) বাণৈঃ (বাণসকল দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) ॥ ১৭

তদা (তখন) হত-অস্থঃ (অবহীন) ছিন্ন-ধন্বা (ভগ্ন-ধনু) বি-সারথিঃ (ও সারথিহীন) সঃ (সেই) দৈত্যঃ (দৈত্য, শুস্ত) অম্বিকা-নিধন-উদ্ধতঃ [সন্] (অম্বিকাকে বধ করিতে উদ্ধত হইয়া) ঘোরম্ (ভয়ঙ্কর) মুদগরং (মুদগর, লৌহময় লম্বুড়) জগ্ৰাহ (গ্রহণ করিল) ॥ ১৮

আপততঃ ([সমীপে] আগতপ্রার) তস্ত (তাহার, শুস্তের) মুদগরং (মুদগর) নিশিতৈঃ (তীক্ষ্ণ) শরৈঃ (বাণের দ্বারা) চিচ্ছেদ (ছেদন করিলেন) । তথা অপি (তবুও) সঃ (সে, শুস্ত) বেগবান্ [সন্] (ক্রন্তগতিতে) মুষ্টিম্ (মুষ্টি) উদ্রমা (উদ্রত, অসারিত করিয়া) তাম্ (তাহার প্রতি, দেবীর প্রতি) অভ্যধাবৎ (ধাবিত হইল) ॥ ১৯

ধড়গা ও ঢাল দেবী চণ্ডিকা ধনুর্মুক্ত তীক্ষ্ণ শরসকল দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিলেন । ১৭

তখন অবহীন, ভগ্নধনু ও সারথিশূন্য হইয়া শুস্ত চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য ভীষণ মুদগর গ্রহণ করিল । ১৮

অম্বিকা আক্রমণোদ্ধত শুস্তের মুদগর নিশিত শরের দ্বারা ছেদন করিলেন । তথাপি শুস্ত মুষ্টি উদ্রত করিয়া ক্রন্তবেগে দেবীর প্রতি ধাবিত হইল । ১৯

স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ ।

দেব্যাস্তৃষ্ণাপি সা দেবী তলেনোরস্ততাড়য়ৎ ॥ ২০

তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে ।

স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোখিতঃ ॥ ২১

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ ।

তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥ ২২

সঃ (সেই) দৈত্য-পুঙ্গবঃ (দৈত্যশ্রেষ্ঠ, শুভ্র) দেব্যাঃ (দেবীর) হৃদয়ে
হৃদয়ে, বক্ষঃস্থলে) মুষ্টিং (মুষ্টিাঘাত) পাতয়ামাস (পাতিত করিল)
(এবং) সা (সেই) দেবী (অধিকা) তন্ম অপি (তাহাকেও শুভ্রকেও)
হৃদয়ে (করতলের দ্বারা, প্রসূত চপেট দ্বারা) উরসি (বক্ষে) অতাড়য়ৎ
আঘাত করিলেন) ॥ ২০

সঃ (সেই) দৈত্যরাজঃ (অশুররাজ) তল-প্রহার-অভিহতঃ [সন্]
চপেটাঘাতে আহত হইয়া) মহী-তলে (ভূমিতলে) নিপপাত (নিপতিত
হইল) তথা (এবং) সহসা এব (মহাবেগে, তৎক্ষণেই) পুনঃ (আবার)
উখিতঃ (উখিত হইল) ॥ ২১

[শুভ্রঃ] দেবীং (দেবীকে) প্রগৃহ্য (গ্রহণ করিয়া) উচ্চৈঃ চ (এবং
উচ্চ, উর্ধ্বে) উৎপত্য (লক্ষ্যপ্রদান করিয়া) গগনম্ (আকাশে) আস্থিতঃ
উঠিল)। অত্র অপি (সেখানেও) সা (সেই) চণ্ডিকা (দেবী) নিঃ-
স্বাধারা (অবলম্বনহীন হইয়া) তেন (তাহার সহিত, শুভ্রের সহিত)
যুযুধে (যুদ্ধ করিলেন) ॥ ২২

সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ শুভ্র দেবীর হৃদয়ে মুষ্টিাঘাত করিল
এবং দেবীও শুভ্রকে করতল দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থলে প্রহার
করিলেন । ২০

দৈত্যরাজ শুভ্র দেবীর চপেটাঘাতে আহত হইয়া ভূতলে
পতিত হইয়া তখনই আবার মহাবেগে উখিত হইল । ২১

শুভ্র দেবীকে গ্রহণ করিয়া উর্ধ্বে লক্ষ্যপ্রদানপূর্বক

নিযুক্তং খে তদা দৈত্যশচণ্ডিকা চ পরম্পরম্ ।
 চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্ ॥ ২৩
 ততো নিযুক্তং সূচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ ।
 উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥ ২৪
 স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুত্থম্য বেগতঃ ।
 অভ্যধাবত ছষ্টায়া চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥ ২৫

তদা (তখন) দৈত্যঃ (অসুর, শুভ্র) চণ্ডিকা চ (ও চণ্ডিকা দেবী)
 পরম্পরম্ (পরস্পর) খে (আকাশে) প্রথমং (প্রথম; অভূতপূর্ব) সিদ্ধ-
 মুনি-বিস্ময়-কারকম্ (সিদ্ধগণ ও মুনিগণের আশ্চর্যজনক) নিযুক্তং (বাহুযুদ্ধ)
 চক্রতুঃ (করিতে লাগিলেন) ॥ ২৩

ততঃ (অনন্তর) অম্বিকা (চণ্ডিকা) তেন সহ (তাহার [শুস্তের]
 সহিত) সূ-চিরং (বহুক্ষণ) নিযুক্তং (বাহুযুদ্ধ) কৃত্বা (করিয়া) [তৎ=
 তাহাকে] উৎপাত্য ([কনুকবৎ] উৎক্ষেপে) ভ্রাময়ামাস (ঘুরাইলেন)
 ধরণীতলে [চ] (ও ভূতলে) চিক্ষেপ (নিক্ষেপ করিলেন) ॥ ২৪

সঃ (সেই) ছষ্ট-আয়া (ছুরাক্ষা) ক্ষিপ্তঃ (নিক্ষিপ্ত হইয়া) ধরণীং
 আকাশে উঠিল। সেখানেও চণ্ডিকা নিরালম্বনা (শূন্যস্থিতা)
 হইয়া শুস্তের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২২

তখন আকাশে শুভ্র ও চণ্ডিকা পরস্পর সিদ্ধগণ ও
 নারদাদি ঋষিগণের বিস্ময়জনক অভূতপূর্ব বাহুযুদ্ধ
 করিলেন। ২৩

অনন্তর অম্বিকা শুস্তের সহিত বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধ করিয়া
 তাহাকে কনুকবৎ শূন্যে তুলিয়া ঘুরাইলেন এবং ভূমিতলে
 নিক্ষেপ করিলেন। ২৪

ছুরাক্ষা শুভ্র ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও পুনরুত্থিত হইয়া মুষ্টি

তমায়াস্তং ততো দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বরম্ ।

ঋগত্যাং পাতয়ামাস ভিষ্মা শূলেন বক্ষসি ॥ ২৬

স গতাস্থ পপাতোৰ্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ ।

চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্বতাম্ ॥ ২৭

(ভূতলে) প্রাণ্য (পড়িয়া) মুষ্টিম্ (মুষ্টি) উত্তমা (উত্তম করিয়া) চণ্ডিকা-
নিন-ইচ্ছয়া (চণ্ডিকাবধের ইচ্ছায়) বেগতঃ (মহাবেগে) অত্যাধাবত
[দেবীর] অভিমুখে ধাবিত হইল) ॥ ২৫

ততঃ (অনন্তর) দেবী (চণ্ডিকা) আগ্রাস্তং (আগমনকারী) তম্
সেই (সর্বদৈত্য-জন-ঈশ্বরম্ (সকল দৈত্যের প্রভুকে) শূলেন (শূলের দ্বারা)
বক্ষসি (বক্ষঃস্থলে) ভিষ্মা (বিদ্ধ করিয়া) ঋগত্যাং (ভূতলে) পাতয়ামাস
পাতিত করিলেন) ॥ ২৬

দেবী-শূল-অগ্র-বিক্ষতঃ (দেবীর শূলাগ্র দ্বারা বিক্ষত) সঃ (সে, শুভ্র)
স-অগ্রঃ (গতপ্রাণ, মৃত হইয়া) স-অব্ধি-দ্বীপাং (সমুদ্র ও দ্বীপ সহিত)
পর্বতাম্ (ও পর্বত-সহিত) সকলাং (সমগ্র) পৃথ্বীং (পৃথিবীকে)
চালয়ন্ (চালিত [কম্পিত] করিয়া) উৰ্ব্যাং (ভূতলে) পপাত (পতিত
হইল) ॥ ২৭

উত্তম করিয়া চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য অতবেগে তাঁহার
প্রক্ষেপে ধাবিত হইল । ২৫

অনন্তর দেবী আগমনকারী সেই দৈত্যেশ্বর শুভ্রকে
ক্ষেপে শূলবিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন । ২৬

শুভ্র দেবীর শূলাগ্রের দ্বারা আহত হইয়া মাগর, দ্বীপ ও
পর্বত-সহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত করিয়া নিহত হইল,
চূর্ণপতিত হইল । ২৭

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দূরাশ্বনি ।

জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥ ২৮

উৎপাতমেঘাঃ সোচ্চা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ ।

সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥ ২৯

ততো দেবগণাঃ সর্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ ।

বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্বা ললিতং জগুঃ ॥ ৩০

ততঃ (অনন্তর) তস্মিন্ (সেই) দূরাশ্বনি (দূরাশ্বা, শুভ) হতে (নিহত হইলে) অখিলং (সমগ্র) জগৎ (বিশ্ব) প্রসন্নম্ (প্রসন্ন) [সন্ = হইয়া] অতীবা (অতিশয়) স্বাস্থ্যম্ (সুস্থতা) আপ (প্রাপ্ত হইল) নভঃ চ (এবং আকাশ) নির্মলম্ (নির্মল) অভবৎ (হইল) ॥ ২৮

প্রাক্ (পূর্বে) যে (যে-সকল) স-উচ্চাঃ (উচ্চাঘৃষ্ট, অগ্নিবর্ষণকারী) উৎপাত-মেঘাঃ (উৎপাতঘৃষ্টক মেঘ) আসন্ (ছিল) তত্র (সে, শুভ) পাতিতে (নিহত হইলে) তে (তাহারা, সেইসকল মেঘ) শমং (শান্তভাবে) যযুঃ (প্রাপ্ত হইল) তথা (এবং) সরিতঃ (নদীসকল) মার্গ-বাহিন্য (মার্গবাহিনী, উৎপথগামিনী নয়) আসন্ (হইল) ॥ ২৯

ততঃ (অনন্তর) সর্বে (সকল) দেবগণাঃ (দেবতা) তস্মিন্ (সে, শুভ) নিহতে (নিহত হইলে) হর্ষ-নির্ভর-মানসাঃ (আনন্দপূর্ণচিত্ত) বভূবুর্

দূরাশ্বা শুভ নিহত হইলে নিখিল বিশ্ব অতিশয় প্রসন্ন ও সুস্থ হইল এবং আকাশও নির্মল হইল । ২৮

শুভবধের পূর্বে যে-সকল উৎপাতঘৃষ্টক (অশুভকর) মেঘ উচ্চাঘৃষ্টি (অগ্নিবর্ষণ) করিত, শুভবিনাশের পর তাহারা শান্তভাবে ধারণ করিল এবং নদীসমূহ উৎপথগামিনী না হইয়া স্ব স্ব পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল । ২৯

অনন্তর শুভ নিহত হইলে দেবতাগণের হৃদয় আনন্দপূর্ণ

অবাদয়ংস্তথৈবাত্তে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।

ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোহভূদিবাকরঃ ॥ ৩১

জঙ্ঘলুশ্চাগ্রয়ঃ শাস্তাঃ শাস্তদিগ্জনিতস্বনাঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-

মাহাত্ম্যে শুস্তবধো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

(হইলেন) । গন্ধর্বাঃ ([বিশ্বাবসু প্রভৃতি] গন্ধর্বগণ) ললিতাঃ (মধুরস্বরে)
নৃত্যঃ (গান গাহিতে লাগিলেন) তথা (এবং) অস্ত্রে এব (অস্ত্র সকলেও)
অবাদয়ন্ ([যুদ্ধাদি] বাজাইতে লাগিলেন) । অপ্সরোগণাঃ চ (ও
[উর্বশী প্রভৃতি] অপ্সরাগণ) ননৃতুঃ (নৃত্য করিতে লাগিলেন) ॥ ৩০-৩১

তথা (এবং) পুণ্যাঃ (পুণ্য, অশুকুল) বাতাঃ (বায়ু) ববুঃ (বহিতে
লাগিল), দিবাকরঃ (সূর্য) সু-প্রভঃ (উজ্জ্বল, দীপ্তিশালী) অভূৎ (হইল),
অগ্রয়ঃ চ (ও [আহবনৌষাদি] যজ্ঞাগ্নিসকল) শাস্ত-দিগ্-জনিত-স্বনাঃ
(সর্বদিকে উৎপন্ন [অমঙ্গলসূচক] শব্দাদি প্রণমিত করিয়া) শাস্তাঃ
(শান্ত, সৌম্য) [সস্তঃ = হইয়া] জঙ্ঘলুঃ (জলিতে লাগিল) ॥ ৩১-৩২

হইল, বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ মধুরস্বরে গান ধরিলেন ও
অস্ত্র সকলে যুদ্ধাদি বাজাইতে লাগিলেন এবং উর্বশী প্রভৃতি
অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন । ৩০-৩১

পুণ্য বায়ু বহিতে লাগিল, সূর্য দীপ্তিশালী হইল এবং
আহবনৌষাদি যজ্ঞাগ্নিসকল সর্বদিকে অন্তত শব্দাদি শাস্ত
করিয়া সৌম্যভাবে জলিয়া উঠিল । ৩১-৩২

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমন্ত্রর অধিকারমন্বজীয়
দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে শুস্তবধনামক

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

উত্তর চরিত্র
একাদশ অধ্যায়
ধ্যান

বালরবিদ্যাতিমিন্দুকিরীটাং

তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্ ।

শ্বেতমুখীং বরদাকুশপাশাভীতিকরাং

প্রভজে ভুবনেশীম্ ॥

বাল-রবি-দ্যাতিম্ (সমু উদিত সূর্যতুলা দ্যোতির্ময়ী) ইন্দু-কিরীটাং
(বাহার মুকুটে চন্দ্র মণিরূপে বিরাজিত) তুঙ্গ-কুচাং (উন্নতস্তনযুগলশোভিতা)
নয়ন-ত্রয়-যুক্তাম্ (ত্রিলোচনা) শ্বেতমুখীং (হাস্তমুখী) বরদ-অকুশ-পাশ-
অভীতি-করাং ([চারি হস্তে] অকুশাশ্র ও পাশাশ্র এবং বরমুদ্রা ও
অভয়মুদ্রাধারিণী) ভুবন-ঈশীম্ (জগতের ঈশ্বরীকে, ভুবনেশ্বরীকে) প্রভজে
(প্রকৃষ্টরূপে ভজনা করি) ।

যিনি নবোদিত রবিতুলা প্রভাময়ী, চন্দ্র বাহার মুকুট-
মণিরূপে বিরাজিত, যিনি উন্নতস্তনযুগলশোভিতা, ত্রিলোচনা
ও হাস্তমুখী এবং যিনি চারি হস্তে অকুশাশ্র, পাশাশ্র, বরমুদ্রা
ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী, আমি সেই ভুবনেশ্বরীর গভীর ধ্যানে
মগ্ন হই ।

উত্তর চরিত্র

একাদশ অধ্যায়—নারায়ণীস্তুতি

ঋষিরূবাচ । ১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে

সেন্দ্ৰাঃ সুরা বহিপুরোগমাস্তাম্ ।

কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ্

বিকাসিবক্ত্রাস্ত বিকাসিতাশাঃ ॥ ২

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (কহিলেন)—তত্র (তথায়, সেই যুদ্ধে)
বহা-অসুর-ইন্দ্রে (অসুরাধিপতি, শুভ) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) হতে
(নিহত হইলে) বহি-পুরঃ-গমাঃ (অগ্নিপ্রমুখ) স-ইন্দ্রাঃ (ইন্দ্র সহিত)
সুরাঃ (দেবগণ) ইষ্ট-লম্ভাৎ তু ([শুভাদি বধরূপ] অভীষ্টলাভহেতু)
বিকাসিবক্ত্রাঃ (প্রফুল্লবদনে) বিকাসিত-আশাঃ (পূর্ণমনোরথ হইয়া, সকল
দিক্ আলোকিত করিয়া) তাম্ (সেই) কাত্যায়নীং (কাত্যায়নীকে)
তুষ্টুবুঃ (স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ১-২

মেধা ঋষি বলিলেন—সেই যুদ্ধে দেবীকর্তৃক অসুরাধিপতি
শুভ নিহত হইলে অগ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ শুভাদিবধরূপ
অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় প্রফুল্লবদনে সকল দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া
সেই কাত্যায়নী দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন । ১-২

*দেবি প্রপন্নাতিহরে প্রসীদ

প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্ত্য ।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং

হমীশ্বরী দেবি চরাচরস্ত্য ॥ ৩

আধারভূতা জগতস্থমেকা

মহীশ্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি ।

দেবি (হে অধিকে), প্রপন্ন-আর্তি করে (হে আশ্রিতের দুঃখহারিণি)
প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) । অখিলস্ত্য (নিখিল) জগতঃ (জগতের) মাতঃ
(মাতা, জননি) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) । বিশ্ব-ঈশ্বরী (হে বিশ্বের ঈশ্বরী)
প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) । বিশ্বং (বিশ্বকে) পাহি (পালন করুন) ।
দেবি (হে জগজ্জননি), ত্বম্ (আপনি) চর-অচরস্ত্য (স্থাবর ও জঙ্গমের,
জগতের) ঈশ্বরী (নিয়ন্ত্রী) ॥ ৩

অলজ্যা-বীর্ঘে (হে অনতিক্রমণীয়-শক্তিশালিনি), ত্বম্ (আপনি) একা
(অধিতীয়া, স্বতন্ত্র, অস্থানিরপেক্ষা) জগতঃ (জগতের) আধার-ভূতা

হে তত্ত্ব-দুঃখ-হারিণি দেবি, আপনি প্রসন্ন হউন ।
হে নিখিলবিশ্বজননি, আপনি প্রসন্ন হউন । হে বিশ্বেশ্বরী,
আপনি প্রসন্ন হইয়া বিশ্ব পালন করুন । হে দেবি, আপনি
চরাচর জগতের অধীশ্বরী । ৩

হে অলজ্যাবীর্ঘে, আপনি পৃথিবীরূপে বিরাজিতা বলিয়া

* ইহার নাম নারায়ণীস্তুতি । লক্ষ্মীহস্তে আছে—

নারায়ণীস্তুতির্নাম স্কৃতং পরমশোভনম্ ।

পুরন্দর তদা দৃষ্টং দেবৈরগ্নিপুরুষোত্তমৈঃ ।

এবা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্বজ্ঞঃ প্রযচ্ছতি ।

হে ইন্দ্র, নারায়ণীস্তুতি পরমকলাণপ্রদ স্কৃত । ইহা অগ্নিশ্রমুখ দেবগণ
কর্তৃক দৃষ্ট । এই শুভের দ্বারা দেবীর পূজা করিলে সর্বজ্ঞ লাভ হয় ।

অপাং স্বরূপস্থিতয়া ভুয়েতৎ

আপ্যাত্যতে কুংস্মলজ্যবীর্ঘে ॥ ৪

কং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্ঘা

বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া ।

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ

কং বৈ প্রসন্ন ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৫

(আশ্রয়রূপা) যতঃ (যেহেতু) নহী-স্বরূপেণ (পৃথিবীরূপে) স্থিতা (অবস্থিতা) হসি (আছেন) । অপাং (জলের) স্বরূপ-স্থিতয়া (স্বরূপে অবস্থিতা) জয়া (আপনার ত্বক) এতৎ (এই) কুংস্মল (সমগ্র [জগৎ]) আপ্যাত্যতে (বধিত [পুষ্ট] হইতেছে) ॥ ৪

দেবি (হে দেবি) ভূম্ (আপনি) অনন্ত-বীর্ঘা (অনন্তশক্তিশালিনী) বিষ্ণবী-শক্তিঃ (বিষ্ণুশক্তি, জগতের স্থিতিশক্তি) বিশ্বস্ত (বিশ্বের) বীজং (মূল কারণ) পরমা (মূল) মায়া (অবিজ্ঞা) অসি (হন) । এতৎ (এই) সমস্তম্ (সমগ্র [বিশ্ব]) [জয়া=আপনার দ্বারা] সম্মোহিতং (বিমোহিত) কং বৈ (আপনিই) প্রসন্ন (প্রসন্ন হইলে) ভুবি (লংসারে) মুক্তি-হেতুঃ (মুক্তির কারণ) [অসি=হন] ॥ ৫

একাকিনীই জগতের আশ্রয়স্বরূপা । আপনিই জলরূপে অবস্থিতা হইয়া এই সমগ্র জগৎকে পরিপুষ্ট করিতেছেন । সত্ত্বে, আপনি সর্বাশ্রয়কা । ৪

হে দেবি, আপনি অনন্তবীর্ঘা বৈষ্ণবী শক্তি (বিষ্ণুর জগৎপালিনী শক্তি) । আপনি বিশ্বের আদিকারণ মহামায়া । আপনি সমগ্র জগৎকে মোহগ্রস্ত করিয়াছেন । আবার আপনিই প্রসন্ন হইলে ইহলোকে শরণাগত ভক্তকে মুক্তি-প্রদান করেন । ৫

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ

দ্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু ।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ

কা তে স্তুতিঃ স্তব্যাপরাপরোক্তিঃ ॥ ৬

দেবি (হে দেবি), সমস্তাঃ (সকল) বিদ্যাঃ ([বেদাদি অষ্টাদশ] বিদ্যা) তব (আপনার) ভেদাঃ (অংশ, মূর্তি)। জগৎসু (জগতের) স-কলাঃ ([গীতবাছাদি চতুঃষষ্টি] কলা এবং [পাতিব্রত্যা, সৌন্দর্য ও তাকুণ্যাদি] গুণযুক্তা) সমস্তাঃ (সমস্ত) দ্রিয়ঃ (দ্রীগণ) [তব ভেদাঃ= আপনার বিগ্রহ]। অম্বয়া (অম্বারূপা, জননীরূপা) ত্বয়া (আপনার)

হে দেবি, বেদাদি অষ্টাদশ^১ বিদ্যা আপনারই অংশ। চতুঃষষ্টি^২-কলাযুক্তা এবং পাতিব্রত্যা, সৌন্দর্য ও তাকুণ্যাদি গুণাযুক্তা সকল নারীই আপনার বিগ্রহ। আপনি জননীরূপা এবং একাকিনীই এই জগতের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত

১ “অঙ্গানি বেদাশ্চকারো মীমাংসা স্তায়বিস্তরঃ ।

ধর্মশাস্ত্রং পুরাণানি বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দশ ॥

আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গাকর্ববেদেতি তে ত্রয়ঃ ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং চ বিদ্যা হষ্টাদশৈব তাঃ ॥”

অর্থাৎ, ছয় বেদাঙ্গ (শিকা, কল্প, ব্যাকরণ, .নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ), চারি বেদ (ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব), ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসা, স্তায়, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গাকর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র—এই অষ্টাদশ বিদ্যা।

—চতুর্থী টীকাতে উদ্ধৃত

১ ১ গীত, ২ বাছ, ৩ নৃত্য, .৪ নাট্য, ৫ আলোচ্য, ৬ তত্ত্বলব্ধম-চলৌবিকার, ৭ পুষ্পান্তরগ, ৮ দশনবসনাস্ত্রের রাগ (দশন-বসন-রঞ্জন),

একরা (একার ঘরা) এতৎ (এই [জগৎ]) পুরিতম্ ([অন্তর্বহিঃ] যাপ্ত)। তে (আপনার) স্তব্য-পর-অপর-উক্তিঃ (স্তবাই বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তিরূপে) স্তুতিঃ (স্তব) কা (আর কি আছে)। ৬

হইয়া আছেন। স্তবনীয় বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তির নাম স্তুতি। যখন আপনি স্বয়ং সেইসকল উক্তিরূপা, তখন আপনার এইরূপ স্তুতি আর কি হইতে পারে? ৬

১ মণিকুম্বিকর্ম, ১০ শয়নরচনা, ১১ উদকবাচ, ১২ চিত্রযোগ, ১৩ চিত্রমালা-প্রদর্শনবিদ্য, ১৪ শেখরাপীড়যোজনা, ১৫ নেশাধ্যায়োগ (বেশরচনা-কৌশল), ১৬ কর্ণপত্রভঙ্গি, ১৭ স্নগন্ধযুক্তি, ১৮ ভূষণ-যোজনা, ১৯ ঐন্দ্রজাল, ২০ ক্রোঞ্চমারযোগ (মাজসম্ভা বা কুরূপকে স্নগন্ধ করিবার বিদ্যা), ২১ হস্তলাঘব, ২২ চিত্রশাখাপূর্ণভুক্তবিকারক্রিয়া, ২৩ পানকরসরাগামব-যোজনা, ২৪ সূচিবয়ন-কর্ম, ২৫ সূত্রগ্রীড়া, ২৬ ভ্রমরবীণাবাদ্যাদি, ২৭ প্রহেলিকা, ২৮ প্রতিমালা, ২৯ দুর্বন্ধকযোগ, ৩০ পুষ্পকবাচন, ৩১ নাটকাত্ম্যায়িকাদর্শন, ৩২ কাব্যসমস্তাপূরণ, ৩৩ গট্টকীর্বেজবাণবিদ্য, ৩৪ তর্ক-কর্ম, ৩৫ তর্কণ, ৩৬ বাস্তববিদ্যা, ৩৭ রূপরত্নপরীক্ষা, ৩৮ ধাতুবিদ্যা (শুক্রনীতি-মতে যন্ত্রশিল্প), ৩৯ মণিরাগ-জ্ঞান, ৪০ আকারজ্ঞান, ৪১ বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ, ৪২ মেঘকুটুলাববক-জ্ঞান, ৪৩ শুকসারিকাপ্রলাপন, ৪৪ উৎসাদন, ৪৫ কেশমার্জনা, ৪৬ অক্ষরমুদ্রিকা (অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষররচনা)-কথন, ৪৭ লোকতর্কবিদ্য, ৪৮ নেশভাষাজ্ঞান, ৪৯ পুষ্পশকটিকা, ৫০ নিমিত্তজ্ঞান, ৫১ যন্ত্রমাতৃকা, ৫২ ধারণমাতৃকা, ৫৩ সংবাচা, ৫৪ মানসী কাব্যক্রিয়া, ৫৫ অভিধানবিদ্যা, ৫৬ ছন্দোজ্ঞান, ৫৭ ক্রিয়াবিদ্য, ৫৮ ছলিতকযোগ, ৫৯ বস্ত্রগোপনাদি, ৬০ দূতবিশেষ, ৬১ আকর্ষণগ্রীড়া, ৬২ বালগ্রীড়নকাপি, ৬৩ বিশেষক-হেতুক-তিলকামিরচনা, ৬৪ বৈনায়িকী ও বিদ্যাসিকী বিদ্যার জ্ঞান।

—শৈবতন্ত্র হইতে বংশোদ্ধার-টীকায় উদ্ধৃত

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী ।

ঋং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥ ৭

সর্বস্তু বুদ্ধিরূপেণ জনস্তু হৃদি সংস্থিতে ।

স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥ ৮

যদা (যখন) সর্বভূতা (বিদ্যাস্বিকা, সর্বভূতস্বরূপা) দেবী (প্রকাশময়ী, চোতনশীলা) স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী ([প্রবৃত্তিমার্গে] স্বর্গ এবং [নিবৃত্তিমার্গে] মুক্তি-দায়ী) [ইতি=এই প্রকারে] ঋং (আপনি) স্তুতা (স্তুতা হন) [তদা তব=তখন আপনার] স্তুতয়ে (স্তুতিবিষয়ে) কা বা (কি-ই বা) পরম-উক্তয়ঃ (শ্রেষ্ঠ উক্তিসকল, বর্ণনাসমূহ) ভবন্তু (হইতে পারে) ॥ ৭

সর্বস্তু (সকল) জনস্তু (জনের, লোকের) হৃদি (হৃদয়ে) বুদ্ধি-রূপেণ (নিশ্চয়ান্বক জ্ঞানরূপে) সংস্থিতে (অবস্থিতা) স্বর্গ-অপবর্গ-দে (স্বর্গ ও মুক্তি-দায়িনী) দেবি (ব্রহ্মময়ি) নারায়ণি (নারায়ণ-শক্তি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক) ॥ ৮

আপনি সর্বভূতস্বরূপা, স্বর্গ- ও মুক্তি-দায়িনী এবং প্রকাশরূপিণী (সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাররূপ ক্রীড়াকারিণী) । এইরূপে যখন আপনার স্তুত করা হয় তখন আপনার স্তুত্বের উপযোগী শ্রেষ্ঠ বাক্য আর কি হইতে পারে ? ৭

হে দেবি, আপনি সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা এবং স্বর্গ- ও মুক্তি-দায়িনী নারায়ণী^১ । আপনাকে প্রণাম করি । ৮

১ নারস্তু (তত্ত্বসমূহস্তু বা জীবসমূহস্তু) অয়নী (আশ্রয়রূপা)

= জীবসমূহের বা তত্ত্বসকলের আশ্রয়রূপিণী ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের গণেশখণ্ডে ৭ম অধ্যায়ে নারায়ণ স্বয়ং বলিতেছেন—

সৃষ্টিকর্ত্তা চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা ।

মম তুল্যা চ মনুষ্যা তেন নারায়ণী স্তুতা ॥

অর্থাৎ, যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকারিণী, প্রকৃতি ও সকলের পরমা জননী এবং যিনি মনুষ্যা ও আমার মতো শক্তিশালিনা, তিনিই নারায়ণী ।

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি ।

বিশ্বশ্রোপরতো শক্তে* নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ৯

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যো † শিবে সর্বার্থসাধিকে ।

শরণ্যো ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১০

কলা-কাষ্ঠা-আদি-রূপেণ (কলা, কাষ্ঠা প্রভৃতি রূপে) পরিণাম-প্রদায়িনি (পাল্লভববিধায়িনি, অবস্থান্তরদায়িনি) বিশ্বস্ত (বিশ্বের) উপরতো (সংহারে) শক্তে (সমর্থী, নিপুণী) নারায়ণি (নারায়ণ-শক্তি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্ত (হটুক) ॥ ৯

সর্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যো (হে সকল মঙ্গলের মঙ্গলরূপিনি), শিবে (মঙ্গল-প্রদাতা, কল্যাণকারিণি) সর্ব-অর্থ-সাধিকে ([অর্থাদি] চতুর্বর্গদায়িকে) শরণ্যো (শরণযোগ্য) ত্রি-অম্বকে (ত্রিভুবনজননি বা ত্রিনয়না) গৌরি (গৌরবর্ণী, হৈমবতি) নারায়ণি (নারায়ণ-শক্তি) তে (আপনাকে) নমঃ (নন্দকার) অস্ত (হটুক) ॥ ১০

হে দেবি, আপনি কলা^১, কাষ্ঠা^২, ক্ষণমূর্ত্তাদি সূক্ষ্ম রূপে জগতের পরিণামদায়িনী (অর্থাৎ অখণ্ডকাল-দায়িনী) এবং জগতের সংহারসমর্থী শক্তিরূপিনী। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম করি। ৯

আপনি সর্বমঙ্গলস্বরূপা, সর্বাভীষ্টসাধিকা, একমাত্র শরণ-যোগ্য, ত্রিভুবন-জননী (বা ত্রিনয়না=সূর্যচন্দ্রাগ্নিলোচনা) গৌরবর্ণী^৩। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১০

* শক্তে: (প্রবৃন্তে:) ইতি বা পাঠ: ।

† সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যো ইতি বা পাঠ: ।

১ কলা=৩০ কাষ্ঠা ।

২ ১ কাষ্ঠা=১৮ নিমেষ ।

৩ অত্র শুদ্ধস্বপ্রধানা নারায়ণীর শৈবী হ ধ্বনিত ।—নাগোজী ভট্ট

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি ।

গুণাশ্রয়ে গুণময়ে* নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১১

শরণাগতদীনান্তপরিত্রাণপরায়ণে ।

সর্বস্বার্থিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১২

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি ।

কৌশান্তঃকরিকে দেবি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৩

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং (সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের) শক্তি ভূতে (শক্তি-রূপিণি) সনাতনি (নিত্য) গুণ-আশ্রয়ে (গুণের আধার) গুণময়ে (ত্রিগুণময়ি) নারায়ণি (নারায়ণ-শক্তি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্ত (হটক) ॥ ১১

দেবি (হে জননি), নারায়ণি (বৈষ্ণবি) শরণ-আগত-দীন-আন্ত-পরিত্রাণ-পর-অয়ণে (আশ্রিত, দীন ও [রোগাদি-] ক্লিষ্ট ব্যক্তির রক্ষাকারিণি) সর্বস্ব আতি-হরে (সকলের দুঃখনাশিণি) তে (আপনাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্ত (হটক) ॥ ১২

হংস-যুক্ত-বিমানস্থে (হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিত) ব্রহ্মাণী-রূপ-ধারিণি

হে দেবি, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিরূপিণী (অর্থাৎ শৈবী, বৈষ্ণবী ও ব্রাহ্মী) । আপনি সনাতনী ও ত্রিগুণের আধারভূতা (নিগুণা), অথচ ত্রিগুণময়ী । হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম । ১১

হে দেবি, আপনি শরণাগত, দীন ও আর্তগণের পরিত্রাণ-পরায়ণা (সর্বাপৎনাশিনী বা মুক্তিদায়িনী) এবং সকলের দুঃখ (জন্মমরণাদি)-নাশিনী । হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ॥ ১২

হে দেবি, আপনি ব্রহ্মাণীরূপে হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিত

* গুণাশ্রয়েঃগুণময়ি ইতি বা পাঠঃ ।

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি ।

মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৪

ময়ূরকুঙ্কটবৃতে মহাশক্তিধরেহনঘে ।

কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৫

(ব্রহ্মার শক্তিরূপা) কৌশ-অন্তঃ-করিকে ([কমণ্ডলু হইতে] কুশ দ্বারা
প্রণব-পুত) জল-সেচনকারিণি) দেবি (অধিকে) নারায়ণি (বিষ্ণুশক্তি)
তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্ত (হটুক) ॥ ১৩

ত্রিশূল-চন্দ্র-অহি-ধরে (ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র ও সর্পধারিণি) মহা-বৃষভ-
বাহিনি (মহাবৃষাক্রতা) মাহেশ্বরী-স্বরূপেণ (মহেশ্বর-শক্তিরূপিণি) নারায়ণি
(হে জগজ্জননি), তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্ত (হটুক) ॥ ১৪

ময়ূর-কুঙ্কট-বৃতে (ময়ূর ও কুঙ্কট-বেষ্টিতা) মহাশক্তি-ধরে (মহাশক্তি-
ধারিণি) অনঘে (পাপশূন্য, নিত্যশুদ্ধা) কৌমারী-রূপ-সংস্থানে (কুমারের
[কাতিকেরের] শক্তিরূপিণি) নারায়ণি (বৈকুণ্ঠি) তে (আপনাকে)
নমঃ (প্রণাম) অস্ত (হটুক) ॥ ১৫

হইয়া কমণ্ডলু^১ হইতে কুশ দ্বারা (প্রণবপুত) জল সিঞ্চন
করেন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৩

হে দেবি, আপনি ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র ও সর্প ধারণ করেন
এবং মহাবৃষ আপনার বাহন। আপনি মহেশ্বর-শক্তিরূপা।
হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৪

হে দেবি, আপনি ময়ূর-ও কুঙ্কট-বেষ্টিতা মহাশক্তি-
ধারিণী, অপাপবিদ্ধা (নিত্যশুদ্ধা) ও কুমার-শক্তিরূপিণী^২।
হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৫

১ ৮।৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২ শিবার্চনচন্দ্রিকার স্তব্রকণ্যামনুশ্রবণে ময়ূর ও কুঙ্কটকে স্বন্দের
বাহনধররূপে পূজার বিধান আছে।

শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে ।

প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৬

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধতবসুন্ধরে ।

বরাহরূপিণি শিবো নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৭

নৃসিংহরূপেণোগ্রাণে হস্তং দৈত্যান্ কৃতোত্তমে ।

ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৮

শঙ্খ-চক্র-গদা-শাঙ্গ-গৃহীত-পরম-আয়ুধে (শঙ্খ চক্র গদা ও শৃঙ্গনির্মিত ধনু [বা খড়্গ] এই চারি মহাস্ত্রধারিণী) বৈষ্ণবী-রূপে (বিষ্ণুশক্তিরূপিণি) নারায়ণি (দেবি) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) । তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্ত (হউক) ॥ ১৬

গৃহীত-উগ্র-মহাচক্রে (ভীষণ-মহাচক্রধারিণি), দংষ্ট্রা-উদ্ধত-বসুন্ধরে (দন্তদ্বারা [জলমগ্না] পৃথিবীর উদ্ধারকারিণি) বরাহ-রূপিণি (বিষ্ণুর তৃতীয় অবতারের রূপধারিণি) শিবো (মঙ্গলময়ী) নারায়ণি (দেবি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্ত (হউক) ॥ ১৭

উগ্রাণ (উগ্র, ভয়ঙ্কর) নৃ-সিংহ-রূপেণ (নরসিংহরূপে) দৈত্যান্

হে দেবি, আপনি বিষ্ণুশক্তিরূপে চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শাঙ্গ (ধনু বা খড়্গ) এই চারি মহাস্ত্র ধারণ করেন । হে নারায়ণি, আপনি প্রসন্ন হউন । আপনাকে প্রণাম । ১৬

হে দেবি, আপনি ভীষণ-মহাচক্রধারিণী এবং বরাহরূপে জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধারকারিণী । আপনি মঙ্গলময়ী । হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম । ১৭

হে দেবি, ভয়ঙ্কর নরসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া আপনি

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে ।

বৃহদ্রাণহরে চৈত্রি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ১৯

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে ।

ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ২০

বসুধাবন্ধকে) হস্তঃ (নাশ করিতে) কৃত-উত্তমে (উত্ততা, চেষ্টিতা),
মলোকা-ত্যাগ-সহিতে (ত্রিভুবন-ত্যাগকারিণি) নারায়ণি (দেবি) তে
আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক) ॥ ১৮

কিরীটিনি (মুকুটধারিণি) মহাবজ্রে (মহাবজ্রধারিণি) সহস্র-নয়ন-
জ্বলে (সহস্র চক্ষু-শোভিতা) বৃহ-প্রাণহরে (বৃহদ্রাশ্বনাশিনি) চ চৈত্রি
এবং ইন্দ্র-শক্তিরূপিণি) নারায়ণি (জগদম্বা) তে (আপনাকে) নমঃ
প্রণাম) অস্তু (হউক) ॥ ১৯

শিবদূতী-স্বরূপেণ (শিবদূতীরূপা) হত-দৈত্য-মহাবলে (বিশাল-অসুর-
নাশিনি) ঘোররূপে (ভয়ঙ্করমূর্তিধারিণি) মহা-আরাবে (মহানাদ-
কারিণি) নারায়ণি (জগজ্জননি) তে (আপনাকে) নমঃ (নমস্কার)
অস্তু (হউক) ॥ ২০

কীর্তাবিনাশে উত্ততা হইয়াছিলেন এবং আপনিই ত্রিভুবন
জয় করেন। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৮

দেবি, আপনি মুকুটযুক্তা, মহাবজ্রধারিণী, সহস্র-নয়ন-
শোভিতা, বৃহদ্রাশ্বনাশিনী এবং ইন্দ্র-শক্তিরূপা। হে
নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম। ১৯

দেবি, শিবদূতীরূপে আপনি বিশাল-অসুর-মৈত্র-নাশিনী।
আপনি ভয়ঙ্করমূর্তিধারিণী ও মহাগর্জনকারিণী। হে নারায়ণি,
আপনাকে প্রণাম। ২০

১ সহস্রনয়ন = অনন্তনয়ন।

২ বিশ্বকর্মার অপত্য বৃহ। বৃহদ্রাশ্ব-বধের কথা দেবীভাগবতে
দ্রষ্টব্য।

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে ।

চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ২১

লক্ষ্মি লজ্জা মহাবিগ্নে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে ।

মহারাত্রি মহামায়ে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ২২

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি ।

নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ ২৩

চামুণ্ডে (কানি) দংষ্ট্রা-করাল-বদনে (বিকট দন্ত নিমিত্ত ভীষণবদনা)
শিরঃ-মালা-বিভূষণে (নরমুণ্ডমালিনি) মুণ্ড-মথনে (মুণ্ডাস্ত্রনাশিনি)
নারায়ণি (দেবি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্ত (হটক) ॥ ২১

লক্ষ্মি (সুখসম্পদ্রূপিনি) লজ্জা (ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম হইতে বিমুখকারী বৃত্তি-
রূপা) মহাবিগ্নে (ব্রহ্মবিঘ্নারূপিনি) শ্রদ্ধে (আন্তিকাবুদ্ধিরূপে) পুষ্টি
(শরীরাদির বৃদ্ধি-শক্তিরূপে) স্বধে (পিতৃগণের ভূতিবিধায়ক পিতৃদানের
মন্ত্ররূপিনি) ধ্রুবে (নিত্যে, সনাতনি) মহারাত্রি (মহাপ্রলয়রূপা) মহামায়ে
(মহামোহরূপা) নারায়ণি (দেবি) তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম)
অস্ত (হটক) ॥ ২২

মেধে ([বেদাদি মোক্ষপাত্রের] তত্ত্বধারণ্যবতী বুদ্ধিরূপে) সরস্বতি
(বাগ্দেরি) বরে (শ্রেষ্ঠা) ভূতি (সত্ত্বপ্রধানা) বাভ্রবি (রজোগুণান্বিতা)

চামুণ্ডে, আপনি বিকটদন্তবিশিষ্ট-ভীষণবদনা, নরমুণ্ড-
মালিনী ও মুণ্ডাস্ত্রনাশিনী । হে নারায়ণি, আপনাকে
প্রণাম । ২১

দেবি, আপনিই লক্ষ্মী, লজ্জা, ব্রহ্মবিঘ্না, শ্রদ্ধা, পুষ্টি ও
স্বধারূপিণী (মন্ত্ররূপিণী) । আপনি নিত্যা (সনাতনী)
মহাপ্রলয়রূপা রাত্রি ও মহামোহরূপা অবিঘ্না । হে নারায়ণি,
আপনাকে প্রণাম । ২২

দেবি, আপনি মেধারূপা, বাগ্দেরী, সর্বশ্রেষ্ঠা, সাত্বিকী,

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে ।

ভয়েভ্যাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্তু তে ॥ ২৪

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্ ।

পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোহস্তু তে ॥ ২৫

আমি (তমোগুণবৃত্তা) নিয়তে (দৈবশক্তিরূপে) ঈশে (ঈশ্বরী) ভ্যঃ
আপনি (প্রসাদ (প্রসন্ন হউন) নারায়ণি (নারায়ণ-শক্তি) তে
আপনাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক) ॥ ২৩

সর্ব-স্বরূপে (সকল [কার্য ও কারণ]-রূপিণী) সর্ব-ঈশে (সর্বেশ্বরী)
সর্ব-শক্তি-সমন্বিতে (সর্বশক্তিসমিত) নঃ (আমাদিগকে) ভয়েভ্যঃ (সকল
হইতে) আহি (ত্যাগ করুন) । দেবি (নারায়ণি) দুর্গে (দুর্জেরা,
রুখিগম্যা) দেবি (মহেশ্বরী), তে (আপনাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু
হউক) ॥ ২৪

কাত্যায়নি (রবি কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূতা দেবি) তে
আপনার) এতৎ (এই) লোচনত্রয়-ভূষিতম্ (তিনয়ন-শোভিত) সৌম্যং
শান্ত) বদনং (মুখমণ্ডল) নঃ (আমাদিগকে) সর্ব-ভূতেভ্যঃ (সকল
ভৌতিক প্রাণীর উপদ্রব হইতে) পাতু (রক্ষা করুক) । তে (আপনাকে)
নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক) ॥ ২৫

বাহুসী, তামসী, দৈবশক্তি এবং ঈশ্বরী । আপনি প্রসন্ন
হউন । হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম । ২৩

দেবি, আপনি সর্ব-কার্য-ও কারণ-রূপিণী, সর্বেশ্বরী, সর্ব-
শক্তিময়ী ও দুর্জেরা । দেবি, আপনি আমাদিগকে সকল
আপদ হইতে রক্ষা করুন । হে নারায়ণি, আপনাকে
প্রণাম । ২৪

কাত্যায়নি, আপনার তিনয়নশোভিত সৌম্য বদন আমা-
দিগকে সকল ভৌতিক বিকার ও সর্বভূতের উপদ্রব হইতে
রক্ষা করুক । হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম । ২৫

আলাকরালমত্যাগ্রমশেবাস্থরসুদনম্ ।

ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোহস্ত তে ॥২৬

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ ।

সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোহনঃ সূতানিব ॥২৭

অস্থরাস্থগ্-বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ ।

শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥ ২৮

ভদ্রকালি (চণ্ডিকে), আলা-করালম্ (প্রচণ্ড নীপ্তি দ্বারা ভীষণ) অতি-
উগ্রম্ (অতি রক্ত) অশেষ-অস্থর-সুদনম্ (অসংখ্য-অস্থর-নাশক) ত্রিশূলং
(ত্রিশূল) নঃ (আমাদিগকে) ভীতেঃ (ভীতি হইতে) পাতু (রক্ষা করুক) ।
তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্তু (হউক) ॥ ২৬

দেবি (চণ্ডিকে), যা (যে) ঘণ্টা (ঘণ্টা) স্বনেন (ধ্বনি দ্বারা) জগৎ
(বিশ্ব) আপূর্য (পূর্ণ করিয়া) দৈত্য-তেজাংসি (দৈত্যগণের তেজ) হিনস্তি
(নাশ করে) সা (তাহা) অনঃ (মাতা) ইব (যেমন) সূতান্ (পুত্রগণকে)
[অশুভাৎ পাতি = অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন] নঃ (আমাদিগকে)
পাপেভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) পাতু (রক্ষা করুক) ॥ ২৭

চণ্ডিকে (দেবি), তে (আপনার) অস্থর-অস্থগ্-বসাপঙ্ক-চর্চিতঃ

হে ভদ্রকালি, প্রচণ্ডনীপ্তিমান্, অতিতীক্ষ্ণ, অসংখ্য-
অস্থরনাশক আপনার ত্রিশূল আমাদিগকে সকল প্রকার
ভয় হইতে রক্ষা করুক । আপনাকে প্রণাম । ২৬

দেবি, আপনার যে ঘণ্টাধ্বনি জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া
দৈত্যতেজ হরণ করে, তাহা—মাতা যেমন পুত্রকে অমঙ্গল
হইতে রক্ষা করেন—সেইরূপ আমাদিগকে সকল পাপ হইতে
রক্ষা করুক । ২৭

চণ্ডিকে, আপনার হস্তস্থিত তেজোময় এবং অস্থরের

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা

রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্ ।

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং

ত্বামাশ্রিতা হ্যশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥ ২৯

[অহরের রক্ত ও মেদরূপ কর্দ্দমলিপ্ত] কর-উজ্জ্বলঃ (কিরণোজ্জ্বল) খড়্গঃ (খড়া) শুভায় (কল্যাণের কারণ) ভবতু (হউক) । ত্বাং (আপনাকে) বহুন্ (আমরা) নতাঃ (প্রণাম করি) ॥ ২৮

[ত্বন্=আপনি] তুষ্টা (সন্তুষ্ট হইলে) অশেষান্ (অসংখ্য প্রকার) রোগান্ (রোগ, বিকার) অপহংসি (বিনাশ করেন) রুষ্টা তু (এক রুষ্টা [অসন্তুষ্ট] হইলে) সকলান্ (সকল) অভীষ্টান্ (বাঞ্চিত, কাম্য) কামান্ (বস্তু) [অপহংসি=বিনাশ করেন] । ত্বাম্ (আপনার) আশ্রিতানাং (আশ্রিত) নরাণাং (নরগণের) ন বিপন্ (বিপদ [হয়] না) । ত্বাম্ (আপনার) আশ্রিতাঃ হি (চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণই) আশ্রয়তাং (অন্তরে আশ্রয়-যোগ্যতা) প্রয়ান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৯

রক্তসিক্ত ও মেদলিপ্ত খড়্গ আমাদেব কল্যাণসাধন করুক ।
আপনাকে আমরা প্রণাম করি । ২৮

দেবি, আপনি সন্তুষ্ট হইলে সকল প্রকার (দৈহিক ও মানসিক) রোগ বিনাশ করেন । আবার রুষ্টা (অসন্তুষ্ট) হইলে অভীষ্ট (কাম্য) বস্তুসমূহ নাশ করেন । আপনার আশ্রিত ব্যক্তিদিগের বিপদ স্থায়ী হয় না । যাহারা আপনার চরণাশ্রিত, তাহারা অন্তরেও আশ্রয়যোগ্য হন । ২৯

এতং কৃতং যৎ কদনং ত্রয়াত্

ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্ ।

রূপৈরনেকৈব ব্রুধাত্মমূর্তিং

কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কাত্মা ॥ ৩০

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-

দ্বাত্তেষু বাক্যেষু চ কা তদন্তা ।

মমত্বগর্তেহতিমহাক্রকারে

বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥ ৩১

দেবি (অধিকে) ত্রয়া (আপনার দ্বারা) অত্ (সম্প্রতি) আত্মমূর্তিম্ (স্বীয় স্বরূপকে) অনেকৈঃ (অনেক) রূপৈঃ ([ব্রাহ্মী আদি ও কালী প্রভৃতি] মূর্তিতে) বহু-ধা (বহু প্রকারে) কৃত্বা (ধারণ করিয়া) ধর্ম-দ্বিষাং (ধর্মবিষেধী) মহাসুরাণাম্ ([শুস্তাদি] মহাসুরগণের) এতৎ (এই) যৎ (যে) কদনং (বিনাশ) কৃতম্ (করা হইল) অম্বিকে (জননি) তৎ (তাহা) অন্তা (অপর) কা (কে) প্রকরোতি (করিতে পারে) ? ৩০

বিদ্যাসু ([ঐহিক] জ্ঞানসমূহে) শাস্ত্রেষু ([মনুস্মৃত্যাদি প্রবৃ্ত্তিপর] ধর্মশাস্ত্রসকলে) বিবেক-দীপেষু (বিবেক-উৎপাদক, নিবৃ্ত্তিপর) আত্মেষু

দেবি, সম্প্রতি আপনি ব্রাহ্মী প্রভৃতি ও কালী আদি মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ বহু প্রকারে প্রকটিত করিয়া ধর্মবিষেধী মহাসুরগণের এই যে বিনাশসাধন করিলেন, অধিকে, তাহা আপনি ভিন্ন অন্য কাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে ? ৩০

দেবি, সকল ঐহিক বিদ্যায়, মনুস্মৃত্যাদি প্রবৃ্ত্তিপর ধর্মশাস্ত্রসমূহে এবং নিবৃ্ত্তিপর বেদাঙ্গবাক্যসকলে যাহুবকে

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা

যত্রারয়ো দম্ভ্যবলানি যত্র ।

দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে

তত্র স্থিতা হুং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥ ৩১

বিশ্বেশ্বরী হুং পরিপাসি বিশ্বং

বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্ !

(আদি) বাক্যে ([বেদান্ত] বাক্যসমূহে) চ (এবং) অতি-মহা-অন্ধকারে (গভীর অজ্ঞানরূপ অন্ধকারপূর্ণ) মমতা-গর্তে (ও মমতা-পূর্ণ সংসার-গর্তে) হুং-অঙ্কা (আপনি ভিন্ন অঙ্ক) কা (আর কে) অতীব (পুনঃ পুনঃ) এতৎ (এই) বিশ্বম্ (বিশ্বকে) বিভ্রামরতি (ভ্রমণ করাইতে পারে) ? ৩১

যত্র (যেখানে) রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) চ (এবং) উগ্রবিষাঃ (তীব্রবিষধর) নাগাঃ (নাগসমূহ, সর্পসকল) যত্র (যেখানে) অরয়ঃ (অরিগণ, শত্রুগণ) যত্র (যেখানে) দম্ভ্য-বলানি (দম্ভাদল) যত্র (যেখানে) দাব-অনলঃ (বনাগ্নি) তত্র (সেখানে) তথা (এবং) অব্ধি-মধ্যে (সমুদ্রমধ্যে) স্থিতা (অবস্থিতা হইয়া) হুং (আপনি) বিশ্বম্ (বিশ্বকে) পরিপাসি (পরিপালন করেন) ॥ ৩২

বিশ্ব-ঈশ্বরী (বিশ্বের ঈশ্বরী) হুং (আপনি) বিশ্বং (বিশ্বকে) পরিপাসি (পরিপালন করেন) । [হুং=আপনি] বিশ্ব-আত্মিকা (বিশ্বরূপা) ইতি

আপনি ভিন্ন আর কে প্রবর্তিত করে ? দেবি, গভীর অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ও মমতাপূর্ণ সংসারগর্তে মানুষকে আপনি বাতীত আর কে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইতে পারে ? ৩১

যেখানে রাক্ষস, যেখানে তীব্র বিষধর সর্প, যেখানে শত্রু ও দম্ভাদল এবং যেখানে দাবানল সেখানে ও সমুদ্রমধ্যে— সর্বত্র আপনি সদা বিরাজিতা থাকিয়া বিশ্ব পরিপালন করেন । ৩২

হে জগদীশ্বরী, আপনি বিশ্ব পরিপালন করেন । আপনি

বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি

বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥ ৩৩

দেবি প্রসাদ পরিপালয় নোহরিভীতেঃ

নিত্যং যথাস্বরবধাদধুনৈব সতঃ ।

পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়ান্তু

উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥ ৩৪

(এই হেতু) বিশ্বম্ (বিশ্বকে) ধারয়নি (ধারণ করেন)। ভবতী (আপনি) বিশ্ব-ইশ-বন্দ্যা (ত্রাসাদির বন্দনীয়) যে (যাঁহারা) ত্বয়ি (আপনাতো) ভক্তি-নম্রাঃ (ভক্তিভরে প্রণত) [তে=তাঁহারা] বিশ্ব-আশ্রয়াঃ (বিশ্বের আশ্রয়স্থল) ভবন্তি (হন) ॥ ৩৩

দেবি (অধিকে), প্রসাদ (প্রসন্ন হউন)। যথা (যেক্রমে) অধুনা (সম্প্রতি) সতঃ এব (ক্ষণমাত্রেই) অস্বর-বধাৎ (অস্বরবধ দ্বারা) [নঃ পালিতবতী=আমাদিগকে রক্ষা করিলেন] [তথা=সেইরূপ] নিত্যং (সদা) নঃ (আমাদিগকে) [ইতঃপরঃ=ভবিষ্যতেও] অরি-ভীতেঃ (শত্রুভয় হইতে) পরিপালয় (রক্ষা করুন) সর্ব-জগতাংশ্চ (ও সমস্ত জগতের) পাপানি (পাপসকল) উৎপাত-পাক-জনিতাংশ্চ (ও অধর্মের পরিণামে উৎপন্ন) মহা-উপসর্গান্ ([দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি] মহা উপদ্রব) আশু (শীঘ্র) শমং (উপশম, নাশ) নয় (করুন) ॥ ৩৪

বিশ্বরূপা, আপনি বিশ্ব ধারণ করেন। আপনি ত্রাসাদিরও বন্দনীয়। যাঁহারা ভক্তিপূর্বক আপনার শরণাগত হন, তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয়স্থল হন। ৩৩

[ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সর্বদা অবস্থান করেন। সুতরাং ভক্তের শরণাগত হইলেই ভগবানের আশ্রয়গ্রহণ করা হয়]।

দেবি, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। সম্প্রতি অস্বর-মাত্রই আপনি যেক্রমে অস্বরনাশ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্থিহারিণি ।

ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥ ৩৫

দেব্যাচ । ৩৬

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ ।

ত্বং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকঃ ॥ ৩৭

দেবি (জননি) বিশ্ব-আর্তি-হারিণি (জগতের দুঃখনাশিণি), ত্বং (আপনি) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) । ত্রৈলোক্য-বাসিনাম্ (ত্রিভুগদ্বাসি-গণের) ইড্যে (আরাধ্যে) প্রণতানাং (প্রণত) লোকানাং (জনগণের প্রতি) বর-দা (বরদাত্রী) ভব (হউন) ॥ ৩৫

দেবী (চণ্ডিকা) উবাচ (বলিলেন)—সুর-গণাঃ (হে দেবগণ), অহং (আমি) বর-দা (বরদামে উচ্ছতা) । জগতাম্ (জগতের) উপকারকম্

করিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতেও আপনি সর্বদা আমাদিগকে শত্রুভয় হইতে রক্ষা করিবেন । দেবি, আপনি কৃপা করিয়া জগতের সমস্ত পাপ এবং অধর্মের^১ পরিণামে উৎপন্ন হুতিক^২ ও মহামারী প্রভৃতি উপদ্রবসকল শীঘ্র নাশ করুন । ৩৪

হে বিশ্বার্থিহারিণি দেবি, আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন । ত্রিভুবনবাসিগণের আরাধ্যা দেবি, আপনার চরণে প্রণত জনগণের প্রতি আপনি বরদা হউন । ৩৫

দেবী বলিলেন—দেবগণ, আমি তোমাদিগের প্রতি

^১ হুতিক, মহামারী প্রভৃতি ব্যাপক উপদ্রব প্রকৃতির নিয়মে উৎপন্ন হয়—এইরূপ অনেকে মনে করেন । কিন্তু এই সকল ব্যাপক উপদ্রব অধর্মের পরিণামজাত কুফল । ক্রীতচর্যাপাঠ ও অগজজনীর উপাসনায় এইসকল উপদ্রব প্রশমিত হয় ।

দেবা উচুঃ । ৩৮

সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্থাত্মিলেশ্বরী ।

এবমেব ত্বয়া কার্যমশ্বদৈরিবিনাশনম্ ॥ ৩৯

দেবুবাচ । ৪০

বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে ।

শুভো নিশুভ্তশৈবাত্মাবুৎপৎস্বতে মহাসুরৌ ॥ ৪১

(হিতকর) ষং (যে) বরং (বর) মনসা (মনে মনে) ইচ্ছং (ইচ্ছা কর)
বৃদ্ধং (প্রার্থনা কর) তং (তাহা) প্রযচ্ছামি (প্রদান করিব) ॥ ৩৬-৩৭

দেবাঃ (দেবগণ) উচুঃ (বলিলেন)—অখিল-ঈশ্বরী (বিবেশ্বরী)
ত্রৈলোক্য (ত্রিভুবনের) সর্ব-আ-বাধা-প্রশমনম্ (সকল সমাক্ বিশ্বের
শাস্তিকর) অশ্বৎ-বৈরি-বিনাশনম্ (আমাদিগের শত্রুনাশ) এবম্ এব
(এই প্রকারেই) ত্বয়া (আপনার) কার্যম্ (করণীয়) ॥ ৩৮-৩৯

দেবী (চণ্ডিকা) উবাচ (বলিলেন)—বৈবস্বতে (বৈবস্বত মনুর)
অন্তরে (অধিকারকালে) অষ্টাবিংশতিমে (অষ্টাবিংশতিতম, ২৮তম)
যুগে ([চারি] যুগ) প্রাপ্তে (উপস্থিত হইলে) শুভঃ (শুভাহর) নিশুভ্তঃ
চ (ও নিশুভ্তাহর) অশ্বৌ (অপর) মহাসুরৌ এব (মহাসুরণ্য)
উৎপৎস্বতে (উৎপন্ন হইবে) ॥ ৪০-৪১

বরদানে উত্ততা হইয়াছি । জগতের কল্যাণার্থে যে বর
তোমাদের ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা কর । আমি তাহাই প্রদান
করিব । ৩৬-৩৭

দেবগণ প্রার্থনা করিলেন—অখিলেশ্বরী, আপনি এখন
আমাদের শত্রুবিনাশ দ্বারা যেরূপ ত্রিভুবনের সকল বিশ্বের
প্রশমন করিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতেও করিবেন । ৩৮-৩৯

দেবী বলিলেন—বৈবস্বত মনুর অধিকারসময়ে (মপ্তম
মবন্তরে) অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক চতুর্যুগে (কলি ও দ্বাপরের

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা ।
 ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিষ্ণ্যাচলনিবাসিনী ॥ ৪২
 পুনরপ্যতিরৌদ্ৰেণ রূপেণ পৃথিবীতলে ।
 অবতীৰ্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিভাংস্ত দানবান্ ॥ ৪৩
 ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিভান্ মহাসুরান্ ।
 রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ ॥ ৪৪

নন্দ-গোপ-গৃহে (নন্দগোপের গৃহে) যশোদা-গর্ভ-সম্ভবা (যশোদার গর্ভে কস্তারূপে) জাতা (জাত হইয়া) বিষ্ণ্য-অচল-নিবাসিনী (বিষ্ণ্য পর্বতে অবস্থানপূর্বক) ততঃ (তখন) তৌ (সেই দুইটি [অশুর]-কে) নাশয়িষ্যামি (নাশ করিব) ॥ ৪২

পুনঃ অপি (পুনরায়) অতিরৌদ্ৰেণ (অতি উগ্র) রূপেণ (মূর্তিতে) পৃথিবী-তলে (পৃথিবীতে) অবতীৰ্য (অবতীর্ণ হইয়া) বৈপ্র-চিভান্ তু (বিপ্রচিভিবংশীয়) দানবান্ (দানবগণকে) হনিষ্যামি (বধ করিব) ॥ ৪৩
 তান্ (সেইসকল) উগ্রান্ (উগ্র, ঘোর) বৈপ্র-চিভান্ (বিপ্রচিভি-মূর্তিতে) শুস্ত ও নিশুস্ত নামক অন্য মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে । ৪০-৪১

নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে^১ জন্মগ্রহণপূর্বক বিষ্ণ্যাচলে অবস্থান করিয়া আমি সেই অশুরদ্বয় নাশ করিব । ৪২

পুনরায় আমি অতি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়া বিপ্রচিভিবংশীয় দানবগণকে বধ করিব । ৪৩

সেই সকল উগ্রস্বভাব বিপ্রচিভিবংশীয় অশুরগণকে

১ ইনি নন্দাদেবী নামে খ্যাতা এবং মহালক্ষ্মীর অংশভূতা । মূর্তিরস্তর ১-৩ স্তোকে নন্দাদেবীর স্বরূপ বর্ণিত । ত্রীমদভাগবতে ইনি যোগমায়া নামে অভিহিতা । কংস ইহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ইনি আকাশে উষিতা হইয়া কংসবধের দৈববাণী করেন ।—ভাগবত, ১০।২।২৯

ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যালোকে চ মানবাঃ ।

স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্ঠ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥ ৪৫

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনন্তসি ।

মুনিভিঃ সংস্তুতা * ভূমৌ সন্তুবিষ্ঠ্যাম্যযোনিজা ॥ ৪৬

বংশীয়) মহাহরান্ (মহাহরণগণকে) ভক্ষয়ন্ত্যা চ (ভক্ষণের কালে)
[মন=আমার] দন্তাঃ (দন্তসকল) দাড়িমী-কুস্থম-উপমাঃ (ডালিম-
ফুলের মত) রক্তাঃ (রক্তবর্ণ) ভবিষ্ঠ্যন্তি (হইবে) ॥ ৪৫

ততঃ (এইজন্ত) মাং (আমাকে) স্বর্গে (স্বর্গলোকে) দেবতাঃ
(দেবতাগণ) মর্ত্যালোকে চ (ও পৃথিবীতে) মানবাঃ (মানবগণ) স্তুবন্তঃ
(স্তুব করিতে করিতে) সততং (সদা) রক্তদন্তিকাম্ (রক্তদন্তিকা নামে)
ব্যাহরিষ্ঠ্যন্তি (কীর্তন করিবে) ॥ ৪৫

ভূয়ঃ চ (পুনরায়) শত-বার্ষিক্যঃ (শতবর্ষব্যাপী) অনাবৃষ্ট্যাম্ (অনা-
বৃষ্টিতে) মুনিভিঃ (মুনিগণ কর্তৃক) সংস্তুতা (সংস্তুতা হইয়া) অনন্তসি

ভক্ষণ করিবার সময়ে আমার দন্তসকল (রক্তলেপহেতু)
দাড়িমকুস্থমের মত রক্তবর্ণ হইবে। ৪৫

এইজন্ত স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্যে মানবগণ স্তুব করিবার
সময় আমাকে সতত রক্তদন্তিকা^১ নামে কীর্তন করিবে। ৪৫

(বস্তুতঃ ইহার কেশাঘৃণাদি সর্বাঙ্গই রক্তবর্ণ বলিয়া ইনি
রক্তচামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধা। ইনি কালীর অংশভূতা)।

পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিহেতু পৃথিবী জনশূন্য
হইলে মুনিগণের স্তুবে আমি অযোনিসম্ভবা হইয়া আবির্ভূতা
হইব। ৪৬

(এইরূপে তিনি পার্বতীদেহাবির্ভূতা হইয়াছিলেন।)

* সংস্তুতা ইতি বা পাঠঃ ।

১ মূর্তিরহস্তের ৪-১১ স্নোকে রক্তদন্তিকা দেবীর স্বরূপ বর্ণিত ।

ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন ।

কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥ ৪৭

ততোহহমখিলং লোকমাশ্রদেহসমুদ্ভবৈঃ ।

ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥ ৪৮

(জলপূজা) ভূমৌ (পৃথিবীতে) অ-যোনি-জা ([কর্মফলাধীন মানুষের
যত] যোনিজাত না হইয়া) সন্তবিষ্যামি (আবির্ভূতা হইব) ॥ ৪৬

ততঃ (তখন) যৎ (যেহেতু) নেত্রাণাং (নয়নসকলের) শতেন
(একশত দ্বারা) মুনীন (মুনিগণকে) নিরীক্ষিষ্যামি (নিরীক্ষণ করিব)
ততঃ (সেইহেতু) মনু-জাঃ (মানবগণ) মাং (আমাকে) শত-অক্ষীম্
(শত-নয়না) ইতি (বলিয়া) কীর্তয়িষ্যন্তি (কীর্তন করিবে) ॥ ৪৭

সুরাঃ (হে দেবগণ), ততঃ (অনন্তর) অহম্ (আমি) আশ্র-দেহ-
সমুদ্ভবৈঃ (নিজদেহজাত) প্রাণ-ধারকৈঃ (জীবনরক্ষক) শাকৈঃ ([পত্রাদি]
শাক দ্বারা) আবৃষ্টেঃ (বৃষ্টি পর্যন্ত) অখিলং (সমগ্র) লোকম্ (জগৎ)

তখন স্তবকারী মুনিগণকে শতনয়নে নিরীক্ষণ করিব ।
সেইজন্য মানবগণ আমাকে শতাক্ষী^১ বলিয়া কীর্তন
করিবে ॥ ৪৭

হে দেবগণ, অনন্তর আমি নিজদেহজাত জীবনধারক
পত্রাদি শাক^২ দ্বারা যতদিন না বৃষ্টি হয়, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র

১ শতাক্ষী=অনন্তনয়না, কারণ সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু ।

এখানে শত-শব্দ অনন্তবাচী ।

২ শাক দশ প্রকার যথা—

পত্রমূলকরোরাএকলকাণ্ডাহিরুদ্রকাঃ ।

অক্ পুষ্পং কবকং চেতি শাকং দশবিধং স্মৃতম্ ॥

পত্র, মূল, মরুদেশস্থ বৃক্ষবিশেষ, অগ্র, ফল, কাণ্ড, অহিরুদ্রক, অক, পুষ্প,
কবক—এই দশ প্রকার শাক ।

শাকস্তরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্ত্রাম্যহং ভুবি ।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্ ॥ ৪৯

দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ।

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃতা হিমাচলে ॥ ৫০

ভরিষ্যামি (পালন করিব) । তদা (তখন) অহং (আমি) ভুবি (পৃথিবীতে) শাকস্তরী ইতি (শাকস্তরী নামে) বিখ্যাতিং (খ্যাতি) যাস্ত্রামি (লাভ করিব) ॥ ৪৮-৪৯

তত্র এব চ (আর তখন, শাকস্তরী-অবতারে) দুর্গম-আখ্যং (দুর্গম নামক) মহাসুরম্ (মহাসুরকে) বধিষ্যামি (বধ করিব) । তং (এইজন্য)

জগৎ পালন করিব । তখন পৃথিবীতে আমি শাকস্তরী^১ নামে বিখ্যাত হইব । ৪৮-৪৯

(লক্ষ্মীতন্ত্রমতে বৈবস্বত মন্বন্তরে চত্বারিংশত্যম [৪০তম] যুগে পার্বতীর অংশে নীলবর্ণা শতাক্ষী শাকস্তরী^২ দেবীর অবতার হইবে) ।

আর সেই সময় (শাকস্তরী অবতারে) দুর্গম নামক

১ শতাক্ষী, শাকস্তরী প্রভৃতি দেবীর স্থান কৃষ্ণাবেণী ও তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের মধ্যভাগে মহালক্ষ্মী পর্বতের দ্রবৎ পূর্বে প্রসিদ্ধ ।—সুশ্রবতী ।

লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

শাকস্তরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা ।

উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকেশা চ পার্বতী ।

শাকস্তরীঃ স্তবন ধায়ন্ শত্রু সংপূজয়ন্ নমন্ ।

অক্ষয়ামশ্রুতে ভূতিমন্নং পানং শুভাস্তরে ॥

শতাক্ষী শাকস্তরী দেবীই দুর্গা, উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকেশা ও পার্বতী নামে খ্যাতা । হে ইন্দ্র ! শাকস্তরীকে স্তব, ধ্যান, পূজা ও অগ্ন্যম করিলে অল্প কন্মে অক্ষয় অন্ন, পান ও ঐশ্বর্য লাভ হয় ।

২ শাকস্তরী দেবীর স্বরূপ মূর্তিরহস্তের ১২-১৭ শ্লোকে বর্ণিত ।

রক্ষাংসি ক্ষয়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ।

তদা মাং মুনয়ঃ সৰ্বে স্তোষ্যন্ত্যানত্ৰমূর্তয়ঃ ॥ ৫১

ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ।

যদারুণাখ্যৈস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি ॥ ৫২

মে (আমার) নাম (নাম) দুর্গাদেবী ইতি (দুর্গাদেবী বলিয়া) বিখ্যাতং
(বিখ্যাত) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ৫১-৫০ ।

পুনশ্চ (পুনরায়) যদা (যখন) হিম-অচলে (হিমালয় পর্বতে)
অহং (আমি) ভীমং (ভয়ঙ্কর) রূপং (মূর্তি) কৃত্বা (ধারণ করিয়া)
মুনীনাং (মুনিগণের) ত্রাণ-কারণাৎ (পরিত্রাণহেতু) রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ)
ক্ষয়িষ্যামি (বিনাশ করিব) তদা (তখন) সৰ্বে (সমস্ত) মুনয়ঃ (মুনিগণ)
অনত্ৰ-মূর্তয়ঃ (নতদেহে) মাং (আমাকে) স্তোষ্যন্তি (স্তব করিবেন) ।
তৎ (এইজন্ত) মে (আমার) নাম (নাম) ভীমাদেবী ইতি (ভীমাদেবী
বলিয়া) বিখ্যাতং (বিখ্যাত) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ৫০-৫২
যদা (যখন) অরুণ-আখ্যঃ (অরুণ নামক অশ্বর) ত্রৈলোক্যে (ত্রিভুবনে)

মহাস্বরকে বধ করিব বলিয়া আমি দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধা
হইব । ৫১-৫০

পুনরায় যখন হিমালয়ে আমি ভীমামূর্তি ধারণপূর্বক
মুনিগণের সংরক্ষণের জন্ত রাক্ষস বিনাশ করিব তখন
মুনিগণ প্রণতদেহে আমার স্তব করিবেন । এইজন্ত আমি
ভীমাদেবী নামে বিখ্যাত হইব । ৫০-৫২

যখন অরুণাস্বর ত্রিভুবনে মহা বিঘ্ন উৎপাদন করিবে

১ লক্ষীতন্ত্রমতে বৈবস্বত মহাস্বরের পঞ্চাশত্তম (৫০তম) চতুর্ঘুণে
কালীর অংশে নীলবর্ণা ভীমা দেবীর অবতার হইবে । মূর্তিরহস্তের ১৮-১৯
মোকে ভীমা দেবীর স্বরূপ বর্ণিত ।

তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাহসংখ্যষট্‌পদম্ ।

ত্রৈলোক্যস্ত হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্ ॥ ৫৩

ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সৰ্বতঃ ।

ইথাং যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিষ্যতি ॥ ৫৪

মহাগাধাং (মহাবিঘ্ন) করিষ্যতি (উৎপাদন করিবে) তদা (তখন) অহম্ (আমি) অসংখ্যষট্‌পদম্ (অসংখ্যভ্রমরবিশিষ্ট) ভ্রামরং (ভ্রমরসদৃশ) রূপং (আকৃতি) কৃত্বা (ধারণ করিয়া) ত্রৈলোক্যস্ত (ত্রিভুবনের) হিত-
অর্থায় (কল্যাণের নিমিত্ত) মহাসুরম্ (মহাসুরকে) বধিষ্যামি (বধ করিব)
তদা চ (এবং তখন) লোকাঃ (সকল লোক) সৰ্বতঃ (সৰ্বত্র) মাং (আমাকে) ভ্রামরী ইতি (ভ্রামরী নামে) স্তোষ্যন্তি (স্তুব করিবে) ॥ ৫২-৫৪

ইথাং (এই প্রকার) যদা (যখন) যদা (যখন) দানব-উথা (দানব-
উদ্ভূত) বাধা (বিঘ্ন, উৎপীড়ন) ভবিষ্যতি (হইবে) তদা (তখন) তদা

তখন আমি অসংখ্যভ্রমরবিশিষ্ট (ভ্রমরসদৃশ) আকৃতি ধারণ-
পূর্বক ত্রিভুবনের মঙ্গলহেতু মহাসুরকে বধ করিব । এইজন্ত
সকলে সৰ্বত্র আমাকে ভ্রামরী^১ নামে স্তুব করিবে । ৫২-৫৪

এই প্রকারে যখনই দানবগণের প্রাচুর্ভাববশতঃ বিঘ্ন

^১ স্মৃতিরহস্তের ২০-২১ শ্লোকে ভ্রামরী দেবীর স্বরূপ বর্ণিত । লক্ষ্মী-
তন্ত্রনতে বৈবস্বত মন্বন্তরে ষষ্টিতম (৬০তম) চতুর্যুগে কালীর অংশে ভ্রামরীর
অবতার হইবে । রক্তদন্তিকা দি দেবীর ছয়টি অবতার ভবিষ্যতে হইবে ।

তদা তদাবতীৰ্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে
দেবীমাহাত্ম্যে নারায়ণীস্তুতির্নাম
একাদশোহধ্যায়ঃ ।

(তখন) অহম্ (আমি) অবতীৰ্য (অবতীর্ণ হইয়া) অরি-সংক্ষয়ম্
(শত্রুনাশ) করিষ্যামি (করিব) ॥ ৫৪-৫৫

উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবিভূতা^১ হইয়া দেব-শত্রু
অসুরগণকে বিনাশ করিব ।^২ ৫৪-৫৫

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবর্ণিমন্ত্রর অধিকার-
মন্তব্য দেবী-মাহাত্ম্যানুবাদে নারায়ণীস্তুতি-
নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

^১ এলম্বা তুলঙ্গা, একবীরা, যোগলানি নামে— । এই সকল নাম
পুরাণের অষ্টশতদেবীতীর্থমালাশ্লোক অধ্যায়ে গণিত ।

^২ গীতোক্ত ভগবৎ-প্রতিজ্ঞার নত এই দেবীবাক্য ভক্তগণকে আশস্ত
করে ।

উত্তর চরিত্র

দ্বাদশ অধ্যায়

ধ্যান

বিদ্যাদামসমপ্রভাং মৃগপতি-স্কন্ধ-স্থিতাং ভীষণাং
কন্থাভিঃ করবাল-খেট-বিলসন্ধস্তাভিরাসেবিতাম্ ।
* হস্তৈশ্চক্রধরালি-খেট-বিশিখাং চাপং গুণং তর্জনীং
বিভ্রাণামনলাগ্নিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে ॥

বিদ্যাৎ-দাম-সম-প্রভাং (বিদ্যাংমালার ন্যায় প্রভাময়ী) মৃগ-পতি-স্কন্ধ-
স্থিতাং (সিংহপৃষ্ঠে আকৃতা) ভীষণাং (ভয়ঙ্করী) করবাল-খেট-বিলসং-
হস্তাভিঃ (করবাল ও খেট-শোভিত-হস্তযুক্তা) কন্থাভিঃ (কন্থা- [শক্তি-
গণ কর্তৃক) আসেবিতাম্ (সেবিতা) হস্তৈঃ (বহু হস্তে) চক্র-ধরালি-খেট-
বিশিখান্ চাপং গুণং তর্জনীং † (চক্র, ধরালি, খেট, বিশিখসমূহ, চাপ,
গুণ ও তর্জনীমূত্রা) বিভ্রাণাম্ (ধারিণী) অনল-আগ্নিকাং (জ্যোতির্ময়ী)
শশিধরাং (ললাটে চন্দ্রকলা-শোভিতা) ত্রি-নেত্রাং (ত্রিনয়না) দুর্গাং
(দুর্গাকে) ভজে (ভজনা করি) ॥

বিদ্যাদামতুল্যপ্রভাময়ী, সিংহারূঢ়া, ভীষণা, খড়্গা ও
খেট-ধৃত-হস্তযুক্তা কন্থাগণ (মাতৃকাগণ) কর্তৃক সেবিতা,
হস্তে চক্র, ধরালি, খেট (ঢাল), বিশিখসমূহ, চাপ, গুণ ও
তর্জনীমূত্রাধারিণী, শশিধরা, অনলস্বরূপা, ত্রিনেত্রা দুর্গাদেবীর
ভজনা করি ।

* হস্তৈশ্চক্রধরালিখেট ইতি অন্তঃ পাঠঃ । † তর্জনকারিণী বা ।

উত্তর চরিত্র

দ্বাদশ অধ্যায়—ভগবতীবাচ্য

দেব্যাচ । ১

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোম্যতে যঃ সমাহিতঃ ।

তস্মাহং সকলাং বাধাং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্* ॥ ২

মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনম্ ।

কীর্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্ বধং শুশ্রুনিশুশ্রয়োঃ ॥ ৩

দেবী (জগদম্বা) উবাচ (বলিলেন)—যঃ চ (এবং যে) এভিঃ (এই) স্তবৈঃ (স্তবসমূহ দ্বারা) সমাহিতঃ [সন্] (একাগ্রচিত্ত, অনন্তমনা হইয়া) মাং (আমাকে) নিত্যং (নিত্য) স্তোম্যতে (স্তব করিবে) অহং (আমি) তস্ম (তাহার) সকলাং (সকল) বাধাম্ ([ঐহিক ও পারত্রিক] বিঘ্ন) মদংশয়ম্ (নিঃসন্দেহে) নাশয়িষ্যামি (বিনাশ করিব) ॥ ১-২

যে (বাহারা) এক-চেতসঃ (একাগ্রচিত্তে) মধু-কৈটভ-নাশং (মধু ও কৈটভ-বধ) মহিষাসুর-ঘাতনম্ চ (ও মহিষাসুরবধ) তৎ-বৎ (সেইরূপ)

চণ্ডী দেবী বলিলেন—যে ব্যক্তি এই সকল স্তব দ্বারা সমাহিতচিত্তে নিত্য আমার স্তব করিবে, আমি তাহাকে ঐহিক ও পারত্রিক সকল বিপদ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত করিব । ১-২

যাহারা একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণ ও শুক্লরূপের অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দশী তিথিতে মধুকৈটভ-বধ, মহিষাসুর-বধ এবং সেইরূপ

* শময়িষ্যামি ইতি বা পাঠঃ ।

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাকৈকচেতসঃ ।

শ্রোয়ান্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৪

ন তেষাং দ্রুতং কিঞ্চিং দ্রুততোথা ন চাপদঃ ।

ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্ ॥ ৫

শত্রুতো ন ভয়ং তস্ম দশ্যতো বা ন রাজতঃ ।

ন শত্রানলতোয়ৌঘাং কদাচিৎ সন্তুবিষ্যতি ॥ ৬

শুভ-নিশুভয়োঃ (শুভ ও নিশুভের) বধঃ (বধ) যে চ (এবং) যাহারা)
মম চ (আমার) উত্তমম্ (উত্তম, উৎকৃষ্ট) মাহাত্ম্যম্ (মহিমাশ্রুত লীলা,
চরিত্র) অষ্টম্যাং (অষ্টমতে) নবম্যাং চ (ও নবমতে) চতুর্দশ্যাং চ (ও
চতুর্দশীতে) ভক্ত্যা (ভক্তিনহ) কীর্তয়িস্থিতি (কীর্তন [পাঠ] করিবে)
শ্রোয়ান্তি এব (শ্রবণও করিবে) ॥ ৩-৪

তেষাং (তাহাদের) কিঞ্চিং (কোনও) দ্রুতং (পাপ) ন ভবিষ্যতি
(হইবে না) চ (এবং) দ্রুত-উথা (পাপজনিত) আপদঃ (বিপদ) ন
([হইবে] না) দারিদ্র্যং (দরিদ্রতা, নির্ধনতা) ন ([হইবে] না)
ইষ্ট-বিয়োজনম্ চ এব (এবং প্রিয়বিয়োগও) ন ([হইবে] না) ॥ ৫

তস্ম (তাহার) শত্রুতঃ (শত্রু হইতে) ভয়ং (ভয়) ন সন্তুবিষ্যতি
(হইবে না) ; দশ্যতঃ (দশ্য হইতে) বা রাজতঃ (বা রাজা হইতে)

শুভনিশুভ-বধ ভক্তিপূর্বক পাঠ করিবে বা পাঠে অসমর্থ
হইলে আমার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে—৩-৪

তাহাদের কোন পাপ থাকিবে না এবং পাপজনিত
বিপদ, দারিদ্র্য ও প্রিয়বিয়োগ হইবে না । ৫

চণ্ডীর পাঠক বা শ্রোতার শত্রু, দশ্য বা রাজা হইতে

তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ।

শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥ ৭

উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্ ।

তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥ ৮

ন ([ভয়] হইবে না) ; কদাচিৎ (কখনও) শত্রু-অনল-তোদ্র-ওঘাৎ (শত্রু, অগ্নি ও জলপ্রবাহ হইতে) ন ([ভয়] হইবে না) ॥ ৬

তস্মাৎ (সেই হেতু) মম (আমার) এতৎ (এই) মাহাত্ম্যং (মাহাত্ম্য) সদা (নিত্য) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) সমাহিতৈঃ (একাগ্রচিত্তে) পঠিতব্যং (পাঠ করা উচিত) শ্রোতব্যং চ (এবং শ্রবণ করা উচিত) । হি (যেহেতু) তৎ (তাহা) পরং (শ্রেষ্ঠ) স্বস্তি-অয়নং (কল্যাণের মার্গ, মঙ্গলজনক) ॥ ৭

মম (আমার) মাহাত্ম্যং (মাহাত্ম্য) মহামারী-সমুদ্ভবান্ (মহামারী-সংক্রামক ব্যাপক ব্যাধি) জাত (জাত) অশেষান (অসংখ্য, সর্বপ্রকার) উপসর্গান্ তু (উপদ্রবও) তথা (এবং) ত্রি-বিধম্ ([আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক] তিন প্রকার) উৎপাতং (আকস্মিক দুর্ঘটনা) শময়েৎ (শমন, নিবারণ করে) ॥ ৮

এক শত্রু, অগ্নি ও জলপ্রবাহ হইতে কখনও কোন বিপদের আশঙ্কা হইবে না । ৬

অতএব আমার এই মাহাত্ম্য সমাহিতচিত্তে নিত্য ভক্তিপূর্বক পাঠ বা শ্রবণ করা কর্তব্য । কারণ তাহা অতিশয় মঙ্গলজনক । ৭

আমার মাহাত্ম্য মহামারীজনিত সর্বপ্রকার উপদ্রব এবং

যত্রৈতৎ পঠ্যতে সমাঙ্ নিত্যমায়তনে মম ।

সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্ ॥৯

বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্ষে মহোৎসবে ।

সর্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চাৰ্যং শ্রাব্যমেব চ ॥ ১০

যত্র (যে) আয়তনে (গৃহে) মম (আমার) এতৎ (ইহা, এই
মাহাত্ম্য) নিত্যম্ (প্রতিদিন) সমাক্ (সম্যাক্রূপে, বিগুহুভাবে,
অর্থাবধারণপূর্বক) পঠ্যতে (পঠিত হয়) তৎ (তাহা, সেই গৃহ)
ন বিমোক্ষ্যামি (ত্যাগ করিব না) । তত্র (তথায়) সদা (সর্বদা) মে
(আমার) সান্নিধ্যং (সন্নিধি, অবস্থিতি) স্থিতম্ (থাকে) ॥ ৯

বলি-প্রদানে ([দেবোদ্দেশে পুণ্যাদি] উপহারদানে) পূজায়াম্
([গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা দেবতার] অর্চনাতে) অগ্নি-কার্ষে (যজ্ঞ-হোমাদিতে)
মহা-উৎসবে ([বিবাহাদি] বিশিষ্ট শুভকর্মে) মম (আমার) এতৎ
(এই [তিনটি]) সর্বং (সমগ্র) চরিতম্ (মাহাত্ম্য) উচ্চাৰ্যং (পাঠ
করিবে) চ শ্রাব্যম্ এব (বা শ্রবণ করিবে) ॥ ১০

আধ্যাত্মিক,^১ আধিভৌতিক^২ ও আধিদৈবিক^৩ এই ত্রিবিধ
উৎপাতও^৪ নিবারণ করে । ৮

আমার এই মাহাত্ম্য যে গৃহে নিত্য যথোক্তপ্রকারে^৫
অর্থাবধারণপূর্বক পঠিত হয়, সেই গৃহ আমি কখনও ত্যাগ
করি না । পরন্তু তথায় আমি সর্বদা অবস্থান করি । ৯

বলিদানে, দেবতার পূজায়, যজ্ঞ ও হোমাদিতে এবং

১ জরাদি শারীরিক ব্যাধি ও মানসিক রাগদ্বৈবাতি ।

২ ভূতপ্রেতাদিজনিত ভয় ও প্রমাদাদি ।

৩ দৈবকৃত বজ্রপাত ও দারিদ্র্যাদি ।

৪ শুভবতী টীকার মতে দিবা, ভৌম ও আন্তরিক উৎপাত ত্রিবিধ ।

৫ বারাহীতন্ত্রোক্ত-চণ্ডীপাঠ-বিধি এই গ্রন্থের প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে ।

জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্ ।

প্রতীচ্ছিষ্টাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতাম্ ॥ ১১

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী ।

তস্তাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং ব্রহ্মা ভক্তিসমম্বিতং ॥ ১২

তথা (আরও) জানতা ([পূজাবিধি] জানিরা) বা অজানতা অপি
বা না জানিয়াও) কৃতাম্ ([চণ্ডীপাঠপূর্বক] কৃত) বলি-পূজাং
[বলি সহিত পূজা] তথা (এবং) কৃতম্ (কৃত, অনুষ্ঠিত) বহ্নি-হোমং
[অগ্নিতে অদন্ত আহুতি] প্রীত্যা (প্রীতির সহিত) অহং (আমি)
প্রতীচ্ছিষ্টামি (গ্রহণ করিব) ॥ ১১

শরৎ-কালে (শরৎ ঋতুতে) চ (ও [বসন্ত ঋতুতে]) [শুক্রা-
নবরাত্রিতে] যা (যে) বার্ষিকী (বার্ষিক) মহাপূজা (দুর্গোৎসব)
ক্রিয়তে (কৃত হয়) তস্তাং (তাহাতে, সেই দুর্গাপূজায়) মম (আমার)
এতৎ (এই) মাহাত্ম্যং (মাহাত্ম্য, চরিত্র) .ভক্তি-সমম্বিতঃ (ভক্তিযুক্ত
হইয়া) ব্রহ্মা (ব্রহ্মণ করিলে) মনুষ্যঃ (মানুষমাত্রেই) মৎ-প্রসাদেন
পূত্রজন্ম-বিবাহাদি মহোৎসবে আমার এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ-
রূপে^১ পাঠ ও শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য । ১০

আমার মাহাত্ম্য-পাঠের পর বিধিপূর্বক বা অবিধিপূর্বক
অনুষ্ঠিত বলিদানসহকারে পূজা এবং আমার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত
হোমাদি আমি প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি । ১১

শরৎকালে[ও বসন্তকালে](শুক্রা প্রতিপদ হইতে নব^২-

১ একদেশ-পাঠে ছিত্রতা হয় ।

২ নবরাত্রে তু দেবেশি দেবীভাগবতং পাঠেৎ ।

অপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিতঃ ॥—পদ্মপুরাণ

অর্থাৎ, মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন—‘দেবেশি, নবরাত্রিতে দেবী-
ভাগবত পাঠ করিবে এবং সংযমপূর্বক শুদ্ধচিত্তে সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ
করিবে।’

সর্বাধাবিনিমুক্তো ধনধান্যসুতাবিতঃ ।

মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

ঋদ্ধা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ ।

পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥ ১৪

রিপবঃ সংক্ষয়ং যাস্তি কল্যাণকোপপত্ততে ।

নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণুতাম্ ॥ ১৫

(আমার অনুগ্রহে) সর্ব-আবাধা-বিনিমুক্তঃ (সর্ব বিঘ্ন হইতে মুক্ত হইয়া)
ধন-ধান্য-সুত-অবিতঃ (ধন, ধান্য ও পুত্রাদি-যুক্ত) ভবিষ্যতি (হইবে)
ন সংশয়ঃ (সন্দেহ নাই) ॥ ১২-১৩

মম (আমার) এতৎ (এই) মাহাত্ম্যং (চরিত্র) তথা চ (এবং)
শুভাঃ (সকলকর) উৎপত্তয়ঃ ([ব্রাহ্মী প্রভৃতি রূপে আমার] উৎপত্তি,
আবির্ভাব) যুদ্ধেষু চ (ও সকল যুদ্ধে) পরাক্রমঃ ([আমার] বিক্রম)
ঋদ্ধা (শূন্য) পুমান্ (মানুষ) নির্ভয়ঃ (ভয়শূন্য) জায়তে (হয়) ॥ ১৪

মম (আমার) মাহাত্ম্যং (চরিত্র) শৃণুতাং (শ্রবণকারী) পুংসাং

রাত্রি) যে বাৎসরিক^১ দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে আমার
এই মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিলে মানুষ আমার
কৃপায় নিরাপদে ধনধান্যপুত্রাদিলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ
নাই। ১২-১৩

আমার এই মাহাত্ম্য-কথা এবং ব্রাহ্মী প্রভৃতি রূপে
আমার শুভাবির্ভাববৃত্তান্ত এবং সকল যুদ্ধে আমার
অমিতবিক্রমের বিষয় শ্রবণ করিয়া মানুষ ভয়মুক্ত হয়। ১৪

যাহারা আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করে তাহাদের

১ দেবীশাগবতাদিতে উক্ত পূজাই অসিদ্ধ।

শাস্তিকর্মণি সর্বত্র তথা হৃঃস্বপ্নদর্শনে ।

গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥ ১৬

উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ ।

হৃঃস্বপ্নঞ্চ নৃভিদৃষ্টং সূক্ষ্মমুপজায়তে ॥ ১৭

(নরগণের) রিপবঃ (রিপুগণ, শত্রুসকল) সংস্রবঃ (বিনাশ) য় স্তি (হয়)
কলাণং চ (ও কলাণ) উৎপত্ততে (উৎপন্ন হয়) কুলং চ (ও বংশ)
বলতে (আনন্দিত হয়) ॥ ১৫

সর্বত্র (সকল প্রকার) শাস্তি-কর্মণি ([রোগাদি-নিবারণার্থ
ব্যত্যাগাদি] শাস্তিজনক কর্মে) তথা (এবং) হৃঃস্বপ্ন-দর্শনে (অশুভ
স্বপ্নদর্শনে) চ (এবং) উগ্রাসু (উগ্র, দারুণ) গ্রহ-পীড়াসু ([শনি, রাহু
প্রভৃতি] গ্রহগণ দ্বারা পীড়িত হইলে) মন (আমার) মাহাত্ম্যং (চরিত)
শৃণুয়াং (শ্রবণ করিবে) ॥ ১৬

উপসর্গাঃ ([রোগাদি] উপদ্রব) চ (এবং) দারুণাঃ (বিষম)
গ্রহ-পীড়াঃ (গ্রহজনিত ক্রেশ) শমং (নিবৃতি) যান্তি (হয়) চ (এবং)
নৃভিঃ (মনুষ্যগণ কর্তৃক) দৃষ্টং (দৃষ্ট) হৃঃস্বপ্নং (অনিষ্টহৃৎক স্বপ্ন) সূ-স্বপ্নম্
(সূক্ষ্মপ্নে, শুভ স্বপ্নে) উপজায়তে (পরিণত হয়) ॥ ১৭

শত্রুকুলধ্বংস হয়, কলাণলাভ হয় এবং বংশের উন্নতি
হয় । ১৫

সকল প্রকার শাস্তিকর্মে, হৃঃস্বপ্ন-দর্শনে কিংবা গ্রহ-
পীড়াসময়ে আমার মাহাত্ম্যপাঠ শ্রবণ করিবে । ১৬

এই মাহাত্ম্যপাঠে বা শ্রবণে রোগাদি উপসর্গ ও
গ্রহজনিত দারুণ ক্রেশ বিনষ্ট হয় এবং মনুষ্যকর্তৃক দৃষ্ট-হৃঃস্বপ্ন
সূক্ষ্মপ্নে পরিণত হয়, অর্থাৎ হৃঃস্বপ্ন কুল প্রদান না করিয়া
সূক্ষ্ম প্রদান করে । ১৭

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্ ।

সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ॥ ১৮

দুর্ভুতানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্ ।

রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥ ১৯

সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ।

পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ॥ ২০

বাল-গ্রহ-অভিভূতানাং ([কুমারতন্ত্রে উক্ত] বালকদিগের পীড়াদায়ক ডাকিনী ও পুতনাদি দ্বারা আনিষ্ট) বালানাং (শিশুগণের) শান্তি-কারকম্ (রক্ষাকারক) সংঘাত-ভেদে চ (এবং ঐক্যভঙ্গে, মৈত্রীবিচ্ছেদে) নৃণাং (নরগণের) উত্তমম্ (উৎকৃষ্ট) মৈত্রী-করণম্ (মিত্রতাহাপক) ॥ ১৮
অশেষাণাং (সমস্ত) দুর্ভুতানাম্ (দুঃচরিতসকলের, অনিষ্টকারিগণের) পরং (অতিশয়) বল-হানি-করং (বল-নাশক), পঠনাং এব (পাঠ দ্বারাই) রক্ষো-ভূত-পিশাচানাং (রক্ষ, ভূত ও পিশাচগণের) নাশনম্ [ভবতি] (বিনাশ হয়) ॥ ১৯

মম (আমার) এতৎ (এই) সর্বং (সমগ্র) মাহাত্ম্যং (চরিত) মম (আমার) সন্নিধি-কারকম্ (নৈকটা-সাধক) । অহনিশম্ (দিবা-রাত্রি)

আমার এই মাহাত্ম্যপাঠে বা শ্রবণে (কুমারতন্ত্রে প্রসিদ্ধ) ডাকিনী ও পুতনাদি বালগ্রহ দ্বারা আক্রান্ত শিশুগণের শান্তিলাভ হয় এবং মানুষের বন্ধু-বিচ্ছেদে উত্তমরূপে পুনর্মিলন ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় । ১৮

আমার এই মাহাত্ম্যসমূহ দুর্ভুতগণের বলনাশ করে এবং কেবলমাত্র এই সকলের পাঠ দ্বারাই রক্ষা, ভূত ও পিশাচগণ অপসৃত হয় । ১৯

আমার এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে পাঠক

বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীযৈরহর্নিশম্ ॥
 অষ্টৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা । ২১
 প্রীতির্মে ক্রিয়তে সান্নিহ সকুৎ সূচরিতে শ্রুতে ॥
 শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি । ২২

উক্তমৈঃ (শ্রেষ্ঠ) পশু-পুষ্প-অর্ঘ্য-ধূপৈঃ চ (পশু [বলি], পুষ্প, অর্ঘ্য ও ধূপ দ্বারা) তথা (এবং) গন্ধ-দীপৈঃ (গন্ধ ও প্রদীপ দ্বারা) বিপ্রাণাং (বিপ্রগণের, ব্রাহ্মণগণের) ভোজনৈঃ (ভোজনের দ্বারা) হোমৈঃ ([অগ্নিতে বিধিपूर्বক] যুতাহুতিদান দ্বারা) প্রোক্ষণীযৈঃ ([পঞ্চামৃতাदि] অভিষেকদ্রব্য দ্বারা) চ (এবং) অষ্টৈঃ (অষ্টাশ্চ) বিবিধৈঃ (নানাবিধ) ভোগৈঃ (উপচার) প্রদানৈঃ (প্রদান দ্বারা) বৎসরেণ (এক বৎসরে) মে (আমার) বা (যে) প্রীতিঃ (প্রসন্নতা) ক্রিয়তে (জন্মে) সা ('তাহা, সেই প্রীতি) অস্মিন্ (এই) সূ-চরিতে (মাহাত্ম্য) সকুৎ (একবার মাত্র) শ্রুতে (শ্রবণ করিলে) [উপপত্তে=লাভ হয়] ॥ ২০-২২

যম (আমার) জন্মনাং ([মহাকালী প্রভৃতি] অবতারসমূহের) কীর্তনং (পাঠ) শ্রুতং (বা শ্রবণ) পাপানি (পাপরাশি) হরতি (হরণ করে) তথা (এবং) আরোগ্যং (রোগমুক্তি, সুস্থতা) প্রযচ্ছতি (প্রদান

বা শ্রোতা আমার সান্নিধ্য লাভ করে। উক্তম পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ, প্রদীপ, হোম, পঞ্চামৃতাदि বিবিধ অভিষেক-দ্রব্য ও অষ্টাশ্চ উক্তম উপচার-প্রদান এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনাदि দ্বারা দিব্যরাত্রি এক বৎসর পূজা করিলে আমি যেরূপ প্রসন্ন হই, একবারমাত্র আমার এই মাহাত্ম্য-শ্রবণে আমি সেইরূপ প্রীতিলভ করি। ২০-২২

(মহাকালী প্রভৃতি রূপে) আমার আবির্ভাবসমূহ কীর্তন

রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্তনং মম ॥

যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে হৃষ্টদৈত্যানিবর্হণম্ । ২৩

তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥

যুগ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ । ২৪

করে) ভূতেভ্যঃ ([প্রভু-পিশাচাদি] ভূতগণ হইতে) রক্ষাং (রক্ষা) করোতি (করে) ॥ ২২-২৩

যুদ্ধেষু ([অহরগণের সহিত] যুদ্ধসমূহে) হৃষ্ট-দৈত্যা-নিবর্হণম্ (হুরাঙ্গা অহরগণের বিনাশবিষয়ক) মে (আমার) যং (যে) চরিতং (মাহাত্ম্য) তস্মিন্ (তাহা) শ্রুতে (শ্রবণে) পুংসাং (মানুষগণের) বৈরি-কৃতং (শত্রুজনিত) ভয়ং (ভয়) ন জায়তে (জন্মে না) ॥ ২৩-২৪

যুগ্মাভিঃ (তোমাদের দ্বারা) যাঃ চ (যে-সকল) স্তুতয়ঃ (স্তুতি) কৃতাঃ (কৃত) ব্রহ্ম-র্ষিভিঃ চ (ও [হ্রমেধাদি] ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক) ব্রহ্মণা চ (ও ব্রহ্মা কর্তৃক) যাঃ (যে সকল) [স্তুতি] কৃতাঃ (কৃত [উচ্চারিত

ও শ্রবণ পাপহরণ ও আরোগ্য প্রদান করে এবং পিশাচাদি ভূতগণ হইতে রক্ষা করে । ২২-২৩

যুদ্ধসমূহে হৃষ্ট-দৈত্যা-বিনাশক আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে কাহারও শত্রুভয় জন্মে না । ২৩-২৪

তোমরা যে-সকল স্তুতি করিয়াছ এবং হ্রমেধাদি ব্রহ্মর্ষি-গণ ও ব্রহ্মা যেসমস্ত স্তব করিয়াছেন সেইসকল স্তব^১

- ১ ক) ১ম অধ্যায়োক্ত ব্রহ্মা কর্তৃক স্তব 'ওং স্বাহা...' ইত্যাদি ।
- খ) ৪র্থ অধ্যায়োক্ত শক্রাদি-স্তুতি 'দেব্যা যয়া...' ইত্যাদি ।
- গ) ৫ম অধ্যায়োক্ত দেবগণকৃত স্তব 'নমো দেবৈঃ...' ইত্যাদি ।
- ঘ) ১১শ অধ্যায়োক্ত নারায়ণীস্তুতি 'দেবি প্রণম্যতিহরে...' ইত্যাদি ।

বৃক্ষণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্* ॥

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ । ২৫

দম্ব্যভির্বা বৃতঃ শূন্তে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ ॥

সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ । ২৬

রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোহপি বা ॥

আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্গবে । ২৭

হইয়াছে) তাঃ তু (সেই সকল) শুভাং (শুভ, হেয়ঃ) মতিম্ (মতি, মুক্তি) প্রযচ্ছন্তি (প্রদান করে) ॥ ২৪-২৫

অরণ্যে (বনে) দাব-অগ্নি-পরিবারিতঃ (বনাগ্নিদ্বারা বেষ্টিত) প্রান্তরে বা অপি (বা পাঠেও) দম্ব্যভিঃ (দম্ব্যগণ দ্বারা) বা বৃতঃ (বেষ্টিত) বা শূন্তে অপি (বা নির্জন স্থানেও) শত্রুভিঃ (শত্রুগণ কর্তৃক) গৃহীতঃ (ধৃত হইলে) বনে বা (বনে বা জঙ্গলে) বন-হস্তিভিঃ (বন্য হস্তিগণ কর্তৃক) সিংহ-ব্যাঘ্র-অনুযাতঃ বা (সিংহ ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক গণ্যকৃত হইলে) বা ক্রুদ্ধেন (বা ক্রুদ্ধ) রাজ্ঞা (রাজা কর্তৃক) বধ্যাঃ (বধ্যার্থ) বাজ্ঞপ্তঃ (আনিষ্ট হইলে) বন্ধ-গতঃ অপি বা (বা কারাবদ্ধ হইলেও) —২৫-২৭

বা মহা-অর্গবে (বা মহাসাগরে) পোতে (জলখানে) স্থিতঃ পাঠে বা অবগে শুভ মতি লাভ হয় (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হয়) । ২৪-২৫

অরণ্যে বনাগ্নিবেষ্টিত হইলে বা প্রান্তরে দম্ব্যগণ কর্তৃক পরিবৃত হইলে বা জনশূন্য স্থানে অসহায়ভাবে শত্রুগণ কর্তৃক ধৃত হইলে বা জঙ্গলে বন্য হস্তী, সিংহ বা ব্যাঘ্রগণ কর্তৃক অনুযাতিত হইলে বা ক্রুদ্ধ রাজা কর্তৃক কারাবদ্ধ বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, ২৫-২৭

বা মহাসমুদ্রে জলখানে অবস্থানকালে প্রবল বায়ু দ্বারা

* মতিম্ ইতি বা পাঠঃ

পতংসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভূশদারুণে ॥

সর্বাধাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দিতোহপি বা । ২৮

স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥

মম প্রভাবাৎ সিংহাত্মা দন্তবো বৈরিগন্তথা । ২৯

দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম । ৩০

(অবস্থিতিকালে) বাতেন (প্রবল বায়ু দ্বারা) আঘূর্ণিতঃ (আকুলিত হইলে) ভূশ-দারুণে (অতি ভয়ঙ্কর) সংগ্রামে (যুদ্ধে) বা শস্ত্রেষু (অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ) পতংসু অপি ([দেহে] পতিত হইলেও) ঘোরাসু (অতি উৎকট) সর্ব-আধাধাসু (মহা বিপদসমূহে) বা বেদনা-অভ্যর্দিতঃ অপি (বা) ব্যাধায় প্রসীড়িত হইলে) মম (আমার) এতৎ (এই) চরিতং (মাহাত্ম্য) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) নরঃ (মানুষ) সঙ্কটাৎ (সংকট হইতে) মুচ্যেত (মুক্ত হয়) ॥ ২৭-২৯

মম (আমার) প্রভাবাৎ (প্রভাবে, শক্তিতে) সিংহ-আত্মাঃ (সিংহাদি [হিংস্রজন্তু]) দন্তবঃ (দন্ত্যগণ) তথা (এবং) বৈরিগঃ (বৈরিগণ, শত্রুগণ) মম (আমার) চরিতং (মাহাত্ম্য) স্মরতঃ (সদা স্মরণকারী ব্যক্তি) দূরাৎ এব (দূরেই) পলায়ন্তে (পলায়ন করে) ॥ ২৯-৩০

বিঘূর্ণিত হইলে, বা অতি ঘোরযুদ্ধে শস্ত্রপাত হইলে, বা উপযুপরি দারুণ বিপদ ঘটিলে বা ব্রণবিক্ষোভকাদি মহাপীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, মানুষ আমার এই মাহাত্ম্য স্মরণমাত্রই সমস্ত সংকট হইতে মুক্ত হয় । ২৭-২৯

যে ব্যক্তি আমার এই মাহাত্ম্য সদা স্মরণ করে, আমার প্রভাবে সিংহাদি হিংস্র জন্তু, দন্ত্য ও শত্রুগণ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে । ২৯-৩০

ঋষিরূবাচ । ৩১

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা ।

পশ্চতামেব দেবানাং তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥ ৩২

তেহপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা ।

যজ্ঞভাগভুজঃ সর্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥ ৩৩

দৈত্যশ্চ দেব্যা নিহতে গুপ্তে দেবরিপৌ যুধি ।

জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্মহোৎসেহতুলবিক্রমে ॥ ৩৪

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (বলিলেন)—ইতি (এইরূপে) উক্ত্বা (বলিয়া) চণ্ড-বিক্রমা (দারুণপরাক্রমা) ভগবতী (সর্বশক্তিমতী) সা (সেই) চণ্ডিকা (দেবী) পশ্চতাম্ (দর্শনকারী) দেবানাম্-এব (দেবতা-গণের সম্মুখেই) তত্র এব (সেই স্থানেই) অন্তঃ-অধীয়ত (অন্তর্হিতা হইলেন) ॥ ৩১-৩২

বিনিহত-অরয়ঃ (শত্রুকুলধ্বংস হইলে) তে . (সেই) সর্বে (সকল) দেবাঃ অপি (দেবতাগণও) নিঃ-আতঙ্কাঃ (নির্ভয় হইয়া) যথা পুরা (পূর্ববৎ) যজ্ঞ-ভাগ-ভুজঃ (যজ্ঞভাগ ভোগপূর্বক) স্ব-অধিকারান্ (স্ব স্ব অধিকারানুযায়ী) চক্রুঃ (কার্য করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৩

মহা-উৎসে (অতি উৎকৃত) অতুল-বিক্রমে (প্রবল-পরাক্রমে) জগৎ-বিধ্বংসিনি (বিশ্বনাশী) মহাবীর্যে (মহাবীর) তস্মিন্ (সেই) দেব-রিপৌ

মেধা ঋষি বলিলেন—এই বলিয়া ভীষণ-বিক্রমশালিনী ভগবতী চণ্ডিকা দর্শনকারী দেবতাগণের সম্মুখেই অন্তর্হিতা হইলেন । ৩১-৩২

শত্রুগণ বিনষ্ট হইলে দেবতাগণও নির্ভয়ে পূর্ববৎ স্ব স্ব অধিকার গ্রহণপূর্বক যজ্ঞভাগ ভোগ করিয়া কার্য করিতে লাগিলেন । ৩৩

অতি উগ্র অতুলশক্তি ত্রিলোকবিনাশী মহাবীর দেব-

নিশুস্তে চ মহাবীৰ্যে শেবাঃ পাতালমায়যুঃ ॥ ৩৫

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ ।

সমুয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥ ৩৬

তয়েতন্মোহতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে ।

সাহাচিচিতা * চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥ ৩৭

(দেবশক্র) শুস্তে (শুস্ত) নিশুস্তে চ (ও নিশুস্ত) দেব্যা (দেবী কর্তৃক) যুদ্ধি (যুদ্ধে) নিহতে (নিহত হইলে) শেবাঃ (অবশিষ্ট) দৈত্যঃ চ (দৈত্যগণ) পাতালম্ (পাতালে) আয়যুঃ (প্রবেশ করিল) ॥ ৩৪-৩৫

ভূ-প (হে রাজা, হে স্বরথ), সা (সেই) ভগবতী (পরমেশ্বরী) দেবী (চণ্ডিকা) নিত্যাপি (নিত্যা [জন্মমৃত্যুরহিতা] হইয়াও) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) এবং (এইরূপে) সমুয় (আবির্ভূতা হইয়া) জগতঃ (জগতের) পরিপালনম্ (পরিপালন) কুরুতে (করেন) ॥ ৩৬

তরা (তাহার দ্বারা) এতৎ (এই) বিশ্বং (জগৎ) মোহতে (মোহাচ্ছন্ন হয়) । সা এব (তিনিই, দেবীই) বিশ্বং (জগৎ) প্রসূয়তে (প্রসব করেন) । সা (তিনি) সাহাচিচিতা (নিকামভাবে আরাধিতা হইলে) বিজ্ঞানং (আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান) তুষ্টা চ ([সকাম উপাসনা দ্বারা] পরিভুষ্টা হইলে) ঋদ্ধিং (ঐর্ষ্য) প্রযচ্ছতি (প্রদান করেন) ॥ ৩৭

শত্রুদ্বয় শুস্ত ও নিশুস্ত দেবী কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে অবশিষ্ট অসুরগণ প্রাণভয়ে পাতালে প্রবেশ করিল । ৩৪-৩৫

হে ভূপ, সেই ভগবতী দেবী নিত্যা (জন্মাদিশূন্য) হইয়াও পুনঃ পুনঃ এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া জগতের পরিপালন করেন । ৩৬ (১৬৪-৬৫ মন্ত্র স্রষ্টব্য)

সেই দেবীই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও তাহার দ্বারাই এই জগৎ মায়া-মুগ্ধ হয় । তাহাকে নিকামভাবে আরাধনা করিলে

* সা সাহাচিচিতা ইতি বা পাঠঃ ।

ব্যাপ্তং ত্যৈতং সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর ।

মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥ ৩৮

সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টিৰ্ভবত্যজ্ঞা ।

স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥ ৩৯

মনু-জ-ঈশ্বর (হে নরপতি, হে হুগুধ), মহাকালে (মহাপ্রলয়ের সময়) তয়া (সেই) মহামারীস্বরূপয়া (মহামৃত্যুরূপা) মহাকাল্যা (মহাকালী কর্তৃক) এতৎ (এই) সকলং (সমগ্র) ব্রহ্ম-অণ্ডং (বিশ্ব) ব্যাপ্তং (পরিব্যাপ্ত হয়) ॥ ৩৮

সা (তিনি) অজ্ঞা (জ্ঞান-রহিতা) সনাতনী এব (নিত্য হইয়াও) কালে (সৃষ্টিকালে) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টিশক্তিরূপে) ভবতি (প্রকাশিতা হন) । সা এব (তিনিই) [স্থিতিকালে] ভূতানাং (সর্বভূতের) স্থিতিং (স্থিতি, পালন) করোতি (করেন) । সা এব (তিনিই) কালে (প্রলয়ে) মহামারী (সংহাররূপা) [ভবতি=হন] ॥ ৩৯

তিনি অযাচিতভাবে^১ ভগ্নজ্ঞান দান করেন এবং তাঁহাকে সকাম উপাসনা দ্বারা পরিতুষ্টা করিলে তিনি ঐশ্বর্য প্রদান করেন । ৩৭

হে নরেশ্বর, প্রলয়কালে সেই দেবী মহাকালী মহামারীরূপে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করেন । ৩৮

সেই জ্ঞানরহিতা সনাতনী দেবীই সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপে (ব্রহ্মারূপে) প্রকাশিতা হন, তিনিই স্থিতিসময়ে স্থিতিশক্তিরূপে (বিষ্ণুরূপে) পালন করেন এবং তিনিই প্রলয়কালে সংহাররূপ (শিবরূপ) ধারণ করেন । ৩৯

১ স্বর্ষি মার্কণ্ডেয়ের এই বাক্যে বেদান্তসিদ্ধান্তই ধ্বনিত হইতেছে ।
মুখা—অমৈবৈষ বৃণুতে তেন লভাঃ ।—কঠোপনিষৎ (১।২।২৪)

অর্থাৎ যাহাকে ইনি (পরমাত্মা) বরণ করেন, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) লাভ করেন ।

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীবৃদ্ধিপ্রদা গৃহে ।

সৈবাতাবে তথালক্ষ্মীবিনাশায়োপজায়তে ॥ ৪০

স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈধূপগন্ধাদিভিস্তুতা ।

দদাতি বিত্তং পুত্ৰাংশ্চ মতিং ধৰ্মে গতিং শুভাম্ ॥৪১

ইতি শ্ৰীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবৰ্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-

মাহাত্ম্যে ফলস্তুতিৰ্নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

স। এব (তিনিই) ভব-কালে (সম্পৎসময়ে, বৈভবকালে) নৃণাং (নরগণের) গৃহে (গৃহে) বৃদ্ধি-প্রদা (সমৃদ্ধিদায়িনী) লক্ষ্মীঃ (লক্ষ্মীৰূপিনী) তথা (এবং) স। এব (তিনিই) অতাবে (বিপৎকালে, দুঃসময়ে) বিনাশায় (বিনাশার্থ) অলক্ষ্মীঃ (অলক্ষ্মীৰূপে) উপজায়তে (আবিৰ্ভূতা হন) ॥ ৪০

পুষ্পৈঃ (পুষ্প) ধূপ-গন্ধ-আদিভিঃ (ধূপ ও গন্ধাদির দ্বারা) সংপূজিতা (সমাকরূপে পূজিতা হইলে) তথা (এবং) স্তুতা (স্তুতা হইলে) [দেবী] বিত্তং (ধন) পুত্ৰান্ (পুত্ৰাদি) চ (এবং) ধৰ্মে (পরমার্থবিষয়ে) মতিং (বুদ্ধি) শুভান্ (শুভ) গতিং (গতি) দদাতি (প্রদান করেন) ॥ ৪১

তিনিই হুসময়ে লক্ষ্মীৰূপে হুখ-সমৃদ্ধি দান করেন এবং তিনিই আবার দুঃসময়ে অলক্ষ্মীৰূপে বিনাশার্থ দুঃখদারিদ্ৰ্যাদি দান করেন । ৪০

গন্ধ-পুষ্প-ধূপদীপাদি উপচারে দেবীর পূজা ও স্তুত করিলে তিনি ধনপুত্ৰাদি, ধৰ্মে মতি ও শুভ গতি প্রদান করেন । ৪১

শ্ৰীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত সাবৰ্ণিমন্ত্ৰ অধিকারসম্বন্ধীয়

দেবীমাহাত্ম্যাহ্বাদে চণ্ডীপাঠের ফলস্তুতি-

নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

উত্তর চরিত্র

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্যান

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ভাং ত্রিলোচনাম্ ।

পাশাকুশবরাভীতীধারয়ন্তীং শিবাং ভজে ॥

বাল-অর্ক-মণ্ডল-আভাসাং (নবোদিত সূর্যমণ্ডলের তুল্য আভাযুক্তা)
চতুঃ-ভাং ত্রি-লোচনাম্ (চারিহস্ত ও নয়নত্রয়সংযুক্তা) পাশ-অকুশ-বর-
অভীতী-ধারয়ন্তীং ([চারিহস্তে] পাশ ও অকুশ নামক আয়ুধদ্বয় এবং
বর ও অভয় নামক মুদ্রাযুগলধারণকারিণী) শিবাং (শিবাকে, মঙ্গল-
সঙ্গীকে) [অহম্=আমি] ভজে (ভজনা [ধ্যান] করি) ॥

সদ্য উদিত সূর্যমণ্ডলের তুল্য প্রভাময়ী, চতুর্ভুজা ও
লোচনত্রয়শোভিতা, চারিহস্তে পাশ ও অকুশনামক আয়ুধ-
যুগল এবং বর ও অভয় নামক মুদ্রাধরধারিণী মঙ্গলময়ী
জগদম্বাকে আমি ধ্যান করি ।

উত্তর চরিত্র

ত্রয়োদশ অধ্যায়— দেবীর বরপ্রদান

ঋষিরূবাচ ॥ ১

এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।

এবংপ্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ২

বিদ্যা তথৈব * ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়ায়া ।

তয়া হমেষ বৈশ্বশ্চ তথৈবান্তো বিবেকিনঃ ॥ ৩

ঋষিঃ ([মেধা] ঋষি) উবাচ (কহিলেন)—ভূ-প (হে রাজন, হে স্বরথ),
এতৎ (এই) উত্তমম্ (উত্তম, সর্বার্থসাধক) দেবী-মাহাত্ম্যম্ (দেবীমহিমা)
তে (তোমাকে) কথিতং (কথিত হইল) । সা (সেই) দেবী (চণ্ডী দেবী)
এবং-প্রভাবা (এইরূপ মহিমাবিত্তা) যয়া (যাহার দ্বারা) ইদং (এই)
জগৎ (বিশ্ব) ধার্যতে (বিধৃত [ধৃত] হয়) ॥ ১-২

ভগবৎ-বিষ্ণু-মায়ায়া (ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াশক্তির দ্বারা) তথা এব
(সেইরূপে) বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) ক্রিয়তে (উৎপাদিত হয়) তয়া এব

মেধা ঋষি বলিলেন—হে স্বরথ, তোমাকে এই
সর্বার্থসাধক দেবীমাহাত্ম্য বলিলাম । সেই দেবী ঐদৃশ
প্রভাবাবিত্তা । তিনিই নিখিল বিশ্ব ধারণ করেন । ১-২

সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই আবার তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন ।

* তথৈব ইতি অন্তঃ পাঠঃ ।

মোহান্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেম্বস্তি চাপরে ।

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্ ॥ ৪

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ ৫

(তাহার [মহানায়ার] দ্বারাই) তম্ (তুমি, স্বরূপ) চ এবং (এবং এই) বৈশ্বঃ (বৈশ্ব, সমাধি) তথা (এবং) অস্ত্রে (অস্ত্রাচ্ছ) বিবেকিনঃ (বিবেকিগণ, বিবেকান্তিম্যানিগণ, নৌকিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ) মোহিতাঃ (মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে) তথা (সেইরূপ) অপরে এব চ (অপর [অবিবেকি-গণ] ও) মোহান্তে (মোহগ্রস্ত হইতেছে) চ (এবং) মোহম্ (মোহ, মিথ্যাক্রান) এম্বস্তি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৩-৪

মহারাজ (হে মহারাজ, হে স্বরূপ), তাম্ (সেই) পরম-ঈশ্বরীম্ (পরমেশ্বরীর, মহানায়ার) শরণম্ (শরণ, আশ্রয়) উপ-এহি (প্রাপ্ত হও, গ্রহণ কর) । সা এব (তিনিই, মহাদেবীই) আরাধিতা (আরাধিতা, পূজিতা হইলে) নৃণাং (নরগণকে, মনুষ্যগণকে) ভোগ-স্বর্গ-অপবর্গ-দা ([ইহলোকে] ভোগ, [পরলোকে] স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করেন) ॥ ৪-৫

তিনিই* তোমাকে, এই বৈশ্বকে এবং অস্ত্রান্ত বিবেকান্তিম্যানী পণ্ডিতগণকে পূর্বে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ অপর অবিবেকিগণকে সম্প্রতি মোহগ্রস্ত করিতেছেন এবং উত্তর-কালেও মোহযুক্ত করিবেন । ৩-৪

হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীই শরণাগত হও ।* তাঁহাকে ভক্তিপূর্বক আরাধনা করিলে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গস্থ ও মুক্তিপ্রদান করিবেন । ৪-৫

১ অব্যক্তং ব্যক্তরূপেণ রজঃস্বতমোগুণৈঃ ।

বিতজ্যা স্বার্থঃ কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোমগতে ।—কালিকাপুরাণ, ৩।৫৮ । অর্থাৎ, যিনি অব্যক্তকে স্ব স্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনভাবে ব্যক্তরূপে বিস্তৃত করিয়া প্রয়োজনসিদ্ধি করেন, তাহার নাম বিষ্ণুমায়া ।

২ চণ্ডীতেও গীতার দ্বায় শরণাগতি উপদিষ্ট ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ৬

ইতি তস্ম বচঃ শ্রদ্ধা সুরথঃ স নরাধিপঃ* । ৭

প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং সংশিতব্রতম্ ॥

নিবিগ্নোহতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ । ৮

মার্কণ্ডেয়ঃ (মার্কণ্ডেয় [মুনি]) উবাচ (বলিলেন)—মহামুনে (হে মহামুনি, হে ভাগুরি), অতি-মমত্বেন (অধিক মমতা [মোহ] হেতু) রাজ্য-অপহরণেন চ (এবং [শত্রু কর্তৃক] রাজ্য অপহরণের দ্বারা) নিবিগ্নঃ [সন্] (নির্বৈদগ্ধ্য, বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া) সঃ (সেই) নর-অধিপঃ (রাজা) সুরথঃ (সুরথ) চ (এবং) সঃ (সেই) বৈশ্বঃ (সমাদি) তস্ম (তাহার, মেধা মুনির) ইতি (এইরূপ) বচঃ (বাক্য, উপদেশ) শ্রদ্ধা (শুনিয়া) সংশিতব্রতম্ (তীব্রনিয়মনিষ্ঠ, কঠোর ব্রতচারী) তম্ (সেই) মহাভাগম্ (মহাত্মা) তমৃষিং (ঋষিকে, মেধাকে) প্রণিপত্য (প্রণাম করিয়া) সগঃ (তখনই) তপসে (তপস্তার জন্ত, দেবীর আরাধনার নিমিত্ত) জগাম (গমন করিলেন) ॥ ৬-৯

[শ্রীভগবতীৰ শরণাগতিই শ্রেষ্ঠ সাধন। শিশু যেমন সরলভাবে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে জননীর উপর নির্ভর করে সেইরূপ সর্বতোভাবে জগদম্বার শরণাপন্ন হইয়া তাহার উপাসনা করিলে তিনি ভক্তকে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্ভগ প্রদান করেন।]

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন—হে মহামুনি ভাগুরি, রাজ্য সুরথ শত্রুকর্তৃক রাজ্যাপহরণ জন্ত এবং সমাদি নামক বৈশ্ব পুত্র-মিত্র-কলত্রাদিতে অধিক মমতা* ছেদন নিমিত্ত

* কত্রিয়র্ঘভঃ ইতি বা পাঠঃ।

১ মমতা=অস্বাস্থ্যবহ অধাবসার। —চতুর্থী। স্বীয়জাধ্যবসার —নাগোজী।

জগাম সত্যস্তপসে স চ বৈশ্বো মহামুনে ॥

সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ । ৯

স চ বৈশ্বস্তপস্তেপে দেবীমুক্তং পরং জপন্ ।

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্ ॥১০

সঃ (সেই সুরথ) বৈশ্বঃ চ (এবং বৈশ্ব, সমাধি) অম্বায়াঃ ([জগতের] অথার, যাতার) সন্দর্শন-অর্থম্ (সম্যক্ দর্শনলাভের জন্য) নদী-পুলিন-সংস্থিতঃ (নদী-তীরে অবস্থানপূর্বক) পরং (শ্রেষ্ঠ) দেবীমুক্তং (দেবীমুক্ত) জপন্ (জপ করিতে করিতে) তপঃ (তপস্তা) তেপে (আচরণ করিলেন) ॥ ৯-১০

তৌ (তাঁহারা উভয়ে) তস্মিন্ (সেই) পুলিনে (নদীর তটে) দেব্যাঃ

বৈরাগাবান্ হইয়া^১ মেধা ঋষির এইরূপ উপদেশ-শ্রবণানন্তর কঠোর ব্রতনিষ্ঠ মহাভাগ সেই ঋষিকে প্রণতিপূর্বক সেই-ক্ষেণেই দেবীর আরাধনার্থ গমন করিলেন । ৬-৯

সুরথ ও সমাধি জগন্মাতার সমাগ দর্শনলাভমানসে নদী-তীরে অবস্থানপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ দেবীমুক্তপাঠ^২ ও তাহার ভাবার্থ অধ্যয়ন করিতে করিতে তপস্তারত হইলেন । ৯-১০

সুরথ ও সমাধি উভয়ে সেই নদীতটে দুর্গাদেবীর মূর্ত্তয়ী

১ সমাধির প্রকৃত বিষয়-বৈরাগ্য হইয়াছিল বলিয়াই তিনি জগজ্জননীৰ নিকট মুক্তি (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রার্থনা ও লাভ করেন । কারণ, বৈরাগ্যই মুক্তিলাভের প্রধান সহায় । সুরথ সংসারে বিরক্ত হন নাই, সেজন্য তিনি দেবীর নিকট নষ্টরাজ্য প্রার্থনা ও লাভ করেন ।

২ লক্ষ্মীতন্ত্র ও নাগোগীতট-টীকামতে শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চমাধ্যায়োক্ত ‘নমো দেব্যা’ ইত্যাদি স্তুতিই দেবীমুক্ত । অগ্ন্যমতে ঋষিদোক্ত ‘অহংকৃষ্ণেতিঃ’ অষ্টমস্তই দেবীমুক্ত ।

অর্হণাক্রতুস্তম্ভাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ ।

নিরাহারো যতাহারো* তন্মনস্কো সমাহিতো ॥ ১১

দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাস্থগুক্ষিতম্ ।

এবং সমাধায়তোস্ত্রিভির্বর্ষেযতান্ননোঃ ॥ ১২

(দেবীর, দুর্গার) মহী-মণীন্ (ময়ূরী, বালুকামণী) মূর্তিন্ (মূর্তি, প্রতিমা)
কৃত্বা ([নির্মাণ] করিয়া) পুষ্প-ধূপ-অগ্নি-তর্পণৈঃ (পুষ্প, ধূপ, হোম [বা
দীপ] ও নৈবেদ্যাदि দ্বারা) তম্ভাঃ (তাঁহার, দেবীর) অর্হণাং (পূজা)
ক্রতুঃ (করিলেন) ॥ ১০-১১

নিরাহারো (উপবাসী) যত-আহারো (অল্লাহারী) তৎ-মনস্কো
(তদগতমন, দেবীগতচিত্ত) সমাহিতো (সমাহিত, অনন্তমনা) তৌ
(তাঁহারা দুইজন) নিজ-গাত্র-অস্থ-উক্ষিতম্ (স্বদেহ-শোণিত-সিক্ত)
বলিঞ্চ (এবং [পশু কৃত্তাণ্ডাদি] পূজোপহার) দদতুঃ (প্রদান, নিবেদন
করিলেন) ॥ ১১-১২

ত্রিভিঃ (তিন) বর্ষৈঃ (বৎসর) এবং (এইরূপে) যত-আন্ননোঃ
(সংযতচিত্তে) সমাধায়তোঃ (একাগ্রমনে আরাধনাকারিষ্যের, সুরথ
প্রতিমা^১ নির্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, দীপ (বা হোম) ও
নৈবেদ্যাदि দ্বারা দেবীর পূজা করিলেন । ১০-১১

তাঁহারা কখনও নিরাহার, কখনও বা অল্লাহারী এবং
সমাহিত হইয়া তদগতচিত্তে স্বদেহ-রক্ত-সিক্ত (পশুকৃত্তাণ্ডাদি)
বলি দেবীর চরণে নিবেদন করিলেন । ১১-১২

তিন বৎসর এইরূপে সংযতচিত্তে দেবীর আরাধনার ফলে,

* যতান্ননো ইতি বা পাঠঃ ।

১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে, সুরথ ও সমাধি নদীতীরবর্তী মেঘসাগ্রে
পূজাসমাপনান্তে দেবীপ্রতিমা নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়াছিলেন ।

পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং গ্রাহ চণ্ডিকা । ১৩

দেব্যাচ । ১৪

যৎ প্রার্থ্যতে ত্রয়া ভূপ ত্রয়া চ কুলনন্দন ।

মন্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্বং পরিতুষ্টা দদা । তৎ* ॥ ১৫

ও সমাধির নিকট) জগৎ-ধাত্রী (জগজ্জননী) চণ্ডিকা (দুর্গাদেবী) পরিতুষ্টা (শ্রীতা) প্রত্যক্ষং (ও সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হইয়া) গ্রাহ (বলিলেন)—১২-১৩

দেবী (চণ্ডিকা) উবাচ (বলিলেন)—ভূ-প (হে রাজন্, হে স্বরধ) ত্রয়া (তোমার দ্বারা) কুলনন্দন (হে [বৈশ্ণ] বংশগোরব [সমাধি]), ত্রয়া চ (এবং তোমার দ্বারা) যৎ (যাহা) মন্তঃ (আমার নিকট) প্রার্থ্যতে (প্রার্থিত) তৎ (সেই) সর্বং (সকল) প্রাপ্যতাং (প্রাপ্ত হইবে)। [অহম্=আমি] পরিতুষ্টা (সন্তুষ্টা হইয়া) তৎ (তাহা) দদামি (দিব) ॥ ১৪-১৫

জগদম্বা চণ্ডিকা মন্তুষ্টা হইলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—১২-১৩

চণ্ডিকাদেবী কহিলেন—হে রাজন্ এবং হে বৈশ্ণকুল-নন্দন, তোমরা উভয়ে আমার নিকট যাহা যাহা প্রার্থনা করিতেছ তৎসমুদায় পাইবে। আমি মন্তুষ্টা হইয়া তোমা-দিগকে তাহা প্রদান করিব। ১৪-১৫

* বাম্ ইতি বা পাঠঃ ।

১ ইহার দ্বারা অমাণিত হয়, সূর্য্যগী ধাতুমগী বা দারুমগী প্রতিমাতে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর পূজা করিলে প্রতিমাতে দেবীর আবির্ভাব হয়। বর্তমান যুগে বাংলার শ্রীরামপ্রসাদ, শ্রীকমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীবামাক্ষেপা, রাজা রামকৃষ্ণ-প্রমুখ শক্তি-সাধকগণ স্ব স্ব সাধনার দ্বারা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ১৬

ততো বত্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্তজন্মনি ।

অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥ ১৭

সোহপি বৈশ্বস্ততো জ্ঞানং বত্রে নির্বিগ্ধমানসঃ ।

মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয়ঃ (মার্কণ্ডেয়মুনি) উবাচ (বলিলেন)—ততঃ (অনন্তর)
নৃ-পঃ (নরপতি স্বরথ) অস্ত্র-জন্মনি (ভাবী জন্মান্তরে [সাবর্ণি মনুরূপে])
অবিভ্রংশি (চিরস্থায়ী, বিচ্যুতিহীন) রাজ্যম্ (রাজ্য) অত্র চ (এবং এইজন্মে)
বলাৎ (বলপূর্বক) হত-শত্রু-বলং (নিহত শত্রুসৈন্য) নিজং (নিজ, স্বীয়)
রাজ্যম্ এব (রাজ্যই) বত্রে (প্রার্থনা করিলেন) ॥ ১৬-১৭

ততঃ (অনন্তর) নির্বিগ্ধ-মানসঃ ([সংসারে] বিরক্তচিত্ত) প্রাজ্ঞঃ
([মুমুকু বলিহা] বিবেকী, বুদ্ধিমান) সঃ (সেই) বৈশ্বঃ অপি (বৈশ্বও,
সমাধিও) মম ইতি ([জীপুত্রধনাদি] আমার এইরূপ) অহম্ ইতি
([দেহাদি] আমি এইরূপ) সঙ্গ-বিচ্যুতি-কারকম্ ([সংসার] আসক্তি-
নাশক) জ্ঞানং (তত্ত্বজ্ঞান) বত্রে (প্রার্থনা করিলেন) ॥ ১৮

মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিলেন—অনন্তর রাজ্য স্বরথ জন্মান্তরে
সাবর্ণি-মনুরূপে চিরস্থায়ী রাজ্য এবং এইজন্মে স্বীয় শক্তি-
প্রভাবে শত্রুবিনাশপূর্বক অপহৃত স্বরাজ্যের উদ্ধার প্রার্থনা
করিলেন । ১৬-১৭

অনন্তর বুদ্ধিমান্ ও বৈরাগ্যবান্ সেই বৈশ্ব সমাধিও

১ মোক্ষবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ । মোক্ষবিষয়া বুদ্ধিই প্রকৃত বুদ্ধি । কারণ সেই
বুদ্ধির দ্বারা অজ্ঞানের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও চিরশান্তি লাভ হয় ।

দেব্যুবাচ । ১৯

অগ্নৈরহোভিনৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্যতে ভবান্ । ২০

হুত্বা রিপুনশ্চলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥ ২১

মৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবশ্বতঃ । ২২

সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি ॥ ২৩

দেবী (চণ্ডিকা) উবাচ (বলিলেন)—নৃ-পতে (হে নরপতি), ভবান্ (তুমি) অ-অগ্নৈঃ (অত্যগ্ন) অহোভিঃ (দিনেই) রিপুন (শত্রুসমূহ) হুত্বা (নিহত করিয়া) স্ব-রাজ্যং (নিজ রাজ্য) প্রাপ্যতে (পাইবে), তত্র (তথায়) তব (তোমার [রাজত্ব]) অশ্চলিতং (বিচ্যুতিহীন, স্থায়ী) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ১৯-২১

মৃতঃ চ (এবং মৃত্যুর পর) ভবান্ (তুমি) ভূয়ঃ (পুনরায়) বিবশ্বতঃ (বিবশ্বান, স্বর্গ) দেবাৎ (দেব হইতে) জন্ম (পুনর্জন্ম) সংপ্রাপ্য (লাভ

স্বীপুত্রধনাদি 'আমার' এবং দেহাদি 'আমি'—এই প্রকার সংসারাসক্তি^১-নাশক তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন । ১৮

চণ্ডীদেবী বলিলেন—হে নরপতি, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তুমি শত্রুনাশ করিয়া নিজ রাজ্য পুনরায় লাভ করিবে । তোমার সেই রাজ্যের আর বিচ্যুতি (স্থলন) হইবে না । ১৯-২১

এবং মৃত্যুর পর পুনরায় তুমি স্বর্গদেব হইতে তৎপত্নী সর্বাঙ্গার গর্ভে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে অষ্টম, মনু হইবে । ২২-২৩

১ কারণ 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধিই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে । ইহা তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান অন্তরায় । শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—“ 'আমি' বলে ঘুচিবে জগৎ । ”

বৈশ্যবর্ষ ত্বয়া যশ্চ বরোহস্মতোহভিবাঙ্কিতঃ । ২৪

তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধৌ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥ ২৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ । ২৬

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্ ।

বভূবাস্তুর্হিতা সন্তো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা ॥ ২৭

করিয়া) ভূবি (পৃথিবীতে) সাবর্ণিকঃ নাম (সাবর্ণি নামে) মনুঃ ([অষ্টম] মনু) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ২২-২৩

বৈশ্য-বর্ষ* (হে বৈশ্য-শ্রেষ্ঠ), ত্বয়া চ (এবং তোমা কর্তৃক) যঃ (যে) বরঃ (বর) অশ্রুতঃ (আমার নিকট) অভিবাঙ্কিতঃ (প্রার্থিত হইয়াছে) তং (তাহা, সেই বর) প্রযচ্ছামি (প্রদান করিতেছি) । সংসিদ্ধৌ (মুক্তি-নিমিত্ত) তব (তোমার) জ্ঞানং (ব্রহ্মজ্ঞান) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ২৪-২৫

মার্কণ্ডেয়ঃ (শ্রী মার্কণ্ডেয়) উবাচ (বলিলেন)—দেবী (চণ্ডিকা-দেবী) তয়োঃ (উভয়ের) ইতি (এইরূপ) যথা-অভিলষিতং (স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ) বরম্ (বর) দত্ত্বা (দান করিয়া) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) তাভ্যাম্ (তাহাদের দ্বারা) অভিষ্টুতা (সংস্তুতা হইয়া) সন্তঃ (তৎক্ষণাৎ) অস্তুর্হিতা (অনুষ্ঠা) বভূব (হইলেন) ॥ ২৬-২৭

হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি । তোমার মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে । ২৪-২৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—জগন্মাতা উভয়কে স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করিলেন এবং তাহাদের দ্বারা ভক্তিপূর্বক সংস্তুতা হইয়া তৎক্ষণাৎ অস্তুর্হিতা হইলেন । ২৬-২৭

* বর্ষ=বরণীয়, শ্রেষ্ঠ

এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্রত্বিষ্যভঃ ।

সূর্যাজ্জন্ম সমাসাচ্চ সাবর্ণিভবিতা মনুঃ ॥* ২৮

সাবর্ণিভবিতা মনুঃ ক্লীং ওঁ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-

মাহাত্ম্যে সুরথবৈশ্যয়োর্বরপ্রদানং নাম

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীসপ্তশতী-দেবীমাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

এবং (এইরূপে) দেব্যাঃ (দেবীর, চণ্ডিকার) বরং (বর) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) ক্রত্বিষ্যভঃ (ক্রত্বিষ্যশ্রেষ্ঠ) সুরথঃ (সুরথ) সূর্য্যঃ (সূর্য হইতে) জন্ম (পুনর্জন্ম) সমাসাচ্চ (লাভ করিয়া) সাবর্ণিঃ (সাবর্ণি নামক) মনুঃ ([অষ্টম] মনু) ভবিতা (হইবেন), সাবর্ণিঃ (সাবর্ণি) মনুঃ (মনু) ভবিতা (হইবেন) ॥ ২৮-২৯

এইরূপে মহামায়ার নিকট হইতে বরলাভ করিয়া ক্রত্বিষ্যশ্রেষ্ঠ সুরথ সূর্য ও তৎপত্নী সর্বাঙ্গের তনয়রূপে জন্মলাভ-

* “স্তোত্রেষু সংহিতায়াং চ অন্ত্যশ্লোকঃ পঠেৎ বিধা” (অর্থাৎ সংহিতা ও স্তোত্রাদির শেষ শ্লোকটি দুইবার পাঠ করিবে)—এই বচনানুসারে চণ্ডীর অন্ত্যশ্লোক দুইবার পাঠ কর্তব্য। কেহ বা “অন্ত্যশ্লোকঃ পঠেৎ ত্রিধা”—এইরূপ পাঠ করিয়া চণ্ডীর অন্ত্যশ্লোক তিনবার পাঠ করেন। কাভ্যায়নীতন্ত্র-মতে “সাবর্ণিভবিতা মনুঃ”—এই অংশ দুইবার পাঠ করা উচিত ।

পূৰ্বক সাবৰ্ণি নামক অষ্টম মন্ত্ৰ (মন্ত্ৰস্তোত্ৰাধিপতি) হইবেন,
সাবৰ্ণি-নামক অষ্টম মন্ত্ৰ হইবেন । ২৮-২৯

শ্ৰীমার্কণ্ডেয় পুৰাণের অন্তৰ্গত সাবৰ্ণি মন্ত্ৰৰ অধিকাৰ-মন্ত্ৰস্বীয়
দেবীমাহাত্ম্যানুবাদে স্তবধ ও বৈষ্ণৱ বৰপ্ৰদান-

নামক ত্ৰয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

শ্ৰীসপ্তশতী' দেবীমাহাত্ম্যৰ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

১ সম্যক্ হৃদি স্থিতা মেঘা জন্মকৰ্মাবনিস্তুতিঃ ।

এতাং দ্বিজমুখাং জ্ঞাত্বা অধীৰানো নরঃ সদা ॥

বিধূয় নিখিলাং মায়াং সম্যক্ জ্ঞানং সমগ্রুতে ।

সৰ্বসম্পদং তমাপ্নোতি ধুনোতি সকলাগদঃ ॥ —লক্ষ্মীতন্ত্ৰ

অনুবাদ—[কাত্যায়নীতন্ত্ৰে সপ্তশতী চতুৰ্থকে সপ্তশতিকাকৰূপ মহামালা-
মন্ত্ৰ বলা হইয়াছে ।] দেবীৰ সেই জন্মকৰ্মাবলীৰূপ স্তুতি-মন্ত্ৰ সম্যক্ৰূপে
মানবহৃদয়ে অবস্থিত । কাৰণ, দেবী মন্ত্ৰময়ী ও শুক্লহৃদয়বাসিনী । এই
স্তুতিৰূপ মন্ত্ৰকে বিশ্লিষ্ট হইতে অবগত হইয়া যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করেন
তিনি নিখিল মায়াজাল হিৰু কয়িয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন এবং সকল
বিপদ উত্তীৰ্ণ হইয়া সৰ্ব সম্পদ সম্প্ৰাপ্ত হন ।

সংকল্পসিদ্ধি-প্রার্থনা

অপরাধক্ষমাপনস্তোত্র

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ ।

*পূর্ণং ভবতু তৎ সৰ্বং তৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি ॥ ১

যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া

বিসর্গ-বিন্দুক্ষরহীনমীরিতম্ ।

তদন্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ

সংকল্পসিদ্ধিঞ্চ সदैব জায়তাম্ ॥ ২

যৎ (যে) অক্ষরং (অক্ষর) পরিভ্রষ্টং (পাঠচ্যুতি) যৎ চ (ও যাহা) মাত্রা-হীনং (মাত্রাহীন) ভবেৎ (হইয়াছে) মহা-ঈশ্বরি (হে পরমেশ্বরি) তৎপ্রসাদাৎ (আপনার কৃপায়) তৎ (সেই) সৰ্বং (সকল) পূর্ণং (সম্পূর্ণ) ভবতু (হউক) ॥ ১

অত্র (এই) পাঠে ([চণ্ডী]-পাঠে) জগৎ-অম্বিকে (হে জগদম্বিক) ময়া (আমার দ্বারা) যৎ (যাহা) বিসর্গ-বিন্দু-অক্ষর-হীনম্ (বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু ও অক্ষরহীন) ঈরিতম্ (উচ্চারিত হইয়াছে) প্রসাদতঃ ([আপনার] প্রসাদে, কৃপায়) তৎ (তাহা) সম্পূর্ণতমম্ (পূর্ণতম)

হে মহেশ্বরি, এই চণ্ডীপাঠে যে অক্ষর পরিভ্রষ্ট ও যাহা মাত্রাহীন হইয়াছে, আপনার কৃপায় সেই সকল সম্পূর্ণ হউক । ১

হে জগদম্বিকে, এই পাঠে যাহা আমি বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু ও

* কৃত্তমহীসি তদেবি কশ্চ ন শ্লিষিতং মনঃ-ইতি বা পাঠঃ ।

যন্মাত্ৰা-বিন্দু-বিন্দুদ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব-বর্ণাদিহীনম্
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূৰ্বং প্রসভকৃতিবশাদ্*ব্যাক্তমব্যাক্তমম্ব।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং

সাম্প্রতং তে স্তবেহস্মিন্

তৎ সৰ্বং সাক্ষ্যমাস্তাং ভগবতি বরদে

ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ ॥ ৩

অন্ত (হউক) সকল-সিদ্ধিঃ চ (ও সকলসিদ্ধি) সদা এব (সদাই)
জায়তাম্ (হউক) ॥ ২

অম্ব (জননি), তে (আপনার) অস্মিন্ (এই) স্তবে (মাহাত্ম্যে)
সাম্প্রতং (সম্প্রতি) প্রসভ-কৃতিবশাৎ (হঠকারিতা বা দ্রুতপাঠহেতু)
ভক্ত্যা অভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক বা অভক্তিপূর্বক) অনুপূর্বং (পূর্বাধি) যৎ
(যাহা) মাত্ৰা-বিন্দু-বিন্দু-দ্বিতয়-পদ-পদ-দ্বন্দ্ব-বর্ণাদি-হীনং (মাত্রা, অনুস্বার,
বিসর্গ, পদ, সন্ধি, সমাস ও বর্ণাদিহীন) ব্যাক্তম্ (স্পষ্ট উচ্চারিত)
অব্যাক্তম্ (অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত) [হইয়াছে], মোহাৎ (মোহহেতু)
অজ্ঞানতঃ বা (বা অজ্ঞানহেতু) [যাহা] পঠিতম্ (পঠিত) অপঠিতং
(অপঠিত) [হইয়াছে] তৎ (সেই) সৰ্বং (সকল) ভগবতি (হে
ঈশ্বর), ত্বৎপ্রসাদাৎ (আপনার কৃপায়) স-অক্সম্ (পূর্ণাঙ্গ) আস্তাং
(হউক)। বর-দে (হে বরদায়িনি), প্রসীদ (প্রসন্ন হউন) ॥ ৩

অক্ষর-হীন উচ্চারণ করিয়াছি তাহা আপনার কৃপায় সম্পূর্ণ
হউক এবং সদাই আমার সংকল্প সিদ্ধ হউক। ২

হে অগদগ্ধে, সম্প্রতি আপনার এই স্তবপাঠে হঠকারিতা
বা দ্রুতপাঠহেতু ভক্তি বা অভক্তিহেতু যাহা মাত্রা, অনুস্বার,
বিসর্গ, পদ, সন্ধি ও সমাস এবং বর্ণাদি-হীন হইয়া স্পষ্টভাবে

* প্রবচনবচনাৎ ইতি বা পাঠঃ।

প্রসাদ ভগবত্যম্ব প্রসাদ ভক্তবৎসলে ।

প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি নমোহস্ত তে ॥ ৪

*যস্যার্থে পঠিতং স্তোত্রং তবেদং শঙ্করপ্রিয়ে ।

তস্য দেহস্য গেহস্য শান্তির্ভবতু সর্বদা ॥ ৫

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

অম্ব (হে জননি), ভগবতি (হে ঈশ্বরী), প্রসাদ (প্রসন্ন হউন) ।
ভক্ত-বৎসলে (হে ভক্ত-বৎসলে) প্রসাদ (প্রসন্ন হউন) । দেবি (হে দেবি),
মে (আমাকে) প্রসাদং (কৃপা) কুরু (করুন) । দুর্গে (হে দুর্গে), দেবি
(হে দেবি), তে (আপনাকে) নমঃ (প্রণাম) অস্ত (হউক) । ৪

শঙ্কর-প্রিয়ে (হে শিবপ্রিয়ে), তব (আপনার) ইদং (এই) স্তোত্রং
মাহাত্ম্য) যন্ত-অর্থে (যাহার নিমিত্ত) পঠিতং (পঠিত হইল) তস্য
তাহার) গেহস্য (গৃহের) দেহস্য (শরীরের) সর্বদা (সদা) শান্তিঃ
কল্যাণ) ভবতু (হউক) । ৫

বা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়াছে এবং যাহা মোহনিমিত্ত
বা অজ্ঞানহেতু পঠিত বা অপঠিত হইয়াছে, হে ভগবতি,
আপনার প্রসাদে সেইসকল পূর্ণ হউক । হে বরদে, আমার
প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩

হে জননি ভগবতি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । হে
ভক্তবৎসলে, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । হে দেবি, আমাকে
কৃপা করুন । হে দুর্গে দেবি, আপনাকে প্রণাম করি । ৪

হে শঙ্করপ্রিয়ে, আপনার এই মাহাত্ম্য যাহার জন্য পঠিত
হইল, তাহার গৃহের ও শরীরের সর্বদা কল্যাণ হউক । ৫

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

* অস্ত্রের নিমিত্ত সঙ্কল্পপূর্বক পাঠে প্রযোজ্য ।

দেবীমুক্ত*

(ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৫ সূক্ত)

ওঁ অহনিতাষ্টেত যুক্ত বাগান্তনী ঋষিঃ, শ্রীমাদিশক্তির্দেবতা,
দ্বিতীয়ায়া জগতী, শিষ্টানাম্ চ ত্রিষ্টুং ছন্দঃ। শ্রীজগদম্বাধীভাভে
সপ্তশতীপাঠান্তে মপে বিনিয়োগঃ।

‘অহম্’ ইত্যাদি অষ্ট-মন্ত্রাত্মক ঋগ্বেদীয় দেবীমুক্তের
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি—অঙ্গুণ মহর্ষির কন্ঠ্য বাক্য, দেবতা—পরব্রহ্মময়ী
আত্মাশক্তি, কেবল দ্বিতীয় মন্ত্রটি জগতীছন্দে এবং অবশিষ্ট
সপ্ত মন্ত্র ত্রিষ্টুপ্ছন্দে নিবদ্ধ। শ্রীজগদম্বার প্রীতির নিমিত্ত
সপ্তশতীচতুর্থীপাঠান্তে দেবীমুক্ত-পাঠের বিনিয়োগ হয়।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বশুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিতৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।

অহং (আমি, দেবীমুক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা, মহর্ষি অঙ্গুণের হৃদিতা, ব্রহ্মবিহুবা
বাক্য) রুদ্রেভিঃ (=রুদ্রেঃ, একাদশ রুদ্ররূপে) [তথা] বশুভিঃ (ও অষ্ট
বহুরূপে) চরামি (বিচরণ করি)। অহম্ (আমি) আদিতৈঃ (দ্বাদশ

অঙ্গুণ মহর্ষির কন্ঠ্য বাক্যনামী ঋষি ব্রহ্মকে স্বীয়
আত্মারূপে অনুভব করিয়া বলিতেছেন :

আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বশু, দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্ব

* ইহাই বৈদিক দেবীমুক্ত। শ্রীত্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে ৮ম হইতে
৮২তম মন্ত্রকে তন্ত্রোক্ত দেবীমুক্ত বলে। কাহারও কাহারও মতে চণ্ডী
তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়া বৈদিক দেবীমুক্তের পরিবর্তে তান্ত্রিক দেবীমুক্ত-পাঠই
বিধেয়।

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যাহ-

মিত্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যাহং

ঋষ্টারমূত পুষণং ভগম্ ।

অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে

সুপ্রাব্যো যজমানায় সুধ্বতে ॥ ২

আমিত্যরূপে) উত (আর) বিশ্ব-দেবৈঃ (বিশ্ব-দেবতারূপে) [চরামি=বিচরণ করি]। অহম্ (আমি) উভা (=উভো, উভয়) মিত্রাবরুণা (মিত্র ও বরুণকে) বিভর্মি (ধারণ [পালন] করি)। অহম্ [এব] (আমিই) ইন্দ্র-অগ্নী ([অগ্নি] ইন্দ্র ও অগ্নিকে) [বিভর্মি=ধারণ করি]। উভা (=উভো, উভয়) অশ্বিনা (=অশ্বিনো, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে) অহম্ (আমি) [বিভর্মি=ধারণ করি] ॥ ১

অহম্ (আমি) আহনসং ([দেব-] শক্র-হস্তা) সোমম্ (সোম-দেবকে) বিভর্মি (ধারণ করি)। অহং (আমি) ঋষ্টারম্ (ঋষ্টা নামক দেবতাকে) উত (এবং) পুষণং (পুষাদেবকে) [ও] ভগম্ (ভগদেবকে) [বিভর্মি=ধারণ করি]। [তথা=এবং] হবিষ্মতে (হবিঃযুক্ত) সুপ্রাব্যো (হবিঃ দ্বারা দেবতাগণের তৃপ্তিসাধনকারী) সুধ্বতে ([সোমরস] প্রস্তুতকারী) যজমানায় (যজ্ঞমানের, যাগকারীর জন্ত) অহং (আমি) দ্রবিণং ([যজ্ঞফলরূপ] ধনাদি) দধামি (বিধান করি) ॥ ২

দেবতারূপে* বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। ১

আমি দেবশক্রহস্তা সোমদেবকে, ঋষ্টা-নামক দেবতাকে

* বিশ্বদেবতা মানে সকল দেবতা নয়, কিন্তু কতকগুলি নির্দিষ্ট সজ্বচারী দেবতাকে বিশ্বদেবতা বলে।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং

চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্ ।

তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা

ভুরিস্থাত্ৰাং ভূর্বাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩

অহং (আমি) রাষ্ট্রী (জগতের ঈশ্বরী), বসুনাং (ধনসমূহের) সংগমনী (প্রাপয়িত্রী, সঞ্চয়গিত্রী), চিকিতুষী (স্বাস্থ্যরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব-দ্রষ্টা) [অতএব] যজ্ঞিয়ানাম্ (যজ্ঞার্হগণের মধ্যে) প্রথমা (প্রধানা, মুখা) ভুরি-স্থাত্ৰাং (প্রপঞ্চরূপে, বহুভাবে অবস্থিতা) ভুরি-আবেশয়ন্তীম্ (সর্বভূতে জীবভাবে প্রবিষ্টা) তাং (সেই) মা (=মাং, আমাকে) পুরুত্রাঃ (বহু স্থানে, সর্বদেশে) দেবাঃ (দেবতাগণ, স্বরনরাদি যজ্ঞমানগণ) ব্যদধুঃ (নানান্যভাবে আরাধনা করে) ॥ ৩

এবং পৃষা ও ভগ^১ নামক সূর্যদ্বয়কে ধারণ করি। উত্তম হবিঃযুক্ত, উপযুক্ত হবিঃ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধনকারী এবং বিধিপূর্বক সোমরসপ্রস্তুতকারী যজ্ঞমানের জন্য যজ্ঞফল-রূপ ধনাদি আমিই বিধান করি। ২

আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধন-প্রদাত্রী, পবিত্ররূপে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে সাক্ষাৎকারিণী। অতএব যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্বদেশে স্বরনরাদি যজ্ঞমানগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে। ৩

১ দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে দুইটি আদিত্য।

যয়া সো অন্তমত্তি যো বিপশ্যতি

যঃ প্রাপ্নিতি য ঈং শৃণোতু্যক্তম্ ।

অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি

শ্রদ্ধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং

দেবেভিরুত মানুষেভিঃ ।

যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি

তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং স্তুমেধাম্ ॥ ৫

যঃ (যে) অন্তম্ (অন্ত, ভোজ্যভব্য) অত্তি (ভোজন করে), যঃ (যে) বিপশ্যতি (দর্শন করে), যঃ (যে) প্রাপ্নিতি (নিঃবাস-প্রবাসাদি গ্রহণ করে), উক্তম্ (উক্ত বিষয়, শব্দাদি) শৃণোতি (শ্রবণ করে) সঃ (সে) না (আমার দ্বারা) । [যে=যাহারা] ঈং (ঈদৃশ অন্তর্ধামিনীরূপে অবস্থিত) মাম্ (আমাকে) অমন্তবঃ ([অন্তর্ধামিনীরূপে] জানে না) তে (তাহারা) উপক্ষিয়ন্তি ([জন্ম-মরণাদি] ক্লেশ ভোগ করে বা [সংসারে] হীন হয়) । শ্রুত (হে বিদ্রুত, হে কীর্তিমান), শ্রদ্ধি (শ্রবণ কর) তে (তোমাকে) শ্রদ্ধিবং (শ্রদ্ধালভ্য [ব্রহ্মতত্ত্ব]) বদামি (বলিব) ॥ ৪
দেবেভিঃ ([ইন্দ্রাদি] দেবগণ কর্তৃক) উত (এবং) মানুষেভিঃ

আমারই শক্তিতে সকলে আমার ও দর্শন করে, বাসপ্রবাসাদি নির্বাহ করে এবং উক্ত বিষয় শ্রবণ করে । তাহারা আমাকে অন্তর্ধামিনীরূপে জানে না, তাহারা জন্মমরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় বা সংসারে হীন হয় ।^১ হে কীর্তিমান সখা, আমি তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৪

দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রার্থিত ব্রহ্মতত্ত্ব আমি স্বয়ং

১ কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান বাস্তব জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসৃতি হইতে মুক্তি অসম্ভব ।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি

ব্রহ্মবিষে শরবে হস্তবা উ ।

অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং

দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬

(মাসুৰগণ কর্তৃক) ভূম্ (প্রার্থিত, সেবিত) ইদম্ (ইহা, ব্রহ্মতত্ত্ব) অহম্
এব (আমিই) স্বয়ং (নিজে) বদামি (বলিতেছি) । [অহমেব = এবং বিধা
ব্রহ্ম-স্বরূপিণী আমিই] যং যং (যাহাকে যাহাকে) কাময়ে (ইচ্ছা করি)
তং তম্ (তাহাকে তাহাকে) উগ্রং (উগ্র, শ্রেষ্ঠ) কৃণোমি (করি), তং
(তাহাকে) ব্রহ্মাণং (ব্রহ্মা), তম্ (তাহাকে) ঋষিং (ঋষি, অতীন্দ্রিয়-
বিষয়দর্শী) তং (তাহাকে) সূ-মেধাং (ব্রহ্ম-মেধাবান্ প্রজ্ঞাশালী)
[কৃণোমি = করি] ॥ ৫

অহং (আমি) [ত্রিপুরাসুরের বিজয়সময়ে] ব্রহ্মবিষে (ব্রাহ্মণবিষে)
শরবে (হিংস্র প্রকৃতি ত্রিপুরাসুরকে) হস্তবৈ (= হস্তম্, বিনাশার্থ) উ (পাস-
পূরক) রুদ্রায় (রুদ্রের) ধনুঃ (ধনুকে) আতনোমি (জ্যা সংযুক্ত করি,
গুণ দেই) । অহং (আমি) জনায় (স্তোত্রজনের কল্যাণার্থ) সমদং
(সংগ্রাম) কৃণোমি (করি) [তথা = এবং] অহং (আমি) দ্যাবা-পৃথিবী
(= দ্যাবাপৃথিবী), স্বর্গে ও পৃথিবীতে [অন্তর্যামিনীরূপে] আবিবেশ
(অনুপ্রবিষ্টা আছি) ॥ ৬

উপদেশ করিতেছি । আমি ঐদৃশ ব্রহ্মস্বরূপিণী । আমি
যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ
করি । আমি কাহাকে ব্রহ্মা করি, কাহাকে ঋষি করি এবং
কাহাকেও বা অতি ব্রহ্মমেধাবান্ করি । ৫

ব্রাহ্মণবিষেয়ী হিংস্র-প্রকৃতি ত্রিপুরাসুর-বধার্থ রুদ্রের
ধনুকে আমিই জ্যা সংযুক্ত করি । ভক্তজনের কল্যাণার্থ

অহং শূবে পিতরমস্তা মূর্ধন

মম যোনিরপ্ স্তম্ভঃ সমুদ্রে ।

ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু* বিশো-

তামুং দ্বাং বহ্নীগোপস্পৃশামি ॥ ৭

অস্ত (ইহার, পরমাত্মার) মূর্ধন (মস্তকে, উপরে) পিতরম্ ([সকল
পার্থের] পিতাকে) † [কারণস্বরূপ] (ছালোককে) অহং (আমি)
শূবে (প্রসব করিয়াছি) । [চ=এবং] মম (আমার) যোনিঃ (কারণ
বস্তু-অস্তঃ (জলের, বুদ্ধির মধ্যস্থ যে ব্রহ্মচৈতন্য সেই) সমুদ্রে ‡ (সাগরে,
পরমাত্মায়) । ততঃ (=অতঃ, অন্তএব) [অহমেব=আমিই] বিদ্যা
= বিদ্যানি, সকল) ভুবনা (=ভুবনানি, ভুবনে, ভূতে) অনু-বিতিষ্ঠে
বিবিধভাবে বর্তমান আছি) । উত (আরও) অমুং (ঐ, দূরবর্তী) দ্বাং
বার্গকে, সমস্ত বিকারজাতবস্তুকে) বহ্নীণা ([আমার কারণভূত মায়াময়]
দেহ দ্বারা) উপস্পৃশামি (স্পর্শ করিয়া [ব্যাপিয়া] রহিয়াছি) ॥ ৭

আমিই যুক্ত করি এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে অন্তর্ধামিনীরূপে
আমিই প্রবেশ করিয়াছি । ৬

আমিই সর্বাধার পরমাত্মার উপরে ছালোককে প্রসব
করিয়াছি । বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থ যে ব্রহ্মচৈতন্য উহাই আমার
অধিষ্ঠান । আমিই ভূবাদি সমস্ত লোকে সর্বভূতে ব্রহ্মরূপে
বিবিধভাবে বিরাজিতা । আমিই মায়াময় দেহ দ্বারা সমগ্র
ছালোক পরিবাপ্ত আছি । ৭

* ভুবনানি ইতি বা পাঠঃ । † ছোঃ পিতা ইতি ক্রতেঃ ।
‡ সমুদ্রবস্তি ভূতজাতানি যস্মাৎ সঃ সমুদ্রঃ পরমাত্মা ।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-

রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা ।

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-

তাবতী মহিনা সংবভূব ॥ ৮

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

ইতি ঋগ্বেদোক্তং দেবীসূক্তং সমাপ্তম্ ।

অহম্ এব (আমিই) বিবা (=বিশ্বানি, সকল) ভুবনানি (ভুবন, ভূত) আরভমাণা (সৃষ্টি করিয়া) বাতঃ ইব (বায়ুর স্থায়, স্বচ্ছন্দে) প্রবামি ([অন্তরে ও বাহিরে] বিচরণ করি)। [যদিও, স্বরূপতঃ আমি] দিবা (=দিবঃ, আকাশের) পরঃ (অতীত), এনা (এই) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) পরঃ (উপরে, অসঙ্গ-ব্রহ্মরূপিনী) [তথাপি] মহিনা ([নিজ] মহিমায়) এব্তাবতী (এই স্মরণ [জগদ্রূপ]) সংবভূব (হইয়াছি) ॥ ৮

আমিই ভূতাদি সমস্ত লোকে সর্বভূত সৃষ্টি করিয়া বায়ুর মত স্বচ্ছন্দে উহাদের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র বিচরণ করি। যদিও স্বরূপতঃ আমি এই আকাশের অতীত ও পৃথিবীর অতীত অসঙ্গ-ব্রহ্মরূপিনী, তথাপি স্বীয় মহিমায় এই সমগ্র জগদ-রূপ ধারণ করিয়াছি। ৮

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

শ্রীমায়ণাচার্যের ভাষ্যানুযায়ী ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তের

অন্বয়ার্থ ও অনুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তশতীরহস্তত্রয়

ও অস্ত্র শ্রীসপ্তশতীরহস্তত্রয়ঃ ত্রক্ষা-বিষ্ণু-রুদ্রা ঋষয়ঃ, মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতীঃ দেবতাঃ, অমৃতপ্, চন্দঃ, নবদুর্গা মহালক্ষ্মীঃ বীজম্, জিঃ শক্তিঃ, অভীষ্ট-ফল-সিদ্ধয়ে সপ্তশতীপাঠান্তে জপে বিনিয়োগঃ ।

শ্রীসপ্তশতীর এই রহস্তত্রয়ের ঋষিগণ যথাক্রমে—ত্রক্ষা, বিষ্ণু ও রুদ্র ; দেবতাগণ যথাক্রমে—মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী ; চন্দ—অমৃতপ্ ; বীজ—নবদুর্গা, মহালক্ষ্মী ; এবং শক্তি—জিঃ । অভীষ্টফলসিদ্ধির জন্য সপ্তশতীপাঠান্তে রহস্তত্রয়পাঠের প্রয়োগ হয় ।

(১) প্রাধানিক রহস্ত

রাজোবাচ

ভগবন্নবতারামে চণ্ডিকায়াস্ত্রয়োদিতাঃ ।

এতেষাং প্রকৃতিং ব্রহ্মান্ প্রধানং বক্তুমর্হসি ॥ ১

[সপ্তশতী রহস্তত্রয়ের ভাস্করবায়কৃত গুপ্তবতী-নায়ী একটিমাত্র টীকা আছে । তদনুযায়ী উহাদের অনুবাদ প্রদত্ত হইল ।]

রাজা স্বরূপ মেধা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, চণ্ডিকা দেবীর অবতারসমূহের কথা আমাকে আপনি বলিয়াছেন । হে বিপ্র, ইহাদের প্রধান প্রকৃতির (প্রাধানিক রহস্তের) কথা এখন আমাকে বলুন । ১

আরাধ্যং যন্ময়া দেব্যাঃ স্বরূপং যেন বৈ দ্বিজ ।
বিধিনা ক্রুহি সকলং যথাবৎ প্রণতশ্চ মে ॥ ২

ঋষিরূবাচ

ইদং রহস্তং পরমমনাথ্যেয়ং প্রচক্ষতে ।
ভক্তোহসীতি ন মে কিঞ্চিৎ তবাবাচ্যং নরাধিপ ॥ ৩
সর্বস্বাত্মা মহালক্ষ্মীত্ৰিগুণা পরমেশ্বরী ।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কুৎসং ব্যবস্থিতা ॥ ৪
মাতুলিঙ্গং* গদাং খেটং পাণপাত্রঞ্চ বিভ্রতী ।
নাগং লিঙ্গঞ্চ যোনিঞ্চ বিভ্রতী নৃপ মূধনি ॥ ৫

হে দ্বিজ, দেবীর যে স্বরূপ যে বিধির দ্বারা আমার
আরাধনা করা কর্তব্য, সেই সকল যথাযথভাবে আমাকে
বলুন । আপনাকে প্রণাম করি । ২

মেধা ঋষি বলিলেন—হে নরাধিপ, এই পরম রহস্তকে
অনাথ্যেয় (অত্যন্ত গোপনীয়) বলা হয় । কিন্তু তুমি দেবী-
ভক্ত, তোমাকে আমার অবাচ্য (অকথনীয়) কিছুই নাই । ৩

পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী^১ ত্রিগুণময়ী (তামসী, রাজসী ও
সাত্বিকী) ও সকলের আত্মা প্রকৃতি । তিনি লক্ষ্যা
(সগুণা) ও অলক্ষ্যা (নিগুণা) এবং জগৎপ্রপঞ্চ ব্যাপ্ত
করিয়া আছেন । ৪

হে নৃপ, ইনি হস্তে লেবু (বা শ্রীফল), গদা, খেট (চর্ম)

* মাতুলুঙ্গম্ ইতি বা পাঠঃ ।

১ শিবপুরাণাদিমতে মহালক্ষ্মী সপাশিবের অঙ্কাজ্ঞা সর্বদেবগুণাধিতা
শিবা শক্তি ।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা ।

শূত্রং তদখিলং শ্বেন পূরয়ামাস তেজসা ॥ ৬

শূত্রং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী ।

বভার রূপমপরং তমসা কেবলেন হি ॥ ৭

সা ভিন্নাজ্ঞানসঙ্কশা দংষ্ট্রাঙ্কিতবরাননা ।

বিশাললোচনা নারী বভূব তনুমধ্যমা ॥ ৮

‘ও পানপাত্র ধারণ করেন’ এবং মস্তকে নাগ (ব্রহ্মার চিহ্ন)
লিঙ্গ (শিবের পুংচিহ্ন) ও যোনি (বিষ্ণুর স্ত্রীচিহ্ন) ধারণ^২
করেন । ৫

ইনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণমুক্তা (রক্তবর্ণা) এবং তপ্তস্বর্ণময়-
অলঙ্কারভূষিতা এবং প্রলয়কালে স্বীয় তেজে সমগ্র শূত্র
(মহাকাশ) পূর্ণ করিয়াছিলেন । ৬

পরমেশ্বরী (মহালক্ষ্মী) প্রলয়কালে সমগ্র বিশ্ব শূত্র দেখিয়া
কেবল তমোগুণ দ্বারা অপর এক নারীরূপ ধারণ করিলেন । ৭
(মহালক্ষ্মী মহাকালীরূপে পরিণতা হইলেন) ।

(মূলা দেবী মহালক্ষ্মী হইতে) অভিন্না সেই নারী

১ সহাদ্রিখণ্ডে রেণুকামাহাত্ম্যে দেবীর আয়ুধধারণক্রম এইভাবে
উল্লিখিত আছে—দক্ষিণ অধঃ ও উর্ধ্ব হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে পানপাত্র ও
কৌমোদকী এবং বাম উর্ধ্ব ও অধঃ করযুগলে যথাক্রমে খেটক ও ত্রীফল
এবং মস্তকে লিঙ্গ ।

ভুবনেশ্বরী সংহিতায় দেবীর আয়ুধার্থ এইরূপ বর্ণিত—মাতুলিঙ্গ-
গ্রহণের দ্বারা সর্বকর্মের ফলদাতৃত্ব, গদাধারণের দ্বারা জিয়াশ্বরূপা
বিক্ষেপশক্তি, খেটকধারণের দ্বারা জ্ঞানশক্তি এবং পানপাত্র দ্বারা নিরন্তর
স্বানন্দানুভব-রসপান বোধিত ।

২ নাগাদিত্য দ্বারা ব্রহ্মাবিকৃৎপ্রায়কত্ব হুচিত ।

খড়্গ-পাত্র-শিরঃ-খেট্টৈরলঙ্কৃত-চতুর্ভুজা ।

কবন্ধহারমুরসা বিভ্রাণা শিরসা স্রজম্ ॥ ৯

তাং প্রোবাচ মহালক্ষ্মীস্তামসীং প্রমদোত্তমাম্ ।

দদামি তব নামানি যানি কৰ্মাণি তানি তে ॥ ১০

মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষা ।

নিজা তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রিহুব্রতয়া ॥ ১১

(মহাকালী) অঙ্কনতুল্য গাঢ় নীলবর্ণা দশন-পীড়িতাননা
বিশালনয়না এবং মধ্যমাবয়বা হইলেন । ৮

তাঁহার চারি হস্ত খড়্গ, পানপাত্র, শিরঃ ও খেট্ট দ্বারা
অলঙ্কৃত । তিনি বন্ধদেশে কবন্ধের (শিরোহীন দেহে)
মালা ও মস্তকে মৃণমালা ধারণ করেন । ৯

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সেই তামসী মহাকালী দেবীকে মহালক্ষ্মী
বলিলেন—তোমার যে যে কৰ্ম আছে তৎ তৎ অম্বয়ায়ী
তোমার বিভিন্ন নাম দিতেছি । ১০

তুমি (ব্রহ্মাদিরও মোহক বলিয়া) মহামায়া, মহাকালী,
মহামারী (মহামৃত্যুরূপা), ক্ষুধা (সর্ব অবিজ্ঞাদি ভক্ষণেচ্ছা-
বতী), তৃষা (সর্ব অবিজ্ঞাদি পানেচ্ছাবতী), নিজা
(যোগনিজা বা সমাধিরূপা), তৃষ্ণা (ভক্তকৃত ভক্তীচ্ছাবতী),
একবীরা (প্রপঞ্চমধ্যে অদ্বিতীয়া ও অলজ্জ্যাবীৰ্যা), (কাল-
নাশক বলিয়া) কালরাত্রি^১ এবং হুব্রতয়া (বিনাশরহিতা) ।

১ শ্রীশ্রীচণ্ডীর ১।৭২ মন্ত্রে কালরাত্রি দেবীর উল্লেখ আছে । বোগ-
রাশিষ্ট রামারণে (নির্বাণপ্রকরণে, উত্তর ভাগ, একাদীতিতম সর্গে)

ইমানি তব নামানি প্রতিপাত্তানি কর্মভিঃ ।

এভিঃ কর্মাণি তে জ্ঞাত্বা যোহধীতে সোহশ্নুতে সুখম্ ॥১২

তামিত্যুক্ত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্বরূপমপরং নৃপ ।

স্বাখ্যোনাতিশুদ্ধেন গুণেনেন্দুপ্রভং দধৌ ॥ ১৩

তোমার এই নামদশক কর্মাক্রমারে প্রতিপাত্ত (প্রসিদ্ধ) ।

নামাক্রমারে তোমার এই সকল কর্ম জানিয়া যে চণ্ডীপাঠ করে সে সুখলাভ করে । ১১-১২

হে নৃপ, তাহাকে (সেই মহাকালীকে) এইরূপ বলিয়া

বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে কালরাত্রি দেবীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন । অনন্ত মহাকাশে নৃত্যশীল কালভৈরবের দেহ হইতে ভগবতী কালরাত্রির আবির্ভাব হইল । কালরাত্রি করানবদনা, দীর্ঘাদ্রী, কজ্জলবৎ শ্রামলা ও নির্গদেহা । সূর্যাদি সেব ও দানধগণের নানাধর্মের মস্তকাবলী দ্বারা কমলমালার স্থায় মালা গাঁথিয়া তিনি গলে পরিধান করিয়াছেন । তদীয় বস্ত্রাঙ্কল সমীর-সংস্কোভিত নীপ্ত শিখাময় বহ্নিধোগে উজ্জ্বল । তাঁহার লম্বমান কর্ণযুগল ভূজঙ্গলম্বিত এবং নরমুণ্ডময়-কুণ্ডলশোভিত । তাঁহার দন্তরাজি যেন চন্দ্রশ্রেণী । বিস্তৃত অলাবুলতার স্থায় তিনি আকাশ ব্যাপিয়া বিরাজিতা । চকল মারুতহিলোলে তিনি নৃত্যরতা । তিনি কখনও একবাহু, কখনও বহুবাহু, কখনও বা বাহুহীন । কখনও অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃষিকায়, আবার কখনও অসীম আকাশব্যাপিনী অনন্ত মূর্তি । তদীয় বাহুনিচয়ের উৎক্ষেপণবশে এই বিশাল জগদাকার নৃত্য-মণ্ডপ কল্পিত । তিনি কখনও একবস্ত্র, কখনও বহুবস্ত্র, কখনও বা বস্ত্রবিহীন । তাঁহার নয়নত্রয় কোটরগত বহ্নিশিখার স্থায় দেদীপ্যমান, লগ্নাটকলক জ্বলধর্মিময় ইন্দ্রনীলমণিমণ্ডিত শৈলতটের সহিত তুলনীয় । সমীররূপ সূত্র দ্বারা তারকানিকর গ্রথিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ মুক্তাহাবের স্থায় প্রতিভাত ইত্যাদি ।

১ এই সকল তমোগুণের কার্য, কারণ দেবী তামসী ।

অক্ষমালাকুশধরা বীণাপুস্তকধারিণী ।

সা বভূব বরা নারী নামান্ত্রৈশ্চ চ সা দদৌ ॥ ১৪

মহাবিद्या মহাবাগী ভারতী বাক্ সরস্বতী ।

আর্য্য ব্রাহ্মী কামধেনুর্বেদগর্ভা চ ধীশ্বরী* ॥ ১৫

অথোবাচ মহালক্ষ্মীমহাকালীং সরস্বতীম্ ।

যুবাং জনয়তাং দেবো মিতুনে স্থানুরূপতঃ ॥ ১৬

ইত্যুক্তা তে মহালক্ষ্মীঃ সসর্জ মিতুনং স্বয়ম্ ।

হিরণ্যগর্ভো রুচিরো জ্যৈপুংসো কমলাসনো ॥ ১৭

মহালক্ষ্মী অতি শুদ্ধা সবগুণময়ী চন্দ্রপ্রভা অল্প এক মূর্তি ধারণ করিলেন। (মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতীরূপে পরিণত হইলেন।) ১৩

সেই শ্রেষ্ঠা নারী (মহাসরস্বতী) অক্ষমালা-ও অকুশধরা এবং বীণা-ও পুস্তক-ধারিণী। মহালক্ষ্মী তাঁহাকে মহাবিद्या, মহাবাগী, ভারতী, বাক্, সরস্বতী, আর্য্য, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা ও ধীশ্বরী (বা হরেশ্বরী)—এই সকল নাম প্রদান করিলেন। ১৪-১৫

অনন্তর মহালক্ষ্মী মহাকালী ও সরস্বতীকে বলিলেন—তোমরা উভয়ে স্ব স্ব অনুরূপ এক দেব (পুরুষ) ও এক দেবী (নারী) সৃষ্টি কর। ১৬

তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিয়া মহালক্ষ্মী স্বয়ং স্বর্ণবর্ণ (বা বিশুদ্ধজ্ঞানদেহ), সুন্দর ও কমলাসনস্থিত একটি পুরুষ এবং তদনুরূপ একটি নারী সৃজন করিলেন। ১৭

* হরেশ্বরী ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মন্ বিধে বিরঞ্চেতি ধাতুরিত্যাহ তং নরম্ ।

শ্রীঃ পদ্মে কমলে লক্ষ্মীত্যাহ মাতা স্ত্রিয়ঞ্চ তাম্ ॥ ১৮

মহাকালী ভারতী চ মিথুনে সৃজতঃ সহ ।

এতয়োরপি রূপাণি নামানি চ বদামি তে ॥ ১৯

নীলকণ্ঠঃ রক্তবাহুঃ শ্বেতাঙ্গঃ চন্দ্রশেখরম্ ।

জনয়ামাস পুরুষং মহাকালী সিতাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ২০

স রুদ্রঃ শঙ্করঃ স্থাগুঃ কপর্দী চ ত্রিলোচনঃ ।

ত্রয়ী বিদ্যা কামধেনুঃ সা স্ত্রীভাবা* স্বরাক্ষরা ॥ ২১

মহালক্ষ্মী সেই পুরুষকে ব্রহ্মা, বিধি, বিরিকি ও ধাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং সেই নারীকে শ্রী, পদ্মা, কমলা, লক্ষ্মী ও মাতা—এই সকল নামে অভিহিতা করিলেন । ১৮

মহাকালী ও ভারতী (মহাসরস্বতী) যে পুরুষ-ও নারী-যুগল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও স্বরূপ তোমাদের বলিতেছি । ১৯

মহাকালী শ্বেতবর্ণা নারী এবং নীলকণ্ঠ, রক্তবাহু, শ্বেতাঙ্গ ও ললাটে চন্দ্রবিশিষ্ট পুরুষ সৃষ্টি করিলেন । ২০

সেই (সৃষ্ট) পুরুষ রুদ্র, শঙ্কর, স্থাগু, কপর্দী^১ ও ত্রিলোচন এবং সেই (সৃষ্টা) স্ত্রী (বেদ) ত্রয়ী, বিদ্যা, কামধেনু, স্ত্রীভাবা (বালভাবা), অক্ষরা (নিত্যা, ফোটরূপা বা ব্যঞ্জনরূপা) এবং স্বরা (ষোড়শরূপা) । ২১

* স্ত্রীভাবা ইতি বা পাঠঃ ।

১ কপর্দ—জটা, কপর্দী=জটাবারী শিব

সরস্বতী ত্রিয়ং গৌরীং কৃষ্ণঞ্চ পুরুষং নৃপ ।

জনয়ামাস নামানি তয়োৱপি বদামি তে ॥ ২২

বিষ্ণুঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশো বাসুদেবো জনার্দনঃ ।

উমা গৌরী সতী চণ্ডী স্তুন্দরী স্তুভগা শিবা* ॥ ২৩

এবং যুবতয়ঃ সত্ৰাঃ পুরুষত্বং প্রাপেদিরে ।

চক্ষুঃশ্রোত্রো হু পশ্চাস্তি নেতরেহ তদবিদো জনাঃ ॥ ২৪

ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মীনৃপ ত্রয়ীম্ ।

রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ ত্রিয়ম্ ॥ ২৫

হে নৃপ, সরস্বতী এক গৌরবর্ণা স্ত্রী এবং এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ
সৃষ্টি করিলেন । ইহাদের নামও তোমাকে বলিতেছি । ২২

পুরুষের নাম বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব ও জনার্দন
এবং নারীর নাম উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, স্তুন্দরী, স্তুভগা
(ভগযুক্তা) ও শিবা । ২৩

পরে যুবতীগণ সত্ৰ পুরুষত্ব* প্রাপ্ত হইলেন । চক্ষুশ্রো-
(জ্ঞানি-) গণ এই তত্ত্ব দর্শন করেন (অবগত হন), অপরে
(অজ্ঞানীরা) নহে । কারণ, উক্ত তত্ত্ব জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্ট,
চর্ম-চক্ষুর অদৃষ্ট । ২৪

হে নৃপ, মহালক্ষ্মী ব্রহ্মাকে ত্রয়ী (সরস্বতী), রুদ্রকে
বরদাস্ত্রী গৌরী এবং বিষ্ণুকে স্ত্রী—পত্নীরূপে প্রদান
করিলেন । ২৫

(এই মিথুনজয় কারণদেহ-স্বন্দেহ-স্তুন্দেহ-অভিমানী ।)

* শুভা ইতি বা পাঠঃ ।

১ মহালক্ষ্মী ব্রহ্মত্ব, মহাকালী রুদ্রত্ব ও মহাসরস্বতী বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত
হইলেন ।

স্বরয়া সহ সমুয় বিরঞ্ছোহুগুমজীজনং ।

বিভেদ ভগবান্ রুদ্রস্তদগৌর্যা সহ বীৰ্যবান্ ॥ ২৬

অণুমধ্যে প্রধানাদি-কার্যজাতমভূনৃপ ।

মহাভূতাত্মকং সৰ্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৭

পুষ্পোষ পালয়ামাস তল্লক্ষ্ম্যা সহ কেশবঃ ।

সংজহার জগৎ সৰ্বং সহ গৌর্যা মহেশ্বরঃ ॥ ২৮

মহালক্ষ্মীর্মহারাজ সৰ্বসত্ত্বময়ীশ্বরী ।

নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভূং ॥

নামান্তরৈর্নিরূপৈষা নাম্না নাগ্নেন কেনচিৎ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে প্রাধানিকং

রহস্যং সমাপ্তম্ ।

বিরিকি (ব্রহ্মা) স্বরার (বা সরস্বতীর) সহিত মিলিত হইয়া এক অণু সৃষ্টি করিলেন । বীৰ্যবান্ ভগবান্ রুদ্র গৌরীর সহিত সেই অণুকে বিভক্ত করিলেন । ২৬

হে নৃপ, সেই অণুমধ্যে মহাভূতাত্মক স্থাবর জঙ্গম সমগ্র জগৎ মহদহঙ্কারাদি (প্রকৃতির) কার্য দ্বারা জাত হইল । ২৭

কেশব লক্ষ্মীর সহিত সেইসকল পোষণ ও পালন করিলেন এবং গৌরীর সহিত মহেশ্বর প্রলয়কালে সমগ্র জগৎ সংহার করিলেন । ২৮

হে মহারাজ, সৰ্বসত্ত্বময়ী, ঈশ্বরী মহালক্ষ্মী, নিরাকারা

১ গ্রন্থের স্থানসিক আশয় এই যে, চরিত্রত্রয়ের মধ্যে মহালক্ষ্মী

নিগুণা হইয়াও সাকারা (সগুণা)। সাকার অবস্থায় তিনি বিবিধ নাম ও রূপ ধারণ করেন। নিগুণরূপে তিনি সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ—এই স্বরূপলক্ষণের দ্বারা নিরূপা (লক্ষণীয়া); কিন্তু প্রত্যক্ষাদি অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা বোধ্য নহেন। ২২

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত প্রাধানিক ব্রহ্মেশ্বর
অনুবাদ সমাপ্ত।

সর্বোত্তমা—এইরূপ সর্বোত্তম ভাব উপাসকের অভিমান মাত্র। দেবীর ব্যক্তিগত সত্ত্বও তিনি তুরীয়া। তাঁহার ব্যক্তিগত-উপাসনাস্থে তুরীয়া রূপই প্রধানতঃ উপাস্ত। এই অষ্ট চণ্ডীতে চারিটি স্তোত্র আছে। যে অধ্যায়োক্ত দেবীমূর্ত্ত তুরীয়া স্বরূপেরই স্তব; অষ্ট তিনটি স্তোত্র নদাকাল্যাদি চরিত্রত্বের স্তব। পাঞ্চরাত্র লক্ষীতন্ত্রের পরদেবতা-ইন্দ্র-সংবাদে স্পষ্টীকৃত হইরাছে যে মল্লীয়াসী দেবীর ব্যক্তিরূপত্ব অনিত্য; এবং কুটম্ব, নিরাকার ও নিগুণ স্বরূপই নিত্য। —গুপ্তনজী

(২) বৈষ্ণবিক রহস্য

ঋষিরূবাচ

ত্রিগুণা তামসী দেবী সাত্বিকী যা ত্রিধোদিতা * ।

স্যা শর্বা চণ্ডিকা দুর্গা ভদ্রা ভগবতীর্থতে ॥ ১

যোগনিদ্রা হরেকৃত্ত্বা মহাকালী তমোগুণা ।

মধুকৈটভনাশার্থং যাং তুষ্টাবাম্ভুজাসনঃ ॥ ২

দশবক্ত্রা দশভুজা দশপাদাঙ্গনপ্রভা ।

বিশালয়া রাজ্যমানা ত্রিংশল্লোচনমালয়া ॥ ৩

মেধা ঋষি বলিলেন—যে ত্রিগুণময়ী দেবীর তামসী, রাজসী ও সাত্বিকী এই ত্রিবিধা^১ যুতির কথা বলা হইল, তিনি শর্বা, চণ্ডিকা, দুর্গা, ভদ্রা ও ভগবতী বলিয়া উক্তা হন । ১

পদ্মানব ব্রহ্মা মধুকৈটভনাশার্থং যে দেবীকে স্তুব করিয়াছিলেন, তিনিই বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপা তামসী মহাকালী বলিয়া কথিতা । ২

তাঁহার দশ মুখ, দশ হস্ত ও দশ পাদ । তিনি অঙ্গনপ্রভা^২ ও বিশাল ত্রিশটি^৩ নগ্ননমালার সহিত বিরাজমানা । ৩

* ত্রয়োদিতা ইতি বা পাঠঃ ।

১ ত্রিবিধাপি সা বস্তুতঃ একৈব ।

২ কাঙ্ক্ষলের মত কাল রং বাহার ।

৩ দেবীর প্রত্যেক মুখমণ্ডলে তিনটি নেত্র—এই হিসাবে দশটি মস্তকে ত্রিশটি চক্ষু ।

ক্ষুরদশনদংষ্ট্রা সা ভীমরূপাপি ভূমিপ ।
 রূপসৌভাগ্যকাস্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাশ্রিয়া ॥ ৪
 খড়্গা-বাণ-গদা-শূল-শঙ্খ-চক্র-ভূগুণ্ডিভূং ।
 পরিঘং কামূর্কং শীর্ষং নিশ্চেত্যাতক্রধিরং দধৌ ॥ ৫
 এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী ছরতয়া ।
 আরাধিতা বশীকুর্যাৎ পূজাকতুর্চরাচরম্ ॥ ৬
 সর্বদেবশরীরেভ্যো যাবিভূতামিতপ্রভা ।
 ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সাক্ষান্মহিষমদিনী ॥ ৭

হে রাজন্, হৃদয় ও উজ্জলদন্তযুক্তা এবং ভীমরূপা
 হইলেও তিনি উক্তগণের রূপ, সৌভাগ্য ও কাস্তি প্রভৃতি
 মহা-শ্রীর আশ্রয় । ৪

(দক্ষিণাধঃকর হইতে বামাধঃকর পর্যন্ত) তিনি খড়্গা,
 বাণ, গদা, শূল, শঙ্খ, চক্র ও ভূগুণ্ডি ধারণ করেন এবং
 পরিঘ, কামূর্ক (ধনু) ও রুধির-ক্ষরণ-শীল শীর্ষ (মস্তক)
 ধারণ করেন । ৫

এই ছরতয়া (অনতিক্রমণীয়া) বিষ্ণুমায়া মহাকালী
 আরাধিতা হইলে পূজাকর্তার (পূজকের) চরাচর জগৎ
 বশীভূত করেন । ৬

সকল দেবতার শরীর হইতে যে অমিতপ্রভা দেবী
 আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তিনিই ত্রিগুণময়ী মহিষমদিনী
 সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী । ৭ (চণ্ডী, ২।১০-১৩ দ্রষ্টব্য ।)

শ্বেতাননা নীলভূজা স্বেতস্তনমণ্ডলা ।

রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজ্জ্যোৎস্নকম্বদা ॥ ৮

সুচিত্রজঘনা চিত্রমাল্যাম্বরবিভূষণা ।

চিত্রানুলেপনা কাস্তি-রূপ-সৌভাগ্য-শালিনী ॥ ৯

অষ্টাদশভূজা পূজ্যা সা সহস্রভূজা সতী ।

আয়ুধান্ত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ॥ ১০

অক্ষমালা চ কমলং বাণোহসিঃ কুলিশং গদা ।

চক্রং ত্রিশূলং পরশুঃ শঙ্খো ঘটা চ পাশকঃ ॥ ১১

শক্তির্দণ্ডশ্চর্ম চাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুঃ ।

অলঙ্কৃতভূজামেভিরায়ুধৈঃ কমলাসনাম্ ॥ ১২

তিনি শ্বেতাননা^১ ও নীলহস্তা । তাঁহার স্তনমণ্ডল অতি
শ্বেতবর্ণা ও শরীরের মধ্যভাগ রক্তবর্ণা । তিনি রক্তচরণা ।
তাঁহার জজ্বা ও উক নীলবর্ণা ও তিনি ব্রহ্মানন্দে উন্মাদিনী । ৮

তিনি সুচিত্রজঘনা, বিচিত্রমালা ও বস্ত্রবিভূষিতা, বিবিধ-
অনুলেপন (গন্ধ)-যুক্তা এবং কাস্তি, রূপ ও সৌভাগ্য-মণ্ডিতা । ৯

তিনি সহস্রভূজা^২ হইলেও অষ্টাদশভূজাক্রমে পূজ্যা ।
দক্ষিণ দিকের নিম্নহস্তক্রমে তাঁহার (হস্তস্থিত) আয়ুধ (অস্ত্র)-
সমূহ এখানে বলা হইতেছে । ১০

কমলাসনা দেবীর অষ্টাদশ হস্ত কল্পাক্ষমালা, পদ্ম, বাণ,

১ শিবাংশনিমিত্ত আনন শ্বেতবর্ণা । মধ্যম চরিত্র কষ্টেয়া ।

২ এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী । দেবী সহস্রভূজা অর্থাৎ
অনন্তভূজা । —গুণবতী টীকা

সর্বদেবময়ীমীশাং মহালক্ষ্মীমিমাং নৃপ ।

পূজয়েৎ সর্বলোকানাং স দেবানাং প্রভুর্ভবেৎ ॥ ১৩

গৌরীদেহাৎ সমুদ্ভূতা যা সত্বৈকগুণাশ্রয়া ।

সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুভাস্বর-নিবাহিনী ॥ ১৪

দধৌ চাষ্টভুজা বাণমুসলে শূলচক্রভৃৎ ।

শঙ্খাং ঘণ্টাং লাক্ষলকং কার্মুকং বসুধাধিপ ॥ ১৫

এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি ।

নিশুশুমতিনী দেবী শুভাস্বরনিবাহিনী ॥ ১৬

অসি, বজ্র, গদা, চক্র, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা ও পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম (ঢাল), চাপ (ধনু), পানপাত্র ও কমণ্ডলু—এই অষ্টাদশ অস্ত্রে অলঙ্কৃত । ১১-১২

হে নৃপ, সর্বদেবময়ী ঈশ্বরী এই মহালক্ষ্মীকে যিনি পূজা করেন তিনি সকল লোকের ও দেবগণের প্রভু হন । ১৩

যে সবগুণময়ী দেবী গৌরীদেহ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন, তানই শুভাস্বরনাশিনী সাক্ষাৎ সরস্বতী বলিয়া উক্তা । ১৪

হে পৃথিবীপতি, এই অষ্টভুজা মহাসরস্বতী দেবী অষ্ট হস্তে বাণ, মুসল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, লাক্ষল ও ধনু ধারণ করেন । ১৫

এই নিশুশুমতিনী শুভাস্বরনাশিনী দেবী ভক্তিপূর্বক সম্পূজিতা হইলে সর্বজ্ঞত্ব প্রদান করেন । ১৬

ইত্যুত্তানি স্বরূপানি মূর্তীনাং তব পার্থিব ।

উপাসনং জগন্মাতুঃ পৃথগাসাং নিশাময় ॥ ১৭

মহালক্ষ্মীর্যদা পূজ্যা মহাকালী সরস্বতী ।

দক্ষিণোত্তরয়োঃ পূজ্যে পৃষ্ঠতো মিথু- যম্ ॥ ১৮

বিরিঞ্চিঃ স্বরয়া মধ্যো রুদ্রো গোৰ্বা চ দক্ষিণে ।

বামে লক্ষ্ম্যা হ্রবীকেশঃ পুরতো দেবতাত্রয়ম্ ॥ ১৯

অষ্টাদশভূজা মধ্যো বামে চান্দ্রা দশাননা ।

দক্ষিণেহষ্টভূজা লক্ষ্মীর্মহতীতি সমর্চয়েৎ ॥ ২০

অষ্টাদশভূজা চৈবা যদা পূজ্যা নরাধিপ ।

দশাননা চাষ্টভূজা দক্ষিণোত্তরয়োস্তদা ॥ ২১

হে নৃপ, তোমার নিকট জগন্মাতার মূর্তিসমূহের স্বরূপ এইরূপে উক্ত হইল। এখন পৃথকভাবে ইহাদের উপাসনা শ্রবণ কর। ১৭

যখন মহালক্ষ্মীর পূজা করিবে তখন দক্ষিণে মহাকালী ও উত্তরে সরস্বতী এবং পশ্চাতে (পূবোক্ত) মিথুন- (স্ত্রী-পুরুষ-) ত্রয় পূজা করিবে। ১৮

মধ্যো স্বরা (সরস্বতী) সহ বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা), দক্ষিণে গোবীন্দহ রুদ্র, বামে লক্ষ্মীসহ হ্রবীকেশ এবং সম্মুখে দেবতা-ত্রয়ের পূজা করিবে। ১৯

মধ্যো অষ্টাদশভূজা, ইহার বামে দশাননা মহাকালী ও দক্ষিণে অষ্টভূজা, মহালক্ষ্মী অর্চনা করিবে। ২০

হে নরাধিপ, যখন অষ্টাদশভূজা বা দশাননা বা অষ্টভূজার

কালমৃত্যু চ সংপূজ্যো সর্বারিষ্টপ্রশান্তয়ে ।
 যদা চাষ্টভূজা পূজ্যা শুস্তাস্বরনিবহিনী ॥ ২২
 নবাস্ত্রাঃ শত্রুয়ঃ পূজ্যাস্তথা রুদ্রবিনায়কৌ ।
 নমো দেব্যা ইতি স্তোত্রৈর্মহালক্ষ্মীং সমর্চয়েৎ ॥ ২৩
 অবতারত্রয়াচায়াং স্তোত্রমস্ত্রাস্তদাশ্রয়াঃ ।
 অষ্টাদশভূজা চৈষা পূজ্যা মহিষমর্দিনী ॥ ২৪
 মহালক্ষ্মীর্মহাকালী সৈব প্রোক্তা সরস্বতী ।
 ঈশ্বরী পুণ্যপাপানাং সর্বলোকমহেশ্বরী ॥ ২৫

পূজা করিবে, তখন সকল অরিষ্ট (বিঘ্ন)-প্রশান্তির জন্য
 দক্ষিণ ও উত্তর দিকে যথাক্রমে মহাকাল ও মহামৃত্যুর
 পূজা করিবে। যখন শুস্তাস্বরনাশিনী অষ্টভূজার পূজা
 করিবে, তখন ইহার শৈলপুত্রী প্রভৃতি নবশক্তির^১ এবং রুদ্র
 ও গণেশের পূজা করিবে এবং ‘নমো দেব্যা’^২ ইত্যাদি
 স্তোত্র দ্বারা মহালক্ষ্মীর অর্চনা করিবে। ২১-২৩

দেবীর অবতারত্রয়ের অর্চনায় তত্ত্বং মাহাত্ম্যোক্ত স্তোত্র-
 মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে ও অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দিনীর পূজা
 করিবে। তিনিই পাপপুণ্যের (ফলদাত্রী), সর্বলোকের
 মহেশ্বরী। তিনিই ত্রিগুণাসুসারে মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও
 মহাসরস্বতী নামে অভিহিতা। ২৪-২৫

১ দেবীকবচ দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীশ্রীচণ্ডীর ৫১৯-৮২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

মহিষাস্তকরী যেন পূজিতা স জগৎপ্রভুঃ ।
 পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্ ॥ ২৬
 অৰ্ঘ্যাদিভিরলঙ্কারৈর্গন্ধপুষ্পৈস্তথাক্রমৈঃ ।
 ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানাতন্মাসমম্বিতৈঃ ॥ ২৭
 কুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন সুরয়া নৃপ ।
 প্রণামাচমনীয়েন চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥ ২৮
 সর্পৈর্দীপৈশ্চ তাম্বুলৈর্ভুক্তিভাবসমম্বিতৈঃ ।
 বামভাগেহগ্রতো দেব্যাশ্চিন্নশীর্ষং মহাসুরম্ ॥ ২৯
 পূজয়েন্মহিষং যেন প্রাপ্তং সায়ুজ্যমীশয়া ।
 দক্ষিণে পরতঃ সিংহং সমগ্রং ধর্মমীশ্বরম্ ॥ ৩০

মহিষাসুরের অস্তকরী (নাশকারিণী) ষাঁহার দ্বারা
 পূজিতা হন, তিনি জগতের প্রভু হন। অতএব, ভক্তবৎসলা
 জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকার পূজা করিবে। ২৬

হে নৃপ, অৰ্ঘ্যাদি, অলঙ্কারসকল, গন্ধপুষ্প এবং আতপ
 তণ্ডুল, ধূপ, দীপ, নানা আহার্যসমম্বিত নৈবেদ্য, কুধিরসিক্ত
 বলি, মাংস, মদ, প্রণাম, আচমনীয়, সুগন্ধি চন্দন এবং
 কর্পূরযুক্ত তাম্বুলাদি উপচার দ্বারা ভুক্তিভাবে দেবীর পূজা
 করিবে। দেবীর সম্মুখে বামভাগে দেবীর সায়ুজ্যপ্রাপ্ত^১

১ ইহাতে শত্রুর প্রতিপদ দেবীর বাৎসল্য প্রকাশিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের
 ৩য় শ্লোকের পাদটীকা এবং ৪র্থ অধ্যায়ের ২১তম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বাহনং পূজয়েদ্দেব্যা ধৃতং যেন চরাচরম্ ।
 ততঃ কৃতাজ্জলিতুৰ্দ্ধা স্তবীত চরিতৈরিমৈঃ ॥ ৩১
 একেন বা মধ্যমেন নৈকেনেতরয়োরিহ ।
 চরিতার্থন্ত ন জপেজ্জপংছিদ্রমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৩২
 স্তোত্রমষ্টৈঃ স্তবীতেমাং যদি বা জগদম্বিকাম্ ।
 প্রদক্ষিণা-নমস্কারান্ কৃৎস্না মূৰ্ধ্নি কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৩৩
 ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্ৰীং মুহূৰ্মুহুরতন্দ্রিতঃ ।
 প্রতিশ্লোকঞ্চ জুহুয়াৎ পায়সং তিলসৰ্পিষা ॥ ৩৪

ছিন্নশির মহাহর মহিষকে এবং দক্ষিণদিকের পূর্বোভাগে
 সমগ্র ধর্মস্বরূপ চরাচরধারী ভগবান সিংহের^১ পূজা
 করিবে । ২৭-৩০

দেবীর বাহন সিংহ চরাচর বিশ্ব ধারণ করেন । অনন্তর
 কৃতাজ্জলিপুটে এই চরিত্রসমূহ দ্বারা দেবীর স্তব করিবে । ৩১

একমাত্র মধ্যম চরিত্র দ্বারাই স্তব করিতে পার ; কিন্তু
 কেবলমাত্র প্রথম বা উত্তর চরিত্র দ্বারা স্তব করিবে না ।
 চরিতার্থ পাঠ করাও উচিত নয় । এইরূপ পাঠে পূজার
 অসহানি হয় । ৩২

অথবা মস্তকে কৃতাজ্জলি হইয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণামসহকারে
 সকল স্তোত্ররূপ মন্ত্রপাঠপূর্বক এই দেবীর স্তব করিবে । ৩৩

অনলস হইয়া মুহূৰ্মুহঃ জগদ্ধাত্রীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

^১ সিংহের ধ্যান জট্বেয় ।

জুহুয়াং স্তোত্রমর্ন্ত্রৈর্বা চণ্ডিকায়ৈ শুভং হবিঃ ।

নমো নমঃ পদৈর্দেবীং পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ ৩৫

প্রযতঃ প্রাজ্জলিঃ প্রহ্বঃ প্রাণানারোপ্য* চান্ননি ।

সুচিরং ভাবয়েদ্দেবীং চণ্ডিকাং তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৩৬

এবং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যা প্রতাহং পরমেশ্বরীম্ ।

ভুক্ত্য ভোগান্ যথাকামং দেবীসায়ুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭

করিবে । সপ্তশতীর প্রতিশ্লোক পাঠপূর্বক^১ তিলযুক্ত ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিবে । ৩৪

অথবা কেবল শুদ্ধ ঘৃত দ্বারা প্রতিশ্লোক পাঠ করিয়া চণ্ডিকার উদ্দেশ্যে হোম করিবে এবং ‘নমো নমঃ’ ইত্যাদি পদ^২ দ্বারা সমাহিতচিত্তে দেবীর পূজা করিবে । ৩৫

সংযতচিত্ত, কৃতাজ্জলি ও প্রণত হইয়া আত্মার প্রাণবায়ু-সমূহ আরোপ (সংযোগ) করিয়া দীর্ঘকাল চণ্ডিকাদেবীর ভাবনা করিতে করিতে তন্ময় হইবে । ৩৬

এইরূপে যিনি ভক্তিপূর্বক প্রতাহ পরমেশ্বরীর পূজা করেন, তিনি যথাভিলষিত বস্তু ভোগ করিয়া মহিষাসুরবৎ দেবীর সায়ুজ্য প্রাপ্ত হন । ৩৭

* প্রণম্যারোপ্য ইতি বা ।

১ কবচত্রয় ও রহস্যত্রয়ের প্রতিশ্লোকে হোম করা নিষিদ্ধ । মুখ্যভাবশতঃ এইরূপ করিলে দেহপাত ও নরকবাস হয় । দুর্গাহোমপরায়ণ ঋদ্ধকাসুর কবচাচরিত্রজাত গাপের জন্ত মহেশ কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছিল ।—গুপ্তবতী

২ পঞ্চম অধ্যায়োক্ত স্তব ।

যো ন পূজয়তে নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্ ।

ভস্মীকৃত্যস্মা পুণ্যানি নির্দহেৎ পরমেশ্বরী ॥ ৩৮

তস্মাৎ পূজয় ভূপাল সর্বলোকমহেশ্বরীম্ ।

যথোক্তেন বিধানেন চণ্ডিকাং সুখমাপ্যসি ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে বৈকৃতিকরহস্ত্যং সমাপ্তম্ ।

যিনি ভক্তবৎসলা চণ্ডীর পূজা না করেন, পরমেশ্বরী
তাঁহার সকল পুণ্য ভস্মীভূত করিয়া তাঁহাকে উৎপীড়িত
করেন । ৩৮

অতএব হে ভূপাল, যথোক্ত বিধানে সর্বলোক-মহেশ্বরী
চণ্ডিকার পূজা করিবে । তাহা হইলে ইহলোকে ও
পরলোকে সুখী হইবে । ৩৯

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত বৈকৃতিকরহস্ত্যের
অনুবাদ সমাপ্ত ।

(৩) মূর্তিরহস্ত

ঋষিরূবাচ

নন্দা ভগবতী নাম যা ভবিষ্যতি নন্দজা ।
 সা স্তুতা পূজিতা ধ্যাতা বশীকুর্ধাজ্জগত্রয়ম্ ॥ ১
 কনকোত্তমকান্তিঃ সা সুকান্তিকনকাম্বরী ।
 দেবী কনকবর্ণাভা কনকোত্তমভূষণা ॥ ২
 কমলাকুশপাশাব্জৈরলঙ্কিত-চতুর্ভুজা ।
 ইন্দির কমনা লক্ষ্মীঃ সা শ্রী রুক্মাম্বুজাসনা ॥ ৩

[নন্দজাদি সপ্ত মূর্তির উপাসনা উক্ত হইতেছে—]

(মেধা) ঋষি বলিলেন—ভগবতী নন্দা^১ নামে যে
 নন্দহিতা আবির্ভূতা হইবেন, তাহাকে স্তব, পূজা ও
 ধ্যান করিলে ত্রিলোক বশীভূত হইবে । ১

সেই দেবী উজ্জ্বল-সুবর্ণ-কান্তিযুক্তা, স্বর্ণপ্রভ-বস্ত্র-
 পরিহিতা, কনকবর্ণা ও স্বর্ণালঙ্কারশোভিতা । ২

তাহার চারি হস্ত পদ্ম, অকুশ, পাশ ও অজ^২ (শঙ্খ)
 দ্বারা অলঙ্কৃত । তিনি ইন্দিরী, কমনা, লক্ষ্মী ও শ্রী এবং
 তাহার আসন রুক্মাম্বুজ (স্বর্ণপদ্ম) । ৩

১ চণ্ডীর ১১।৪২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য ।

২ এখানে অজের অর্থ পদ্মও হইতে পারে । কারণ, লক্ষ্মীর হস্তে
 দুই হস্তে পদ্ম অস্ত্রদ্বয় দৃষ্ট হয় । —গুপ্তবতী টীকা

যা রক্তদন্তিকা নাম দেবী প্রোক্তা ময়ানঘ ।

তস্যাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু সর্বভয়াপহম্ ॥ ৪

রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা রক্তসর্বাঙ্গভূষণা ।

রক্তামুখা রক্তনেত্রা রক্তকেশাতিভীষণা ॥ ৫

রক্ততীক্ষ্ণনখা রক্তরসনা রক্তদন্তিকা ।

পতিং নারীবানুরক্তা দেবী ভক্তং ভজেজ্জনম্ ॥ ৬

বসুধেব বিশালা সা স্মেরুযুগলস্তনী ।

দীর্ঘৌ লম্বাবতিস্থলৌ তাবতীব মনোহরৌ ॥ ৭

কর্কশাবতিকাষ্ঠৌ তৌ সর্বানন্দপয়োনিধৌ ।

ভক্তান্ সংপায়য়েদেবী সর্বকামদুঘৌ স্তনৌ ॥ ৮

হে অনঘ (নিষ্পাপ), যে রক্তদন্তিকা^১ দেবীর কথা উক্ত হইয়াছে তাঁহার সর্বভয়নাশক স্বরূপ বলিব, শ্রবণ কর । ৪

তিনি রক্তবসনা, রক্তবর্ণা, রক্তালঙ্কারে সর্বাঙ্গশোভিতা, রক্তবর্ণ অঙ্গধারিণী, রক্তনয়না, রক্তকেশা ও অতিভীষণা । ৫

তাঁহার তীক্ষ্ণ নখগুলি রক্তবর্ণ এবং তিনি রক্ত-জিহ্বা ও রক্ত-দংষ্ট্রা । নারী যেমন পতির প্রতি অহুরক্তা হন, তিনি সেইরূপ ভক্তজনের প্রতি অহুরাগিণী (রূপালু) । ৬

তাঁহার শরীর বিধের ঞ্চায় বিশাল এবং তাঁহার স্মেরু-তুলা স্তনযুগল দীর্ঘ, লম্বা, অতিস্থল, অতীব মনোহর, কর্কশ,

খড়্গং পাত্রঞ্চ মুসলং লাক্ষলঞ্চ বিভর্তি সা ।
 আখ্যাতা রক্তচামুণ্ডা দেবী যোগেশ্বরীতি চ ॥ ৯
 অনয়া ব্যাপ্তমখিলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
 ইমাং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যা স ব্যাপ্নোতি চরাচরম্ ॥ ১০
 অধীতে যঃ ইমং নিত্যং রক্তদস্তা-বপুস্তবম্ ।
 তং সা পরিচরেদ্দেবী পতিং প্রিয়মিবাক্ষনা ॥ ১১
 শাকস্তরী নীলবর্ণা নীলোৎপলবিলোচনা ।
 গভীরনাভিস্ত্রিবলী-বিভূষিত-তনুদরী ॥ ১২

অতিশয় কাঙ্ক্ষিত সর্বাঙ্গের পয়োনিধি (সাগর) এবং
 দেবী ভক্তগণকে সর্ব-কামধুক (সকলবাসনাপূরক) সেই
 স্তনযুগল পান করাইয়া থাকেন । ৭-৮

দেবী হস্তে খড়্গ, মধুপানের পাত্র, মুসল ও লাক্ষল ধারণ
 করেন । তিনি রক্তচামুণ্ডা ও যোগেশ্বরী নামে আখ্যাতা । ৯
 সমগ্র স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ তাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ।
 তাঁহাকে যিনি ভক্তিপূর্বক পূজা করেন, তিনি চরাচরব্যাপী
 হন (অর্থাৎ সর্বব্যাপিত্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করেন) । ১০

যিনি রক্ত-দস্তা মূর্তির এই স্তব নিত্য পাঠ করেন,
 তাঁহাকে দেবী—নারী যেরূপ প্রিয় পতিকে সেবা করেন—
 সেইরূপ পরিচর্যা (প্রতিপালন) করেন । ১১

শাকস্তরী দেবী নীলবর্ণা ও নীলপদ্মনয়না । তাঁহার নাভি
 গভীর, তাঁহার উদর ক্ষীণ ও ত্রিবলী^১-ভূষিত । ১২

১ বলী = উদরাদি অঙ্গের দোহুল্যমান মাংস ।

সুকর্কশ-সমোত্তুঙ্গ-বৃদ্ধপীনঘনস্তনী ।

মুষ্টিং শিলীমুখাপূর্ণং কমলং কমলালয়া ॥ ১৩

পুষ্পপল্লবমূলাদি-ফলাঢ্যং শাকসঞ্চয়ম্ ।

কাম্যানন্তরসৈষুক্তং ক্ষুৎতৃণ্য ত্যা-জরাপহম্ ॥ ১৪

কামুকঞ্চ ক্ষুরংকাস্তিঃ বিভ্রতী পরমেশ্বরী ।

শাকস্তরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা ॥ ১৫

বিশোকা ছষ্টদমনী শমনী ছুরিতাপদাম্ ।

উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকা সাপি পার্বতী ॥ ১৬

শাকস্তরীং স্তবন্ ধায়ন্ জপন্ সম্পূজয়ন্নমন্ ।

অক্ষয়ামশ্নুতে শীঘ্রমন্নপানামৃতং ফলম্ ॥ ১৭

উহার স্তনযুগল সুকর্কশ, সমান, উত্তুঙ্গ (উচ্চ), বৃদ্ধ (অগোল), পীন ও ঘনসন্নিবিষ্ট এবং ইনি কমলাসনা । ইনি বাণপূর্ণ মুষ্টি, পদ্ম এবং অনন্তকামারনযুক্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা ও মৃত্যুনাশক, পুষ্প, পল্লব, মূলাদি ও ফলযুক্ত শাকসমূহ এবং বাণ ধারণ করিয়াছেন । ১৩-১৪

সেই পরমেশ্বরী শাকস্তরী উজ্জলকাস্তিবুক্তা ও শত-নয়না । তিনিই দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা । ১৫

তিনিই বিশোকা, ছষ্টদমনী, পাপনাশিনী ও বিপত্তারিণী । তিনিই উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকা ও পার্বতী নামে অভিহিতা । ১৬

শাকস্তরী' দেবীকে স্তব, ধ্যান, জপ, পূজা ও নমস্কার করিলে শীঘ্র অক্ষয় অন্নপানরূপ অমৃত ফল লাভ হয় । ১৭

ভীমাপি নীলবর্ণা সা দংষ্ট্রাদশন-ভাসুরা ।
 বিশাললোচনা নারী বৃন্তপীন-পয়োধরা ॥ ১৮
 চন্দ্রহাসঞ্চ ডমরুং শিরঃ পাত্রঞ্চ বিভ্রতী ।
 একবীরা কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা কামদা স্তুতা ॥ ১৯
 তেজোমণ্ডলদুর্ধ্বা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভূং ।
 চিত্রানুলেপনা দেবী চিত্রাভরণভূষিতা ॥ ২০
 চিত্রভ্রমরপাণিঃ সা মহামারীতি গীয়তে ।
 ইত্যেতা মূর্তয়ো দেব্যা ব্যাখ্যাতা বসুধাধিপ ।
 জগন্মাতৃশচণ্ডিকায়াঃ কীর্তিতাঃ কামধেনবঃ ॥ ২১

সেই ভীমা দেবী নীলবর্ণা । তাঁহার দাড়া (লম্বা দাঁত) ও দস্ত উজ্জল । সেই দেবী বিশালনয়না । তাঁহার স্তনযুগল গোলাকার, পীন (স্থূল) ও অমৃতপূর্ণ । ১৮

তিনি হস্তে চন্দ্রহাস (খড়্গ), ডমরু, মস্তক ও পানপাত্র ধারণ করেন । তিনি একবীরা ও কালরাত্রি নামে উক্তা । তিনি সংস্তুতা হইলে অভীষ্টদাত্রী হন । ১৯

সেই দেবী ভ্রামরী^১ অনেকবর্ণধারিণী, তেজোমণ্ডলদীপ্তা, নানাবর্ণ-অনুলেপনে অনুলিপ্তা এবং বিচিত্র অলঙ্কার-শোভিতা । ২০

তিনি হস্তে নানাবর্ণ ভ্রমর ধারণ করেন এবং তিনি মহামারী (মহামৃত্যু) নামে অভিহিতা । হে পৃথিবীপতি,

১ চণ্ডী, ১১।৪৪ জষ্টব্য । ভ্রামরী সপ্তমী মূর্তি ।

ইদং রহস্যং পরমং ন বাচ্যং যন্তু কন্তুচিৎ ॥ ২২

আখ্যানং দিব্যমূর্তীনাং ধীশ্রাবহিতঃ স্বয়ম্ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দেবীং জপ নিরন্তরম্ ॥ ২৩

সপ্তজন্মার্জিতৈর্ঘোরৈব্রহ্মহত্যা দিকৈরপি ।

পাঠমাত্রেণ মন্ত্রাণাং মুচ্যতে সর্বকল্‌নিষেঃ ॥ ২৪

দেব্যা ধ্যানং তবাখ্যা তং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মহৎ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বকামকলপ্রদম্ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে মূর্তিবহস্যং সমাপ্তম্ ।

জগন্মাতা চণ্ডিকা দেবীর এই সকল মূর্তি বাখ্যাত হইল ।

এই মূর্তিসমূহ কামধেনুরূপে (সর্বকামপ্রদারূপে) কীর্তিতা ॥ ২২

এই পরম মূর্তিরহস্য যাহাকে-তাহাকে বলা উচিত নহে । এই সকল দিব্য মূর্তির আখ্যান স্বয়ং অর্থাবধানপূর্বক পাঠ করা উচিত । অতএব সর্বপ্রযত্নে নিরন্তর দেবীমাহাত্ম্য জপ কর । ২২-২৩

এই মাহাত্ম্যপাঠমাত্রই মানুষ সপ্তজন্মার্জিত ব্রহ্মহত্যা দি সকল ঘোর পাপ হইতে বিমুক্ত হয় । ২৪

গুহ্য হইতে গুহ্যতর, মহৎ ও সর্বকামকলপ্রদ দেবীধ্যান তোমার নিকট বর্ণিত হইল । অতএব সর্বপ্রযত্নে তাঁহার আরাধনা কর । ২৫

শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত মূর্তিবহস্যের
অনুবাদ সমাপ্ত ।

১ ইহার দ্বারা রহস্যত্রয়ের অধ্যয়ন বিধান করা হইল । —গুণবতী

শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের ফল

চণ্ডীপাঠফলং দেবি শৃণুষ গদতো মম ।
 একাবৃত্তাদি পাঠানাং প্রত্যাহং পঠতাং নৃণাম্ ॥ ১
 সঙ্কল্য পূজ্যাং সম্পূজ্য নস্ত্রাদ্বেষু মনূন্ সকৃৎ ।
 পশ্চাদ্ বলিপ্রদানেন ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২
 উপসর্গোপশান্ত্যর্থং ত্রিরাবৃত্তং পঠেন্নরঃ ।
 গ্রহদোষোপশান্ত্যর্থং পঞ্চাবৃত্তং বরাননে ॥ ৩
 মহাভয়ে সমুৎপন্নে সপ্তাবৃত্তমুদীরয়েৎ ।
 নবাবৃত্তা ভবেচ্ছাস্তির্বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৪

হে দেবি, প্রত্যহ চণ্ডীপাঠকের একাবৃত্তাদি (চণ্ডী-)
 পাঠের ফল বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১

সঙ্কল্পপূর্বক একবার অঙ্গসমূহ মন্ত্রস্থাস করিয়া দেবীর
 পূজা করিয়া পশ্চাৎ বলি প্রদান করিলে মানুষ অতীষ্ট ফল
 প্রাপ্ত হয় । ২

উপসর্গ (উপস্রব) শাস্তির (নিবারণের) জন্ত তিনবার
 চণ্ডীপাঠ করিবে এবং গ্রহদোষ-শাস্তির নিমিত্ত পাঁচবার
 চণ্ডীপাঠ করা উচিত । ৩

মহাভয় উপস্থিত হইলে সপ্তাবৃত্তি (সাতবার) পাঠ করিবে
 এবং নবাবৃত্তিপাঠে শাস্তি ও বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয় । ৪

রাজবশ্যায় ভূতৈ চ কুদ্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ ।

অর্কাবৃত্ত্যামাসিক্খিবৈরিনাশশ্চ জায়তে ॥ ৫

মম্বাবৃত্ত্যামিপূর্বশাস্তথা স্ত্রীবশ্যতামিয়াং ।

সৌখ্যং পঞ্চদশাবৃত্ত্যামশ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬

কলাবৃত্ত্যামপুত্রপৌত্রধনধাত্মাগমং বিদুঃ ।

রাজভীতিবিনাশায় বৈরশ্চোচ্চাটনায় চ ॥ ৭

কুর্য্যাং সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং প্রিয়ে ।

মহাব্রণবিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নরঃ ॥ ৮

রাজাকে বশীভূত করিবার জন্য ও বিভূতি- (ঐশ্বর্য) লাভের জন্য কুদ্রাবৃত্তি^১ (একাদশ বার) চণ্ডী পাঠ করিবে। অর্কাবৃত্তি^২ (দ্বাদশ বার) পাঠ করিলে কামনাসিদ্ধি ও শত্রুনাশ হয়। ৫

মম্বু-আবৃত্তি^৩ (চৌদ্দ বার) পাঠ করিলে দুর্জয় শত্রু ও দুষ্টা স্ত্রী বশীভূত হয় এবং পঞ্চদশাবৃত্তিপাঠে মানবের মিত্রতা ও সম্পদ লাভ হয়। ৬

কলাবৃত্তি^৪ (ষোড়শ বার) পাঠে পুত্রপৌত্র ও ধনধাত্ম লাভ হয়। রাজভয়-বিনাশার্থ সপ্তদশাবৃত্তি, শত্রুর উচ্চাটনার্থ অষ্টাদশাবৃত্তি এবং দুষ্ট ব্রণ হইতে মুক্তির জন্য বিংশাবৃত্তি পাঠ করিবে। ৭-৮

১ কারণ, একাদশ কুদ্র।

০ কারণ, চতুর্দশ মম্বু।

২ কারণ, দ্বাদশ আদিত্য।

৪ কারণ, ষোড়শ কলা।

পঞ্চবিংশাবর্তনাক্ত ভবেদ্ বন্ধবিমোক্ষণম্ ।
 সঙ্কটে সমনুপ্রাপ্তে হুশিকিৎসুভয়ে সদা ॥ ৯
 জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদে আয়ুষো নাশ আগতে ।
 বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্ধৌ ধননাশে তথা ক্ষয়ে ॥ ১০
 তথৈব ত্রিবিধোৎপাতে তথা চৈবাতিপাতকে ।
 কুর্যাদ্ যত্নাৎ শতাবৃত্তং ততঃ সম্প্রাপ্তে শুভম্ ॥ ১১
 বিপদস্তু নশ্রুতি ততো যাতি পরাং গতিম্ ।
 ধিয়ো বুদ্ধিঃ শতাবৃত্ত্যা রূপবুদ্ধিস্তথাপরা ॥ ১২

পঞ্চবিংশাবৃত্তিপাঠে কারাবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয় ।
 সঙ্কটকাল ও হুশিকিৎসু-রোগভয় উপস্থিত হইলে,
 জাতিধ্বংস, কুলনাশ ও আয়ুক্ষয় আরম্ভ হইলে, শত্রুবুদ্ধি বা
 রোগবুদ্ধি হইলে, ধননাশ বা ধনক্ষয়-সময়ে, ত্রিবিধ
 (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) উৎপাত
 (উপদ্রব) উৎপন্ন হইলে বা অতিপাতক অমুষ্ঠিত হইলে
 যত্নপূর্বক যথাবিধি শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করিবে । তাহা হইলে
 পূর্বোক্ত বিপদসমূহ বিনষ্ট হইয়া মঙ্গললাভ হইবে । ৯-১১

যিনি শতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ করেন তাঁহার সকল বিপদ
 নাশ হয়, পরাগতি (উদ্ধারলোকে গতি) লাভ হয় এবং
 তাঁহার বুদ্ধি ও সৌন্দর্য উত্তরোত্তর উৎকর্ষলাভ করে । ১২

মনসা চিস্তিতং দেবী সিধ্যোদষ্টোত্তরাচ্ছতাৎ ।

শতান্বমেধ-যজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি সূত্রতে ॥ ১৩

সহস্রাবর্তনালক্ষ্মীরাবৃণোতি স্বয়ং স্থিরা ।

প্রাপ্তো মনোরথান্ কামান্ নরো মোক্ষমবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৪

যথান্বমেধঃ ক্রতুষু দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ ।

স্তবানামপি সর্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ ॥ ১৫

অথবা বহুনোক্তেন কিমন্যেন বরাননে ।

চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তপাঠাৎ সর্বাঃ সিধ্যান্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৬

ইতি বারাহীতন্ত্রে চণ্ডীপাঠফলং সমাপ্তম্ ।

হে সূত্রতে, অষ্টোত্তরশতাবৃত্তি চণ্ডীপাঠে সকল মনোবাসনা পূর্ণ হয় এবং শত অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ হয় । ১৩

যে ব্যক্তি সহস্রাবৃত্তি চণ্ডী পাঠ করেন, চঞ্চলা লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁহার গৃহে অচলা হন, তাঁহার সকল মনোরথ সিদ্ধ হয় এবং সেই ব্যক্তি অস্ত্রে মোক্ষলাভ করেন । ১৪

যজ্ঞসমূহের মধ্যে যেমন অশ্বমেধযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ও দেবগণের মধ্যে যেমন হরি শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্তোত্রসমূহের মধ্যে সপ্তশতী চণ্ডীই শ্রেষ্ঠ । ১৫

হে বরাননে, অধিক আর কি বলিব, শতাবৃত্তি চণ্ডী-পাঠের ফলে সকল সিদ্ধিই লাভ হয় । ১৬

শ্রীবারাহীতন্ত্রোক্ত চণ্ডীপাঠফলের অন্ত্যবদ সমাপ্ত ।

পুটিত চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীপুরশ্চরণের বিধি

সঙ্কল্প-মন্ত্র—বিষ্ণুরোম্ তৎসং অন্ম অমুকে মাসি অমুকে
পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্বাধাধিনির্মুক্তত্ব-
ধনধান্য-স্বতান্বিতত্বকামঃ * “ও সর্বাধাধিনির্মুক্তো ধনধান্য-
স্বতান্বিতঃ। মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।”
ইতিমন্ত্রপুটিত-প্রতিশ্লোকং শ্রীকৃষ্ণৈষ্যপাশনাতিধান-মহর্ষিবেদ-
বাস-প্রোক্ত-জয়াথা-মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত-সাবর্ণিক-মন্ত্রস্ত-
রীয়-‘ও সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ঃ’ ইত্যাদি ‘ও সাবর্ণিভবিতা মনুঃ’
ইত্যন্তদেবীমাহাত্ম্যাস্ত্র একাবৃষ্টিপাঠমহং করিষ্যে।†

শ্রীশ্রীচণ্ডীর সাত শত মন্ত্রের প্রত্যেকটির আদিত্তে ও অন্তে
“ও” পুটিত (সংযুক্ত) করিয়া পাঠ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়।
আদিত্তে “ও ভূভূবঃ স্বঃ” এবং অন্তে “ও স্বঃ ভুবভূবো” পুটিত
করিয়া শতাবৃষ্টি চণ্ডীপাঠে অল্পকালে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। “ও
জাতবেদসে স্ননবায় মোমমরাভীয়তো নিদহাতি স নঃ
পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বানাবেব সিদ্ধুম্ হুরিতাত্যগ্নিঃ।” ইত্যাদি
মন্ত্রদ্বারা পুটিত চণ্ডীপাঠে সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। “ত্ৰাম্বকং
যজামহে সূগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উবাক্কমিব বন্ধনান্মৃতোন্ম স্মীয়
মামৃতাং।” এই মন্ত্র চণ্ডীপাঠের আদিত্তে একশতবার এবং
অন্তে একশতবার জপ করিলে, অথবা প্রতি শ্লোকে পুটিত
করিয়া পাঠ করিলে অপমৃত্যু নিবারণিত হয়। প্রতিশ্লোকে

* কামনা বিভিন্নরূপ হইলে তাহা উল্লেখ করিবেন এবং ‘ও সর্বা-
ধাধা’ ইত্যাদি শ্লোকের পরিবর্তে যে শ্লোক পঠিতব্য তাহা পাঠ করিবেন।

† পরার্থে ‘কণ্ঠস্থামি’ হইবে।

“শূলেন পাহি নো দেবী পাহি খড়্গেন চাম্বিকে । ঘণ্টা-
 স্বনে নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনে চ ।” ৪।২৪—এই শ্লোক-
 পুটিত চণ্ডীপাঠে বা কেবল উক্ত শ্লোকের লক্ষ, অমৃত, সহস্র
 বা শতবার জপেও অপমৃত্যু নিবারিত হয় । প্রতি শ্লোকে
 “শরণাগতদীনানার্তপরিজ্ঞাপরায়ণে । সর্বশ্রুতিহরে দেবি
 নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥” ১১।১২—এই শ্লোকপুটিত
 চণ্ডীপাঠে সর্বকার্য সিদ্ধ হয় । প্রতি শ্লোকে “করোতু মা নঃ
 শুভহেতুরীশ্বরী” ৫।৮১—এই অর্ধশ্লোক-পুটিত চণ্ডীপাঠেও
 সর্বকার্যসিদ্ধি হয় । অতীষ্টবরলাভ-কামনায় “এবং দেব্যা
 বরং লব্ধ্বা স্বৰ্থঃ ক্ষত্রিয়ৰ্ধভঃ । সূৰ্য্যাজ্জন্ম সমাসাচ্চ
 সাবর্ণিভবিতা মনুঃ ॥” ১৩।২৮—এই শ্লোক পুটিত করিয়া
 চণ্ডীপাঠ কর্তব্য । সর্ববিপদবিনাশার্থ “দুর্গে স্মৃতা হরসি
 ভীতিমশেষজন্তোঃ । স্বষ্টেঃ স্মৃতা মতিমতীৰ শুভাং দদাসি ।
 দারিদ্ৰ্য্য-দুঃখ-ভয়হারিণি কা তদন্তা । সর্বোপকারকরণায়
 সদাৰ্দ্ৰচিত্তা ॥” ৪।১৭—এই শ্লোক-পুটিত চণ্ডীপাঠ বিধেয় ।
 কেবল এই শ্লোকের লক্ষ, অমৃত, সহস্র বা শতবার জপেও
 উক্ত ফললাভ হয় । “সর্বাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্থানি-
 ধরি । এবমেব ত্বয়া কার্যমশ্বৈরিবিনাশনম্ ॥” ১১।৩৯—এই
 শ্লোকের লক্ষ জপে বা প্রতিশ্লোক-পুটিত পাঠে শ্লোকোক্ত
 ফল পাওয়া যায় । “ইখং যদা যদা বাধা দানবোথা
 ভবিষ্ণতি । তদা তদাবতীৰ্ধাহং করিষ্যাম্যবিসংক্ষয়ম্ ॥”
 ১১।৫৫—এই শ্লোক জপ করিলে মহামারীর শাস্তি হয় ।
 “ততো বরে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশত্ৰজয়নি । অত্র চৈব নিজং
 রাজ্যং হতশক্রবলং বলাৎ ॥” ১৩।১৭—এই মন্ত্রজপে
 হতরাজ্য লাভ হয় । “হিনস্তি দৈত্যতেজাসি স্বনেনাপূৰ্ণ
 যা জগৎ । মা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোহনঃ

স্থতানিব।” ১১।২৭—এই মন্ত্রদ্বারা সদীপ বলিদানে এবং ঘণ্টাবন্ধনে বালগ্রহ-শাস্তি হয়।

অহুলোমক্রমে প্রথমাবৃতি বিলোমক্রমে দ্বিতীয়াবৃতি পুনরায় অহুলোমক্রমে তৃতীয়াবৃতি—এইরূপে চণ্ডীপাঠে নীচ কার্যসিদ্ধি হয়। প্রথমে “হুর্গে স্থতা হরসি ভীতিমশেষবজ্রস্তোঃ স্বৈশ্চৈঃ স্থতা মতিমতীব শুভাং দদাসি”—এই অর্ধমন্ত্র, তৎপরে “যদস্তিকে যচ্চ দূরকে” ইত্যাদি ঋকমন্ত্র এবং তদন্তে “দাবিত্র্যাহুঃখভয়হারিণি কা স্বদন্তা সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।”—এই অর্ধমন্ত্র এইরূপে লক্ষ, অযুত, সহস্র বা শতবার জপে সকল বিপদ দূরীভূত হয়। প্রতি শ্লোকে “কাংসোশ্মি” ইত্যাদি ঋকমন্ত্র-পুটিত চণ্ডীপাঠে লক্ষীপ্রাপ্তি ঘটে। প্রতি শ্লোকে “অগ্ন্যামশ্মিন্” ইত্যাদি ঋকমন্ত্র-পুটিত চণ্ডীপাঠে ঋণপরিহার হয়। মারণার্থ “এবমুক্তা” ইত্যাদি শ্লোক প্রতিশ্লোকে পুটিত করিয়া চণ্ডীপাঠ কর্তব্য। “জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃণ্ণ মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।” ১।৫৫-৫৬—এই শ্লোকের জপমাত্র মোহনাশ হয়। উক্ত মন্ত্র প্রতিশ্লোকে পুটিত পাঠে অবশ্যই মোহনাশ ঘটে। প্রতি শ্লোকে “রোগানশেষান্ অপহংসি তুষ্টা কুষ্টা তু কামান্ সকলান্ অতীষ্টান্।” ১১।২০—ইত্যাদি শ্লোকপুটিত পাঠে রোগমুক্তি হয় এবং হিংসার কেবল জপেও রোগনাশ হয়। প্রতি শ্লোকে “ইতু্যক্তা সা তদা দেবী” ইত্যাদি শ্লোকপুটিত পাঠে বা স্বতন্ত্র জপে বিজালাভ এবং জিহ্বার জড়তা দূর হয়। “ভগবত্যা কৃতং সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্ঠতে।” ৪।৩৪— ইত্যাদি ষাটশাধিক শতাকর মন্ত্রজপ সর্বকামপ্রদ এবং সর্ববিঘ্ননাশক। “দেবি প্রপন্নাতিহরে প্রসীদ।” ১১।৩—

ইত্যাদি শ্লোকের লক্ষ, অযুত, সহস্র বা শতবার জপে এবং প্রতিশ্লোক—পুটিত পাঠে সর্ববিপদ বিনষ্ট এবং সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়।

এইসকল প্রয়োগে প্রতিশ্লোকে দীপাগ্রে প্রণাম, অথবা কেবল প্রণাম করিলে অতি শীঘ্র সিদ্ধিলাভ হয়। প্রতি শ্লোক কামবীজ “ক্লীং” পুটিত করিয়া একচল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ তিনবার পাঠে সর্বকামনা সিদ্ধ হয়। উক্ত বিধিতে প্রত্যহ দ্বাদশবার বা ত্রয়োদশবার করিয়া একুশ দিন পর্যন্ত পাঠ করিলে বশীকরণ হয়। “হ্রীং কট্ স্বাহা” এই মন্ত্র প্রতি শ্লোকে পুটিত করিয়া মাতদিন পর্যন্ত প্রত্যহ ত্রয়োদশ বার পাঠে উচ্চাটনসিদ্ধি হয়। এইরূপে প্রত্যহ এগারবার করিয়া চারি দিন পাঠে সকল উপদ্রব বিনষ্ট হয়। প্রতি শ্লোকে “শ্রীং” বীজ পুটিত করিয়া ঊনপঞ্চাশ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ পঞ্চদশবার পাঠে লক্ষ্মীলাভ হয়। প্রতিশ্লোকে “ঐং” বীজ পুটিত করিয়া শতবার পাঠে বিজ্ঞাপ্রাপ্তি হয়। “ওঁ হোং নমঃ” এই মন্ত্র প্রতি শ্লোকে পুটিত করিয়া আদিতে অহ্নলোমক্রমে এবং অন্তে বিলোমক্রমে প্রথম চরিত্র-পাঠে, এইরূপে “হ্রীং নমঃ” এই মন্ত্র প্রতি শ্লোকে পুটিত করিয়া মধ্যম চরিত্র পাঠে এবং এইরূপে “ওঁ ক্লীং নমঃ” এই মন্ত্র প্রতি শ্লোকে পুটিত করিয়া অন্ত্য চরিত্র-পাঠে শীঘ্র কার্যসিদ্ধি হয়। ইহাতে বিশেষ এই যে, “মোং” বীজ বড়সন্তান এবং “ত্রিগুণা তামসী দেবী সার্বিকী য়া ত্রিধোদিতা” ইত্যাদি বৈকৃতিক রহস্তোক্ত ধ্যানে পূজা করিতে হয়।

চণ্ডী-পুরস্চরণের বিধি *

‘দুর্গাপ্রদীপে’ আছে, “জপেদ্ বিষং সমাশ্রিত্য মাসমেকং তু যো নরঃ । হুত্বা বিবদলৈর্মাসং মধুরত্নয়যোগতঃ ॥ হুত্বা দশাংশতো বাপি কমলৈঃ ক্ষীরসংযুতৈঃ । ধনদেন সমাং লক্ষ্মীং প্রাপ্নুয়াচ্ছতমং ধ্রুবম্ ॥” অর্থাৎ চণ্ডীপুরস্চরণার্থী বিবরুদ্ধতলে একমাস যাবৎ জপ করিবেন । জপান্তে দধি-মধু-দ্ব্যতাক্ত বিষপত্র দ্বারা, অথবা ছন্দের সহিত পদ্ম-পুষ্পের দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবেন । ইহার ফলে তিনি কুবের ও লক্ষ্মীর কৃপা প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ।

* এসকল বিধি সকাম পাঠকের পক্ষে । নিষ্কাম পাঠে দেবীজীতিই একমাত্র লক্ষ্য, অতএব উহা এসকল বিধির পারে । প্রকাশক

শ্রীগণেশায় নমঃ

কুঞ্জিকাস্তোত্রম্ *

শিব উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কুঞ্জিকাস্তোত্রমুত্তমম্ ।

যেন মন্ত্রপ্রভাবেন চণ্ডীজপশুভং ভবেৎ ॥ ১

কবচং নার্গলাস্তোত্রং কীলকং ন রহস্ককম্ ।

ন সূক্তং নাপি ধ্যানং চ ন হ্রাদং ন চ বাহুচর্চনম্ ॥ ২

কুঞ্জিকাং পাঠমাত্রেন দুর্গাপাঠফলং লভেৎ ।

অতি গুহ্যতরং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৩

গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিবচ্চ পার্বতি ।

মারণং মোহনং বশ্যং স্তম্বনোচ্চাটনাদিকম্ ॥ ৪

পাঠমাত্রেন সংসিক্তিং কুঞ্জিকাস্তোত্রমুত্তমম্ ॥

অথ মন্ত্রঃ

ওঁ শ্রং শ্রং শ্রং শং ফট্ ঐ হ্রীঁ ক্লীঁ জলোজ্জ্বল-প্রজ্জ্বল
হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ আবয় আবয় শাপং নাশয় নাশয় হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ
জ্জ্ সঃ আদয়ে স্বাহা ।

নমস্তে রুদ্ররূপায়ৈ নমস্তে মধুমর্দিনি ।

নমস্তে কৈটভারি চ নমস্তে মহিষমর্দিনি ॥ ১

* কালী হইতে প্রকাশিত ত্রিহীতগৌর এক সংস্করণে কুঞ্জিকাস্তোত্র-
পাঠান্ত্রে অর্গলাস্তোত্রাদি-পাঠ বিধেয় ।

নমস্তে শুভহস্তী চ নিশুভাস্বরপ্রান্তনী ।
 নমস্তে জাগ্রতে দেবি জপসিদ্ধিং কুরুষ মে ॥ ২
 ঐ কারীমৃষ্টিকুপায়ৈ হ্রী কারী চ প্রপালিকা ।
 ক্রী কালী কালকুপিণ্যে বীজরূপে নমোহস্ত তে ॥ ৩
 চামুণ্ডা চণ্ডঘাতী চ ধৈকারী বরদায়িনি ।
 বিচ্ছেনে ভয়দা নিত্যং নমস্তে মন্তরূপিণি ॥ ৪

ধাং ধীং ধূং ধূর্জটেঃ পত্নী বাং বীং বৃং বাগীশ্বরী তথা ।
 ক্রাং ক্রীং ক্রুং কুঞ্জিকা দেবী শাং শীং শূং মে শুভং কুরু ॥
 হ্রুং হ্রুং হ্রদারূপায়ৈ জাং জীং জুং তালনাদিনি ॥ ৫
 ভ্রাং ভ্রীং ভ্রুং ভৈরবী ভদ্রে ভবান্ধ তে নমো নমঃ ।
 ও অং কং চং টং তং পং মাং বিহুবাং মাং বিহুবাং
 বিমর্দয় বিমর্দয় হং কাং কীং ক্রীং জীবয় জীবয় ত্রোটয়
 ত্রোটয় জন্তয় জন্তয় দীপয় দীপয় মোচয় মোচয় হুং কটু জাং
 বোষটু ঐ হ্রী ক্রী বজ্রয় বজ্রয় সংজয় সংজয় শুভয়
 শুভয় বন্ধয় বন্ধয় ভ্রাং ভ্রীং ভ্রুং ভৈরবি ভদ্রে নকুঞ্চ
 নকুঞ্চ সঞ্চল সঞ্চল ত্রোটয় ত্রোটয় হ্রী স্বাহা ॥

পাং পীং পুং পার্বতী পূর্ণা খাং খীং খুং খেচরী তথা ।
 শ্রাং শ্রীং শ্রুং শূলবিন্ধীর্ণকুঞ্জিকায়ৈ নমো নমঃ ॥
 সাং সীং সপ্তশতী দেব্যা মন্তসিদ্ধিং কুরুষ মে ।
 ইদং তু কুঞ্জিকাস্তোত্রং মন্তজাগৃতিহেতবে ।
 অভক্তে ন চ দাতব্যং গোপিতং বন্ধ পার্বতি ॥
 বিহীনাং কুঞ্জিকাদেব্যা যন্ত সপ্তশতীং পঠেৎ ।
 ন তন্ত জায়তে সিদ্ধির্হারণো বোদিতং যথা ॥

ইতি কুঞ্জিকাস্তোত্রং গৌরীতন্ত্রে শিবপার্বতীসংবাদে
 কুঞ্জিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

কাত্যায়নীতন্ত্রসম্বৃত শ্রীশ্রীচণ্ডীর শ্লোক ও মন্ত্রসংখ্যা

১ম অধ্যায়ে—৭৮ শ্লোক=১০৪ মন্ত্র=

১৪ উবাচ+২৪ অর্ধ শ্লোক+৬৬ পূর্ণ শ্লোক

২য় অধ্যায়ে—৬৮ শ্লোক=৬৯ মন্ত্র=

১ উবাচ+৬৮ পূর্ণ শ্লোক

৩য় অধ্যায়ে—৪১ শ্লোক=৪৪ মন্ত্র=

৩ উবাচ+৪১ পূর্ণ শ্লোক

৪র্থ অধ্যায়ে—৩৬ শ্লোক=৪২ মন্ত্র=

৫ উবাচ+২ অর্ধ শ্লোক+৩৫ পূর্ণ শ্লোক

৫ম অধ্যায়ে—৭৬ শ্লোক=১২৯ মন্ত্র=

৯ উবাচ+৬৬ খণ্ড শ্লোক+৫৪ পূর্ণ শ্লোক

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে—২০ শ্লোক=২৪ মন্ত্র=

৪ উবাচ+২০ পূর্ণ শ্লোক

৭ম অধ্যায়ে—২৫ শ্লোক=২৭ মন্ত্র=

২ উবাচ+২৫ পূর্ণ শ্লোক

৮ম অধ্যায়ে—৬১½ শ্লোক=৬৬ মন্ত্র=

১ উবাচ+১ অর্ধ শ্লোক+৬১ পূর্ণ শ্লোক

* রক্তধামলতন্ত্রমতে চণ্ডীর ৫৭৯ শ্লোক এবং বারাহীতন্ত্রমতে চণ্ডীতে ৫৮৮½ শ্লোক আছে।

৯ম অধ্যায়ে—৩৯ শ্লোক=৪১ মন্ত্র=

২ উবাচ+৩৯ পূর্ণ শ্লোক

১০ম অধ্যায়ে—২৭ই শ্লোক=৩২ মন্ত্র=

৪ উবাচ+১ অর্ধ শ্লোক+২৭ পূর্ণ শ্লোক

১১শ অধ্যায়ে—৫০ই শ্লোক=৫৫ মন্ত্র=

৪ উবাচ+১ অর্ধ শ্লোক+৫০ পূর্ণ শ্লোক

১২শ অধ্যায়ে—৩৮ শ্লোক=৪১ মন্ত্র=

২ উবাচ+২ অর্ধ শ্লোক+৩৭ পূর্ণ শ্লোক

১৩শ অধ্যায়ে—১৭ই শ্লোক=২৯ মন্ত্র=

৬ উবাচ+১০ অর্ধ শ্লোক+১৩ পূর্ণ শ্লোক

ত্রিশচণ্ডীতে মোট ৫৭৮ শ্লোক=৭০০ মন্ত্র আছে।

কাত্যায়নীতন্ত্রে আছে—

অষ্টসপ্ততন্ত্রাণাং শ্লোকানাং শতপঞ্চকম্ ।

প্রোক্তং সপ্তশতীস্তোত্রং তৎ সপ্তশতসংখ্যয়া ॥

বিশ্বজা জুহুয়াং মন্ত্রমিতি কাত্যায়নীমতম্ ॥

অনুবাদ—সপ্তশতী চণ্ডীতে অষ্টসপ্ততি অধিক পঞ্চশত (৫৭৮) শ্লোক আছে। এই শ্লোকসমূহকে সাত শত মন্ত্রে ভাগ করিয়া চণ্ডীহোম করাই কাত্যায়নীতন্ত্রের মত।

এবং ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ হোমপূজনতৃপ্তিবু ।

শতানি সপ্ত সংখ্যানি তব প্রোক্তানি শৈলজে ॥

—হে শৈলমুতে, এইরূপে চণ্ডীর তেরটি অধ্যায়ে পূজা, হোম ও তর্পণের জন্য তোমার সাত শত মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।

নির্ঘণ্ট

[দাঁড়ির পূর্বে অধ্যায়-সংখ্যা, পরে মন্ত-সংখ্যা]

অনন্ত ৪৪	কৈটভ ১৬৭, ১৭০, ১৭২
অপরাজিতা ৫৫, ৮২৪	কৌনারী ৮১৭, ৩৪, ৪৩ ; ২১৩৮ ;
অলক্ষী ৪৫ ১২১৪০,	১১১৫
অধিকা ৩২, ১২, ২৪, ৩০ ; ৪৩,	কৃষ্ণ ২২০
২৪, ২৭, ৩৭ ; ২৫২ ; ৫৮৭,	গৌরী ৪১১, ৪১ ; ১১১০
৮৮ ; ৬১৩, ২৪ ; ৭৫ ;	চণ্ড ৫৮৯, ৬২১-২২, ৭২, ৭২৬
৮১৭ ; ২১১৭, ২৪ ; ১০৬,	চণ্ডিকা ২৪২ ; ৩২৮, ৩৪, ৩৫ ;
১২, ১৮ ; ১১১০	৪৪ ; ৭২৩ ; ৮৮, ১৩, ২২,
একার্ণব ১৬৬, ২২	৫৩, ৫৭ ; ২৮, ১০, ১৫, ২৮,
ঐন্দ্রী ৮৩৫	৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪ ; ১০১৭,
কাত্যায়নী ৮২২ ; ১১২, ২৫	২২, ২৩, ২৫ ; ১১২৮ ;
কালরাত্রি ১৭৭	১২১৩২ ; ১৩১৩
কালিকা ৫৮৮	চণ্ডিকা শক্তি ৮২৩
কালী ৭৬, ১৬, ১২, ২৩, ২৬ ;	চামুণ্ডা ৭২৭ ; ৮৫৩, ৫৯, ৬০,
৮১০, ১১, ৩২, ৫৩, ৫৭ ;	৬১ ; ১১২১
৯২২, ২৩, ৩৭, ৪১	জগদ্ধাত্রী ১৭০ ; ৪২২ ; ১৩১৩
কেশব ১২৫	জগন্মাতা ৩৩৪
কোলাবিক্ষমী ১৫, ৬	জাহ্নবী ৫৮৪



